আবু দাউদ শরীফ

তৃতীয় খন্ড

ইমাম আবু দাঊদ (র)

http://IslamiBoi.wordpress.com

আবূ দাউদ শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ
ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

সম্পাদনা
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

http://IslamiBoi.wordpress.com

আবূ দাউদ শরীফ (তৃতীয় খণ্ড)
সংকলক ঃ ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (র)
অনুবাদক ঃ ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৭২
অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১০৮
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭১৫/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪২
ISBN : 984-06-0067-2

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৯২

দ্বিতীয় সংস্করণ
ভাদ্র ১৪১৩
আগস্ট ২০০৬
রজব ১৪২৭

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা – ১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রুফ সংশোধনে
আ.ন.ম. মঈনুল আহসান

বর্ণবিন্যাস
নবনী কম্পিউটারস
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

ABU DAUD SHARIF (3rd Part) : Arabic Compilation by Imam Abu Daud Sulaiman Ibnul Ashaz As-Sigistani (Rh.), edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka–1207. Phone : 8128068. August 2006
Web site : www.islamicfondation-bd.org.
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org.
Price : Tk 150; US Dollar : 5.00

http://IslamiBoi.wordpress.com

সূচিপত্র

হজ্জ-এর নিয়ম পদ্ধতি

১.	হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা	৩
২.	মহিলাদের সাথে মুহ্‌রিম পুরুষ ছাড়া হজ্জে যাওয়া	৪
৩.	ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই	৫
৪.	অনুচ্ছেদ	৬
৫.	(হজ্জের সময়) পশু ভাড়ায় খাটানো	৬
৬.	অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ	৭
৭.	মীকাতসমূহের বর্ণনা	৮
৮.	ঋতুমতী স্ত্রীলোকের হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা	১০
৯.	ইহ্‌রামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার	১০
১০.	মাথার চুল জমাটবদ্ধ করা	১১
১১.	কুরবানীর পশুর বর্ণনা	১১
১২.	গরু কুরবানী করা	১২
১৩.	ইশ্‌আর বা কুরবানীর পশুর রক্তচিহ্ন দান	১২
১৪.	কুরবানীর পশু পরিবর্তন	১৩
১৫.	কুরবানীর পশু (মক্কায়) প্রেরণের পর হালাল অবস্থায় থাকা	১৪
১৬.	কুরবানীর উটের পিঠে আরোহণ করা	১৫
১৭.	কুরবানীর পশু গন্তব্যে (মক্কা) পৌঁছার পূর্বেই অবসন্ন হয়ে পড়লে	১৫
১৮.	কুরবানীর উট কিভাবে যবেহ্ করা হবে	১৭
১৯.	ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট সময়	১৮
২০.	হজ্জে শর্তারোপ করা	২১
২১.	হজ্জে ইফ্‌রাদ	২১
২২.	হজ্জে কিরান	২৯
২৩.	যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তিত করে	৩৫
২৪.	যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষে (বদলী) হজ্জ করে	৩৫
২৫.	তাল্‌বিয়া কিভাবে পড়বে	৩৬
২৬.	তালবিয়া পাঠ কখন বন্ধ করবে	৩৭
২৭.	উমরা পালনকারী কখন তাল্‌বিয়া পাঠ বন্ধ করবে	৩৮
২৮.	ইহ্‌রাম অবস্থায় কোনো ব্যক্তি নিজ গোলামকে প্রহার করলে	৩৮
২৯.	পরিধেয় বস্ত্রে ইহ্‌রাম বাঁধা	৩৯
৩০.	মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে	৪০

http://IslamiBoi.wordpress.com

৩১. মুহ্‌রিম ব্যক্তির যুদ্ধাস্ত্র বহন ৪৩
৩২. মুহ্‌রিম স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল ঢাকা ৪৩
৩৩. মুহ্‌রিম ব্যক্তির সূর্যের কিরণ থেকে ছায়া গ্রহণ ৪৩
৩৪. মুহ্‌রিম ব্যক্তির দেহে সিংগা লাগানো ৪৪
৩৫. মুহ্‌রিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার ৪৪
৩৬. মুহ্‌রিম ব্যক্তির গোসল করা ৪৫
৩৭. মুহ্‌রিম ব্যক্তির বিবাহ করা ৪৬
৩৮. ইহ্‌রাম অবস্থায় যেসব জীবজন্তু হত্যা করা যাবে ৪৭
৩৯. মুহ্‌রিম ব্যক্তির জন্য শিকারের গোশ্‌ত ৪৮
৪০. মুহ্‌রিম ব্যক্তির ফড়িং মারা জায়েয কিনা ৪৯
৪১. ফিদ্‌য়া (ক্ষতিপূরণ) ৫০
৪২. ইহ্‌রামের পর যদি হজ্জ বা উম্‌রা করতে অপারগ বা বাধাপ্রাপ্ত হয় ৫১
৪৩. মক্কায় প্রবেশ ৫২
৪৪. বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে হাত উত্তোলন করা ৫৩
৪৫. হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদে চুমু দেয়া ৫৪
৪৬. বায়তুল্লাহ্‌র রুকনসমূহ (কোণসমূহ) স্পর্শ করা ৫৫
৪৭. তাওয়াফে (যিয়ারত) বাধ্যতামূলক ৫৫
৪৮. তাওয়াফের সময় ডান বগলের নিচে দিয়ে, বাম কাঁধের উপর চাদর পেঁচানো ৫৭
৪৯. রমল করা ৫৮
৫০. তাওয়াফের সময় দু'আ করা ৬০
৫১. আসরের পরে তাওয়াফ করা ৬১
৫২. হজ্জে কিরান আদায়কারীর তাওয়াফ সম্পর্কে ৬১
৫৩. মুল্‌তাযাম ৬২
৫৪. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা ৬৩
৫৫. মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের বিবরণ ৬৫
৫৬. আরাফাতে অবস্থান ৭৩
৫৭. (মক্কা হতে) মিনায় গমন ৭৪
৫৮. (মিনা হতে) আরাফাতে গমন ৭৪
৫৯. সূর্য পশ্চিমাকাশে যাওয়ার পর আরাফাতে গমন ৭৫
৬০. আরাফাতের খুত্‌বা (ভাষণ) ৭৫
৬১. আরাফাতে অবস্থানের স্থান ৭৬
৬২. আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন ৭৬
৬৩. মুয্‌দালিফায় নামায ৭৯

http://IslamiBoi.wordpress.com

৬৪. (ভীড়ের কারণে) মুয্দালিফা হতে জল্দি প্রত্যাবর্তন করা ৮৩
৬৫. মহান হজ্জের দিন ৮৪
৬৬. হারাম বা সম্মানিত মাসসমূহ ৮৫
৬৭. যে ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সুযোগ পায়নি ৮৫
৬৮. মিনায় অবতরণ ৮৭
৬৯. মিনাতে কোন্ দিন খুত্বা দিতে হবে ৮৭
৭০. যিনি বলেন, কুরবানীর দিনে খুত্বা প্রদান করেছেন ৮৮
৭১. কুরবানীর দিন কখন খুত্বা দিবে ৮৮
৭২. মিনার খুত্বাতে ইমাম কি বলবে ৮৯
৭৩. মিনাতে অবস্থানকালে মক্কায় রাত্রি যাপন ৮৯
৭৪. মিনাতে নামায (কসর করা এবং না করা) ৯০
৭৫. মক্কাবাসীদের জন্য কসর বা নামায সংক্ষেপ করা ৯১
৭৬. কংকর নিক্ষেপ ৯২
৭৭. মস্তক মুণ্ডন ও চুল ছোট করা ৯৫
৭৮. উমরা ৯৭
৭৯. যদি কোন স্ত্রীলোক উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধার পর ঋতুমতী হয়, অতঃপর হজ্জের সময় উপস্থিত হওয়ায় সে তার উমরা পরিত্যাগ করে হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধে এমতাবস্থায় সে তার উমরার কাযা (আদায়) করবে কিনা? ১০০
৮০. উমরা সম্পাদনকালে মক্কায় অবস্থান ১০১
৮১. হজ্জে তাওয়াফে যিয়ারত ১০১
৮২. তাওয়াফে আল-বিদা ১০৩
৮৩. ঋতুমতী মহিলা যদি তাওয়াফে আল-বিদার পূর্বে তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে বের হয় ১০৩
৮৪. বিদায়ী তাওয়াফ ১০৪
৮৫. মুহাস্সাবে অবতরণ ১০৫
৮৬. হজ্জের সময় যদি কেউ আগের কাজ পরে বা পরের কাজ আগে করে ১০৭
৮৭. মক্কাতে নামাযের জন্য সুত্রা ব্যবহার ১০৮
৮৮. মক্কার পবিত্রতা ১০৮
৮৯. নাবীয পানীয় ১১০
৯০. মুহাজিরের জন্য মক্কায় অবস্থান ১১১
৯১. কা'বা ঘরের মধ্যে নামায ১১১
৯২. কা'বা ঘরে রক্ষিত মালামাল ১১৪
৯৩. মদীনাতে আগমন ১১৫
৯৪. মদীনার পবিত্রতা ১১৫
৯৫. কবর যিয়ারত ১১৭

http://IslamiBoi.wordpress.com

বিবাহের অধ্যায়

৯৬. বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহিত করা ১১৯
৯৭. ধর্মপরায়ণা রমণী বিবাহের নির্দেশ ১১৯
৯৮. কুমারী নারীকে বিবাহ করা ১২০
৯৯. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যিনাকার পুরুষ কেবল যিনাকারিণী স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে ১২১
১০০. যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিবাহ করে ১২২
১০১. বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধ পানের কারণেও হারাম হয় ১২২
১০২. দুধ সম্পর্কীয় পুরুষ আত্মীয় ১২৩
১০৩. বয়স্ক ব্যক্তির দুধ পান সম্পর্কে ১২৩
১০৪. বয়স্ক (দুধ পানকারী) ব্যক্তির জন্য যা হারাম হয় ১২৪
১০৫. পাঁচবারের কম দুধ পানে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হবে কি ১২৬
১০৬. দুগ্ধপান ত্যাগের সময় বিনিময় প্রদান ১২৬
১০৭. যে সমস্ত স্ত্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা হারাম ১২৭
১০৮. মুত্'আ বা ভোগ বিবাহ ১৩০
১০৯. মাহর নির্ধারণ ব্যতীত এক বিবাহের পরিবর্তে অন্য বিবাহ ১৩১
১১০. তাহ্লীল্ বা হালাল করা ১৩২
১১১. মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের বিবাহ করা ১৩২
১১২. এক ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাব দেয়া মাকরূহ ১৩৩
১১৩. বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা ১৩৩
১১৪. ওলী বা অভিভাবক ১৩৪
১১৫. স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহে বাধা প্রদান ১৩৫
১১৬. যদি কোন স্ত্রীলোককে দু'জন ওলী দু'জায়গায় বিবাহ দেয় ১৩৫
১১৭. আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে আর তোমরা তাদের অন্যের সাথে বিবাহে বাধা দিবে না ১৩৬
১১৮. মেয়েদের নিকট বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি চাওয়া ১৩৭
১১৯. যদি কোন পিতা তার বালিগা কুমারী মেয়েকে তার বিনা অনুমতিতে বিবাহ দেয় ১৩৮
১২০. সায়্যেবা ১৩৮
১২১. কুফূ বা সমকক্ষতা ১৩৯
১২২. কারো জন্মের পূর্বে বিবাহ দেয়া ১৪০
১২৩. মাহর নির্ধারণ ১৪১
১২৪. মাহরের সর্বনিম্ন হার ১৪৩
১২৫. কোন কাজকে মাহর ধার্য করে বিবাহ প্রদান ১৪৪
১২৬. যে ব্যক্তি মাহর নির্ধারণ ব্যতীত বিবাহ করে মৃত্যুবরণ করে ১৪৫

http://IslamiBoi.wordpress.com

১২৭. বিবাহের খুত্‌বা ১৪৭
১২৮. অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের বিবাহ প্রদান ১৪৯
১২৯. কুমারী মহিলা বিবাহ করলে, তার সাথে কতদিন অবস্থান করতে হবে ১৪৯
১৩০. যদি কেউ তার স্ত্রীকে কিছু দেওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করতে চায় ১৫০
১৩১. দম্পতির জন্য দু'আ করা ১৫১
১৩২. যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার পর গর্ভবতী পায় ১৫১
১৩৩. একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ্‌ভিত্তিক বন্টন ১৫২
১৩৪. স্ত্রীর বাড়ীতে সহাবস্থানের শর্তে বিবাহ করলে তাকে অন্যত্র নেয়া যায় কিনা ১৫৫
১৩৫. স্ত্রীর উপর স্বামীর হক (অধিকার) ১৫৫
১৩৬. স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার ১৫৬
১৩৭. স্ত্রীদের মারধর করা ১৫৭
১৩৮. যে ব্যাপারে চক্ষু অবনত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয় ১৫৮
১৩৯. বন্দী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা ১৬০
১৪০. সহবাস সম্পর্কীয় অন্যান্য হাদীস ১৬২
১৪১. ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস বা মিলন ১৬৪
১৪২. ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সংগমের কাফ্‌ফারা ১৬৫
১৪৩. আয্‌ল ১৬৬
১৪৪. কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পর তা অন্য ব্যক্তির নিকট বিবৃত করার অপরাধ ১৬৭

তালাকের অধ্যায়

১৪৫. যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে ১৭০
১৪৬. ঐ স্ত্রীলোক যে তার স্বামীর নিকট তার অন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য বলে ১৭০
১৪৭. তালাক একটি গর্হিত কাজ ১৭০
১৪৮. সুন্নাত তরীকায় তালাক ১৭১
১৪৯. তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃগ্রহণ বাতিল হওয়া ১৭৪
১৫০. গোলামের তালাক প্রদানের নিয়ম ১৭৪
১৫১. বিবাহের পূর্বে তালাক ১৭৫
১৫২. রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া ১৭৬
১৫৩. হাঁসি ঠাট্টাচ্ছলে তালাক প্রদান ১৭৭
১৫৪. তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃগ্রহণ বাতিল হওয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীস ১৭৭
১৫৫. যে শব্দের দ্বারা তালাকের ইচ্ছা বোঝায় তা এবং নিয়্যাত ১৮০
১৫৬. যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইখ্‌তিয়ার (ক্ষমতা) দেয়, তবে এতে তালাক হবে কিনা ১৮১
১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে" ১৮১

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৫৮. যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে 'আলবাত্তাতা' (অবশ্যই তালাক দিলাম বা এক শব্দে তিন তালাক দিলাম বলে) তালাক প্রদান করে ১৮২
১৫৯. যদি কেউ মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয় ১৮৩
১৬০. ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে স্বীয় স্ত্রীকে বলে, হে আমার ভগ্নি ১৮৪
১৬১. অধ্যায় যিহার ১৮৫
১৬২. খুল'আ তালাক ১৮৯
১৬৩. আযাদকৃত দাসী যদি কোন স্বাধীন ব্যক্তি বা ক্রীতদাসের স্ত্রী হয়, তার বিবাহ ঠিক রাখা বা বাতিল করা ১৯১
১৬৪. যারা বলেন (মুগীস) স্বাধীন ছিল ১৯২
১৬৫. স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ ঘটানোর সময়সীমা ১৯২
১৬৬. বিবাহিত দাস-দাসীকে একত্রে মুক্ত করা হলে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানোর ইখ্‌তিয়ার ১৯২
১৬৭. যখন স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম কবূল করে ১৯৩
১৬৮. স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের পর যদি স্বামী ইসলাম কবূল করে, এমতাবস্থায় কতদিন পরে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া যাবে ১৯৩
১৬৯. ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারের অধিক স্ত্রী থাকে ১৯৪
১৭০. যখন পিতা-মাতার একজন ইসলাম কবূল করে, তখন সন্তান কার হবে ১৯৫
১৭১. লি'আন ১৯৫
১৭২. সন্তানের উপর সন্দেহ পোষণ করা ২০৪
১৭৩. ঔরসজাত সন্তান গ্রহণে অস্বীকৃতির ভয়ংকর পরিণতি ২০৫
১৭৪. জারজ সন্তানের দাবী ২০৬
১৭৫. রেখা বিশেষজ্ঞ ২০৭
১৭৬. জাহিলিয়াতের যুগে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ ২০৯
১৭৭. বিছানা যার সন্তান তার ২১১
১৭৮. সন্তানের অধিক হক্‌দার কে ২১২
১৭৯. তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দত ২১৫
১৮০. তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত পালন রহিত হওয়া ২১৫
১৮১. তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ ২১৫
১৮২. তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ ২১৬
১৮৩. যারা ফাতিমার বর্ণিত হাদীসকে অস্বীকার করে ২২০
১৮৪. বায়েন তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দতকালীন সময়ে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া ২২১
১৮৫. মীরাস ফরয হওয়ার পর স্ত্রীর জন্য মৃত স্বামীর খোরপোষ বাতিল হওয়া ২২২
১৮৬. মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক প্রকাশ ২২২
১৮৭. যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া ২২৪

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৮৮. স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীগৃহ পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গমন ২২৫
১৮৯. ইদ্দত পালনকারী মহিলা ইদ্দতের সময় কি কি কাজ হতে বিরত থাকবে ২২৫
১৯০. গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত ২২৭
১৯১. উম্মে ওলাদের ইদ্দত ২২৯
১৯২. তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা রমণী ততক্ষণ তার স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে অন্য কোন স্বামী স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে ২২৯
১৯৩. যিনার ভয়াবহতা ২৩০

রোযার অধ্যায়

১৯৪. সিয়াম ফরয হওয়া ২৩১
১৯৫. যারা রোযার সামর্থ্য রাখে অথচ রোযা রাখে না তারা ফিদ্‌য়া দিবে, আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী মান্‌সূখ্ (রহিত) হওয়া ২৩২
১৯৬. বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য রোযা না রেখে ফিদ্‌য়া দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ বহাল রয়েছে বলে যারা মত পোষণ করেন ২৩৩
১৯৭. মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয় ২৩৩
১৯৮. নতুন চাঁদ দেখতে লোকেরা ভুল করলে ২৩৫
১৯৯. মেঘাচ্ছন্নতার জন্য নতুন চাঁদ না দেখার কারণে রোযার মাস যদি গোপন থাকে ২৩৫
২০০. যদি রামাযানের ঊনত্রিশ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে ২৩৬
২০১. রামাযান আগমনের পূর্বে রোযা রাখা ২৩৭
২০২. যদি কোন শহরে অন্যান্য শহরের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায় ২৩৮
২০৩. সন্দেহজনক দিবসে রোযা রাখা মাকরূহ ২৩৮
২০৪. যারা শা'বানের রোযাকে রামাযানের রোযার সাথে মিশ্রিত করেন ২৩৯
২০৫. শা'বানের শেষার্ধে রোযা রাখা মাক্‌রূহ ২৩৯
২০৬. শাওয়ালের চাঁদ দর্শনে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান ২৪০
২০৭. রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য ২৪১
২০৮. সাহ্‌রী খাওয়ার গুরুত্ব ২৪২
২০৯. সাহ্‌রীকে যারা নাশ্‌তা হিসাবে আখ্যায়িত করে ২৪২
২১০. সাহরীর সময় ২৪৩
২১১. সাহ্‌রীর খাবার গ্রহণরত অবস্থায় আযান শুনতে পেলে ২৪৪
২১২. রোযাদারের ইফ্‌তারের সময় ২৪৪
২১৩. দ্রুত (সূর্যাস্তের পরপরই) ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব ২৪৫
২১৪. যা দিয়ে ইফ্‌তার করতে হবে ২৪৬
২১৫. ইফ্‌তারের সময় কি বলতে হবে ২৪৬

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১৬. সূর্যাস্তের পূর্বে ইফ্তার করলে ২৪৭
২১৭. সাওমে বিসাল্ ২৪৭
২১৮. রোযাদারের জন্য গীবত করা ২৪৮
২১৯. রোযাদার ব্যক্তির মিস্ওয়াক করা ২৪৯
২২০. তৃষ্ণার্ত হওয়ার কারণে রোযাদারের মাথায় পানি দেয়া এবং বারবার নাকে পানি দেয়া ২৪৯
২২১. রোযাদার ব্যক্তির শিংগা লাগানো ২৫০
২২২. রোযাবস্থায় শিংগা লাগানোর ব্যাপারে অনুমতি ২৫১
২২৩. রামাযান মাসে রোযাদার ব্যক্তির দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে ২৫২
২২৪. নিদ্রা যাওয়ার সময় সুরমা ব্যবহার ২৫২
২২৫. রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ২৫৩
২২৬. রোযাদার ব্যক্তির চুম্বন করা ২৫৪
২২৭. রোযাদার ব্যক্তির থুথু গলাধকরণ করা ২৫৫
চুম্বন ও সহাবস্থান যুবকের জন্য মাক্রূহ ২৫৫
২২৮. রামাযান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে ২৫৫
যে ব্যক্তি রামাযানের দিনে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার কাফ্ফারা ২৫৬
২২৯. স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করার কঠোর পরিণতি ২৫৯
২৩০. রোযা রেখে যে ব্যক্তি ভুলক্রমে খাদ্য গ্রহণ করে ২৫৯
২৩১. রামাযানের রোযার কাযা আদায়ে বিলম্ব করা ২৬০
২৩২. যে ব্যক্তি রোযার কাযা বাকী থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ২৬০
২৩৩. সফরে রোযা রাখা ২৬০
২৩৪. সফরে যিনি ইফ্তারকে ভাল মনে করেন ২৬২
২৩৫. সফরে যে ব্যক্তি রোযা রাখাকে ভাল মনে করেন ২৬৩
২৩৬. সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মুসাফির কখন ইফ্তার করবে ২৬৪
২৩৭. রোযাদার ব্যক্তি কি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা না রেখে পানাহার করবে ২৬৫
২৩৮. যে ব্যক্তি বলে আমি পূর্ণ রামাযান রোযা রেখেছি ২৬৬
২৩৯. দু'ঈদের দিনে রোযা রাখা ২৬৬
২৪০. তাশ্রীকের দিনসমূহে রোযা রাখা ২৬৭
২৪১. (কেবল) জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ ২৬৭
২৪২. (কেবল) শনিবারের দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ ২৬৮
২৪৩. এতদসম্পর্কে (সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন) অনুমতি প্রসংগে ২৬৮
২৪৪. সারা বছর নফল রোযা রাখা ২৬৯
২৪৫. হারাম (পবিত্র) মাসসমূহে রোযা রাখা ২৭১
২৪৬. মুহাররম মাসের রোযা ২৭২

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৪৭. রজব মাসের রোযা ২৭২
২৪৮. শা'বান মাসের রোযা ২৭২
২৪৯. শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা রাখা ২৭৩
২৫০. নবী করীম (সা) কিভাবে রোযা রাখতেন ২৭৩
২৫১. সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা ২৭৪
২৫২. দশদিন রোযা রাখা ২৭৫
২৫৩. দশ যিলহজ্জে রোযা না রাখা ২৭৫
২৫৪. আরাফাতের দিন আরাফাতে রোযা রাখা ২৭৬
২৫৫. আশুরার দিন রোযা রাখা ২৭৬
২৫৬. ৯ মুহাররমের দিন আশুরা হওয়া সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ২৭৭
২৫৭. আশুরার রোযার ফযীলত ২৭৮
২৫৮. একদিন রোযা রাখা ও একদিন না রাখা ২৭৮
২৫৯. প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা ২৭৯
২৬০. সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা ২৭৯
২৬১. যিনি বলেন, মাসের যে কোনদিন রোযা রাখায় কোন অসুবিধা নেই ২৮০
২৬২. রোযার নিয়্যাত ২৮০
২৬৩. রোযার জন্য নিয়্যাত না করার অনুমতি ২৮১
২৬৪. যার মতে, নফল রোযা ভংগের পর এক কাযা আদায় করতে হবে ২৮২
২৬৫. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) রোযা রাখা ২৮২
২৬৬. রোযাদার ব্যক্তিকে যদি বিবাহ ভোজে দাওয়াত করা হয় ২৮৩
২৬৭. ই'তিকাফ ২৮৪
২৬৮. ই'তিকাফ কোথায় করতে হবে ২৮৫
২৬৯. ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে ২৮৫
২৭০. ই'তিকাফকারীর রোগীর সেবা করা ২৮৭
২৭১. মুস্তাহাযার ই'তিকাফ ২৮৮

জিহাদের অধ্যায়

২৭২. হিজরত সম্পর্কে ২৮৯
২৭৩. হিজরত শেষ হল কিনা ২৯০
২৭৪. শাম বা সিরিয়ায় বসবাস ২৯১
২৭৫. সর্বকালে জিহাদ অব্যাহত থাকবে ২৯২
২৭৬. জিহাদের পুণ্য ২৯২
২৭৭. ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসী হওয়া নিষেধ ২৯২
২৭৮. যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তনের মর্যাদা ২৯৩

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৭৯. অন্যান্য জাতি অপেক্ষা রোমবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের মর্যাদা ২৯৩
২৮০. সমুদ্রযানে আরোহণ ও যুদ্ধ করা ২৯৪
২৮১. যে মুসলিম কাফিরকে হত্যা করে তার মর্যাদা ২৯৬
২৮২. মুজাহিদগণের স্ত্রীদের সম্ভ্রম রক্ষা ২৯৬
২৮৩. ক্ষুদ্র সেনাদল যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করে না ২৯৭
২৮৪. মহান আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত অবস্থায় নামায, রোযা ও যিক্র-এর সাওয়াব বৃদ্ধি পায় ২৯৭
২৮৫. জিহাদে বের হয়ে যে মৃত্যুবরণ করে ২৯৮
২৮৬. শত্রুর মোকাবিলায় সদাপ্রস্তুত থাকার মর্যাদা ২৯৮
২৮৭. মহান আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রহরা দানের মর্যাদা ২৯৮
২৮৮. যুদ্ধ পরিহার করা অন্যায় ৩০০
২৮৯. কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট লোকের যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দ্বারা সার্বজনীন অংশগ্রহণের নির্দেশ রহিত হওয়া ৩০১
২৯০. ওযরবশত যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকার অনুমতি ৩০১
২৯১. যে কাজে জিহাদের সাওয়াব পাওয়া যায় ৩০৩
২৯২. সাহসিকতা ও ভীরুতা ৩০৩
২৯৩. মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না" ৩০৪
২৯৪. তীর নিক্ষেপ ৩০৪
২৯৫. যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে যুদ্ধ করে ৩০৫
২৯৬. শাহাদাতের মর্যাদা ৩০৭
২৯৭. অনুচ্ছেদ ৩০৮
২৯৮. শহীদ কর্তৃক সুপারিশ করা ৩০৮
২৯৯. শহীদের কবর হতে নূর দৃষ্ট হওয়া ৩০৯
৩০০. অনুচ্ছেদ ৩০৯
৩০১. যুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে শ্রমদান ৩১০
৩০২. অর্থের বিনিময়ে সৈন্য বা যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণের অনুমতি ৩১০
৩০৩. যে ব্যক্তি সেবার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করে ৩১০
৩০৪. যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে নারায রেখে যুদ্ধে যেতে চায় ৩১১
৩০৫. মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩১২
৩০৬. অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ ৩১৩
৩০৭. অন্যের মালপত্রের বোঝা বহন করে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে ৩১৩
৩০৮. যে ব্যক্তি পুণ্য ও গনীমত লাভের আশায় যুদ্ধে যেতে চায় ৩১৪
৩০৯. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে নিজকে বিক্রি করে দেয় ৩১৫
৩১০. যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করে অকুস্থলে আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করে শহীদ হয় ৩১৫
৩১১. যে ব্যক্তি নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা যায় ৩১৬

http://IslamiBoi.wordpress.com

৩১২. শত্রুর মোকাবিলার সময়ে দু'আ করা ৩১৭
৩১৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শাহাদাত কামনা করে ৩১৭
৩১৪. ঘোড়ার কপালের পশম ও লেজ কাটা ঠিক নয় ৩১৮
৩১৫. ঘোড়ার যেসব রং প্রিয় ৩১৮
৩১৬. ঘোড়ার মধ্যে যা অপছন্দনীয় ৩১৯
৩১৭. পশু-পক্ষীদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে যে সকল নির্দেশ রয়েছে ৩২০
৩১৮. গন্তব্যে পৌঁছার পর করণীয় ৩২১
৩১৯. ধনুকের তার দিয়ে ঘোড়ার গলায় মালা বাঁধা ৩২১
৩২০. ঘোড়ার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া ৩২২
৩২১. পশুদের গলায় ঘণ্টা ঝুলানো ৩২২
৩২২. পায়খানাখোর পশুর পিঠে আরোহণ ৩২৩
৩২৩. যে ব্যক্তি তার পশুর নাম রাখে ৩২৩
৩২৪. "হে আল্লাহ্র ঘোড়সাওয়ার! ঘোড়ায় আরোহণ কর" বলে যুদ্ধ-যাত্রার ডাক দেওয়া ৩২৩
৩২৫. পশুকে অভিশাপ দেওয়া নিষেধ ৩২৪
৩২৬. পশুদের মধ্যে লড়াই লাগানো ৩২৪
৩২৭. পশুর গায়ে দাগ দেয়া ৩২৪
৩২৮. মুখমণ্ডলে দাগ লাগানো এবং আঘাত করা নিষেধ ৩২৫
৩২৯. গাধায়-ঘোড়ায় পাল লাগানো ঠিক নহে ৩২৫
৩৩০. এক পশুর উপর তিনজন আরোহণ করা ৩২৫
৩৩১. সাওয়ারী পশুর উপর অবস্থান করা ৩২৬
৩৩২. আরোহীবিহীন উট ৩২৬
৩৩৩. চলার গতি দ্রুতকরণ ৩২৭
৩৩৪. রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ ৩২৭
৩৩৫. ভারবাহী পশুর মালিক উহার পিঠের সামনে বসার অধিক হকদার ৩২৮
৩৩৬. যুদ্ধক্ষেত্রে পশুর পা কেটে দেওয়া ৩২৮
৩৩৭. প্রতিযোগিতা ৩২৯
৩৩৮. পদব্রজে দৌড়ের প্রতিযোগিতা ৩৩০
৩৩৯. দু'জনের বাজির মধ্যে তৃতীয় প্রবেশকারী ৩৩০
৩৪০. ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়াকে টানা বা তাড়া দেয়া ৩৩১
৩৪১. তরবারী অলংকৃত হয় ৩৩১
৩৪২. তীরসহ মসজিদে প্রবেশ ৩৩২
৩৪৩. খোলা তরবারী লেনদেন নিষিদ্ধ ৩৩২
৩৪৪. লৌহবর্ম পরিধান করা ৩৩৩

http://IslamiBoi.wordpress.com

৩৪৫. পতাকা ও নিশান ৩৩৩
৩৪৬. অক্ষম ঘোড়া ও দুর্বল নারী-পুরুষদের সাহায্য দান ৩৩৪
৩৪৭. যুদ্ধের সংকেত হিসাবে লোক বিশেষের নাম ব্যবহার ৩৩৪
৩৪৮. সফরে বের হওয়ার সময়ে যে দু'আ পাঠ করবে ৩৩৫
৩৪৯. বিদায়কালীন দু'আ ৩৩৬
৩৫০. সাওয়ারীতে আরোহণকালে যে দু'আ পাঠ করবে ৩৩৬
৩৫১. বিশ্রামের স্থানে অবতরণ করলে কি দু'আ পাঠ করবে ৩৩৭
৩৫২. রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ করা মাকরূহ ৩৩৭
৩৫৩. কোন্ দিবসে সফর করা উত্তম ৩৩৮
৩৫৪. ভোরবেলায় সফরে বের হওয়া ৩৩৮
৩৫৫. একাকী ভ্রমণ করা ৩৩৮
৩৫৬. দলে বলে সফরকারীদের একজনকে আমীর (নেতা) মনোনীত করা ৩৩৯
৩৫৭. কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর দেশে সফর করা ৩৩৯
৩৫৮. সাঁজোয়া বাহিনী, ছোট সেনাদল ও সফরসঙ্গীদের সংখ্যা কত হওয়া উত্তম ৩৩৯
৩৫৯. মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ৩৪০
৩৬০. শত্রুর অগ্নি সংযোগ ৩৪২
৩৬১. গুপ্তচর প্রেরণ ৩৪২
৩৬২. যে পথিক ক্ষুধায় কাতর হয়ে খেজুর খায় আর পিপাসায় কাতর হয়ে দুধ পান করে মালিকের অনুমতি ব্যতীত ৩৪৩
৩৬৩. যারা বলেছেন, দুধ দোহন করা যাবে না ৩৪৪
৩৬৪. আনুগত্যের বিষয়ে ৩৪৫
৩৬৫. সৈন্যদের এক স্থানে জড় হয়ে থাকার ব্যাপারে নির্দেশ ৩৪৬
৩৬৬. শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাতের কামনা করা অপছন্দনীয় ৩৪৭
৩৬৭. শত্রুর মোকাবিলার সময় কি দু'আ পঠিত হবে ৩৪৮
৩৬৮. মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ৩৪৮
৩৬৯. যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা ৩৪৯
৩৭০. গোপনে নৈশ আক্রমণ ৩৪৯
৩৭১. সৈন্যবাহিনী বা কাফেলার পেছনে অবস্থান গ্রহণ ৩৫০
৩৭২. মুশরিকদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে হবে ৩৫০
৩৭৩. যারা সিজ্দায় দৃঢ় থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় তাদেরকে হত্যা করা নিষেধ ৩৫২
৩৭৪. যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন ৩৫৩

http://IslamiBoi.wordpress.com

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান শীর্ষে। এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো মুসলিম উম্মাহর কাছে স্ব স্ব মর্যাদায় সমাদৃত। সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহুর সংকলন হচ্ছে 'সুনানু আবূ দাউদ'। এটির সংকলক ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। তিনি ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবূ দাউদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহকাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহ্র দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকাহ্বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের (Text) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আট'শ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইলমে হাদীসের জগতে সুনানু আবূ দাউদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত হয়ে ১৯৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

http://IslamiBoi.wordpress.com

প্রকাশকের কথা

'সুনানু আবূ দাউদ' সিহাহ্ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (র), উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র), কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্ সিত্তাভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী (র)।

ইমাম আবূ দাউদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। এই পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তাঁর সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল ঐ সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যা সহীহ্ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে।

সুনানু আবূ দাউদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ 'মুসলিম'-এর ভূমিকায় বলেন, আবূ দাউদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ইমাম আবূ দাউদ এমন অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাঁদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তাঁর নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যাঁদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌নে মাখলাদ (র) বলেন, "হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন যেমন তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ করেন।" আবূ সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন।"

পৃথিবীর শতাধিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসগ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯২ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমিন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

http://IslamiBoi.wordpress.com

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

হজ্জ-এর নিয়ম পদ্ধতি

http://IslamiBoi.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

অধ্যায় ঃ হজ্জ-এর নিয়ম পদ্ধতি

١- بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

১. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা

١٧٢١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِىْ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَلْحَجُّ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَّاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَّاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ قَالَ أَبُوْ دَاؤُدَ هُوَ سِنَانُ الدُّؤَلِىُّ كَذَا قَالَ عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ وَّسُلَيْمٰنُ بْنُ كَثِيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنْ سِنَانٍ ·

১৭২১। যুহায়র ইব্ন হার্ব ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আক্রা' ইব্ন হাবিস (রা) নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হজ্জ কি প্রতি বছরই ফরয, নাকি জীবনে একবার? তিনি বলেন, বরং (জীবনে) একবার (হজ্জ করা ফরয)। এর অধিক যদি কেউ করে তবে তা তার জন্য অতিরিক্ত।

١٧٢٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ أَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لِأَزْوَاجِهٖ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ هٰذِهٖ ثُمَّ ظُهُوْرُ الْحُصْرِ ·

১৭২২। আন্ নুফায়লী ..... ইব্ন আবূ ওয়াকিদ আল-লায়সী থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বিদায় হজ্জের সময় তাঁর স্ত্রীদের বলতে শুনেছি, এ হজ্জের পর তোমরা আর হজ্জের জন্য ঘর হতে বের হবে না।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢- بَابٌ فِى الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مُحْرِمٍ

২. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সাথে মুহ্‌রিম পুরুষ ছাড়া হজ্জে যাওয়া

١٧٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا ·

১৭২৩। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মুহ্‌রিম[1] পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত এক রাতের পরিমাণ দূরত্বও সফর করা বৈধ নয়।

١٧٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَالنُّفَيْلِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ الْحَسَنُ فِى حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ·

১৭২৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য এক দিন ও এক রাত সফর করা বৈধ নয়– পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে।

١٧٢٥- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى عَنْ جَرِيرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ بَرِيدًا ·

১৭২৫। ইউসুফ ইব্‌ন মূসা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তিনি আরো বলেন, যদি উহার দূরত্ব এক বারীদ[2] পরিমাণ হয়।

١٧٢٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعًا حَدَّثَاهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ·

১৭২৬। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য একসঙ্গে তিন দিনের অধিক দূরত্বে সফর করা বৈধ নয়, যদি তার সাথে তার পিতা বা তার ভাই বা তার স্বামী বা তার পুত্র বা অন্য কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি না থাকে।

---

১. শরী'আতের দৃষ্টিতে যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম তাকে মুহ্‌রিম বলে। যেমন ঃ পিতা, পুত্র, দাদা, চাচা, ভাতিজা প্রভৃতি।
২. এক বারীদ হল বারো মাইল পরিমাণ দূরত্ব।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٧٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ ٠

১৭২৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, কোন মহিলা যেন তিন দিনের পথ কোন মুহ্‌রিম সাথী ব্যতীত সফর না করে।

١٧٢٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ اَحْمَدَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلَاةً لَّهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ تُسَافِرُ مَعَهُ اِلَى مَكَّةَ ٠

১৭২৮। নাস্‌র ইব্‌ন আলী ..... নাফি‘ (র) হতে বর্ণিত। ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর ক্রীতদাসী সাফিয়্যাকে সাথে করে একই উষ্ট্রে আরোহণ করে (তাকে পেছনে বসিয়ে) মক্কায় সফর করেন।

٣- بَابٌ لَا صَرُوْرَةَ فِى الْاِسْلَامِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই

١٧٢٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْاَحْمَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَرُوْرَةَ فِى الْاِسْلَامِ ٠

১৭২৯। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই।[১]

١٧٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ يَعْنِى اَبَا مَسْعُوْدٍ الرَّازِىَّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُخَرِّمِىُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَا نَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوْا يَحُجُّوْنَ وَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ اَوْ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ٠

১৭৩০। আহ্‌মাদ ইবনুল ফুরাত ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা হজ্জে আসত, কিন্তু সাথে কোন পাথেয় আনতো না। আবূ মাস্‌‘উদ (র) বলেন, ইয়ামানের অধিবাসীরা অথবা ইয়ামানের কিছু লোক হজ্জে আসত, কিন্তু সাথে পাথেয় আনতো না এবং তারা বলত, আমরা (আল্লাহ্ তা‘আলার ওপর) তাওয়াক্কুলকারী। বরং এরা লোকের উপর নির্ভরশীল হতো এবং ভিক্ষা করতো। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ (অর্থ) তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় লও, আর উত্তম পাথেয় হলো তাক্‌ওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি।"

---

১. হাদীসটির দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণের অবকাশ আছে। বিবাহের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা এবং হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে সন্ন্যাস জীবনযাপন করা ইসলামের নীতি নয়। এটা অনৈসলামিক প্রথা যা খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٧٣١- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ قَالَ كَانُوا لَا يَتَّجِرُونَ بِمِنًى فَأُمِرُوا بِالتِّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ •

১৭৩১। ইউসুফ ইব্‌ন মূসা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাবী (মুজাহিদ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ (অর্থ) "তোমাদের ওপর কোন গুনাহ্ নেই, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর" এবং বলেন, লোকেরা মিনাতে (হজ্জের সময়) বেচাকেনা করতো না। এরপর তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের নির্দেশ দেয়া হয় যখন তারা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করে।

٤- بَابٌ

৪. অনুচ্ছেদ

١٧٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ﷺ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ •

১৭৩২। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করে সে যেন অবিলম্বে তা সম্পন্ন করে।

٥- بَابُ الْكِرَى

৫. অনুচ্ছেদ ঃ (হজ্জের সময়) পশু ভাড়ায় খাটানো

١٧٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ نَا أَبُو أُمَامَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً أُكْرِي مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هٰذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّ لَكَ حَجًّا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةَ قَالَ لَكَ حَجٌّ •

১৭৩৩। মুসাদ্দাদ ..... আবূ উমামা আত-তায়মী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি যে এই (হজ্জের সফরের) উদ্দেশ্যে (জন্তুযান) ভাড়ায় দিতাম এবং লোকেরা (আমাকে) বলত ঃ তোমার হজ্জ শুদ্ধ হয় না (কেননা তুমি আসলে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হও না, বরং ব্যবসার উদ্দেশ্যে নির্গত হও)। অতএব আমি ইব্‌ন উমার (রা) -এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি এই (হজ্জের সফরের) উদ্দেশ্যে (জন্তুযান)

http://IslamiBoi.wordpress.com

ভাড়ার দিয়ে থাকি। আর লোকেরা বলে ঃ তোমার হজ্জ হয় না। ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, তুমি কি ইহ্‌রামের বস্ত্র পরিধান কর না, তালবিয়া পাঠ কর না, আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ কর না, আরাফাতে অবস্থান কর না এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ কর না? রাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ সবই করি। তিনি (ইব্‌ন উমার) বলেন, নিশ্চয় তবে তো তোমার হজ্জ হয়ে গেল। একব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এরূপ প্রশ্ন করেন, যেরূপ প্রশ্ন তুমি আমাকে করেছ। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন। যতক্ষণ না এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই" (২ঃ১৯৮)। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং তার সামনে আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, তোমার হজ্জ শুদ্ধ হয়েছে।

١٧٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَالَ فَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا فِي الْمُصْحَفِ .

১৭৩৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের প্রাথমিক সময়ে লোকেরা মিনা, আরাফা ও যুল-মাজাযের বাজারে এবং হজ্জের মওসুমে বেচাকেনা করতো। এরপর তারা ইহ্‌রাম অবস্থায় বেচাকেনা করতে শংকাবোধ করে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ (অর্থ) "তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই– হজ্জের মওসুমে"। উবায়দ ইব্‌ন উমায়র বলেন যে, তিনি (ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর মাসহাফে আয়াতের উপরোক্ত পাঠ পড়তেন।

١٧٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ كَلاَمًا مَّعْنَاهُ أَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ مَا كَانَ الْحَجُّ كَانُوا يَبِيعُونَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ .

১৭৩৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্‌ ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের প্রাথমিককালে লোকেরা ক্রয়বিক্রয় করতো। পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন "হজ্জের মওসুমে" পর্যন্ত।

٦- بَابٌ فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ

١٧٣٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ فَقَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا فَمَنْ أَنْتُمْ قَالُوا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ الصَّبِيِّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِّحَفَّتِهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ هَلْ لِّهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ .

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৭৩৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাওহা নামক স্থানে ছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে একদল সাওয়ারীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁদের সালাম করেন এবং বলেন ঃ তোমরা কোন্ কাওমের অন্তর্ভুক্ত? তাঁরা বলেন, আমরা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কারা? সাহাবীগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। তা শুনে এক মহিলা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার ছোট বাচ্চার বাহু ধরে স্বীয় হাওদা হতে বাইরে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বলেন, হাঁ, এবং তোমার সাওয়াব হবে।

٧- بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ মীকাতসমূহের[১] বর্ণনা

١٧٣٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ الْقَرْنَ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ .

১৭৩৭। আল কা'নাবী ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য যুল্-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা, নাজদবাসীদের জন্য কারণ নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার) মীকাত নির্দিষ্ট করেন। রাবী বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারণ করেন।

١٧٣٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالاَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَحَدُهُمَا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ أَحَدُهُمَا أَلَمْلَمَ قَالَ فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ قَالَ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا .

১৭৩৮। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এবং ইব্‌ন তাউস থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাঁদের একজন বলেন, ইয়ামানবাসীদের (মীকাত হল) ইয়ালামলাম এবং অপরজন বলেন, আলামলাম। এরপর তিনি বলেন, উক্ত স্থানগুলো তাদের জন্য মীকাতস্বরূপ। আর যারা হজ্জ এবং উমরার উদ্দেশ্যে স্বীয় মীকাত ব্যতীত অন্য স্থান হতে আসবে তাদের জন্য নির্ধারিত মীকাত-ই তাদের মীকাত হবে। আর যারা এর ব্যতিক্রম হবে ইব্‌ন তাউস বলেন, তারা যেখান হতে সফর শুরু করবে, সেখানকার মীকাত-ই তাদের নির্দিষ্ট স্থান হবে। এমনকি মক্কাবাসিগণও তাদের বসবাসের স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

---

১. হজ্জ ও উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানকে মীকাত বলে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٧٣٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ نَا الْمُعَافِي بْنُ عِمْرَانَ عَنْ اَفْلَحَ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ٠

১৭৩৯। হিশাম ইব্ন বাহ্রাম আল মাদায়েনী ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু ইর্ক'কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

١٧٤٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَا وَكِيعٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِاَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ -

১৭৪০। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পূর্বাঞ্চলের লোকদের জন্য 'আকীক' নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারণ করেন।

١٧٤١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ اَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يُحَنَّسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي سُفْيَانَ الْاَخْنَسِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ حَكِيْمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ اَوْ عُمْرَةٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - شَكَّ عَبْدُ اللهِ اَيَّتَهُمَا قَالَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَرْحَمُ اللهُ وَكِيْعًا اِحْرَامَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَعْنِي اِلَى مَكَّةَ ٠

১৭৪১। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যে কেউ মাসজিদুল আক্সা হতে মাসজিদুল হারামের দিকে হজ্জ বা উমরা করার জন্য ইহ্রাম বাঁধবে, তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ মার্জিত হবে। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আবূ দাঊদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াকী (র)কে রহম করুন, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধতেন।

١٧٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِي الْحَجَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ كُرَيْمٍ اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو السَّهْمِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِمِنًى اَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ اَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَتَجِيءُ الْاَعْرَابُ فَاِذَا رَاَوْا وَجْهَهُ قَالُوْا هٰذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ قَالَ وَوَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِاَهْلِ الْعِرَاقِ ٠

১৭৪২। আবূ মু'মার আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন আবুল হাজ্জাজ ..... আল হারিস ইব্ন আম্র আস সাহ্মী (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হই, যখন তিনি মিনাতে ছিলেন অথবা আরাফাতে। আর তাঁর চতুর্দিকে বহু লোক ছিল। তখন তাঁর নিকট বেদুঈনরা আসত আর বলত, এটা মোবারক চেহারা। রাবী বলেন, তিনি ইরাকের অধিবাসীদের জন্য মীকাতস্বরূপ যাতু-ইর্ককে নির্ধারণ করেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٨- بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী স্ত্রীলোকের হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা

١٧٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَفِسَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ اَنْ تَغْسِلَ وَتُهِلَّ ٠

১৭৪৩। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল্‌হুলায়ফার শাজারায় আস্‌মা বিন্‌ত উমায়শ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বাকরকে প্রসব করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর (রা)-কে নির্দেশ দেন যে, সে (আস্‌মা) যেন গোসল করেন এবং ইহ্‌রাম বাঁধেন।

١٧٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالاَ نَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ اِذَا اَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلاَنِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ قَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ فِىْ حَدِيْثِهٖ حَتّٰى تَطْهُرَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيْسٰى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ عِيْسٰى كُلَّهَا ٠

১৭৪৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, হায়েয ও নিফাসওয়ালী স্ত্রীলোক যখন মীকাতের নিকটবর্তী হবে, তখন তারা যেন গোসল করে, ইহ্‌রাম বাঁধে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। আবূ মা'মার তাঁর বর্ণনায় 'পবিত্র হওয়া পর্যন্ত' উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন ঈসা (র) ইকরামা ও মুজাহিদের উল্লেখ করেননি, বরং বলেছেন, আতা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে। অনন্তর ইব্‌ন ঈসা كُلَّهَا শব্দটিও উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, المناسك الا الطواف بالبيت

٩- بَابُ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার

١٧٤٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِاِحْرَامِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ وَلِاِحْلاَلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ ٠

১৭৪৫। আল কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহ্‌রাম খোলার সময় খানায়ে কা'বা যিয়ারতের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٧٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الْمِسْكِ فِيْ مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৭৪৬। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ্ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্রাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সিঁথিতে সুগন্ধির চাকচিক্য যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

١٠- بَابُ التَّلْبِيْدِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ মাথার চুল জমাটবদ্ধ করা

١٧٤٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا.

১৭৪৭। সুলায়মান ইব্ন দাউদ ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে চুল জমাটবদ্ধ অবস্থায় তাল্বিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

١٧٤٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْعَسَلِ.

১৭৪৮। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ নিজের মাথার চুল মধুর সাহায্যে জমাটবদ্ধ করেন।

١١- بَابٌ فِي الْهَدْيِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশুর বর্ণনা

١٧٤٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ الْمَعْنَى قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِيْ ابْنَ أَبِيْ نَجِيْحٍ حَدَّثَنِيْ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ هَدَايَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ جَمَلاً كَانَ لِأَبِيْ جَهْلٍ فِيْ رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ بُرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ زَادَ النُّفَيْلِيُّ يَغِيْظُ بِذٰلِكَ الْمُشْرِكِيْنَ.

১৭৪৯। আন্ নুফায়লী ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর কতগুলো পশু কুরবানীর জন্যে সাথে নেন। পশুর মধ্যে একটি উটের মালিক ছিল আবূ জাহল। এর নাসারন্ধ্রের আংটি ছিল রূপার তৈরি। রাবী ইব্ন মিন্হাল (র) বলেন, সোনার তৈরি। রাবী নুফায়লী আরও বলেছেন যে, তা কুরবানীর উদ্দেশ্য ছিল মুশ্রিকদের রাগান্বিত করা।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٢- بَابٌ فِى هَدْىِ الْبَقَرِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ গরু কুরবানী করা

١٧٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَّاحِدَةً ·

১৭৫০। ইবনুস্ সারাহ্ ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

١٧٥١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ قَالاَ نَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَّحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِّسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ ·

১৭৫১। আম্‌র ইব্‌ন উসমান মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাহ্‌রান ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁরা উমরা করেন তাঁদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

١٣- بابٌ فِى الْاِشْعَارِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইশ্‌আর বা কুরবানীর পশুর রক্তচিহ্ন দান

١٧٥٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّالِسِىُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ وَاَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْاَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ ثُمَّ اَتٰى بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ ·

১৭৫২। আবুল ওয়ালীদ আত্ তালিসী ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল-হুলায়ফাতে যুহ্‌রের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁর কুরবানীর একটি উট আনতে বলেন এবং এর কুঁজের ডানপাশ (ধারালো অস্ত্রের দ্বারা) ফোঁড়ে দেন। এরপর তিনি তার রক্তের চিহ্ন মুছে দেন এবং এর গলায় দু'টি জুতার মালা পরিয়ে দেন। এরপর তিনি স্বীয় বাহনের নিকট যান। তিনি বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে তালবীয়া পাঠ শুরু করেন।

١٧٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنٰى اَبِى الْوَلِيْدِ قَالَ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ بِيَدِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ هَمَّامٌ قَالَ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ بِاِصْبَعِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَهٰذَا مِنْ سُنَنِ اَهْلِ الْبَصْرَةِ الَّذِىْ تَفَرَّدُوا بِهٖ ·

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৭৫৩। মুসাদ্দাদ..... শু'বা (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি স্বহস্তে এর রক্ত মুছে দেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, হাম্মাম বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তিনি স্বীয় আঙুল দ্বারা এর রক্তের চিহ্ন মুছে দেন।

١٧٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَ مَرْوَانَ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ •

১৭৫৪। আবদুল আ'লা..... মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখ্‌রামা (রা) ও মারওয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর (মদীনা হতে উমরার উদ্দেশ্যে) রওনা হন। তিনি যুল-হুলায়ফাতে পৌছে কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরান, এবং ইশ্'আর করেন ও ইহ্‌রাম বাঁধেন।

١٧٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَهْدَى غَنَمًا مُقَلَّدَةً •

১৭৫৫। হান্নাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর পশু হিসেবে একটি মালা পরিহিত বকরী প্রেরণ করেন।

١٤- بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু পরিবর্তন

١٧٥٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ خَالُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُوْدِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بُخْتِيًّا فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلٰثَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَهْدَيْتُ بُخْتِيًّا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلٰثَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا قَالَ لَا انْحَرْهَا إِيَّاهَا قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لِأَنَّهُ كَانَ أَشْعَرَهَا •

১৭৫৬। আন্-নুফায়লী ..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) একটি বুখ্‌তী[১] উট কুরবানীর পশু হিসাবে প্রেরণ করেন। এরপর তাঁকে এর বিনিময়ে তিনশ' দীনার প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কুরবানীর জন্য একটি বুখ্‌তী উট প্রাপ্ত হই, কিন্তু এর বিনিময়ে আমাকে তিনশ' দীনার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি কি তা বিক্রয় করে দিব, আর ঐ মূল্যে অন্য একটি উট ক্রয় করব? তিনি বলেন ঃ না, তুমি বরং এটিই কুরবানী কর। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, নবী করীম (সা) তাকে এজন্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেন যে, উমার (রা) তা ইশ্'আর করেছিলেন।

১. খুরাসানের উট, আরবী ও আজমী (জাতের) সংমিশ্রণে জন্ম লাভকারী উট।

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৫- باب من بعث بهديه واقام

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু (মক্কায়) প্রেরণের পর হালাল অবস্থায় থাকা

১৭৫৭- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي نا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ بيدى ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شىء كان له حلا ·

১৭৫৭। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা আল-কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা (মালা) আমি নিজের হাতে পাকিয়েছি। এরপর তিনি তা স্বহস্তে ইশ'আর করেছেন এবং গলায় কিলাদা বেঁধেছেন। তারপর তিনি সেগুলো বায়তুল্লাহ্‌র দিকে প্রেরণ করে মদীনায় অবস্থান করেন এবং হালাল কোন জিনিস তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়নি।

১৭৫৮- حدثنا يزيد بن خالد الرملى وقتيبة بن سعيد ان الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يهدى من المدينة فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم ·

১৭৫৮। ইয়াযিদ ইব্‌ন খালিদ রামিলী ..... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা হতে (মক্কায়) কুরবানীর পশু পাঠাতেন। আর আমি তার গলায় বাঁধার জন্য রশি পাকিয়ে দিতাম। কিন্তু এগুলো প্রেরণের পরেও তিনি ঐ সমস্ত বিষয় বর্জন করতেন না, যা একজন মুহ্‌রিম (ইহ্‌রামধারী) ব্যক্তির জন্য বর্জনীয়।

১৭৫৯- حدثنا مسدد نا بشر بن المفضل نا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابراهيم زعم انه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا قالا قالت ام المؤمنين بعث رسول الله ﷺ بالهدى فانا فتلت قلائدها بيدى من عهن كان عندنا ثم اصبح فينا حلالا يأتى ما يأتى الرجل من اهله ·

১৭৫৯। মুসাদ্দাদ ..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর পশু (মক্কায়) প্রেরণ করেন এবং আমি স্বহস্তে এগুলোর জন্য তুলার তৈরি কিলাদা পাকিয়ে দেই। অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে রাত কাটান এবং আমাদের সাথে সেই কাজ করেন যা সাধারণ অবস্থায় কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে করে থাকে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٦. بَابٌ فِى رُكُوبِ الْبُدْنِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর উটের পিঠে আরোহণ করা

١٧٦٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ أَوْ فِى الثَّالِثَةِ ٠

১৭৬০। আল-কা'নাবী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন, এর পিঠে আরোহণ করে চলে যাও। লোকটি বলল, এটা তো কুরবানীর পশু। তিনি আবার বলেন, তুমি এর পিঠে আরোহণ কর। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বারে (রাবীর সন্দেহ) তিনি লোকটিকে বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়।

١٧٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْىِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا ٠

১৭৬১। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-র নিকট কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা উত্তমভাবে এর পিঠে আরোহণ করবে, যখন অন্য কোন বাহন পাবে না। আর অন্য বাহন পেয়ে গেলে এর পিঠে আরোহণ করবে না।

١٧. بَابُ الْهَدْىِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু গন্তব্যে (মক্কা) পৌঁছার পূর্বেই অবসন্ন হয়ে পড়লে

١٧٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْىٍ فَقَالَ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهُ فِى دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ٠

১৭৬২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... নাজিয়া আল আসলামী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাথে কুরবানীর পশু প্রেরণ করেন এবং বলেন, যদি এগুলোর মধ্যে কোনোটি অবসন্ন হয়ে পড়ে তবে তা যবেহ্ করবে। এরপর এর গলায় পরিহিত জুতা রক্তে রঞ্জিত করবে, এরপর তা মানুষের খাওয়ার জন্য রেখে যাবে।

١٧٦٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فُلاَنًا الْأَسْلَمِىَّ

http://IslamiBoi.wordpress.com

وَبَعَثَ مَعَهُ بِثَمَانِ عَشَرَةَ بَدَنَةٍ فَقَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ اُزْحِفَ عَلَىَّ مِنْهَا بِشَيْءٍ قَالَ تَنْحَرُهَا ثُمَّ تَصْبَغُ نَعْلَهَا فِىْ دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْهَا عَلٰى صَفْحَتِهَا وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا اَنْتَ وَلاَ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِكَ اَوْ قَالَ مِنْ اَهْلِ رُفْقَتِكَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ الَّذِىْ تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَوْلُهُ وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا اَنْتَ وَلاَ اَحَدٌ مِّنْ رُّفْقَتِكَ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلٰى صَفْحَتِهَا مَكَانَ اضْرِبْهَا قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الْاِسْنَادَ وَالْمَعْنٰى كَفَاكَ ٠

১৭৬৩। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসলাম গোত্রের অমুককে (মক্কায়) প্রেরণ করেন এবং তাঁর সাথে আঠারটি কুরবানীর উটও পাঠান। সে (আসলামী) জিজ্ঞেস করে আপনার কী মত, পথিমধ্যে যদি এর কোনোটি চলতে অক্ষম হয়ে পড়ে? তিনি বলেন, তবে তা যবেহ্ করবে এবং এর জুতাকে (যা উহার গলায় পরিহিত আছে) এর রক্তে রঞ্জিত করবে। এরপর ঐ রঞ্জিত জুতা এর কুঁজের নিকট রাখবে। আর তুমি এবং তোমার সাথীরা, তা হতে কোন গোশ্‌ত খাবে না। অথবা তিনি বলেন, তোমার সহযাত্রীগণ এর গোশ্‌ত খাবে না। আবূ দাউদ (র) বলেন, হাদীসের নিম্নোক্ত বক্তব্য অন্য কোন হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়নি "তুমি নিজেও এর গোশ্‌ত খাবে না এবং তোমার সহযাত্রীদের কেউও খাবে না।" তিনি আবদুল ওয়ারিসের হাদীস সম্পর্কে বলেন, তাতে "এর দ্বারা চিহ্নিত করে রাখ" –এর পরিবর্তে "এরপর তা এর ঘাড়ে ঝুলিয়ে রাখ" শব্দ হবে। আবূ দাউদ (র) আরও বলেন, আমি আবূ সালামাকে বলতে শুনেছি, সনদ ও অর্থ সঠিক হলে তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

١٧٦٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ نَا مُحَمَّدٌ وَيَعْلَى ابْنَا عُبَيْدٍ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاَثِيْنَ بِيَدِهٖ وَاَمَرَنِىْ فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا ٠

১৭৬৪। হারূন ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নিজের উট কুরবানী করেন, তখন তিনি স্বহস্তে আরও ত্রিশটি পশু কুরবানী করেন। এরপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে বাকি সব পশু আমি কুরবানী করি।

١٧٦٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا عِيْسٰى وَهٰذَا لَفْظُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَّاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ وَقَالَ قُرِّبَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ اَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ اِلَيْهِ بِاَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا قَالَ فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ اَفْهَمْهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৭৬৫। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ..... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন কুরাত (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, দিনগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল, নাহরের (কুরবানীর) দিন। এরপর এর পরবর্তী দিন (কুরবানীর দ্বিতীয় দিন)। রাবী বলেন, ঐ দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঁচটি বা ছয়টি (রাবীর সন্দেহ) কুরবানীর উট পেশ করা হয়। প্রতিটি উট তাঁর সামনে আসতে থাকে যে, তিনি কোন্‌টি আগে কুরবানী করবেন (এটা মহানবী ﷺ এর একটি মু'জিযা যে, পশুরাও তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে)। এরপর এগুলো যখন পার্শ্বের উপর (নাহরের পর) পড়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অস্পষ্ট স্বরে এমন কিছু বলেন যা আমি বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারি যে, তিনি বলেছেন, কেউ (খাওয়ার জন্য) চাইলে এর গোশ্‌ত কেটে নিতে পারে।

١٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِيِّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُتِيَ بِالْبُدْنِ فَقَالَ ادْعُوْلِيْ أَبَا حَسَنٍ فَدُعِيَ لَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُ خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ وَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَعْلَاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا الْبُدْنَ فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ •

১৭৬৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল মুবারক আল-আয্‌দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফা ইব্‌নুল হারিস আল-কিন্‌দীকে বলতে শুনেছি, আমি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। কুরবানীর পশু আনা হলে তিনি বলেন, তোমরা হাসানের পিতাকে (আলী) আমার নিকট ডেকে আন। তখন আলী (রা)-কে তাঁর নিকট ডেকে আনা হয়। তিনি তাঁকে বলেন, তুমি বল্লমের নিচের প্রান্ত ধর, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপরের প্রান্ত ধরেন, এরপর তারা উভয়ে একত্রে যবেহ্ করেন। যবেহ্ শেষে তিনি তাঁর খচ্চরে আরোহণ করেন এবং আলী (রা)-কে তাঁর পেছনে বসান।

١٨- بَابُ كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর উট কিভাবে যবেহ্ করা হবে

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ نَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَأَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَ الْبَدَنَةَ مَعْقُوْلَةَ الْيُسْرٰى قَائِمَةً عَلٰى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا •

১৭৬৭। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ কুরবানীর পশুর সম্মুখের বাম পা বেঁধে এবং বাকি তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় কুরবানী করতেন।

١٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا يُوْنُسُ أَخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ •

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৭৬৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল..... যিয়াদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, আমি মিনাতে ইব্‌ন উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে তার উট বসা অবস্থায় কুরবানী করতে চাচ্ছিল। তিনি তাকে বলেন, একে উঠিয়ে দাও এবং দাঁড় করিয়ে সম্মুখের বাম পা বেঁধে সুন্নাতে মুহাম্মাদী ﷺ অনুযায়ী কুরবানী কর।

١٧٦٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلٰى بَدَنَتِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَّقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ٠

১৭৬৯। আম্‌র ইব্‌ন আওন ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুরবানীর পশুর নিকট যেতে নির্দেশ দেন এবং এর জিনপোশ ও চামড়া বণ্টন করে দিতে বলেন এবং তিনি আমাকে এই নির্দেশও দেন যে, আমি যেন তা হতে কসাইকে (পারিশ্রমিক বাবদ) কিছু দান না করি। তিনি আরো বলেন, আমরা কসাইকে আমাদের পক্ষ হতে (দিরহাম) প্রদান করতাম[১]।

١٩- بَابُ وَقْتِ الْإِحْرَامِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট সময়

١٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِي خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَزَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحٰبِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي إِهْلَالِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حِينَ أَوْجَبَ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذٰلِكَ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَّسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَجَّةٌ وَّاحِدَةٌ فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَاجًّا فَلَمَّا صَلّٰى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذٰلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ وَّذٰلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا عَلَا عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَايْمُ اللّٰهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ قَالَ سَعِيدٌ فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَّكْعَتَيْهِ ٠

১. কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত বা চামড়া কসাইয়ের পারিশ্রমিক বাবদ প্রদান করা যায় না। পৃথকভাবে পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৭৭০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলি, হে আবুল আব্বাস! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হই যে, নবী করীম (সা) হজ্জের জন্য কখন ইহ্‌রাম বাঁধতেন। তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে সকলের চেয়ে অধিক জানি। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাত্র একবারই হজ্জ করেছেন। আর এ কারণেই লোকেরা মতানৈক্য করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) (মদীনা হতে) হজ্জে রওনা হন। তিনি পথিমধ্যে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানকার মসজিদে (ইহ্‌রামের জন্য) দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। এই দুই রাক'আত নামায শেষে তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। এ সময় কিছু লোক তাঁর তালবিয়া পাঠ শোনেন এবং তারা এটা তাঁর নিকট হতে সংরক্ষণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে সাওয়ার হন। তারা যখন নবী করীম ﷺ কে নিয়ে চলতে শুরু করে তখন তিনি জোরে জোরে তাল্‌বিয়া পাঠ করতে থাকেন। কিছু লোক তাঁর নিকট হতে এটা শুনে সংরক্ষণ করেন। আর এ ব্যাপারটি (অর্থাৎ তাল্‌বিয়া শুরু) সম্পর্কে মতানৈক্যের কারণ এই যে, লোকেরা এ সময় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতো। এমতাবস্থায় তারা তাঁকে উটের উপর বসে চলমান অবস্থায় তাল্‌বিয়া পাঠ করতে শুনেছিল। সে কারণে, তাদের ধারণা হল যে, তিনি তখন হতেই তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন যখন তাঁর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে চলতে শুরু করে। (বস্তুত তারা জানত না যে, তিনি ইতিপূর্বেই তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেছেন) এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন বায়দার উচ্চভূমিতে[১] ওঠেন, তখন সেখানেও তালবিয়া পাঠ করেন। এখানে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তা শুনতে পেয়ে বলেন, তিনি বায়দার উচ্চভূমিতে তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন। আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায়ের পরই ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ শুরু করেন, যখন তিনি উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে সাওয়ার হন। বায়দার উচ্চভূমিতেও তিনি জোরে জোরে তাল্‌বিয়া পাঠ করেন। রাবী সাঈদ বলেন, যারা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র অভিমত গ্রহণ করেন (এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত), তারা দুই রাক'আত নামায আদায়ের পর ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন।

١٧٧١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ مُّوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ بَيْدَاءُكُمْ هٰذِهِ الَّتِىْ تَكْذِبُوْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِىْ مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ ٠

১৭৭১। আল কা'নাবী ..... সালিম ইবন আব্‌দুল্লাহ্ (রা) থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের এ বায়দার উচ্চভূমি– যদ্দরুন তোমরা (অজ্ঞতাবশত) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওপর মিথ্যা দোষারোপ কর। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ হতে অর্থাৎ যুল-হুলায়ফার মসজিদ হতে (দুই রাক'আত নামায আদায়ের পর) ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

١٧٧٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَّمْ اَرَ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَاهُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لاَتَمَسُّ مِنَ الاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَ رَأَيْتُكَ

---

[১] যুল-হুলায়ফার সম্মুখ উচ্চভূমি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

تَصبَغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْبَغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبَغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ ٠

১৭৭২। আল কা'নাবী ..... উবায়দ ইব্‌ন জুরাইজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-কে বলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আপনাকে চারটি কাজে লিপ্ত দেখি, যা আপনার সংগীদের কাউকে করতে দেখি না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে ইব্‌ন জুরাইজ, তা কী? তিনি বলেন, আমি আপনাকে কখনও দুই রুক্‌নে ইয়ামানী[১] ব্যতীত অন্য রুক্‌নগুলো স্পর্শ করতে দেখিনি। আর আমি আপনাকে এমন জুতা পরিধান করতে দেখি, যার চামড়ায় পশম নেই। আমি আপনাকে (কাপড় বা মাথা) হলুদ রং-এ রঞ্জিত করতে দেখি। আর আমি আরো দেখি যে, যখন আপনি মক্কায় অবস্থান করেন আর সেখানকার অধিবাসীরা নতুন চাঁদ দেখার সাথে সাথেই ইহ্‌রাম বাঁধে, কিন্তু আপনি তালবিয়ার দিন[২] (৮ই যিলহাজ্জ) না আসা পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধেন না। আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, রুক্‌নগুলো (খানায়ে কা'বার কোনাগুলো) স্পর্শ করা সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে উভয় রুক্‌নে ইয়ামানী ব্যতীত আর কোনো কোনা (রুক্‌ন) স্পর্শ করতে দেখিনি। আর পশমবিহীন জুতা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এমন জুতা পরিধান করতে দেখেছি যাতে কোন পশম ছিল না। তিনি উযূ করেও তা পরিধান করতেন। কাজেই আমিও তা পরিধান করতে ভালবাসি। আর হলুদ রং-এর ব্যাপার হল, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত হতে দেখেছি। তাই আমিও তা দ্বারা রঞ্জিত হতে ভালবাসি। আর ইহ্‌রাম বাঁধা (এ বিষয়ে) আমার বক্তব্য হল, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ঐ সময় পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধতে দেখিনি, যতক্ষণ তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার না হতেন।

١٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ ٠

১৭৭৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় চার রাক'আত যুহরের নামায আদায় করেন এবং যুল-হুলায়ফাতে উপনীত হয়ে দুই রাক'আত আসরের নামায আদায় করেন। তিনি ভোর পর্যন্ত এখানে রাত যাপন করেন। তিনি সেখান থেকে (যুহরের নামায আদায়ের পর) স্বীয় বাহনে সাওয়ার হন এবং বায়দা নামক স্থানে উপনীত হয়ে তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

---

১. খানায়ে কা'বার যে কোনায় হাজ্‌রে-আস্‌ওয়াদ স্থাপিত তাকে রুকনে ইয়ামানী বলে।

২. নবী করীম (সা) মক্কায় অবস্থানকালে সাধারণত ৮ই যিল-হজ্জের আগে হজ্জের বা উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধতেন না এবং তাল্‌বিয়াও পাঠ করতেন না।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلاَ عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ ٠

১৭৭৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যুহরের নামায (যুল-হুলায়ফাতে) আদায় করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় বাহনে আরোহণ করে যখন বায়দার উচ্চভূমিতে উপনীত হন তখন তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন।

١٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا وَهْبٌ يَعْنِى ابْنَ جَرِيرٍ نَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَتْ قَالَ سَعْدٌ كَانَ نَبِىُّ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهَلَّ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَإِذَا أَخَذَ طَرِيقَ أُحُدٍ أَهَلَّ إِذَا أَشْرَفَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ ٠

১৭৭৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ..... আয়েশা বিন্‌ত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ যখন (হজ্জের উদ্দেশ্যে) আল ফুরা'-এর পথ ধরে অগ্রসর হতেন, তখন বাহনে সাওয়ার হওয়ার পরপরই তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করতেন। আর যখন তিনি উহুদের পথে অগ্রসর হতেন তখন বায়দার উচ্চভূমিতে উঠে তাল্‌বিয়া পাঠ করতেন (ইহ্‌রাম বাঁধতেন)।

٢٠- بَابُ الْإِشْتِرَاطِ فِى الْحَجِّ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে শর্তারোপ করা

١٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ أَشْتَرِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّى مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِى ٠

১৭৭৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা যুবা'আ বিন্‌ত যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হজ্জের ইরাদা করেছি। এতে কি কোন শর্ত আরোপ করতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, আমি কিরূপে বলব? তিনি ইরশাদ করেন ঃ তুমি বলবে, লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা এবং আমার ইহ্‌রাম খোলার স্থান ঐ জায়গা যেখানে তুমি আমাকে আটকে রাখবে।

٢١- بَابٌ فِى إِفْرَادِ الْحَجِّ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে ইফ্‌রাদ

١٧٧٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৭৭৭। আল কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জে ইফরাদ[১] আদায় করেন।

١٧٧٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى نَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُوَافِينَ هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ قَالَ مُوسَى فِى حَدِيثِ وُهَيْبٍ فَإِنِّى لَوْلَا أَنِّى أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَقَالَ فِى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ ثُمَّ اتَّفَقُوا فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِى بَعْضِ الطَّرِيقِ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ وَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ ارْفُضِى عُمْرَتَكِ وَانْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى قَالَ مُوسَى وَأَهِلِّى بِالْحَجِّ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَاصْنَعِى مَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ فِى حَجِّهِمْ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الصَّدَرِ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ زَادَ مُوسَى فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَضَى اللهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّهَا قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِى شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ هَدْىٌ زَادَ مُوسَى فِى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ عَائِشَةُ •

১৭৭৮। সুলায়মান ইব্ন হার্ব ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যিলহাজ্জের নতুন চাঁদ উদয়ের কিছু আগে রওনা হলাম। যুলহুলায়ফাতে পৌঁছে তিনি বলেন, যে কেউ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধতে চায়, সে যেন তা বাঁধে, আর যদি কেউ উমরার ইহ্রাম বাঁধতে চায় তবে সে যেন তা-ই করে। উহাইবের সূত্রে মূসা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত, তবে আমি উম্রার জন্য ইহ্রাম বাঁধতাম। আর হাম্মাদ ইব্ন সালামার বর্ণনায় আছে, আমি (উমরার সাথে) হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলাম। কেননা আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে। এরপর উভয় হাদীসের বর্ণনাকারী,একমত হয়ে (হাদীসের বাকি অংশ) বর্ণনা করেন। এরপর আমি (আয়েশা) ছিলাম উমরার ইহ্রামধারীর দলভুক্ত। পথিমধ্যে আমার হায়েয শুরু হল এবং আমি কাঁদতে লাগলাম। নবী করীম ﷺ আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, যদি আমি এ বছর (হজ্জে) বের না হতাম, তবে ভাল ছিল। তখন তিনি বলেন, তোমার উমরা ত্যাগ কর, তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং চিরুনি কর এবং (রাবী মূসার বর্ণনা মতে) হজ্জের ইহ্রাম বাঁধ। রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় আছে এবং মুসলমানরা তাদের হজ্জে যা করে তুমিও তা-ই কর (তাওয়াফ ব্যতীত)। এরপর তাওয়াফে যিয়ারতের রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান (রা)-কে (আয়েশার ভাই) নির্দেশ দিলে তিনি তাঁকে নিয়ে তান্ঈম[২] নামক স্থানে যান। রাবী মূসার বর্ণনায় আরো আছে, এরপর তিনি (আয়েশা) তাঁর পূর্ববর্তী উমরার পরিবর্তে (নতুন) উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করেন। রাবী হিশামের বর্ণনায় আছে, আর এরূপ

---

১. হজ্জে ইফরাদ হল ঃ হজ্জের মাসসমূহে কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধা এবং এর অনুষ্ঠানগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

২. যুল-হুলায়ফার সম্মুখ উচ্চভূমি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

করার জন্য তাঁর উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়নি। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন সালামার হাদীসে আরও বর্ণনা করেছেন যে, বাত্হার (মিনায় অবস্থানের) রাতে তিনি (হায়েয থেকে) পবিত্র হন।

١٧٧٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ·

১৭৭৯। আল কা'নাবী ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে (মদীনা হতে) রওনা হলাম। আমাদের কেউ উমরার ইহ্রাম বাঁধে, কেউ হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহ্রাম বাঁধে এবং কেউ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। আর যারা শুধু হজ্জের অথবা একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধে তারা কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহ্রাম খুলতে পারেনি।

١٧٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ زَادَ فَلَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ ·

১৭৮০। ইবনুস সারহ্ ..... আবুল আস্ওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত –পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে, যারা উমরার ইহ্রাম বাঁধেন তাঁরা ইহ্রাম খুলে ফেলেন।

١٧٨١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ انْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ وَأَهِلِّيْ بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيْمِ وَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَانُوْا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا ·

১৭৮১। আল্ কা'নাবী ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমরা (মদীনা হতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে রওনা হলাম। আমরা উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন হজ্জের সাথে উমরারও ইহ্রাম বাঁধে এবং ইহ্রাম

http://IslamiBoi.wordpress.com

খুলবে না, যতক্ষণ হজ্জ ও উমরার যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না হয়। আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হই। ফলে আমি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করতে পারিনি। এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন, তুমি তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং তাতে চিরুনী কর আর হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধ এবং উমরা ত্যাগ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা-ই করলাম। আমি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাক্‌রের সাথে তানঈম নামক স্থানে পাঠান। আমি সেখান থেকে (ইহ্‌রাম বেঁধে) উমরা করি। তখন তিনি বলেন, এটাই তোমার উমরার (ইহ্‌রাম বাঁধার) স্থান (অথবা এটা তোমার পূর্বেকার উমরার কাযা)। রাবী বলেন, যারা কেবল উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিল তারা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করার পরে ইহ্‌রাম খুলে ফেলে। এরপর তারা মিনা থেকে ফিরে এসে তাদের হজ্জের জন্য পুনর্বার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করে। অপরপক্ষে যারা হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহ্‌রাম বাঁধে তারা মাত্র একবার তাওয়াফ করে।

١٧٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ حِضْتُ لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ حَجَجْتُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِنَّمَا ذٰلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ آدَمَ فَقَالَ انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ وَذَبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ وَطَهُرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَتَرْجِعُ صَوَاحِبِي بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِالْحَجِّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلَبَّتْ بِالْعُمْرَةِ .

১৭৮২। আবূ সালামা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের জন্য রওনা হই। সারিফ নামক স্থানে পৌঁছে আমার হায়েয শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আয়েশা! তোমার কান্নার কারণ কী? আমি বলি, আমি ঋতুমতী হয়েছি। হায়! আমি যদি (এ বছর) হজ্জের জন্য না আসতাম (তবে ভাল হতো)। তখন তিনি সুব্‌হানাল্লাহ্ বলেন, (এরপর ইরশাদ করেন) আল্লাহ্ তা'আলা এটা (হায়েয) আদমের কন্যাদের জন্য বেঁধে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ব্যতীত তুমি হজ্জের অন্যান্য যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন কর। এরপর আমরা মক্কায় প্রবেশের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যারা এটিকে (হজ্জ) উমরায় রূপান্তরিত করতে চায় তারা তা করতে পারে, তবে যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা ছাড়া। আয়েশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেন। এরপর বাত্‌হার রাতে আয়েশা (রা) হায়েয হতে পবিত্রতা অর্জন করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সাথীরা হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন করে ফিরে যাবে, আর আমি কি কেবল হজ্জ করে ফিরব? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাক্‌র (রা)-কে নির্দেশ দেন। তখন তিনি তাঁকে সহ তানঈম যান আর তিনি সে স্থান হতে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٧٨٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَنَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَحِلَّ فَأَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ ٠

১৭৮৩। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে রওনা হই। আর এটা ছিল আমাদের জন্য (কেবল) হজ্জ। আমরা যখন মক্কায় উপনীত হই, তখন আমরা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করি। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেনি, সে যেন ইহ্‌রামমুক্ত হয়। অতএব, যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেনি, তারা ইহ্‌রামমুক্ত হয়।

١٧٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْىَ قَالَ مُحَمَّدٌ أَحْسِبُهُ قَالَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ قَالَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النَّاسِ وَاحِدًا ٠

১৭৮৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ফারিস ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যা আমি পরে জানতে পেরেছি, যদি তা আগে জানতে পারতাম তবে আমার সাথে কুরবানীর পশু আনতাম না। রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, আমার ধারণা (আমার শায়খ উসমান ইব্‌ন উমার) বলেছেন, যারা উমরা সমাপনের পর হালাল হয়েছে, আমিও তাদের সাথে হালাল হতাম। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, এই বক্তব্যের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকলের হজ্জের অনুষ্ঠান একরূপ হওয়া কামনা করেছেন।

١٧٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৭৮৫। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্‌রাম (বাঁধা) অবস্থায় হজ্জে-ইফরাদ আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে রওনা হই। আর আয়েশা (রা) কেবলমাত্র উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। এরপর যখন তিনি সারিফ নামক স্থানে উপনীত হন, তখন তিনি ঋতুমতী হন। আমরা মক্কায় উপস্থিত হয়ে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ সম্পন্ন করি। আমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে হালাল হতে নির্দেশ দেন। রাবী (জাবির) বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই হালাল হওয়ার অর্থ কি? তিনি বলেন, সর্বপ্রকার কাজের জন্য হালাল হওয়া। আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলাম, সুগন্ধি মাখলাম এবং (সেলাই করা) কাপড় পরিধান করলাম আর আমাদের মধ্যে ও আরাফাতের (দিনের) মধ্যে মাত্র চার রাত্রের ব্যবধান ছিল। এরপর আমরা তারবিয়ার দিন (হজ্জের) ইহ্‌রাম বাঁধি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে কাঁদতে দেখেন। তিনি তার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেন, আমি ঋতুমতী হয়েছি। মানুষেরা (উমরার অনুষ্ঠানাদি শেষে) ইহ্‌রাম খুলেছে, আর আমি ইহ্‌রাম খুলতে পারিনি এবং বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফও করতে পারলাম না। আর লোকেরা এখন হজ্জের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে (হায়েয) আদম তনয়াদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তুমি গোসল কর এবং হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধ। অতএব, তিনি তা-ই করলেন এবং অবস্থানের স্থানসমূহে অবস্থান করেন। এরপর তিনি পবিত্রতা হাসিলের পর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এখন তুমি তোমার হজ্জ হতে হালাল হয়েছ এবং তোমার উমরা হতেও। তিনি (আয়েশা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মনে হচ্ছে, হজ্জের সময় আমি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিনি। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, হে আবদুর রহমান! তুমি তাকে নিয়ে তানঈম নামক স্থানে যাও এবং তাকে উমরা করাও। আর এটা ছিল, হাস্‌বার রাত (১৪ যিল-হজ্জের রাত)।

١٧٨٦ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا بِبَعْضِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَاَهِلِّى بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّىْ وَاصْنَعِىْ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ وَلاَتُصَلِّىْ ٠

১৭৮৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এই বর্ণনায় আরও আছে, "তুমি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ, হজ্জ আদায় কর এবং হাজ্জীগণ যা করেন তুমিও তা-ই কর, কিন্তু তুমি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না এবং নামায পড়বে না।"

١٧٨٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزِيْدٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَّ يُخَالِطُوْهُ شَيْءٌ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِاَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَطُفْنَا ثُمَّ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَّحِلَّ وَقَالَ لَوْلاَ هَدْيِىْ لَحَلَلْتُ ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ مُتْعَتَنَا هٰذِهِ لِعَامِنَا هٰذَا اَمْ لِلاَبَدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ هِىَ لِلاَبَدِ قَالَ الْاَوْزَاعِىُّ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا فَلَمْ اَحْفَظْهُ حَتّٰى لَقِيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَاَثْبَتَهُ لِىْ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৭৮৭। আল আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুরীদ ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হই। যিলহজ্জের চার রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় উপনীত হই এবং (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ ও (সাফা-মারওয়ার মধ্যে) সা'ঈ করি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত তবে আমিও হালাল হতাম। তখন সুরাকা ইব্‌ন মালিক (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ধরনের ফায়দা গ্রহণের সুযোগ কি কেবলমাত্র এ বছরের জন্য না চিরকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বরং চিরকালের জন্য। রাবী আওযায়ী (র) বলেন, আমি আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ্‌কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। কিন্তু আমি তা সংরক্ষণ করতে পারিনি। এরপর আমি ইব্‌ন জুরায়জের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন।

١٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِاَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا طَافُوْا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْهَا عُمْرَةً اِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوْا فَطَافُوْا بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ـ

১৭৮৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ যিলহজ্জের চার রাত অতিবাহিত হওয়ার পর মক্কায় প্রবেশ করেন। অতঃপর তাঁরা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ সম্পন্ন করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা (তাওয়াফ ও সা'ঈ) উমরা হিসেব গণ্য কর, অবশ্য যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন এরূপ না করে। এরপর তারবিয়ার রাতে তারা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। এরপর নাহরের দিন সমাগত হলে তারা (মক্কায়) এসে (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ (সা'ঈ) পরিহার করেন।

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ نَا حَبِيْبٌ يَعْنِى الْمُعَلِّمَ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَهَلَّ هُوَ وَاَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْىٌ اِلَّا النَّبِىَّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً يَطُوْفُوْا ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا اِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالُوْا نَنْطَلِقُ اِلٰى مِنًى وَذُكُوْرُنَا تَقْطُرُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ اَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْلَا اَنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ لَاَحْلَلْتُ ـ

১৭৮৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। কিন্তু তখন নবী করীম ﷺ ও তাল্‌হা (রা) ব্যতীত আর কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিল না। আর এ সময় আলী (রা) ইয়ামান হতে আগমন করেন এবং তার সাথেও কুরবানীর পশু ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্, ﷺ যেরূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আমিও সেরূপ ইহ্‌রাম বাঁধলাম। নবী করীম ﷺ তাঁর সাথীদের

http://IslamiBoi.wordpress.com

নির্দেশ দেন যে, তারা যেন এটাকে উমরায় পরিণত করে এবং বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করে এবং মস্তক মুণ্ডনের (বা চুল ছোট করে কর্তনের) পর হালাল হয়। অবশ্য যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা ব্যতীত। তারা বলেন, আমরা মিনার দিকে এমন অবস্থায় যাই যে আমরা স্ত্রী সহবাস করেছি। এই কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, আমি যা পরে অবহিত হয়েছি যদি তা পূর্বে অবগত হতে পারতাম তবে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না। আর আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমি অবশ্যই ইহ্‌রাম খুলে ফেলতাম।

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ هٰذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ .

১৭৯০। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, এ সে উমরা যার মাধ্যমে আমরা উপকৃত হয়েছি। যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে যেন পুরাপুরি হালাল হয়। আর উমরা কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, এটি মুনকার হাদীস এবং তা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র নিজের কথা।

١٧٩١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي نَا النَّهَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ وَهِيَ عُمْرَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَطَاءٍ دَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ خَالِصًا فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ عُمْرَةً .

১৭৯১। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যখন কোন লোক হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং মক্কায় উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ সম্পন্ন করে, অতঃপর সে হালাল হয় তা (তার) উমরা। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, ইব্‌ন জুরায়জ (র) এক ব্যক্তির সূত্রে, তিনি আতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ কেবল হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে (মক্কায়) প্রবেশ করেন। নবী করীম ﷺ তাকে উমরায় পরিণত করেন।

١٧٩٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالاَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَطُوفَ وَأَنْ يَسْعَى وَيُقَصِّرَ ثُمَّ يَحِلَّ زَادَ ابْنُ مَنِيعٍ أَوْ يَحْلِقَ ثُمَّ يَحِلَّ .

১৭৯২। আল হাসান ইব্‌ন শাওকার ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুনী'..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কেবল হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন। অতঃপর তিনি মক্কায় উপনীত হয়ে (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ ও (সাফা-মারওয়ার মধ্যে) সা'ঈ সম্পন্ন করেন। রাবী ইব্‌ন শাওকার বলেন, কুরবানীর পশু সংগে আনাতে নবী করীম

http://IslamiBoi.wordpress.com

ﷺ মাথার চুল খাট করেননি এবং হালালও হননি। আর যারা নিজেদের সাথে কুরবানীর পশু আনেনি, তিনি তাদেরকে (উমরার জন্য) তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পন্ন করার পর চুল খাটো করা এবং হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন।

١٧٩٣ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عِيْسَى الْخُرَاسَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَشَهِدَ عِنْدَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ يَنْهٰى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ ۔

১৭৯৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ ..... সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়াব (র) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ-এর একজন সাহাবী উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত থাকা অবস্থায় হজ্জের পূর্বে উমরা করা নিষেধ করতে শুনেছি।

١٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى اَبُوْ سَلَمَةَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ شَيْخِ الْهُنَائِىِّ خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ مِمَّنْ قَرَأَ عَلٰى اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ لِاَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كَذَا وَكَذَا وَرُكُوْبِ جُلُوْدِ النُّمُوْرِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالُوْا اَمَّا هٰذَا فَلَا فَقَالَ اَمَا اِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلٰكِنَّكُمْ نَسِيْتُمْ ۔

১৭৯৪। মূসা আবূ সালামা ..... মু'আবি'আ ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (রা) নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অমুক, অমুক জিনিস ও চিতাবাঘের চামড়ার উপর সাওয়ার হতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আপনারা কি অবহিত আছেন যে, তিনি হজ্জ ও উমরা একত্রে করতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বলেন, এ সম্পর্কে আমরা কিছুই অবগত নই। তিনি বলেন, এটাও ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু আপনারা তা ভুলে গেছেন।

٢٢ - بَابٌ فِى الْاِقْرَانِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে কিরান

١٧٩٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُمْ سَمِعُوْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّىْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَّحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَّحَجًّا ۔

১৭৯৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তারা (ইয়াহ্ইয়া, আবদুল আযীয প্রমুখ) তাঁকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে তাল্‌বিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন ঃ ..... لَبَّيْكَ আমি হজ্জ ও উমরার জন্য (হে আল্লাহ্) তোমার সমীপে হাজির।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ بَاتَ بِهَا يَعْنِيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللّٰهَ
وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوْا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ
التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهٖ قِيَامًا ٠

১৭৯৬। আবূ সালামা মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ যুল-হুলায়ফায় রাত যাপন করেন। অতঃপর সকাল হলে তিনি উষ্ট্রীতে আরোহণ করেন। বায়দা নামক স্থানে উপনীত হলে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ, তাস্‌বীহ্ ও তাকবীর আদায় করেন এবং পরে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। আর তাঁর সাথী সাহাবীগণও হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। এরপর আমরা মক্কায় উপনীত হলে তিনি নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী লোকেরা ইহ্‌রাম মুক্ত হয় (যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না)। অতঃপর তারবিয়ার দিন সমাগত হলে তারা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে সাতটি উট দণ্ডায়মান অবস্থায় যবেহ্ করেন।

١٧٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا حَجَّاجٌ نَا يُوْنُسُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ أَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقًا مِنْ ذَهَبٍ قَالَ
فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَقَدْ نَضَحَتِ
الْبَيْتَ بِنَضُوْحٍ فَقَالَتْ مَا لَكَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوْا قَالَ قُلْتُ لَهَا إِنِّيْ أَهْلَلْتُ
بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِيْ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ فَإِنِّيْ قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ قَالَ فَقَالَ لِيْ انْحَرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَّسِتِّيْنَ أَوْ سِتًّا وَّسِتِّيْنَ وَأَمْسِكْ
لِنَفْسِكَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ أَوْ أَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ وَأَمْسِكْ لِيْ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةً٠

১৭৯৭। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন ..... বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-র সাথে ছিলাম, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইয়ামানের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান। রাবী বলেন, আমি তাঁর সাথে কিছু স্বর্ণ জমা করি। তিনি বলেন, এরপর আলী (রা) যখন ইয়ামান হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট (মক্কায়) আগমন করেন, আলী (রা) বলেন, তখন আমি ফাতিমা (রা) কে একখণ্ড রঙিন কাপড় পরিহিতা অবস্থায় দেখতে পাই। আর তিনি ঘর সুগন্ধিতে ভরে তোলেন। তিনি আলীকে বলেন, আপনার কী হল? আপনি ইহ্‌রাম খোলছেন না? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আলী (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, আমি নবী করীম ﷺ -এর অনুরূপ (নিয়্যাতে, ইহ্‌রাম বেঁধেছি। আলী (রা) বলেন, অতঃপর আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কীরূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছ? আমি বলি, আমি নবী করীম ﷺ-এর অনুরূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তখন তিনি বলেন, আমি তো কুরবানীর পশু পাঠিয়েছি এবং কিরান হজ্জের[১]

১. হজ্জ ও উমরাকে একই সঙ্গে সম্পন্ন করাকে হজ্জে কিরান বলে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

ইহ্রাম বেঁধেছি। আলী (রা) বলেন, তিনি আমাকে বললেন, তুমি ৬৭টি বা ৬৬টি উট কুরবানী কর আর ৩৩টি বা ৩৪টি (আমার জন্য) রেখে দাও। আর প্রতিটি উট হতে আমার জন্য এক টুক্রা করে গোশ্ত রেখে দাও।

١٧٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ اَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ •

১৭৯৮। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... আবূ ওয়ায়েল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল সুবাই ইব্ন মা'বাদ বলেছেন, আমি একত্রে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধি। উমার (রা) আমাকে বলেন, তুমি তোমার নবী ﷺ -এর সুন্নাত পেয়ে গেছ।

١٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ : كُنْتُ رَجُلاً اَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَاَسْلَمْتُ فَاَتَيْتُ رَجُلاً مِّنْ عَشِيْرَتِى يُقَالُ لَهُ هُذَيْمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَاهَنَاهُ اِنِّى حَرِيْصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَاِنِّى وَجَدْتُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَىَّ فَكَيْفَ لِى بِاَنْ اَجْمَعَهُمَا قَالَ اَجْمِعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَاَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَلَمَّا اَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِى سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَاَنَا اُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ مَاهٰذَا بِاَفْقَهَ مِنْ بَعِيْرِهٖ قَالَ فَكَاَنَّمَا اُلْقِىَ عَلَىَّ جَبَلٌ حَتّٰى اَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّى كُنْتُ رَجُلاً اَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا وَاِنِّى اَسْلَمْتُ وَاَنَا حَرِيْصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَاِنِّى وَجَدْتُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَىَّ فَاَتَيْتُ رَجُلاً مِّنْ قَوْمِى فَقَالَ لِى اَجْمِعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَاِنِّى اَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ لِى عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ •

১৭৯৯। মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা ইব্ন আ'য়ুন ও উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-সুবাই ইব্ন মা'বাদ বললেন, আমি একজন খ্রিষ্টান বেদুইন ছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। এরপর আমি হুযাইম ইব্ন ছুরমালা নামে কথিত আমার গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট এলাম। আমি তাকে বললাম, হে তুমি! আমি জিহাদে যোগদানে আগ্রহী এবং এদিকে আমি নিজের উপর হজ্জ ও উমরাও বাধ্যতামূলক দেখছি। উভয়টি (হজ্জ-উমরা) আমি কীভাবে একত্র করব? সে বলল, তুমি একত্রে উভয়টির জন্য ইহ্রাম বাঁধ এবং তোমার জন্য সহজলভ্য পশু কুরবানী কর। অতএব, আমি একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম। আমি আল উযাইব নামক স্থানে পৌছলে সালমান ইব্ন রবী'আ ও যায়দ ইব্ন সাওহান আমার সাথে মিলিত হন, তখন আমি হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পাঠরত ছিলাম। তখন তাদের একজন অপরজনকে বলেন, এই ব্যক্তি তার উটের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান নয়। রাবী বলেন, আমার মাথায় যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল। আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট এসে তাঁকে বললাম, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি একজন খ্রিষ্টান বেদুইন ছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি জিহাদে যোগদানে আগ্রহী এবং অপর দিকে আমি নিজের উপর হজ্জ ও উমরাও বাধ্যতামূলক দেখছি। আমি (এর সমাধান

http://IslamiBoi.wordpress.com

পেতে) আমার গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট এলে তিনি বলেন, তুমি একত্রে উভয়টির ইহ্‌রাম বাধ এবং তোমার জন্য সহজলভ্য পশু কুরবানী কর। আমি উভয়টির জন্য একত্রে ইহ্‌রাম বেঁধেছি। উমার (রা) বলেন, তুমি তোমার নবী করীম ﷺ -এর সুন্নাত (পথ) পেয়ে গেছ।

١٨٠٠ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مِسْكِيْنٌ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَي بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَتَانِيَ اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِّنْ عِنْدِ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ فَقَالَ صَلِّ فِيْ هٰذَا الْوَادِيْ الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَّعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ وَقُلْ عُمْرَةً فِيْ حَجَّةٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَي بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ ۔

১৮০০। আন্ নুফায়লী ..... ইক্‌রামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার নিকট উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, এক রাতে আমার নিকট একজন আগমনকারী আমার মহিমান্বিত রবের নিকট হতে আগমন করেন। উমার (রা) বলেন, ঐ সময় তিনি আকীক নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। সেই আগমনকারী বলেন, আপনি এই পবিত্র প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন, হজ্জের মধ্যেই উমরা (অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করা ভাল)।

١٨٠١ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِي الرَّبِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلَجِيُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَاَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِيْ حَجِّكُمْ هٰذَا عُمْرَةً فَاِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ اِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ۔

১৮০১। হান্নাদ ইব্‌নুস্ সারী ..... আর-রাবী' ইব্‌ন সাবুরা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা (মদীনা হতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে রওনা হই। আমরা যখন উসফান নামক স্থানে ছিলাম, তখন সুরাকা ইব্‌ন মালিক মুদলাজী (রা) তাকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমাদের বিস্তারিতভাবে (হজ্জের বিষয়) এমনভাবে বুঝিয়ে দিন যেভাবে সদ্য প্রসূত শিশুদের বুঝানো হয় (অর্থাৎ উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিন যাতে মূর্খরাও বুঝতে পারে)। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ তোমাদের এই হজ্জের মধ্যে উমরাকেও প্রবেশ করিয়েছেন। কাজেই তোমরা মক্কায় পৌছে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করবে, অতঃপর হালাল হবে। অবশ্য, যদি কারো সাথে কুরবানীর পশু থাকে, তবে সে হালাল হবে না।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ نَا يَحْيٰى الْمَعْنٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ •

১৮০২। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন নাজদা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফ্ইয়ান (রা) তাকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আমি মারওয়া নামক স্থানে নবী করীম ﷺ -এর চুল মোবারক তীরের ফলার সাহায্যে ছোট করে দেই। অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি মারওয়া নামক স্থানে তাঁর চুল মোবারক তীরের ফলার সাহায্যে কাটাতে দেখি।

١٨٠٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى الْمَعْنٰى قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّى قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِىٍّ عَلَى الْمَرْوَةِ وَزَادَ الْحَسَنُ فِى حَدِيْثِهِ بِحَجَّتِهِ •

১৮০৩। আল-হাসান ইব্ন আলী ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বলেন, আপনি কি অবহিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল মোবারক মারওয়া নামক স্থানে আরবীয় তীরের অগ্রবর্তী অংশের সাহায্যে ছোট করেছিলাম? রাবী আল-হাসানের বর্ণনায় আরও আছে– তাঁর হজ্জের সময়।

١٨٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّى سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ أَهَلَّ النَّبِىُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ •

১৮০৪। ইব্ন মু'আয ..... মুসলিম আল-কুরা (র) হতে বর্ণিত। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম ﷺ উমরার ইহ্রাম বাঁধেন এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের (ইহ্রাম বাঁধেন)।

١٨٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَهْدٰى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدٰى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدٰى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَجَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلٰى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

http://IslamiBoi.wordpress.com

حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ مِّنَ السَّبْعِ وَمَشٰى اَرْبَعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهٗ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهٗ وَنَحَرَ هَدْيَهٗ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ فِعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهْدٰى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ ۰

১৮০৫। আবদুল মালিক ইব্ন শু'আইব ইব্ন লাইস ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে তামাত্তো হজ্জ করেন, অর্থাৎ হজ্জের পূর্বে উমরা করেন। তিনি যুল-হুলায়ফা হতে ইহ্রাম বাঁধেন এবং নিজের সাথে কুরবানীর পশু নেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হজ্জ এরূপে শুরু করেন যে, তিনি প্রথমে উমরার ইহ্রাম বাঁধেন, এরপর হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। আর লোকেরাও নবী করীম ﷺ -এর সাথে হজ্জের পূর্বে উমরা করেন। কতিপয় লোক সাথে কুরবানীর পশু নেন আর কারো সাথে তা ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় উপনীত হন, তখন তিনি লোকদের বলেন, যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না করা পর্যন্ত ইহরামমুক্ত হতে পারবে না। আর যাদের সাথে কুরবানীর পশু নাই, তারা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ সম্পন্ন করে, মাথার চুল কেটে এরপর উমরা হতে হালাল হবে, তারপর হজ্জের ইহ্রাম বাঁধবে এবং কুরবানী করবে। আর যে ব্যক্তি কুরবানী করতে অক্ষম সে যেন হজ্জের মধ্যে (সময়ে) তিনদিন এবং পরে নিজের পরিবারে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন রোযা রাখে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় উপনীত হওয়ার পর সর্বপ্রথম হাজরে আস্ওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর সাতবার তাওয়াফের মধ্যে প্রথম তিন (বার) তাওয়াফ তিনি দ্রুত পদক্ষেপে সম্পন্ন করেন এবং বাকি চার (বার) তাওয়াফ সাধারণ গতিতে হেঁটে সমাপ্ত করেন। তাওয়াফ সমাপনান্তে তিনি মাকামে ইব্রাহীমের নিকট দুই রাক'আত নামায আদায় করেন এবং সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন। এরপর তিনি সাফা পাহাড়ের নিকট আসেন এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাতবার সা'ঈ করেন। অতঃপর হজ্জ সমাপন, কুরবানীর দিন কুরবানী করা এবং এরপর বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তিনি ইহ্রাম খোলেননি। এরপর যাবতীয় হারাম বস্তু হতে হালাল হন। (অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস, শিকার ও অন্যান্য বস্তু যা হজ্জের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল তা হালাল হয়) আর যেসব লোক কুরবানীর পশু সংগে এনেছিলেন তাঁরাও ঐরূপ করেন–যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন।

١٨٠٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُّ رَأْسِىْ وَقَلَّدْتُّ هَدْيِىْ فَلاَ اُحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ الْهَدْىَ ۰

১৮০৬। আল কা'নাবী ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী হাফ্সা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকদের অবস্থা কি, তারা তো (উমরার পরে) হালাল হয়েছে (ইহ্রাম খুলেছে)। কিন্তু আপনি তো আপনার উমরার পরে হালাল হননি? তিনি বলেন, আমি আমার মাথার চুল জমাটবদ্ধ করেছি এবং আমার কুরবানীর উটের (পশুর) গলায় কিলাদা (মালা) পরিধান করিয়েছি। কাজেই যতক্ষণ না আমি আমার কুরবানীর পশু যবেহ্ করব, ততক্ষণ হালাল হতে পারব না।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٣- بَابُ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তিত করে

١٨٠٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ مَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ إِلاَّ لِلرَّكْبِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১৮০৭। হান্নাদ ইব্‌নুস সারী ..... সুলাইম ইব্‌নুল আস্‌ওয়াদ (র) হতে বর্ণিত। আবূ যার (রা) বলতেন,যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তন করে–এরূপ করা ঠিক নয় বরং তা কেবল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যারা ছিলেন তাদের জন্য বৈধ ছিল।

١٨٠٨ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا قَالَ بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً.

১৮০৮। আন নুফায়লী ..... হারিস ইব্‌ন বিলাল ইব্‌নুল হারিস (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তন করার সুযোগ কি কেবল আমাদের জন্য, না কি তা আমাদের পরবর্তী লোকেরাও করতে পারবে? তিনি বলেন, বরং তা বিশেষভাবে তোমাদেরই জন্য।

٢٤- بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষে (বদলী) হজ্জ করে

١٨٠٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِّنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيْهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَرِّفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْأٰخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَايَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৮০৯। আল্ কা'নাবী ..... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফাযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) একই বাহনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় খাছ'আম গোত্রের জনৈক মহিলা, তাঁর নিকট ফাত্ওয়া গ্রহণের জন্য আসে। তখন ফাযল (রা) মহিলার প্রতি এবং মহিলা ফাযলের প্রতি তাকাতে থাকলে

http://IslamiBoi.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাযলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের উপর তাঁর ফরযকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় ফরয হয়েছে যে, বার্ধক্যের কারণে তার পক্ষে বাহনে স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমি কি তার পক্ষে (বদলী) হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ। আর এটা ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

١٨١٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِمَعْنَاهُ قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ .

১৮১০। হাফ্স ইব্ন উমার ও মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ..... আমের গোত্রের আবূ রাযীন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, আর তিনি হজ্জ ও উম্‌রা আদায় করতে অসমর্থ এবং সাওয়ার হতেও অপারগ। তিনি বলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উম্‌রা কর।

١٨١١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَاقُ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لاَ قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ .

১৮১১। ইস্‌হাক ইব্ন ইসমাঈল ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন, "লাব্বায়কা আন্ শুব্‌রুমাতা" (আমি শুব্‌রুমার পক্ষে হাযির)। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ শুব্‌রুমা কে? সে ব্যক্তি বলে, আমার ভাই অথবা আমার বন্ধু। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ আচ্ছা, তুমি কি হজ্জ করেছ? সে বলে, না। তিনি বলেন ঃ প্রথমে তুমি নিজের হজ্জ আদায় কর, পরে শুব্‌রুমার হজ্জ সম্পন্ন কর।

٢٥ - بَابُ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ তাল্‌বিয়া কীভাবে পড়বে

١٨١٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

১৮১২। আল কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাল্‌বিয়া ছিল ঃ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ..... অর্থাৎ আমি হাযির হে আল্লাহ্! আমি হাযির, আমি হাযির , কোন শরীক নেই তোমার, আমি হাযির, নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নি'আমত তোমারই এবং সকল সাম্রাজ্যও তোমার, কোন শরীক নেই তোমার। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) তাঁর তালবিয়ার আরম্ভে বলতেন- "লাব্বায়কা লাব্বায়কা লাব্বায়কা ওয়া সা'আদায়কা ওয়াল খায়রু বিয়াদায়কা ওয়ার রুগ্‌বাউ ইলায়কা ওয়াল 'আমালু"।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ نَا جَعْفَرٌ نَا أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالنَّاسُ يَزِيْدُوْنَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلاَمِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْمَعُ فَلاَ يَقُوْلُ لَهُمْ شَيْئًا •

১৮১৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম বাঁধেন। এরপর ইব্‌ন উমার (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ তাল্‌বিয়ার উল্লেখ করেছেন। জাবির (রা) আরো বলেন, লোকেরা তালবিয়ার মধ্যে "যাল মা 'আরিজ" ইত্যাদি শব্দ বলত এবং নবী করীম ﷺ তাতে কিছু বলতেন না।

١٨١٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَتَانِيْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِيْ وَمَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلاَلِ أَوْ قَالَ بِالتَّلْبِيَةِ يُرِيْدُ أَحَدَهُمَا •

১৮১৪। আল কা'নাবী ..... খাল্লাদ ইব্‌নুস সায়িব আল্ আনসারী (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জিব্‌রাঈল (আ) আমার নিকট এসে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমার সাথী ও সাহাবীদের নির্দেশ দেই, তারা যেন উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়া পাঠ করে।

٢٦- بَابٌ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

২৬। অনুচ্ছেদ ঃ তাল্‌বিয়া পাঠ কখন বন্ধ করবে

١٨١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيْعٌ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ •

১৮১৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ফাযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাম্‌রাতুল আকাবাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করার পূর্ব পর্যন্ত তাল্‌বিয়া পাঠ করতেন।

١٨١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّيْ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ •

১৮১৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রত্যুষে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মিনা হতে আরাফাতে রওনা হই। এ সময়ে আমাদের মধ্যে কেউ তাল্‌বিয়া আর কেউ তাক্‌বীর পাঠে রত ছিল।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٧- بَابٌ مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ উমরা পালনকারী কখন তাল্‌বিয়া পাঠ বন্ধ করবে

١٨١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلَبِّيْ الْمُعْتَمِرُ حَتّٰى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا ٠

১৮১৭। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, উমরাকারী হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ চুম্বন না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে।

٢٨- بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় কোনো ব্যক্তি নিজ গোলামকে প্রহার করলে

١٨١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ رِزْمَةَ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ أَنَا ابْنُ إِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُجَّاجًا حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسْتُ إِلٰى جَنْبِ أَبِيْ وَكَانَتْ زِمَالَةُ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَزِمَالَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاحِدَةً مَعَ غُلَامٍ لِأَبِيْ بَكْرٍ فَجَلَسَ أَبُوْ بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيْرُهُ قَالَ أَيْنَ بَعِيْرُكَ قَالَ أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ قَالَ فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ بَعِيْرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ وَيَقُوْلُ انْظُرُوْا إِلٰى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ قَالَ ابْنُ أَبِيْ رِزْمَةَ فَمَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى أَنْ يَقُوْلَ انْظُرُوْا إِلٰى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَايَصْنَعُ وَيَتَبَسَّمُ ٠

১৮১৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আসমা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (বিদায় হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা আরাজ নামক স্থানে উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং আমরাও অবতরণ করলাম। আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ এর পার্শ্বে উপবেশন করেন এবং আমি আমার পিতা (আবূ বাক্‌র (রা)-এর পার্শ্বে উপবেশন করি। আবূ বাক্‌র (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খাদ্য-পানীয় ও সফরের সরঞ্জাম একই সংগে আবূ বাক্‌রের একটি গোলামের নিকট (একটি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে) রক্ষিত ছিল। আবূ বাক্‌র (রা) গোলামের অপেক্ষায় ছিলেন (যেন খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা যায়)। কিন্তু সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হল যে, সে উট্ তার সাথে ছিল না। তিনি (আবূ বাক্‌র) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সে উটটি কোথায়? জবাবে সে বলল, আমি গতকাল তাকে হারিয়ে ফেলেছি। আবূ বাক্‌র (রা) বলেন, মাত্র

http://IslamiBoi.wordpress.com

একটি উট, তুমি তাও হারিয়ে ফেললে? রাবী বলেন, তখন তিনি তাকে মারধর করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হেসে বলেনঃ তোমরা এ মুহ্‌রিম ব্যক্তির দিকে দেখ, কী করছে। রাবী ইব্‌ন আবূ রিয্‌মা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ উক্তির চাইতে অধিক কিছু বলেননি যে, " তোমরা এ মুহ্‌রিম ব্যক্তির দিকে দেখ কী কাজ করছে, আর তিনি মুচ্‌কি হাসছিলেন।

٢٩- بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِىْ ثِيَابِهِ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ পরিধেয় বস্ত্রে ইহ্‌রাম বাঁধা

١٨١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً اَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ اَثَرُ خَلُوْقٍ اَوْ قَالَ صُفْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَأْمُرُنِىْ اَنْ اَصْنَعَ فِىْ عُمْرَتِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْىَ فَلَمَّا سُرِىَ عَنْهُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اَغْسِلْ عَنْكَ اَثَرَ الْخَلُوْقِ اَوْ قَالَ اَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاَخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِىْ حَجَّتِكَ ·

১৮১৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর ..... সাফওয়ান ইব্‌ন ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়্যা। তার পিতা হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি, জিইর্‌রানা নামক স্থানে নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এ সময় তার (কাপড়ের) উপর খালুকের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, অথবা (রাবীর সন্দেহ) হলুদ বর্ণের চিহ্ন ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কী নির্দেশ দেন, যদি আমি আমার উম্‌রা এরূপ (পরিধেয় বস্ত্রে সম্পাদন) করি? তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নবী করীম ﷺ -এর উপর ওহী নাযিল করেন। অতঃপর তাঁর উপর হতে ওহী নাযিলের প্রভাব দূর হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ উম্‌রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিটি কোথায়? এরপর (সে উপস্থিত হলে) তিনি বলেনঃ তুমি তোমার শরীর ও কাপড়ে যে সুগন্ধি আছে, তা ধুয়ে ফেলবে। অথবা তিনি বলেন, তোমার শরীর বা কাপড়ে যে জাফরানী রং আছে তা ধুয়ে ফেল। আর তোমার পরিধেয় জুব্বাটি খুলে ফেল এবং তোমার হজ্জের মধ্যে যা কিছু করেছ, উম্‌রাতেও তদ্রূপ করবে।

١٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ وَهُشَيْمٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اخْلَعْ جُبَّتَكَ فَخَلَعَهَا مِنْ رَّأْسِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ·

১৯২০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ..... সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন ইয়া'লা (র) তাঁর পিতার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আরও আছে, নবী করীম ﷺ তাকে বলেন, তুমি তোমার জুব্বা খুলে ফেল। অতএব সে তার মাথার দিক দিয়ে তা খুলে ফেললো।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٢١ – حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةٍ عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيْهِ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا وَّيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلاَثًا وَّسَاقَ الْحَدِيْثَ ·

১৮২১। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ ..... সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন ইয়া'লা ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) তাঁর পিতা হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন জুব্বাটি খুলে ফেলে এবং শরীরের মধ্যকার সুগন্ধির স্থানগুলি দুইবার বা তিনবার ধুয়ে ফেলে।

١٨٢٢ – حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ نَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُّحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ وَقَدْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَّعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ·

১৮২২। উক্‌বা ইব্‌ন মুকাররাম ..... সাফওয়ান ইব্‌ন ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়্যা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। জি'ইর্‌রানা নামক স্থানে জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়, সে উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধে এবং তার পরিধানে ছিল একটি জুব্বা। আর তার দাঁড়ি ও মাথা ছিল হলুদ রং এ রঞ্জিত।

٣٠– بَابُ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি কী ধরনের পোশাক পরিধান করবে

١٨٢٣ –حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَّلاَ زَعْفَرَانٌ وَّلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ لِمَنْ لاَّ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ·

১৮২৩। মুসাদ্দাদ ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, মুহরিম ব্যক্তি কী ধরনের পোশাক পরিহার করবে? তিনি বলেন, সে কামীজ (জামা), টুপি, পায়জামা এবং পাগড়ী পরিধান করবে না। ঐ সমস্ত কাপড়ও (পরিধান করবে না) যা ওয়ার্‌স ও জা'ফরান মিশ্রিত এবং মোজাও পরিধান করবে না। অবশ্য যার জুতা নেই, সে মোজা পরিধান করতে পারবে। যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করবে, কিন্তু তা (মোজা) কেটে নেবে, যাতে গোছার নিচে থাকে।

١٨٢٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ ·

১৮২৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ..... ইব্‌ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ وَلَاتَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَاتَلْبَسُ الْقُفَازَيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَلٰى مَا قَالَ اللَّيْثُ وَرَوَاهُ مُوْسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوْفًا عَلٰى ابْنِ عُمَرَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَاَيُّوْبُ مَوْقُوْفًا وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْمُحْرِمَةُ لَاتَنْتَقِبُ وَلَاتَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيْرُ حَدِيْثٍ ٠

১৮২৫। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো আছে, মুহরিম স্ত্রীলোকেরা যেন মুখমণ্ডলে নেকাব না ঝুলায় এবং হাতমোজা পরিধান না করে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইসমাঈল - মূসা ইব্‌ন উকবা হতে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সাঈদ আল্ মাদানী - নাফে' হতে, তিনি ইব্‌ন উমার (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুহ্‌রিম স্ত্রীলোকেরা যেন মুখমণ্ডলে নেকাব না ঝুলায় এবং হাত মোজা পরিধান না করে।

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُحْرِمَةُ لَاتَنْتَقِبُ وَلَاتَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ٠

১৮২৬। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুহরিম স্ত্রীলোকেরা যেন চেহারায় নেকাব না ঝুলায় এবং হাতমোজা পরিধান না করে।

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوْبُ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ فَاِنَّ نَافِعًا مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ فِىْ اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَامَسَّ الْوَرَسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّتْ مِنْ اَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا اَوْ خَزًّا اَوْحُلِيًّا اَوْ سَرَاوِيْلَ اَوْ قَمِيْصًا اَوْ خُفًّا قَالَ اَبُوْدَاوُدَ رَوَى هٰذَا عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ اِلٰى قَوْلِهِ وَمَا مَسَّ الْوَرَسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ لَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ ٠

১৮২৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মুহ্‌রিম স্ত্রীলোকদেরকে হাতমোজা পরতে এবং মুখমণ্ডলে নেকাব ঝুলাতে নিষেধ করতে শুনেছেন এবং ওয়ার্‌স ও জা'ফ্‌রান মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য প্রকারের কাপড় তারা পরিধান করতে পারবে, যদিও তা হলুদ রং বিশিষ্ট হয়, অথবা রেশমী কাপড় বা গহনাপত্র, কিংবা পায়জামা কিংবা কামীস বা মোজা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقِي عَلَيَّ هٰذَا وَقَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَّلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ.

১৮২৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... ইব্‌ন উমার (রা) ঠাণ্ডা অনুভব করলে নাফে'কে বলেন, আমার উপর একখণ্ড কাপড় বিছিয়ে দাও আমি তার উপর একটি বোরখা সদৃশ কাপড় বিছিয়ে দেই। তিনি বলেন, তুমি এটা আমার উপর বিছিয়ে দিলে? অথচ মুহ্‌রিম ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটার ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لَّا يَجِدُ الْإِزَارَ وَالْخُفُّ لِمَنْ لَّا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ.

১৮২৯। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, মুহ্‌রিম ব্যক্তির লুঙ্গি না থাকলে পায়জামা পরিধান করতে পারে এবং যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করতে পারে।

١٨٣٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدٍ الدَّامِغَانِيُّ نَا أَبُوْ أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلٰى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلٰى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا يَنْهَاهَا.

১৮৩০। আল হুসাইন ইবনু জুনায়দ দামেগালী ..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে (মদীনা হতে) মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হতাম। ইহ্‌রামের সময় আমরা এক ধরনের (অল্প) সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করতাম। অতঃপর আমাদের কেউ ঋতুমতী হয়ে পড়লে এই সুগন্ধি বস্তু তার চেহারায় ব্যবহার করতেন। নবী করীম ﷺ তা দেখা সত্ত্বেও তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতেন না।

١٨٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذٰلِكَ.

১৮৩১। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) মুহ্‌রিম স্ত্রীলোকদের (লম্বা) মোজা কেটে দিতেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যা বিন্‌তে আবূ উবায়দ তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহরিম স্ত্রীলোকদের মোজা পরিধানের অনুমতি প্রদান করেছেন (লম্বা অংশ কর্তন ব্যতীত)। ফলে তিনি (ইব্‌ন উমার) তা কর্তন করা থেকে বিরত থাকেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣١- بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاحَ

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্রিম ব্যক্তির যুদ্ধাস্ত্র বহন

١٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ عَلٰى أَنْ لَّا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ فَسَأَلْتُهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ ٠

১৮৩২। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আবূ ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ (রা) কে বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কার কুরায়শদের সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধি করেন তখন তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি হয় যে, নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় প্রবেশকালে কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত আর কিছুই সঙ্গে আনতে পারবেন না। আমি তাঁকে 'জাল্বানুস সিলাহ্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তা হলো খাপবদ্ধ তরবারি।

٣٢- بَابٌ فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল ঢাকা

١٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلٰى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ٠

১৮৩৩। আহ্মদ ইব্ন হাম্বল ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক কাফেলা (হজ্জের মওসুমে) আমাদের অতিক্রম করছিল আর আমরা ইহ্রাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তারা আমাদের সম্মুখে এসে পড়লে আমাদের স্ত্রীলোকেরা মাথায় কাপড় টেনে মুখ ঢাকতেন। আর তারা আমাদের সম্মুখ হতে দূরে সরে গেলে আমরা আমাদের মুখমণ্ডল খুলতাম।

٣٣- بَابٌ فِي الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির সূর্যের কিরণ থেকে ছায়া গ্রহণ

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ٠

১৮৩৪। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... উম্মুল হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি উসামা ইব্ন যায়িদ ও বিলাল (রা) -এর মধ্যে একজনকে নবী করীম ﷺ

http://IslamiBoi.wordpress.com

-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরতে এবং অন্যজনকে স্বীয় বস্ত্র দ্বারা রৌদ্রের তাপ হতে নবীজীকে ছায়া প্রদান করতে দেখি, যতক্ষণ না তিনি জাম্‌রাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেন।

٣٤- بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তির দেহে সিংগা লাগানো

١٨٣٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ وَّطَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ·

১৮৩৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মুহরিম থাকাবস্থায় (নিজের দেহে) সিংগা লাগান।

١٨٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِىْ رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ ·

১৮৩৬। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন রোগের কারণে মুহ্‌রিম থাকাবস্থায় স্বীয় মস্তকে সিংগা লাগান।

١٨٣٧ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلٰى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَّجْعٍ كَانَ بِهِ ·

১৮৩৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহরিম অবস্থায় নিজের পায়ের ব্যথার কারণে সিংগা লাগান।

٣٥- بَابٌ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার

١٨٣٨ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اشْتَكٰى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ فَاَرْسَلَ اِلٰى اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَوْسِمِ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ اضْمُدْهُمَا بِالصَّبْرِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ ذٰلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ·

১৮৩৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... নুবায়হ্ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মার (র) তাঁর চোখের অসুখ সম্পর্কে অভিযোগ করলে তাকে আবান ইব্‌ন উসমানের নিকট প্রেরণ করা হয়। সুফইয়ান (র) বলেন, তিনি (আবান) ছিলেন আমীরুল হজ্জ এবং তাঁকে এ সম্পর্কে (চোখের রোগ) জিজ্ঞাসা করা

http://IslamiBoi.wordpress.com

হলে তিনি বলেন, তাতে মুসব্বার লাগাও, কেননা আমি উসমান (রা) কে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

١٨٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ نُّبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

১৮৩৯। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... নুবায়হ্ ইব্ন ওয়াহ্ব (রহ) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٦- بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তির গোসল করা

١٨٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاْسَهٗ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاْسَهٗ فَاَرْسَلَهٗ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اِلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ فَوَجَدَهٗ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَسْاَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَاْسَهٗ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوْبَ يَدَهٗ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاْطَاَهٗ حَتّٰى بَدَا لِىْ رَاْسُهٗ ثُمَّ قَالَ لِاِنْسَانٍ يَّصُبُّ عَلَيْهِ اُصْبُبْ قَالَ فَصَبَّ عَلٰى رَاْسِهٖ ثُمَّ حَرَّكَ اَبُوْ اَيُّوْبَ رَاْسَهٗ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُهٗ يَفْعَلُ .

১৮৪০। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুনায়ন (র) থেকে বর্ণিত। একদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) আবওয়া নামক স্থানে (মুহ্‌রিম ব্যক্তির মস্তক ধৌত করা সম্পর্কে) মতভেদ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মস্তক ধৌত করতে পারে এবং ইব্ন মাখরামা (রা) বলেন, মুহ্‌রিম ব্যক্তি তার মাথা ধুইতে পারে না। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে(ইব্ন হুনায়নকে) আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি (ইব্ন হুনায়ন) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে একটি কূপের দু'টি দন্তের (খুটির) মধ্যে কাপড় দ্বারা পর্দা করে গোসলরত অবস্থায় পান। রাবী বলেন, আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন কে? আমি বলি, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুনায়ন। আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আপনার নিকট জানতে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহ্‌রিম অবস্থায় কিরূপে তাঁর মাথা ধৌত করতেন? রাবী বলেন, তখন আবূ আয়্যুব (রা) স্বীয় হস্ত দ্বারা পর্দার কাপড় সরিয়ে দেন, যাতে আমি স্পষ্টভাবে তাঁর মাথা দেখতে পাই। অতঃপর তিনি জনৈক ব্যক্তিকে তাঁর মাথায় পানি ঢালতে বললে সে পানি ঢেলে দেয়। অতঃপর তিনি তাঁর মাথার চুলে হাত দিয়ে তা একবার সম্মুখের দিকে এবং আবার পশ্চাতের দিকে ফিরান। এরপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٧- بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তির বিবাহ করা

١٨٤١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ اَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَرْسَلَ اِلٰى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَاَبَانُ يَوْمَئِذٍ اَمِيْرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ اَنِّي اَرَدْتُ اَنْ اُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَاَرَدْتُ اَنْ تَحْضُرَ ذٰلِكَ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ اَبَانُ وَقَالَ اِنِّي سَمِعْتُ اَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ ۔

১৮৪১। আল-কা'নাবী ..... নুবায়হ্ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রহ) জনৈক ব্যক্তিকে আবান ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানের নিকট এতদ্‌সম্পর্কে (মুহ্‌রিম ব্যক্তির বিবাহ) জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেন। আবান (রহ) সে সময় আমীরুল হজ্জ ছিলেন। তাঁরা উভয়েই ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। আমি তাল্‌হা ইব্‌ন উমরের সাথে শায়বা ইব্‌ন যুবায়রের কন্যাকে বিবাহ দিতে চাই। আমি আশা করি আপনি অনুষ্ঠানে হাযির থাকবেন। আবান (রহ) তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আমি আমার পিতা উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ মুহ্‌রিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিবাহ করতেও পারবে না এবং (কাউকে) বিবাহ দিতেও পারবে না।

١٨٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ نَا سَعِيْدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ مِثْلَهُ زَادَ وَلاَ يَخْطُبُ ۔

১৮৪২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় আরো আছে, মুহ্‌রিম ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারবে না।

١٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ بْنِ اَخِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ حَلاَلاَنِ بِسَرِفَ ۔

১৮৪৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সারিফ নামক স্থানে বিবাহ করেন এবং এই সময় আমরা উভয়েই হালাল অবস্থায় ছিলাম।

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ۔

১৮৪৪। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মায়মূনা (রা) কে ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمٰعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ •

১৮৪৫। ইব্ন বাশ্শার ..... সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক মায়মূনা (রা) কে ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহের যে কথা বলেছেন তা তার অনুমান মাত্র।

٣٨- بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রাম অবস্থায় যেসব জীবজন্তু হত্যা করা যাবে

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ •

১৮৪৬। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জীবজন্তু হত্যা করতে পারবে। তিনি বলেন, পাঁচ শ্রেণীর জীবজন্তু শিকারে কোন গুনাহ্ নেই, যদি এগুলোকে হেল্ বা হেরেম এলাকার মধ্যে হত্যা করা হয়। যথা-বিচ্ছু, ইঁদুর, কাক, চিল ও পাগলা কুকুর।

١٨٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ •

১৮৪৭। আলী ইব্ন বাহ্র ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইহ্রাম অবস্থায় পাঁচ ধরনের জীবজন্তু হত্যা করা বৈধ ঃ সাপ, বিচ্ছু, চিল, ইঁদুর এবং পাগলা কুকুর।

١٨٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاةُ وَالسَّبُعُ الْعَادِي •

১৮৪৮। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রা) ..... আবূ সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল ঃ মুহ্রিম ব্যক্তি কী কী হত্যা করতে পারে? তিনি বলেনঃ সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, চিল ও হিংস্র প্রাণী। তিনি কাক সম্পর্কে বলেন, উহাকে তাড়িয়ে দিবে, হত্যা করবে না।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٩- بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তির জন্য শিকারের গোশ্‌ত

١٨٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ الْحَارِثُ خَلِيفَةَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الطَّائِفِ فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنَ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ فَبَعَثَ إِلٰى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ الْأَبَاعِرَ لَهُ فَجَاءَ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ فَقَالُوا لَهُ كُلْ فَقَالَ أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا فَإِنَّا حُرُمٌ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْشُدُ اللّٰهَ مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِنْ أَشْجَعَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَهْدٰى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبٰى أَنْ يَأْكُلَهُ قَالُوا نَعَمْ ٠

১৮৪৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিস (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। আর হারিস খলীফা উসমান (রা)-এর শাসনামলে তায়েফের গভর্ণর ছিলেন। তিনি (হারিস) উসমানের মেহমানদারীর জন্য এক ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করেন, যার মধ্যে হুজাল ও ই'আকীব (দু'টি বিশেষ প্রজাতির) পাখীর গোশ্‌তও ছিল এবং আরো ছিল বন্য গাধার গোশ্‌ত। তিনি লোক মারফত আলী (রা)-কেও উক্ত আপ্যায়নে শরীক হওয়ার দাওয়াত পাঠান। সে যখন (আলী (রা)-এর নিকট পৌঁছে তখন তিনি তাঁর উটের জন্য গাছের পাতা পেড়ে জড়ো করছিলেন। আলী (রা) দাওয়াতে হাযির হলে তাঁরা তাঁকে বলেন, খাদ্য গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, এটা তাদের খাওয়ান, যারা হালাল অবস্থায় আছে। আর আমি তো ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি। অতঃপর আলী (রা) বলেন, এখানে উপস্থিত গোত্রের লোকদের আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি জানো যে, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ মুহ্‌রিম অবস্থায় থাকাকালে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর খিদমতে বন্য গাধার গোশ্‌ত পেশ করলে তিনি তা খেতে অসম্মতি প্রকাশ করেন? তখন তাঁরা বলেন, হাঁ।

١٨٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أُهْدِيَ إِلَيْهِ عُضْوُ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ قَالَ نَعَمْ ٠

১৮৫০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে যায়িদ ইব্‌ন আরকাম! আপনি কি জানেন? রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সম্মুখে শিকার করা জন্তুর গোশ্‌ত হাদিয়াস্বরূপ পেশ করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি এবং বলেন, আমি ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি। তিনি বলেন, হাঁ।

١٨٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُنْظَرُ بِمَا أَخَذَ بِهِ أَصْحَابُهُ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৮৫১। কুতায়বা ইবন সাঈদ ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, স্থলভাগে শিকার করা জন্তুর গোশ্‌ত তোমাদের জন্য ভক্ষণ করা হালাল, যদি তা তোমরা নিজেরা শিকার না করে থাক অথবা তোমাদের জন্য শিকার না করা হয়।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, মহানবী ﷺ -এর দুটি হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিপরীত বক্তব্য থাকলে কোন ব্যক্তির লক্ষ্য করা উচিত, তাঁর সাহাবীগণ কোন হাদীসটি গ্রহণ করেছেন।

١٨٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ التَّيْمِيِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ قَالَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّٰهُ تَعَالَى.

১৮৫২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ..... আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সফরসঙ্গী ছিলেন। মক্কার কোন রাস্তায় তিনি তাঁর কতিপয় মুহ্‌রিম সাহাবীসহ পিছনে পড়ে যান এবং তিনি ছিলেন ইহ্‌রামমুক্ত। এই সময় তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হন। রাবী বলেন, তাঁর চাবুক পড়ে গেলে তিনি তাঁর সাথীদেরকে তা তুলে দিতে বলেন। কিন্তু তাঁর সাথীরা (মুহ্‌রিম থাকায় তা তুলে দিতে) অস্বীকার করেন। তখন তিনি তাঁদের নিকট তাঁর বর্শাটি চাইলে তাঁরা তাও দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তিনি নেমে তা তুলে নেন এবং তদ্বারা জংলী গাধা শিকার করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন কোন সাহাবী উহার গোশ্‌ত ভক্ষণ করেন এবং কতক তা ভক্ষণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মিলিত হলে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেনঃ বস্তুত এটা একটি খাদ্য, আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমাদের ভক্ষণ করিয়েছেন।

٤٠- بَابُ الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তির ফড়িং মারা জায়েয কিনা

١٨٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا حَمَّادٌ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

১৮৫৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন ঃ ফড়িং হল সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَصَبْنَا صِرْمًا مِنْ جَرَادٍ فَكَانَ رَجُلٌ يَضْرِبُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هٰذَا لَا يَصْلُحُ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ أَبُو الْمُهَزِّمِ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثَانِ جَمِيعًا وَهْمٌ.

১৮৫৪। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা ফড়িংয়ের একটি দল দেখতে পাই। ইহ্রামধারী এক ব্যক্তি তার চাবুক দিয়ে সেগুলো মারতে থাকে। জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে, এটা ভাল কাজ নয়। অতঃপর এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এটাতো সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত।

٤١- بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ফিদ্য়া (ক্ষতিপূরণ)

١٨٥٥ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ الطَّحَّانِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ قَدْ أَذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْصُمْ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلٰثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِينَ.

১৮৫৫। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়্যা ..... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার (সন্ধির) কালে তাঁর পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি তাঁর মস্তক হতে উকুন ছাড়াতে দেখে বলেন, তোমাকে তোমার মাথার উকুন কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বলেন, হাঁ। নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি তোমার মাথা মুণ্ডন কর অতঃপর একটি বকরী কুরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিস্কীনকে তিন সা' খেজুর দাও।

١٨٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ثَلٰثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ.

১৮৫৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন, যদি চাও তবে তুমি একটি পশু কুরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিস্কীনকে তিন সা' খেজুর দান কর।

١٨٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنّٰى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ أَمَعَكَ دَمٌ قَالَ لَا قَالَ فَصُمْ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلٰثَةِ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِينَ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ.

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৮৫৭। ইব্নুল মুসান্না ও নাস্‌র ইব্‌ন আলী ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে গমন করেন- পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমার সাথে কি সাদ্‌কা দেওয়ার মত পশু আছে? সে বললো না। তিনি বললেন, তুমি তিনদিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিস্‌কীনকে তিন সা' খেজুর দান কর, প্রতি দুইজন মিসকীন যেন এক সা' পরিমাণ খেজুর পায়।

١٨٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اَخْبَرَهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَ قَدْ اَصَابَهُ فِي رَأْسِهِ اَذًى فَحَلَقَ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُّهْدِيَ هَدْيًا بَقَرَةً ·

১৮৫৮। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর মাথায় উকুনের উপদ্রব দেখা দিলে তিনি স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে একটি গাভী কুরবানী করার নির্দেশ দেন।

١٨٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبَانٌ يَعْنِيْ بْنَ صَالِحٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَصَابَنِيْ هَوَامٌّ فِيْ رَأْسِيْ وَاَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتّٰى تَخَوَّفْتُ عَلٰى بَصَرِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ الْاٰيَةَ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِيَ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ فَرَقًا مِّنْ زَبِيْبٍ اَوِ انْسُكْ شَاةً فَحَلَقْتُ رَأْسِيْ ثُمَّ نَسَكْتُ ·

১৮৫৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাথায় উকুনের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আর আমি তখন হুদায়বিয়ার বছরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। এমনকি আমি আমার দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়ি। তখন আল্লাহ্-তা'আলা আমার শানে এই আয়াত নাযিল করেন ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا الاية (অর্থ) অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা তার মাথায় (উকুন ইত্যাদির) কোন কষ্ট থাকে ---- আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করতে বলেন এবং তিনদিন রোযা রাখতে বা ছয়জন মিস্‌কীনকে খেজুর প্রদান করতে অথবা একটা বক্‌রী কুরবানী করতে নির্দেশ দেন। অতএব, আমি আমার মাথা মুণ্ডন করি এবং একটি বক্‌রী কুরবানী করি।

٤٢- بَابُ الْاِحْصَارِ

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামের পর যদি হজ্জ বা উম্‌রা করতে অপারগ বা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

١٨٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّاَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَا صَدَقَ ·

১৮৬০। মুসাদ্দাদ ..... ইক্‌রামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইব্‌ন 'আমর আনসারী (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যদি কেউ শত্রুর কারণে বা চলনশক্তি রহিত হওয়ার কারণে

http://IslamiBoi.wordpress.com

(ইহ্‌রামের পর হজ্জ বা উম্‌রা করতে) অক্ষম হয়, তবে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ। তবে তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে। রাবী ইক্‌রামা বলেন, অতঃপর আমি এ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে এর সত্যতা স্বীকার করেন।

١٨٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ •

১৮৬১। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুতাওয়াক্কিল ..... আল হাজ্জাজ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি শত্রুর কারণে বা চলনশক্তি রহিত হওয়ার ফলে অথবা রোগের কারণে (ইহ্‌রামের পর হজ্জ করতে অসমর্থ হয়) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٨٦٢ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِيَ رِجَالٌ مِّنْ قَوْمِي بِهَدْيٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ نَحَرْتُ الْهَدْيَ مَكَانِي ثُمَّ أَحْلَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عُمْرَتِي فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ابْدِلِ الْهَدْيَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ •

১৮৬২। আন-নুফায়লী ..... আবূ মায়মূনা ইব্‌ন মিহ্‌রান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরার নিয়্যাতে রওনা হই, যে বছর শামের (সিরিয়া) অধিবাসীরা ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে মক্কায় ঘেরাও করে। আমার কাওমের লোকেরা আমার সাথে তাদের কুরবানীর পশুও প্রেরণ করে। অতঃপর আমি শামীদের নিকটবর্তী হলে তারা আমাদেরকে হেরেমের এলাকায় প্রবেশ করতে নিষেধ করে। আমি আমার সঙ্গের কুরবানীর পশু ঐ স্থানেই কুরবানী করি, অতঃপর হালাল হয়ে প্রত্যাবর্তন করি। অতঃপর পরবর্তী বছর আমি আমার উমরা আদায়ের জন্য রওনা হই এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কুরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি পুনরায় কুরবানী করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে তারা হুদায়বিয়ার বছর যেরূপ পশু কুরবানী করেছিলেন পরবর্তীতে উম্‌রা আদায়ের সময়েও সেরূপে আবার কুরবানী করতে নির্দেশ দেন।

٤٣ - بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কায় প্রবেশ

١٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ •

১৮৬৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ ..... নাফে' (র) হতে বর্ণিত। ইব্‌ন উমার (রা) মক্কায় এলে তিনি রাত্রিতে যি-তুওয়া নামক স্থানে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করতেন। অতঃপর গোসল করে দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর তিনি বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ نَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى زَادَ الْبَرْمَكِيُّ يَعْنِي ثَنِيَّتَيْ مَكَّةَ ۔

১৮৬৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর আল-বারমাকী ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ সানিয়্যাতুল উলইয়া নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়্যাতুস সুফ্‌লা নামক জায়গা দিয়ে প্রস্থান করতেন। রাবী বারমাকী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, 'মক্কার দু'টি উপত্যকা।'

١٨٦٥ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ ۔

১৮৬৫। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মদীনা হতে (মক্কার উদ্দেশ্যে) রওনাকালে যুল-হুলায়ফার নিকট যে বৃক্ষ আছে সেখান দিয়ে আসতেন এবং ফেরার পথে মু'আররাসের রাস্তায় (যেখানে যুল্-হুলায়ফার মসজিদ অবস্থিত) প্রবেশ করতেন।

١٨٦٦ – حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَاَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَ اَقْرَبَهُمَا اِلٰى مَنْزِلِهِ ۔

১৮৬৬। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কুদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, যা মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত, আর উমরা পালনের সময় কুদ্দা নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেন (যা নিম্নভূমিতে অবস্থিত)। উরওয়া (রা) ও এই দু'টি স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন। তবে অধিকাংশ সময় তিনি কুদ্দা দিয়ে প্রবেশ করতেন, যা তাঁর মনযিলের (বাড়ীর) অধিক নিকটবর্তী ছিল।

١٨٦٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ اَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا ۔

১৮৬৭। ইব্নুল মুসান্না ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মক্কায় উহার উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নির্গমনের সময় এর নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

٤٤ – بَابٌ فِيْ رَفْعِ الْيَدِ اِذَا رَأَى الْبَيْتَ

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে হাত উত্তোলন করা

١٨٦٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ نَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ اَبَا قَزَعَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى اَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا اِلَّا الْيَهُوْدَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ ۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৮৬৮। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন ..... মুহাজির আল্ মাক্কী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে বায়তুল্লাহ্ দৃষ্টিগোচর হলে হাত উত্তোলন করে। জাবির (রা) বলেন, আমি ইয়াহূদীদের ব্যতীত আর কাউকে এরূপ করতে দেখিনি। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জ করেছি, কিন্তু তিনি এরূপ করেননি।

١٨٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ نَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ يَعْنِي يَوْمَ الْفَتْحِ ‧

১৮৬৯। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মক্কায় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। আর এ দিনটি ছিল মক্কা বিজয়ের দিন।

١٨٧٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ وَهَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ قَالاَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ قَالَ وَالأَنْصَارُ تَحْتَهُ قَالَ هَاشِمٌ فَدَعَا وَحَمِدَ اللهَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ ‧

১৮৭০। ইব্ন হাম্বল ...... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রবেশ করে হাজরে আস্ওয়াদের নিকটবর্তী হন এবং তাতে চুমু দেন। পরে তিনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, অতঃপর সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ করাকালে তাঁর দৃষ্টি বায়তুল্লাহ্র দিকে পতিত হলেই তিনি দু'আর জন্য হাত উঠাতেন এবং তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা আল্লাহ্র যিক্র ও দু'আয় মগ্ন থাকতেন। এ সময় আনসারগণ তাঁর নিচের দিকে ছিলেন।

٤٥ - بَابٌ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্‌রে আস্ওয়াদে চুমু দেয়া

١٨٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ‧

১৮৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর --- উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি হাজ্‌রে আস্ওয়াদের নিকটবর্তী হয়ে তাতে চুমু দেন এবং বলেন, তুমি একটি পাথর মাত্র, তোমার মধ্যে উপকার বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তবে আমিও তোমায় চুমু দিতাম না।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٤٦- بَابُ اِسْتِلَامِ الْاَرْكَانِ

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহ্‌র রুকনসমূহ (কোণসমূহ) স্পর্শ করা

١٨٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ ۔

১৮৭২। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসি ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কা'বা ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দু'টি কোণ ব্যতীত অন্য কোথাও স্পর্শ করতে দেখিনি।

١٨٧٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ اَنَّ الْحِجْرَ بَعْضَهُ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللهِ اِنِّيْ لَاَظُنُّ عَائِشَةَ اِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ اِنِّيْ لَاَظُنُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَتْرُكْ اِسْتِلَامَهُمَا اِلاَّ اَنَّهُمَا لَيْسَا عَلٰى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلَاطَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ اِلاَّ لِذٰلِكَ ۔

১৮৭৩। মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খানায়ে-কা'বার পশ্চিম পার্শ্বস্থ পাথরের কিছু অংশ বায়তুল্লাহ্‌র অন্তর্গত। ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আয়েশা (রা) এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শুনেছেন, আর আমার আরো বিশ্বাস যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা (রুক্‌নে-শামীগুলো) স্পর্শ করা পরিত্যাগ করেননি, যদিও তা বায়তুল্লাহ্‌র ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। আর লোকেরা হাতীমে কা'বাকে এ কারণেই তাওয়াফ করে থাকেন।

١٨٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَايَدَعُ اَنْ يَّسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِيْ كُلِّ طَوَافِهٖ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ۔

১৮৭৪। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেকবার তাওয়াফের সময় হাজরে আস্‌ওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করতেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)ও এরূপ করতেন।

٤٧- بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে (যিয়ারত) বাধ্যতামূলক

١٨٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِيْ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَافَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ ۔

১৮৭৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটে সওয়ার হয়ে (বায়তুল্লাহ্‌র) তাওয়াফ করেন এবং রুকনে ইয়ামানীকে তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা (ইশারায়) চুম্বন করেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ نَا ابْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ ثَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ لَمَّا اطْمَئَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فِيْ يَدِهٖ قَالَتْ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ ۔

১৮৭৬। মুসার্‌রাফ ইব্‌ন ‘আমর ..... সাফিয়্যা বিন্‌তে শায়বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বস্তি লাভের পর উটে আরোহণ করে (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ করেন। ঐ সময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে (ইশারায়) চুম্বন করেন। রাবী (সাফিয়্যা) বলেন, আমি এই দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।

١٨٧٧ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ الْمَعْنٰى قَالَا نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَعْرُوْفٍ يَعْنِيْ ابْنَ خَرَّبُوْذَا الْمَكِّيَّ نَا اَبُو الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهٖ ثُمَّ يُقَبِّلُهٗ زَادَ مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَطَافَ سَبْعًا عَلٰى رَاحِلَتِهٖ ۔

১৮৭৭। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ..... ইব্‌নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে তাঁর বাহনের উপর সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে দেখেছি। ঐ সময় তিনি তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে তাতে চুমু দেন। রাবী মুহাম্মাদের বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ায় যান এবং স্বীয় বাহনে উপবিষ্ট অবস্থায় তাতে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন।

١٨٧٨ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهٗ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ بِالْبَيْتِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْئَلُوْهُ فَاِنَّ النَّاسَ غَشُوْهُ ۔

১৮৭৮। আহ্‌মাদ ইবন হাম্বল ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম ﷺ তাঁর বাহনে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ্ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করেন। আর এরূপ তাওয়াফ করার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় এবং তাদের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। কারণ, তখন লোকজনের ভিড় ছিল খুব বেশি।

١٨٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِيْ فَطَافَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ كُلَّمَا اَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهٖ اَنَاخَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৮৭৯। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসুস্থ অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। ঐ সময় তিনি স্বীয় বাহনে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। তিনি যখন হাজ্‌রে আসওয়াদের নিকট আসতেন, তখন তা লাঠির সাহায্যে স্পর্শ করতেন। তাওয়াফ শেষ করে তিনি উট বসান এবং দু'রাক'আত নামায আদায় করেন।

١٨٨٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ ۔

১৮৮০। আল কা'নাবী..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আমার অসুখের কথা বললাম। তিনি বলেন, তুমি তোমার সাওয়ারীতে আরোহণ করে সব লোকদের পেছন থেকে তাওয়াফ সম্পন্ন কর। তিনি বলেন, আমি ঐ অবস্থায় (বিদায়ী) তাওয়াফ সম্পন্ন করি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ্‌র পার্শ্বে (ফজরের) নামাযে রত ছিলেন। নামাযে তিনি তিলাওয়াত করছিলেন সূরা তূর।

٤٨ - بَابُ الْإِضْطِبَاعِ فِي الطَّوَافِ

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের সময় ডান বগলের নিচে দিয়ে, বাম কাঁধের উপর চাদর পেঁচানো

١٨٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ ۔

১৮৮১। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর ..... ইয়া'লা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একটি সবুজ চাদর তাঁর ডান বগলের নিচে দিয়ে তার দু'পাশ বাম কাঁধে পেঁচানো অবস্থায় (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ সম্পন্ন করেন।

١٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى نَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فَرَمَلُوْا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوْا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوْهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى ۔

১৮৮২। আবূ সালামা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জি'ইররানা নামক স্থান হতে উমরার ইহরাম বাঁধেন এবং দ্রুতপদে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। আর এ সময় তাঁরা নিজেদের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর পেঁচিয়ে রাখেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٤٩- بَابُ فِى الرَّمْلِ

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ রমল[১] করা

١٨٨٣ - حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ الْغَنَوِىُّ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ قَوْمُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَاِنَّ ذٰلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قُلْتُ وَمَا صَدَقُوْا وَمَا كَذَبُوْا قَالَ صَدَقُوْا قَدْ رَمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذَبُوْا لَيْسَ بِسُنَّةٍ اِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ دَعُوْا مُحَمَّدًا وَّاَصْحَابَهُ حَتّٰى يَمُوْتُوْا مَوْتَ النَّغَفِ فَلَمَّا صَالِحُوْهُ عَلٰى اَنْ يَّجِيْئُوْا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيْمُوْا بِمَكَّةَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُشْرِكُوْنَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ اَرْمُلُوْا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَّلَيْسَ بِسُنَّةٍ قُلْتُ يَزْعُمُ قَوْمُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلٰى بَعِيْرٍ وَّاَنَّ ذٰلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قُلْتُ مَا صَدَقُوْا وَمَا كَذَبُوْا قَالَ صَدَقُوْا قَدْ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلٰى بَعِيْرٍ وَكَذَبُوْا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لَايُدْفَعُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَايُصْرَفُوْنَ عَنْهُ فَطَافَ عَلٰى بَعِيْرٍ لِّيَسْمَعُوْا كَلَامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالُهُ اَيْدِيْهِمْ ـ

১৮৮৩। আবূ সালামা মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবূ তুফায়েল (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার সম্প্রদায় ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাওয়াফের সময় রমল করেছেন, আর তা সুন্নাত। তিনি বলেন, তারা সত্য বলেছে এবং মিথ্যা বলেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কী সত্য বলেছে আর কী মিথ্যা বলেছে? তিনি বলেন, তারা রমলের ব্যাপারে সত্য বলেছে, আর তা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরায়শরা বলে, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের ছেড়ে দাও, যাতে তাঁরা উটের ন্যায় নাকের সংক্রামক ব্যাধিতে মারা যায়। অতঃপর সন্ধি-চুক্তিতে যখন স্থির হয় যে, তারা আগামী বছর মক্কায় আগমন করে তিন দিন অবস্থান করতে পারবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরবর্তী বছর যখন মক্কায় উপনীত হন, তখন মুশরিকরা কু'আয়কিআন পাহাড়ের নিকট থেকে এলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বলেন, তোমরা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফের সময় তিনবার রমল করবে। এটা মূলত সুন্নাত নয়। (রাবী বলেন) আমি বলি, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করেন তাঁর উটে সাওয়ার হয়ে এবং এটা সুন্নাত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তারা সত্য বলেছে এবং মিথ্যাও। আমি জিজ্ঞাসা করি, তারা কী সত্য এবং কী মিথ্যা বলেছে? তিনি বলেন তারা সত্য বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটে আরোহিত অবস্থায় সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করেন। আর মিথ্যা এই যে, তা আসলে সুন্নাত নয়। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, লোকেরা নবীর নিকট যাতায়াত করতে পারছিল না এবং তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারছিল না। এমতাবস্থায় তিনি উটে আরোহণ করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, যাতে লোকেরা তাঁকে সহজে দেখতে পায়, তাঁর বক্তব্য শুনতে পায় এবং তাদের হাত যাতে তাঁর দিকে সম্প্রসারিত না হয়।

১. রমল বলা হয়, ছোট ছোট পদক্ষেপে দু' কাঁধ হেলিয়ে-দুলিয়ে (বীর যোদ্ধার মত) দ্রুত চলা, যাতে কাফিররা মুসলমানদের দৈহিক শক্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ পায় এবং তাদের শক্তিহীন ও দুর্বল মনে না করতে পারে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا فَأَطْلَعَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ عَلَى مَا قَالُوا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالُوا هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هٰؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ .

১৮৮৪। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় উপনীত হন উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে। এই সময় ইয়াসরিবের সংক্রামক জ্বর তাদের দুর্বল করে দিয়েছিল। মক্কার কুরায়শরা বলাবলি করতে থাকে যে, তোমাদের নিকট এমন একটি কাওম আসবে, যারা জ্বরের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্-তা'আলা তাদের এই কথা তাঁর নবী করীম ﷺ -কে জানিয়ে দেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের সময় তিনবার রমল করার নির্দেশ দেন এবং রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তীস্থানে হেঁটে তাওয়াফ করতে বলেন। (মুশরিকরা) তাঁদেরকে (মুসলিমদেরকে) রমল করতে দেখে বলাবলি করতে থাকে যে, এরা তো তারাই যাদের সম্পর্কে তোমরা বলতে যে, জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে। বরং এরা তো আমাদের চাইতেও শক্তিশালী। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তাঁদেরকে প্রত্যেক চক্করে (তাওয়াফে) রমল করতে নির্দেশ দেননি, বরং (তিনটি ছাড়া) বাকি চক্কর স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

١٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِيمَا الرَّمَلَانُ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ وَمَعَ ذٰلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

১৮৮৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... যায়দ ইব্ন আস্লাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রমল ও কাঁধ খোলা রাখার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং কাফির ও তাদের কুফরীকে পর্যুদস্ত করেছেন। আর এ কারণেই আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে যা করতাম, তা ত্যাগ করিনি।

١٨٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ .

১৮৮৬। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা'ঈ ও কংকর নিক্ষেপের ব্যবস্থা আল্লাহ্র যিকির কায়েম করার জন্যই।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَتَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ تَقُولُ قُرَيْشٌ كَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَتْ سُنَّةً ٠

১৮৮৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, অতঃপর আল্লাহু আকবার বলেন এবং তাওয়াফের তিন চক্করে রমল করেন। আর তাঁরা যখন রুকনে ইয়ামানীর নিকট পৌঁছতেন এবং কুরায়শদের দৃষ্টি সীমার বাইরে যেতেন, তখন হাঁটতেন। আবার তাঁরা যখন তাদের (মুশরিক) সম্মুখীন হতেন, তখন রমল করতেন। এতদ্দর্শনে কুরায়শগণ বলত এরা তো হরিণের ন্যায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর এটা সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত হয়।

١٨٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا ٠

১৮৮৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জি'ইর্‌রানা হতে উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফের সময় তিনবার রমল করেন এবং চারবার (আস্তে) হাঁটেন।

١٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ ذٰلِكَ ٠

১৮৮৯। আবূ কামিল ..... নাফে' (র) হতে বর্ণিত। ইব্‌ন উমার (রা) হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করেন এবং বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করেছেন।

٥٠ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের সময় দু'আ করা

١٨٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٠

১৮৯০। মুসাদ্দাদ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুস সায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দু' রুকনের মাঝখানে বলতে শুনেছি ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করো।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا يَعْقُوبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَانَّهُ يَسْعٰى ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ وَيَمْشِيْ اَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّيْ سَجْدَتَيْنِ ٠

১৮৯১। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ করতেন, প্রথমে মক্কায় আগমনের পর তাওয়াফের তিন চক্করে রমল করতেন এবং বাকি চার চক্করে হাঁটতেন। অতঃপর তিনি দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন।

٥١- بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের পরে তাওয়াফ করা

١٨٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا يَّطُوْفُ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّيْ اَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ ٠

১৮৯২। ইব্‌নুস সার্‌হ ..... জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা (হে বনী আবদুল মুত্তালিব এবং বনী আবদে মানাফ) কাউকেও কোন সময় এই ঘর (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ করতে এবং দিন-রাতের যে কোনো সময় এখানে নামায আদায় করতে নিষেধ করো না।

٥٢- بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে কিরান আদায়কারীর তাওয়াফ সম্পর্কে

١٨٩٣ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلاَ اَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اِلاَّ طَوَافًا وَّاحِدًا طَوَافَهُ الْاَوَّلَ ٠

১৮৯৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ার মধ্যে একবারের অধিক তাওয়াফ করেননি এবং এটাই ছিল তাঁর প্রথম তাওয়াফ।

١٨٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَهُ لَمْ يَطُوْفُوْا حَتّٰى رَمَوُا الْجَمْرَةَ ٠

১৮৯৪। কুতায়বা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাঁর সাহাবীগণ কংকর নিক্ষেপের আগে তাওয়াফ করেননি।

١٨٩٥ - حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ اَنَا الشَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيْكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ

http://IslamiBoi.wordpress.com

قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ٠

১৮৯৫। আর-রাবী' ইব্ন সুলায়মান ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন, তোমার বায়তুল্লাহ্ ও সাফা-মারওয়ার (একবার) তাওয়াফ তোমার হজ্জের সময় ও উমরার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, সুফইয়ান কোনো সময় আতা হতে, তিনি আয়েশা (রা) হতে এবং কোন সময় কেবল আতা হতে বর্ণনা করতেন যে, নবী করীম ﷺ আয়েশা (রা) কে এরূপ বলেন।

٥٣ - بَابُ الْمُلْتَزَمِ

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুলতাযাম[১]

١٨٩٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قُلْتُ لَأَلْبَسَنَّ ثِيَابِي وَكَانَتْ دَارِي عَلَى الطَّرِيقِ فَلَأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ قَدِ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَسْطَهُمْ ٠

১৮৯৬। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা..... আবদুর রহমান ইব্ন সাফওয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয় করেন তখন আমি (মনে মনে) বলি, আমি আমার বস্ত্র পরিধান করব, আর আমার ঘর ছিল রাস্তার পাশে অবস্থিত এবং দেখব যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপ ব্যবহার করেন। আমি আমার ঘর হতে বের হয়ে দেখতে পাই যে, নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কা'বা হতে বের হয়ে বায়তুল্লাহ্ চুমু দেন-এর দরজা ও হাতীমের মধ্যবর্তী স্থানে। তাঁরা তাঁদের চিবুক বায়তুল্লাহ্র উপর স্থাপন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের মাঝখানে ছিলেন।

١٨٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا الْمُثَنَّى ابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ أَلَا تَتَعَوَّذُ قَالَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ

---

১. খানায়ে কা'বার প্রাচীর, যা এর দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যে অবস্থিত। এ স্থানকে এজন্য মুলতাযাম বলা হয় যে, হাজীরা যখন প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করে তখন বিদায়ী তাওয়াফ এই স্থান হতে করে যা মুস্তাহাব। এটা দু'আ কবূলের স্থান।

http://IslamiBoi.wordpress.com

الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هٰكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ ٠

১৮৯৭। মুসাদ্দাদ ..... 'আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর সাথে তাওয়াফ করি। অতঃপর আমরা খানায়ে কা'বার পশ্চাতে আসি, তখন আমি তাঁকে বলি, আপনি কি (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) পানাহ্ চাইবেন না? তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোজখের আগুন হতে পানাহ চাচ্ছি। অতঃপর তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে যান এবং তাতে চুমু দেন। অতঃপর তিনি রুকনে ইয়ামানী ও মুলতাযিমের মাঝখানে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর বুক, চেহারা, দুই হাত ও হাতের তালু স্থাপন করে তা বিস্তৃত করে দেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।

١٨٩٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ نَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ إِنَّهُ كَانَ يَقُوْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيُقِيْمُهُ عِنْدَ الشِّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِى الرُّكْنَ الَّذِيْ يَلِى الْحَجَرَ مِمَّا يَلِى الْبَابَ فَيَقُوْلُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أُنْبِئْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ هٰهُنَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ ٠

১৮৯৮। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন মায়সারা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়েব (রহ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবেশন করতেন। আর তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) তাঁকে (বায়তুল্লাহ্‌র) দেওয়ালের তৃতীয়াংশের (অর্থাৎ মুল্‌তাযামের) নিকট দাঁড় করিয়ে দিতেন, যা হাজ্‌রে-আসওয়াদ ও মুল্‌তাযামের নিকট অবস্থিত ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে বলেন, আচ্ছা! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এ স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন? তিনি (সায়েব) বলেন, হাঁ। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) সেখানে দণ্ডায়মান হন এবং (মুলতাযামের নিকট) নামায আদায় করেন।

٥٤- بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা

١٨٩٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ إِنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَا أَرٰى عَلٰى أَحَدٍ شَيْئًا أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَلَّا لَوْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৮৯৯। আল কা'নাবী..... হিশাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) কে আমার ছেলেবেলায় জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত" সম্পর্কে কিছু বলুন। আমার মনে হয়, যদি কেউ এর তাওয়াফ ত্যাগ করে তবে সে গুনাহ্গার হবে না। আয়েশা (রা) বলেন, এরূপ কখনও নয়। তুমি যেরূপ বলছ, যদি তা-ই হতো তবে আয়াতটি এরূপ হতোঃ তার উপর (হজ্জ ও উমরাকারীর) কোন গুনাহ্ নেই, যদি সে উভয়ের তাওয়াফ না করে। বরং আয়াতটি আনসারদের শানে নাযিল হয়। তারা মানাতের[১] (যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধত। মানাত (মূর্তিটি) ছিল কুদায়দ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। তারা (জাহিলিয়াতের যুগে) সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বর্জন করত। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে মহান আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করেন ঃ "সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনাবলির অন্যতম।"

١٩٠٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ نَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَّسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقِيْلَ لِعَبْدِ اللهِ أَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا ٠

১৯০০। মুসাদ্দাদ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরা (কাযা) আদায়ের সময় বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পশ্চাতে দুই রাকা'আত নামায আদায় করেন। আর এই সময় (মক্কার কাফিরদের কষ্ট প্রদান হতে) রক্ষার জন্য, তাঁর সাথে তাঁর সাহাবীগণও ছিলেন। তখন আব্দুল্লাহ্কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ সময় কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন? তিনি বলেন, না (কেননা সে সময় তা মূর্তিতে ভরপুর ছিল)।

١٩٠١ – حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ أَنَا شَرِيْكٌ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أَبِىْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِىْ أَوْفَى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ ٠

১৯০১। তামীম ইব্নুল মুনতাসির ..... ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শ্রবণ করেছি। তবে এই বর্ণনায় আছে, অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সা'ঈ করেন এবং পরে স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করেন।

١٩٠٢ – حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنِّىْ أَرَاكَ تَمْشِىْ وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ قَالَ إِنْ أَمْشِىْ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْشِىْ وَإِنْ أَسْعَى فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْعَى وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ٠

---

১. একটি মূর্তি, যাকে আমর ইব্ন লিহ্য়া সমুদ্রের দিকে স্থাপন করে। অন্য বর্ণনায় আছে, এটা একটি প্রস্তর (মূর্তি) যা হুযায়েল গোত্র স্থাপন করে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯০২। আন-নুফায়লী..... কাসীর ইব্‌ন জুমহান (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) কে সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আপনাকে হাঁটতে দেখছি, অন্য লোকেরা দৌড়াচ্ছে? তিনি বলেন, আমি যদি হেঁটে থাকি তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হাঁটতে দেখেছি। আর আমি যদি সা'ঈ করে থাকি তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সা'ঈ করতে দেখেছি। আমি (এখন) অধিক বৃদ্ধ।

٥٥- بَابُ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহানবী ﷺ-এর বিদায় হজ্জের বিবরণ

١٩٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيَّانِ وَرُبَمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضِ الْكَلِمَةِ وَالشَّيْءَ قَالُوْا نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَيْهِ سَاَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَيَّ فَقُلْتُ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَاَهْوٰى بِيَدِهٖ اِلٰى رَاْسِيْ فَنَزَعَ زِرِّيَ الْاَعْلٰى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْاَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ وَاَهْلًا يَا ابْنَ اَخِيْ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَاَلْتُهُ وَهُوَ اَعْمٰى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ فَقَامَ فِيْ نَسَّاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا يَعْنِيْ ثَوْبًا مُلَفَّقًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلٰى مَنْكِبِهٖ رَجَعَ طَرَفَاهَا مِنْ صِغَرِهَا فَصَلّٰى بِنَا وَرِدَاؤُهُ اِلٰى جَنْبِهٖ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ حَجَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهٖ فَعَقَدَ تِسْعًا ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ اُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ اَنْ يَاْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهٖ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبٍ وَاَحْرِمِيْ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهٖ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ نَظَرْتُ اِلٰى مَدِّ بَصَرِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَنْ يَسَارِهٖ مِثْلُ ذٰلِكَ وَمِنْ خَلْفِهٖ مِثْلُ ذٰلِكَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ فَمَا عَمِلَ بِهٖ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهٖ فَاَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِيْ يُهِلُّوْنَ بِهٖ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَيْئًا مِّنْهُ وَلَزِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ

http://IslamiBoi.wordpress.com

قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِى إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلٰثًا
وَّمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَكَانَ أَبِى يَقُولُ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ وَعُثْمَانُ وَلاَ أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ
سُلَيْمَانُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِقُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُونَ
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ : إِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللَّهَ وَحْدَهُ
وَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، لاَ
إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثَلٰثَ
مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِى بَطْنِ الْوَادِى حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى
أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَنَعَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ الطَّوَافِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ
إِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَّمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ
هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ قَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِىَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَقَامَ سُرَاقَةُ
بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِلأَبَدِ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِى الأُخْرَى ثُمَّ قَالَ
دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ هٰكَذَا مَرَّتَيْنِ لاَبَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ قَالَ وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَّاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ عَلِىٌّ ذٰلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ مَنْ أَمَرَكِ بِهٰذَا قَالَتْ
أَبِى قَالَ وَكَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِى
الأَمْرِ الَّذِى صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا لِّرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِى الَّذِى ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّى أَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا
فَقَالَتْ أَبِى أَمَرَنِى بِهٰذَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُمَّ إِنِّى أُهِلُّ
بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلاَ تَحِلَّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِى قَدِمَ بِهِ
عَلِىٌّ مِّنَ الْيَمَنِ وَالَّذِى أَتَى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةٌ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِىَّ ﷺ

http://IslamiBoi.wordpress.com

وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوْا اِلَى مِنًى اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
فَصَلّٰى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ
مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ
ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتّٰى اَتٰى بَطْنَ
الْوَادِى فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ
بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ اِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاَوَّلُ دَمٍ
اَضَعُهُ دِمَاءَ نَا دَمٌ قَالَ عُثْمَانُ دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ دَمُ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ
مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبُوْا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبْوَا اَضَعُ رِبَانَا رِبْوَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَاِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَّ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوْا هُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَالَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ
اللّٰهِ وَاَنْتُمْ مَسْئُوْلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ثُمَّ قَالَ بِاِصْبَعِهِ
السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا اِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ
اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءِ حَتّٰى اَتَى الْمَوْقِفَ
فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ اِلَى الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ
وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلاً حِيْنَ غَابَ الْقُرْصُ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتّٰى اَنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا
النَّاسُ السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا النَّاسُ كُلَّمَا اَتٰى جَبَلاً مِّنَ الْجِبَالِ اَرْخٰى لَهَا قَلِيْلاً حَتّٰى تَصْعَدَ حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ
فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِاَذَانٍ وَّاحِدٍ وَّ اِقَامَتَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ

http://IslamiBoi.wordpress.com

اَضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ قَالَ سُلَيْمَانُ نِدَاءً وَّاِقَامَةً ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِىَ عَلَيْهِ قَالَ عُثْمَانُ وَسُلَيْمَانُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ زَادَ عُثْمَانُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ اَبْيَضَ وَسِيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِيْنَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلٰى وَجْهِ الْفَضْلِ وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ وَحَوَّلَ رَسُوْلُ ﷺ يَدَهُ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ يَنْظُرُ حَتّٰى اَتٰى مُحَسِّرًا فَحَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطٰى الَّذِىْ يُخْرِجُكَ اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِّنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ فَرَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهٖ ثَلَاثًا وَّسِتِّيْنَ وَاَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ يَقُوْلُ مَا بَقِىَ وَاَشْرَكَهُ فِىْ هَدْيِهٖ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِىْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلَا مِنْ لَّحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَّرَقِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَتٰى بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ اِنْزَعُوْا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا اَنْ يَّغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ۔

১৯০৩। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী..... জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হ'লাম। আমরা তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার পর তিনি (অন্ধ হওয়ার কারণে আগমনকারীদের সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করেন। আমার নিকট তাঁর প্রশ্নটি সমাপ্ত হওয়ার পর আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন (রা)। এতদ্‌শ্রবণে তিনি আমার মাথায় তাঁর হাত বোলান এবং আমার কামীসের (জামার) উপর ও নিম্নাংশ টেনে তাঁর হস্ততালু আমার বুকের উপর স্থাপন করেন। এ সময় আমি যুবক ছিলাম। অতঃপর তিনি (জাবির) বলেন ঃ তোমার জন্য মারহাবা ও খোশ-আমদেদ! হে ভ্রাতুষ্পুত্র তোমার যা ইচ্ছা, আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, আর তিনি ছিলেন অন্ধ। অতঃপর নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ায় তিনি (জাবির) জায়নামাযে দণ্ডায়মান হন, এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাঁধে ভাঁজ করা চাদর ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। অতঃপর তিনি (ইমাম) আমাদের সাথে নামায আদায় করেন এবং তাঁর বড় চাদর আলনায় সংরক্ষিত ছিল। আমি বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে কিছু বলুন। জাবির (রা) তাঁর হাতের প্রতি ইশারা করেন এবং (দু'হাতের) নয়টি আঙ্গুল বন্ধ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় নয় বছর অবস্থান করেন এবং এই সময় তিনি কোন হজ্জ সম্পন্ন করেননি। অতঃপর (অষ্টম হিজরীতে) মক্কা বিজয়ের পর, দশম হিজরীতে লোকদের নিকট এরূপ ঘোষণা দেয়া হয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জে গমন করবেন। এতে মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাগম হয়

http://IslamiBoi.wordpress.com

এবং প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইকতিদা করে তাঁর অনুরূপ 'আমল করতে চায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রওনা হলে, আমরাও তাঁর সাথে রওনা হই। অতঃপর আমরা যুল-হুলায়ফাতে উপনীত হই। ঐ সময় আসমা বিন্‌তে উমায়স (রা) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বাকরকে প্রসব করেন। তখন তিনি (আসমা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ইহ্‌রামের ব্যাপারে কী করবেন, তা জানার জন্য লোক পাঠান। তিনি বলেন, তুমি (পবিত্রতা হাসিলের জন্য) গোসল কর, কাপড় দ্বারা নিজের লজ্জাস্থান ব্যাণ্ডেজ কর এবং ইহ্‌রাম বাঁধ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল-হুলায়ফার মসজিদে দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে (কাসওয়ায়) আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে উপস্থিত হন। জাবের (রা) বলেন, আমি তাঁর সম্মুখভাগে, আমার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কেবল আরোহী ও পদাতিক লোকদের দেখি। তাঁর ডানে, বামে এবং পশ্চাতেও অনুরূপ লোক ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁর নিকট তখনও কুরআন নাযিল হচ্ছিল। আর তিনি এর ব্যাখ্যা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলেন। আর তিনি যেরূপ 'আমল করছিলেন, আমরাও সেরূপ করছিলাম। অতঃপর তিনি তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন, যা তাওহীদ ভিত্তিক ছিল। لبيك اللهم لبيك ..... الخ (অর্থ) "আমি উপস্থিত হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত, সকল প্রশংসা ও নি'আমত তোমারই এবং সাম্রাজ্য, তোমার কোন শরীক নেই।" আর লোকেরা এ কথার দ্বারা এবং এর অধিক দ্বারাও তাল্‌বিয়া পাঠ করছিল; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিষেধ করেননি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় তাল্‌বিয়া পাঠ অব্যাহত রাখেন। জাবির (রা) বলেন, আমরা হজ্জের নিয়্যাত করি এবং উমরা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। অতঃপর (যিল-হজ্জের চতুর্থ দিনে) আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হই। তিনি হাজ্‌রে আসওয়াদকে চুম্বন করেন এবং তিনবার রমল ও চারবার হেঁটে (তাওয়াফ) সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমে উপস্থিত হন এবং বলেন, তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে নামাযের স্থানে পরিণত কর। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমের পশ্চাতে দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। রাবী (জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ) বলেন, আমার পিতা (মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন) বলতেন, রাবী ইব্‌ন নুফায়ল ও উসমান বলেন, তিনি নামাযে কী পড়েন তা আমার জানা নেই। তবে সুলায়মান নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দুই রাক'আতের এক রাক'আতে সূরা ইখলাস ও অন্য রাক'আতে সূরা কাফিরূণ পড়বে। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ্‌র নিকট আগমন করেন এবং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর এর দরজা দিয়ে বের হয়ে তিনি সাফার দিকে গমন করেন। তিনি সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করেন ঃ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম।" অতঃপর তিনি সাফা হতে সা'ঈ শুরু করেন এবং এর উপর আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্ ঘর দেখে বলেন ঃ الله اكبر لا اله الا الله ... الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যই সাম্রাজ্য, আর তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। এক একক আল্লাহ্ ভিন্ন কোন ইলাহ্ নেই, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ ﷺ -কে সাহায্য করেছেন, এবং তিনি একাই সকল বাহিনীকে পরাভূত করেছেন।" অতঃপর তিনি এর মধ্যে দু'আ করেন এবং তিনবার উক্তরূপ ইরশাদ করেন। অতঃপর তিনি মারওয়ার দিকে গমন করেন এবং দু' পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে রমল করেন। তিনি মারওয়ার উপর আরোহণ করে ঐ সমস্ত 'আমল করেন, যা তিনি সাফা পাহাড়ের উপর উঠে করেছিলেন। অতঃপর তিনি মারওয়ার তাওয়াফ সমাপ্ত করে বলেন, যা আমি পরে অবগত হয়েছি, যদি তা পূর্বে অবগত হতে পারতাম, তবে আমি কুরবানীর পশু অগ্রে প্রেরণ করতাম না এবং একে (হজ্জকে) উমরায় রূপান্তরিত করতাম। আর তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই, তারা যেন উমরার পরে হালাল হয়–যাতে তা কেবল উমরা হয়। তখন নবী করীম ﷺ এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত অন্য সমস্ত লোকেরা হালাল হয় এবং তাদের চুল মুণ্ডন বা ছোট করে। তখন সুরাকা ইব্‌ন জা'আশাম দণ্ডায়মান হয়ে প্রশ্ন

http://IslamiBoi.wordpress.com

করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরূপ ব্যবস্থা (হজ্জের মধ্যে উমরা পালন) কি কেবল এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর একহাতের অঙ্গুলি অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলেন, উমরা হজ্জের মধ্যে এরূপে প্রবেশ করেছে। এরূপ তিনি দু'বার উচ্চারণ করেন। আর তা সর্বকালের জন্য। অতঃপর তিনি (জাবির) বলেন, এ সময় আলী (রা) ইয়ামান হতে তাঁর ও নবী করীম ﷺ -এর কুরবানীর পশুসহ আগমন করেন। ঐ সময় তিনি ফাতিমা (রা) কে হালাল অবস্থায় রঙিন কাপড় পরিহিতা ও সুরমা ব্যবহারকারিণী দেখতে পেয়ে অপছন্দ করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে কে এরূপ করতে বলেছে? তিনি বলেন, আমার পিতা। জাবির (রা) বলেন, আলী (রা), যিনি তখন ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে ফাতিমার কাজে রাগান্বিত হয়ে উপস্থিত হই এবং ঐ সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করি, যা সে আমাকে বলেছিল। আর আমি তার কাজে অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা প্রকাশ করায়, "আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে বলছে", তা-ও তাঁর কাছে বলি। তিনি বলেন, সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে। আচ্ছা, তুমি যখন হজ্জের নিয়্যাত করেছ, তখন কী বলেছ? তিনি বলেন, আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ্! আমি ঐরূপ ইহ্রাম বাঁধছি, যেরূপ ইহ্রাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেঁধেছেন। তিনি বলেন, আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে, কাজেই তুমি আমার মত হালাল হতে পারবে না। জাবির (রা) বলেন, আর কুরবানীর পশু, যা আলী (রা) ইয়ামান হতে সঙ্গে আনেন এবং যা মদীনা হতে নবী করীম ﷺ -এর সাথে এনেছিলেন এর মোট সংখ্যা ছিল একশ'। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তারা ব্যতীত অন্য সকলে হালাল হয় এবং তাদের মস্তক মুণ্ডন বা চুল ছোট করে। রাবী (জাবির) বলেন, অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ই যিল-হজ্জ) আসলে, তাঁরা মিনায় গমন করেন এবং হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং মিনায় পৌঁছে যোহ্র, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায আদায় করেন এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত কিছুক্ষণ সে স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি তাঁর জন্য একটি পশমী কাপড়ের তাঁবু টানাতে নির্দেশ দেন। তাঁর জন্য নামেরা[১] নামক স্থানে তা টানানো হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে গমন করেন। যাতে কুরায়শরা এরূপ সন্দেহ করতে না পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হারামের নিকটবর্তী স্থান মুযদালিফায় অবস্থান করবেন, (এবং আরাফাতে গমন করবেন না), যেরূপ কুরায়শরা জাহিলিয়াতের যুগে করত। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযদালিফা অতিক্রম করে আরাফাতে পৌঁছান এবং তাঁর জন্য প্রস্তুতকৃত তাঁবু যা নামেরাতে স্থাপন করা হয়, সেখানে উপস্থিত হন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে তিনি তাঁর বাহন প্রস্তুতের নির্দেশ দেন এবং তাতে আরোহণ করে বাত্নে-ওয়াদী[২] নামক স্থানে গমন করেন। অতঃপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান প্রসংগে বলেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ (একে অপরের জন্য) হারাম। যেমন হারাম (পবিত্র) তোমাদের আজকের এ দিন, এ মাস ও এ শহর। খবরদার! জাহিলিয়া যুগের সর্বপ্রকার কাজকর্ম (আজ) আমার পায়ের নিচে বাতিল ঘোষিত হ'ল। জাহিলিয়া যুগের রক্ত (প্রতিশোধ গ্রহণ) পরিত্যক্ত হল। আর সর্বপ্রথম আমি আমার পক্ষ হতে (আহ্লে-ইসলামের) যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তাঁর দাবি পরিত্যাগ করলাম। উসমান বলেন, এটা আবূ রাবী'আর রক্ত। আর সুলায়মান বলেন, এটা রাবী'আ ইব্নুল হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের খুনের রক্ত। সে (ইব্ন রাবী'আ) ছিল বনী সা'আদ গোত্রের একটি শিশুপুত্র, যাকে হুযায়ল গোত্রের লোকেরা হত্যা করে। আর জাহিলিয়া যুগের সুদ প্রথা বাতিল ঘোষিত হ'ল। আর এ প্রসংগে আমি আমাদের প্রাপ্য সুদ, যা আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের সবই বাতিল করলাম। আর তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ, আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তোমরা তাদের স্ত্রী-অঙ্গ (ব্যবহার) হালাল করেছ (অর্থাৎ শরী'আতসম্মত পন্থায়

---

১. আরাফাতের নিকটবর্তী একটি পাহাড়।

২. আরাফাতের মধ্যে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।

http://IslamiBoi.wordpress.com

ইজাব-কবূলের দ্বারা তাদের বিবাহ করেছ)। তাদের ওপর তোমাদের হক এই যে, তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কোন লোককে আসার অনুমতি প্রদান না করে, যাকে সে (স্বামী) অপছন্দ করে। যদি তারা এরূপ করে, তবে তাদের (এ জন্যে) সামান্য প্রহার করবে। আর তোমাদের উপর তাদের উত্তমরূপে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে একটি বিশেষ বস্তু রেখে যাচ্ছি। আমার পরে যদি তোমরা তা মজবুতভাবে ধারণ কর, তবে তোমরা কখনও গোম্রাহ্ হবে না। আর তা হলো আল্লাহ্র কিতাব। আর তোমাদেরকে (কিয়ামতের দিন) আমার প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা আমার সম্পর্কে কী বলবে? সাহাবীগণ বলেন, আমরা এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করব যে, আপনি আপনার (রিসালাতের) দায়িত্ব সঠিকভাবে পৌঁছিয়েছেন, আপনার (আমানতের) হক আদায় করেছেন এবং আপনি আপনার (উম্মাতকে) নসীহত করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্তোলন করেন এবং পরে লোকদের প্রতি ইশারা করে বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো। হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো। অতঃপর তিনি বিলাল (রা) কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং যোহরের নামায আদায় করেন। অতঃপর দণ্ডায়মান হয়ে আসরের নামাযও আদায় করেন এবং তিনি এর সাথে অন্য কোন কিছুই (সুন্নাত, নফল ইত্যাদি) করেন নাই। (অর্থাৎ যোহর ও আসরের নামায পরপর আদায় করেন)। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং আরাফাতে (মূল ভূমিতে) গমন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাহন উষ্ট্রীকে বড় প্রস্তরের নিকট (যা জাবালে-রহমতের নিকটে অবস্থিত) নিয়ে যান এবং হাবূল আল মাশাত-কে সম্মুখে রাখেন এবং কিবলামুখী হন। আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে তিনি অবস্থান করেন। অতঃপর সূর্যের লালিমা বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি উসামাকে স্বীয় উষ্ট্রের পশ্চাতে বসিয়ে নেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাত হতে মুয্দালিফায় গমন করেন। ঐ সময় তিনি তাঁর উষ্ট্রের লাগাম নিজের হাতে নেন, যাতে তাঁর (উষ্ট্রের) মাথা, পাদানির নিকট পৌঁছায়। আর এ সময় তিনি ডান হস্ত দ্বারা ইশারা করে বলেন, শান্ত হও (অর্থাৎ তোমরা এখন শান্তি বা স্বস্তি গ্রহণ কর)। হে জনগণ! তোমরা স্বস্তি গ্রহণ কর। হে লোক সকল! তোমরা শান্তি কবূল কর। অতঃপর তিনি যখন এর কোন পাহাড়ের নিকটবর্তী হন, তখন উষ্ট্রের লাগামকে কিছুটা ঢিল দেন এবং এই অবস্থায় মুয্দালিফায় গমন করেন। আর এ স্থানে তিনি মাগরিব ও এশার নামায একই আযান ও দুই ইকামাতের দ্বারা একত্রে আদায় করেন।

রাবী উসমান বলেন, তিনি মাগরিব ও এশার নামায (একত্রে আদায়ের সময়)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন তাসবীহ্ পাঠ করেন নাই। অতঃপর সমস্ত রাবী একমত হয়ে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকাল পর্যন্ত নিদ্রা যান। আর ফজরের সময় হওয়ার পর তিনি ফজরের নামায আদায় করেন। রাবী সুলায়মান বলেন, তিনি এক আযান ও একই ইকামাতে তা আদায় করেন। অতঃপর সকল রাবী ঐক্যমতে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করে মাশ'আরুল হারামে[১] গমন করেন এবং সেখানে অবতরণ করেন। রাবী উসমান ও সুলায়মান বলেন, এ সময় তিনি কিব্লামুখী হন এবং আল্লাহ্ তা'আলার হাম্দ ও তাক্বীর পাঠ করেন। রাবী উসমান একা এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আর তিনি সে স্থানে ততক্ষণ অবস্থান করেন, যতক্ষণ না স্পষ্টরূপে (পূর্বের আকাশ) পরিষ্কার হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যোদয়ের পূর্বে মুয্দালিফা হতে মিনায় গমন করেন। আর এ সময় তাঁর উষ্ট্রের পশ্চাতে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) ছিলেন। আর ইনি ছিলেন কৃষ্ণ চুল, সুন্দর ও সুশ্রী দেহের অধিকারী যুবক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্দালিফা হতে গমনকালে যখন স্ত্রীলোকদের বাহনের পার্শ্ব দিয়ে গমন করতে থাকেন, তখন ফযল (রা) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযলের চেহারায় হস্ত স্থাপন করে তার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর ফযল (রা) অন্যদিকে মুখ ফিরালে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন।

---

১. একটি স্থানের নাম যা আরাফাতে অবস্থিত।

http://IslamiBoi.wordpress.com

অতঃপর ফযল আবার তাঁর চেহারা অন্যদিকে ফিরাবার সময় তাঁরা 'মুহাস্সার' [১] নামক স্থানে পৌছান। এ সময় তাঁর উট কিছুটা দ্রুতগামী হয় এবং তা মধ্যবর্তী রাস্তায় গমন করে, যে রাস্তা ছিল জাম্রাতুল কুব্রায় গমনের পথ। অতঃপর তিনি জাম্রার নিকটবর্তী হন, যা বৃক্ষের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি সে স্থানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রত্যেকবার কংকর নিক্ষেপের সময় তাক্বীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বাত্নুল ওয়াদীতে (গমনপূর্বক) কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর স্থানে উপস্থিত হন এবং স্বহস্তে তেষট্টিটি পশু কুরবানী করেন এবং কুরবানীর অবশিষ্ট পশুগুলি আলী (রা) কে কুরবানী করার নির্দেশ দেন। আর তিনি প্রত্যেক কুরবানীর পশুর গোশ্ত হতে এক টুক্রা গোশ্ত তাঁকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর তা একটি পাতিলের মধ্যে রান্না করা হয়। তখন তাঁরা সকলে তা ভক্ষণ করেন এবং (তৃপ্তি সহকারে) আহার করেন।

রাবী সুলায়মান বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা ঘরে গমন করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় যোহরের নামায আদায় করেন। পরে তিনি বনী আবদুল মুত্তালিবদের নিকট গমন করেন, যারা যমযমের নিকট (লোকদের) পানি পান করাচ্ছিল। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে বলেন, তোমরা লাকদেরকে অধিক পানি পান করাতে থাকো। আর আমি যদি লোকদের অত্যধিক ভিড়ের আশংকা না করতাম তবে আমিও তোমাদের সাথে পানি তুলে লোকদের পান করাতাম। অতঃপর তারা তাঁকে এক বালতি যমযমের পানি সরবরাহ করলে তিনি তা হতে কিছু পান করেন।

١٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِاَذَانٍ وَّاحِدٍ وَّاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ اَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ فِى الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ وَوَافَقَ حَاتِمَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ عَلٰى اِسْنَادِهٖ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِاَذَانٍ وَّاِقَامَةٍ.

১৯০৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা, আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ আরাফাতে একই আযানে এবং দুই ইকামাতে যোহর ও আসরের নামায আদায় করেন এবং তিনি এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন তাসবীহ্ পাঠ করেননি। আর তিনি (মুয্দালিফাতে) মাগরিব ও এশার নামায একই আযানে এবং দুই ইকামাতের সাথে আদায় করেন এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে কোনরূপ তাসবীহ্ পাঠ করেননি। ইমাম আবূ দাঊদ (র) জাবির (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাগরিব ও এশার নামায একই আযান ও একই ইকামাতে আদায় করেন।

١٩٠٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ نَا جَعْفَرٌ نَا اَبِىْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَّوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ قَدْ وَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَّوَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَقَالَ قَدْ وَقَفْتُ هٰهُنَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

---

১. মুয্দালিফায় অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯০৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আমি এ স্থানে কুরবানী করেছি এবং মিনাতেও অবস্থানের সময় কুরবানী করেছি। আর তিনি আরাফাতেও অবস্থান করেন। রাবী (জাবির) বলেন, আমিও এ স্থানে, আরাফাতে ও অন্যান্য স্থানে, (যেখানে নবী করীম ﷺ অবস্থান করতেন) অবস্থান করি। আর তিনি মুয্‌দালিফাতেও অবস্থান করেন। রাবী বলেন, আমিও এ স্থানে এবং অন্যান্য অবস্থানের স্থানে (যেখানে নবী করীম ﷺ অবস্থান করতেন) অবস্থান করি।

١٩٠٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فَانْحَرُوْا فِيْ رِحَالِكُمْ ٠

১৯০৬। মুসাদ্দাদ ..... জা'ফর (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী (হাফস ইব্‌ন গিয়াস) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা তোমাদের বাহনে (আরোহণের স্থানে অর্থাৎ মিনায়) কুরবানী করবে।

١٩٠٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيْثِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى قَالَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا بِالتَّوْحِيْدِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقَالَ فِيْهِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْكُوْفَةِ قَالَ أَبِيْ هٰذَا الْحَرْفُ لَمْ يَذْكُرْهُ جَابِرٌ فَذَهَبْتُ مُحَرِّشًا وَذَكَرَ قِصَّةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ٠

১৯০৭। ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম ..... সূত্রে ও মিলিত সনদে জাবির (রা) হতে বর্ণিত। আর রাবী (ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর রাবী ইয়াহ্‌ইয়া আল-কাত্তান তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ "আর তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে তোমাদের নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর।" রাবী বলেন, এ স্থানে নামায আদায়ের সময় তিনি সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরূণ পাঠ করেন।

٥٦ - بَابُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে অবস্থান

١٩٠٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوْا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَّأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيْضُ مِنْهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ٠

১৯০৮। হান্নাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শরা তাদের ধর্মের অনুসরণ করে মুয্‌দালিফাতে অবস্থান করতো এবং এ-কে বীরত্বের (প্রকাশ) হিসাবে আখ্যায়িত করতো। আর আরবের অন্যান্য সমস্ত লোকেরা আরাফাতে অবস্থান করতো। তিনি (আয়েশা (রা) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে আরাফাতে গমনের এবং সেখানে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনেরও নির্দেশ দেন। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আর তোমরা সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন কর, যে স্থান হতে লোকেরা ফিরে আসে।"

http://IslamiBoi.wordpress.com

٥٧- بَابُ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمِنَى

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ (মক্কা হতে) মিনায় গমন

١٩٠٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّيُّ نَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ الْعَرَفَةِ بِمِنًى.

১৯০৯। যুহায়র ইব্‌ন হারব ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইয়াওমুত তারবিয়ার[১] যোহরের নামায এবং ইয়াওমুল আরাফার[২] ফজরের নামায মিনায় আদায় করতে হবে।

١٩١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ نَا إِسْحٰقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ وَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

১৯১০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম..... আবদুল আযীয ইব্‌ন রুফাই' (র) বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা) কে বলি, আপনি আমাকে ঐ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অবগত হয়েছেন। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াওমুত তারবীয়াতে যোহরের নামায কোথায় আদায় করেন? তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি মিনাতে ইয়াওমুন নাফারে[৩] আসরের নামায কোথায় আদায় করেন? তিনি বলেন, আব্‌তাহ্ নামক স্থানে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা ঐরূপ করবে, যেরূপ তোমাদের নেতৃবৃন্দ করেন।

٥٨- بَابُ الْخُرُوْجِ إِلَى عَرَفَةَ

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ (মিনা হতে) আরাফাতে গমন

١٩١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوْبُ نَا أَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ مِنًى حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتّٰى أَتٰى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِيْ يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتّٰى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ.

১৯১১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফার দিন সকালে ফজরের নামায আদায়ের পর নবী করীম ﷺ মিনা হতে আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হন। অতঃপর তিনি আরাফার সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে নামেরাতে অবস্থান গ্রহণ করেন। আর তা সে স্থান, যেখানে ইমাম আরাফার দিন অবস্থান করেন। অতঃপর যোহরের নামাযের সময় হলে, তিনি একত্রে যোহর ও আসরের নামায আদায় করেন এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন এবং আরাফার ময়দানে অবস্থানের স্থানে অবস্থান করেন।

---

১. ৮ যিলহজ্জকে ইয়াওমুত তারবীয়া বা মিনায় গমনের দিন বলা হয়।
২. ৯ যিলহজ্জকে ইয়াওমে আরাফাহ বা আরাফাত ময়দানে অবস্থানের দিন বলে।
৩. ১৩ যিলহজ্জকে ইয়াওমুন নাফার বা প্রত্যাবর্তনের দিন বলা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٥٩- بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَةَ

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য পশ্চিমাকাশে যাওয়ার পর আরাফাতে গমন

١٩١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيعٌ نَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا أَنْ قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرُوحُ فِي هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ إِذَا كَانَ ذٰلِكَ رُحْنَا فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرُوحَ قَالَ قَالُوْا لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ قَالَ أَزَاغَتْ قَالُوْا لَمْ تَزِغْ قَالَ فَلَمَّا قَالُوْا قَدْ زَاغَتِ ارْتَحَلَ ・

১৯১২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ যখন ইব্‌ন যুবায়র (রা) কে হত্যা করে, তখন সে (হাজ্জাজ) তার নিকট জিজ্ঞাসা করে, এই দিনে (আরাফার দিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন্ সময় (নামাযের জন্য) বের হতেন। তিনি বলেন, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ত, তখন আমরা রওনা হতাম। অতঃপর ইব্‌ন উমার (রা) বের হতে ইচ্ছা করলে (সা'ঈদ) বলেন, তখন তাঁরা (সাথীরা) বলেন, এখনও সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েনি। অতঃপর তিনি (আবার) জিজ্ঞাসা করেন, সূর্য কি পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে? তাঁরা বলেন, না। অতঃপর যখন তাঁরা (সাথীরা) বলেন, এখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে, তখন তিনি (ইব্‌ন উমার) রওনা হন।

٦٠- بَابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের খুত্‌বা (ভাষণ)

١٩١٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ ・

১৯১৩। হান্নাদ..... যুম্‌রা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, তাঁর পিতা অথবা চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আরাফাতে মিম্বরের[১] উপর দেখেছি।

١٩١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْحَيِّ عَنْ أَبِيهِ نُبَيْطٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ أَحْمَرَ يَخْطُبُ ・

১৯১৪। মুসাদ্দাদ ..... সালামা ইব্‌ন নুবাইত (র) তাঁর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করীম ﷺ কে আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে একটি লাল গাধার উপর সাওয়ার থাকাবস্থায় খুতবা প্রদান করতে দেখেছেন।

---

১. প্রকাশ থাকে যে, নবী করীম (সা)-এর যুগে আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দেওয়ার জন্য কোন মিম্বর ছিল না। তিনি তাঁর উষ্ট্রের পৃষ্ঠে সাওয়ার অবস্থায় ভাষণ প্রদান করেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٩١٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنِيْ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ هَنَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ أَبِيْ عَمْرٍو حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ الْعَدَّاءِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيْرٍ قَائِمٍ فِي الرِّكَابَيْنِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ وَكِيْعٍ كَمَا قَالَ هَنَّادٌ ·

১৯১৫। হান্নাদ ..... আল আদ্দা ইব্ন খালিদ ইবন হাওযা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাতের দিন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে একটি গাধার উপর উপবিষ্ট অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতে দেখেছি, যা আল রিকাবীন নামক স্থানে ছিল।

١٩١٦ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ أَبُوْ عَمْرٍو عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بِمَعْنَاهُ ·

১৯১৬। আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম মিলিত সনদে আল-আদ্দা ইব্ন খালিদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦١- بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে অবস্থানের স্থান

١٩١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِيْ مَكَانٍ يُّبَاعِدُهُ عَمْرٌو عَنِ الْإِمَامِ فَقَالَ إِنِّيْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُوْلُ لَكُمْ قِفُوْا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِّنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيْمَ ·

১৯১৭। ইব্ন নুফায়ল ..... ইয়াযীদ ইব্ন শায়বান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন মিরবা' আল্-আনসারী আমাদের নিকট আগমন করেন, যখন আমরা আরাফাতের ময়দানে এমন স্থানে ছিলাম, যে স্থানটি 'আম্র ইব্ন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক আমাদের জন্য নির্ধারিত হওয়ার কারণে আমরা ইমাম হতে দূরে পড়ে গিয়েছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি আপনাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন দূত। তিনি বলেছেন, আপনারা এখানে আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করুন। কেননা আপনারা ইব্রাহীম (আ)-এর যোগ্য উত্তরাধিকারী।

٦٢- بَابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন

١٩١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ نَا عُبَيْدَةُ نَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ الْمَعْنَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ

http://IslamiBoi.wordpress.com

وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمْعًا زَادَ وَهْبٌ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى.

১৯১৮। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ও ওয়াহ্ব ইব্ন বায়ান..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাত হতে প্রশান্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর সাওয়ারীর পশ্চাতে সাওয়ার ছিলেন উসামা ইব্ন যায়িদ। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন ঃ লোক সকল! তোমরা শান্ত হও, কেননা ঘোড়া ও উটকে দ্রুত চালনার মধ্যে কোন সাওয়াব নেই। রাবী বলেন, এরূপ ঘোষণার পর আমি কোন ঘোড়া বা উটকে সহীসদের দু'হাত দ্রুত পরিচালনা করতে দেখিনি। এমতাবস্থায় আমরা মুয্দালিফায় আগমন করি। রাবী ওয়াহ্ব অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর (মুয্দালিফা হতে) মিনায় গমনকালে তাঁর উটের পশ্চাতে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) সাওয়ার হন। আর ঐ সময়ও তিনি বলেন ঃ হে জনগণ! ঘোড়া বা উটকে দ্রুত চালনার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই বরং তোমাদের উচিত এখন শান্ত হওয়া। রাবী (ইব্ন আব্বাস) বলেন, অতঃপর আমি কাউকেই তার দু'হাত দ্রুত পরিচালনা করতে দেখিনি, মিনায় আগমন করা পর্যন্ত।

১৯১৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زُهَيْرٍ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي كَيْفَ فَعَلْتُمْ أَوْ صَنَعْتُمْ عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ فِيهِ النَّاسُ لِلْمُعَرَّسِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلَوٰةَ قَالَ الصَّلَوٰةُ أَمَامَكَ قَالَ فَرَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا مُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ زَادَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.

১৯১৯। আহ্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... ইব্রাহীম ইব্ন উকবা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে কুরায়্ব বলেছেন যে, একদা তিনি উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমাকে বলুন, আপনারা সেই সন্ধ্যায় কিরূপ করেছিলেন, যেদিন আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পশ্চাতে একই বাহনে সাওয়ার ছিলেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, আমরা সেই ঘাঁটিতে (স্থানে) গমন করি, যেখানে লোকেরা শেষ রাত্রিতে তাদের উট হতে আরামের উদ্দেশ্যে অবতরণ করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে স্থানে তাঁর উষ্ট্র বসিয়ে পেশাব করেন। আর (উসামা এ স্থানে) পানি প্রবাহের কথা বলেননি। অতঃপর তিনি ওযূর জন্য পানি চান এবং এমনভাবে ওযূ করেন, যা অসম্পূর্ণ ছিল। তখন আমি বলি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নামাযের সময় উপস্থিত (কাজেই আমরা কি নামায আদায়

http://IslamiBoi.wordpress.com

করব?)। তখন জবাবে তিনি বলেন, নামায তোমার সম্মুখে, (অর্থাৎ আজকের দিনের নামায মুয্‌দালিফায় গিয়ে আদায়ের নির্দেশ)। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং মুয্‌দালিফায় গিয়ে হাযির হন। অতঃপর তিনি সেখানে মাগরিবের নামায আদায় করেন। এ সময় লোকেরা তাঁদের উটগুলোকে স্ব-স্ব স্থানে বসায়, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠ হতে মালপত্র নামাবার পূর্বেই এশার নামায আদায় করেন। অতঃপর লোকেরা স্ব-স্ব মালপত্র নামায়। রাবী মুহাম্মাদ বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি বলি, আপনারা ঐ সময় কিরূপ করেছেন যখন আপনারা সকাল বেলায় উপনীত হন? (অর্থাৎ আপনারা মিনার দিকে রওয়ানা হন)। তখন জবাবে তিনি বলেন, এ সময় তাঁর সাওয়ারীর পশ্চাতে ফযল (রা) সাওয়ার ছিলেন এবং আমি কুরায়শদের সাথে পদব্রজে মিনার দিকে রওয়ানা হই।

١٩٢٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ثُمَّ اَرْدَفَ اُسَامَةَ فَجَعَلَ يَعْنِقُ عَلٰى نَاقَتِهٖ وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ الْاِبِلَ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً لَّايَلْتَفِتُ اِلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ السَّكِيْنَةُ اَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ٠

১৯২০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসামাকে তাঁর বাহনের পশ্চাতে সাওয়ার করিয়ে নেন এবং তাঁর উষ্ট্রে সাওয়ার হয়ে মধ্যগতিতে চলতে থাকেন। আর ঐ সময় লোকেরা তাদের উষ্ট্রকে ডানে ও বামে হাঁকছিলেন। আর তিনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বলছিলেন, হে জনগণ! শান্ত হও। অতঃপর তিনি আরাফাত হতে এমন সময় প্রত্যাবর্তন করেন, যখন সূর্য অস্ত যায়।

١٩٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهٗ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَّاَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ هِشَامٌ اَلنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ ٠

১৯২১। আল্ কা'নাবী..... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (রহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা উসামাকে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, আর ঐ সময় আমি তার কাছে বসা ছিলাম– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় আরাফাত হতে মুয্‌দালিফায় গমনকালে কিরূপে যান? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি মধ্যম গতিতে ভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি যখন রাস্তা প্রশস্ত পান, তখন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হন। রাবী হিশাম বলেন, মধ্যম গতি হতে দ্রুততর গতিতে চলাকে 'নস' বলে।

١٩٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوْبُ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ٠س

১৯২২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল..... উসামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর উষ্ট্রের পশ্চাতে সাওয়ার ছিলাম (যখন তিনি আরাফাত হতে রওনা হন)। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাত হতে মুয্‌দালিফায় রওনা হন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٩٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ قُلْتُ لَهُ الصَّلٰوةُ فَقَالَ الصَّلَاوةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا •

১৯২৩। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। রাবী কুরায়ব তাঁর নিকট হতে শ্রবণ করেছেন যে, তিনি (উসামা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন শা'আব নামক স্থানে পৌছান, তখন তিনি তাঁর বাহন হতে অবতরণ করেন এবং পেশাব করেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, নামাযের সময় হল কি? জবাবে তিনি বলেন, তোমার নামাযের স্থান সম্মুখে। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন, আর মুয্দালিফায় গমনের পর সাওয়ারী হতে অবতরণ করেন এবং পূর্ণরূপে ওযূ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন। অতঃপর সমস্ত লোক তাদের উষ্ট্র স্ব-স্ব স্থানে বসানোর পর তিনি এশার নামায আদায় করেন। আর এ দুই নামাযের (মাগরিব ও এশা) মধ্যবর্তী সময়ে তিনি অন্য কোন নামায আদায় করেননি।

٦٣-بَابُ الصَّلٰوةِ بِجَمْعٍ

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুয্দালিফায়[১] নামায

١٩٢٤-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا •

১৯২৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্দালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন।

١٩٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ نَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكِيعٌ صَلَّى كُلَّ صَلٰوةٍ بِإِقَامَةٍ •

১৯২৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইমাম যুহ্রী (র) হতে হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন আবূ জি'ব্ ইমাম যুহ্রী (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতি নামাযের জন্য পৃথক ইকামত প্রদান করা হয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। রাবী আহ্মাদ ও ওকী' বলেন, তিনি উভয় নামায (একত্রে) একই ইকামতে আদায় করেন।

১. এ স্থানকে জাম'আ এ কারণে বলা হয় যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) বেহেশ্ত হতে অবতরণের পর পুনরায় এখানে মিলিত হন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٩٢٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الْمَعْنَى نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِاِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَّمَعْنَاهُ قَالَ بِاِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ لِّكُلِّ صَلٰوةٍ وَّلَمْ يُنَادِ فِى الْاُوْلٰى وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلٰى اِثْرِ وَّاحِدَةٍ مِّنْهُمَا قَالَ مَخْلَدٌ لَّمْ يُنَادِ فِىْ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا ٠

১৯২৬। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা..... হাম্মাদ (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উসমান বলেন, উভয় নামাযের জন্য তিনি একবার ইকামত প্রদানের নির্দেশ দেন। আর তিনি প্রথম নামাযের জন্য আযান দেওয়ার নির্দেশ দেননি। আর উক্ত নামাযদ্বয় আদায়ের পর কোন তাসবীহ্‌ও পাঠ করেননি। রাবী মুখাল্লাদ (র) বলেন, উক্ত নামাযদ্বয়ের (মাগরিব ও এশা) জন্য কোন আযান দেয়া হয়নি।

١٩٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَّالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ مَاهٰذِهِ الصَّلٰوةُ قَالَ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ بِاِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ ٠

১৯২৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমরের সাথে (মুয্‌দালিফায়) মাগরিবের নামায তিন রাক'আত এবং এশার নামায দু'রাক'আত আদায় করি। তখন মালিক ইব্‌ন হারিস (র) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এ কিরূপ নামায? জবাবে তিনি বলেন, আমি নামাযদ্বয়কে এ স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একই ইকামতের সাথে আদায় করেছি।

١٩٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا اِسْحٰقُ يَعْنِىْ ابْنَ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَّعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ فَذَكَرَ مَعْنَى ابْنِ كَثِيْرٍ ٠

১৯২৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক (র) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা ইব্‌ন উমার (রা)-এর সাথে মুয্‌দালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একই ইকামতে আদায় করেছি।

١٩٢٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا بَلَغْنَا جَمْعًا صَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَّاثْنَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ هٰكَذَا صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ ٠

১৯২৯। ইব্‌ন আল-'আলা..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করি। অতঃপর আমরা যখন জাম'আতে[১] (মুয্‌দালিফাতে) পৌঁছাই, তখন তিনি আমাদের সাথে মাগ্‌রিবের তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত নামায একই ইকামতে আদায় করেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তনের সময় ইব্‌ন উমার (রা) (আমাদিগকে) বলেন, এ স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাথে এরূপে নামায আদায় করেন।

---

১. এ স্থানকে জাম'আ এ কারণে বলা হয় যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) বেহেশ্‌ত হতে অবতরণের পর পুনরায় এখানে মিলিত হন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٩٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا وَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ.

১৯৩০। মুসাদ্দাদ..... সালামা ইব্ন কুহায়ল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) কে মুয্দালিফাতে অবস্থান করতে দেখি। অতঃপর তিনি মাগরিবের জন্য তিন রাক'আত এবং এশার জন্য দু'রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-কে এ স্থানে এরূপে (একই ইকামতে) নামায আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি (ইব্ন উমার) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এ স্থানে এরূপ করতে দেখেছি।

١٩٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ نَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عِلَاجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا.

১৯৩১। মুসাদ্দাদ..... আশ'আস ইব্ন সুলাইম (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-এর সাথে আরাফাত হতে মুয্দালিফাতে রওয়ানা হই। আর এ সময় তিনি তাক্বীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহ্লীল পাঠে মশ্গুল থাকাবস্থায় আমরা মুয্দালিফাতে পৌঁছাই। অতঃপর আযান ও ইকামত দেওয়া হয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি এক ব্যক্তিকে আযান ও ইকামত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে মাগরিবের তিন রাক'আত নামায আদায় করেন এবং পরে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, তোমরা নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে দুই রাক'আত এশার নামায আদায় করেন। পরে তিনি রাত্রির খাবার দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

রাবী আশ'আস ইব্ন সুলাইম বলেন, আমার কাছে 'ইলাজ ইব্ন আমর, আমার পিতা হতে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি ইব্ন উমার (রা) হতে এটি বর্ণনা প্রসংগে বলেন, একদা ইব্ন উমর (রা)-কে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে এরূপে নামায আদায় করেছি।

١٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ وَأَبَا عَوَانَةَ وَأَبَا مُعَاوِيَةَ حَدَّثُوهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا.

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৩২। মুসদ্দাদ..... ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কোন নামায এর জন্য নির্ধারিত সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি মুয্দালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। আর তিনি আগামী দিনের (কুরবানীর দিনের) ফজরের নামায এর সময় হওয়ার পূর্বে আদায় করেন।

١٩٣٣ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ وَوَقَفَ عَلٰى قُزَحَ فَقَالَ هٰذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِىْ رِحَالِكُمْ ٠

১৯৩৩। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুয্দালিফাতে উষার পর 'কুযাহ্'[১] নামক স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এটাই 'কুযাহ্' এবং এটাই অবস্থানের স্থান। আর মুয্দালিফার সব স্থানই মাওকিফ[২]। আর আমি এস্থানে ও মিনার সর্বত্র কুরবানী করেছি, যা কুরবানীর স্থান। আর তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুকে মিনায় কুরবানী করবে।

١٩٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَقَفْتُ هٰهُنَا بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا بِجَمْعٍ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِىْ رِحَالِكُمْ ٠

১৯৩৪। মুসাদ্দাদ ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আমি আরাফাতের এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর আরাফাতের সবই অবস্থান-স্থল। আর আমি মুয্দালিফার এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর এর সবই অবস্থান-স্থল। আর আমি মিনার এ স্থানে কুরবানী করেছি, কাজেই এর সবই কুরবানীর স্থান। আর তোমরা তোমাদের পশুকে এ স্থানে কুরবানী করবে।

١٩٣٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ ٠

১৯৩৫। আল-হাসান ইব্ন আলী..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আরাফাতের সবই অবস্থান-স্থল আর মিনার সবই কুরবাণীর স্থান এবং সমস্ত মুয্দালিফাই অবস্থান-স্থল আর মক্কার সমস্ত প্রশস্ত রাস্তাই চলাচলের রাস্তা ও কুরবানীর জায়গা।

١٩٣٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَايُفِيْضُوْنَ حَتّٰى يَرَوُا الشَّمْسَ عَلٰى ثَبِيْرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ٠

---

১. মুয্দালিফাতে ইমামের অবস্থানের স্থানকে 'কুযাহ্' বলা হয়।

২. অবস্থানের স্থান।

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৩৬। ইব্ন কাসীর..... আম্র ইব্ন মায়মূন (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেছেন যে, জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা সূর্যোদয়ের পূর্বে মুয্দালিফা হতে প্রত্যাবর্তন করত না, যতক্ষণ না সূর্য 'সাবীর' পর্বতের উপর দেখা যেত। অতঃপর নবী করীম ﷺ উহার বিপরীত করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুয্দালিফা হতে প্রত্যাবর্তন করেন।

٦٤ – بَابُ التَّعْجِيْلِ مِنْ جَمْعٍ

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ (ভীড়ের কারণে) মুয্দালিফা হতে জলদি প্রত্যাবর্তন করা

١٩٣٧ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِىْ ضَعَفَةِ اَهْلِهِ ٠

১৯৩৭। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলতে শোনেন। তিনি বলেন, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, যারা মুয্দালিফার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পূর্বে (অত্যধিক ভিড়ের কারণে) গমন করেছিল, আর অন্যরা ছিলেন তাঁর পরিবারের দুর্বল শ্রেণী, (অর্থাৎ স্ত্রী ও শিশুরা)।

١٩٣٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيٰنُ نَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ اُغَيْلِمَةَ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلٰى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ اَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ اُبَيْنِىَّ لَاتَرْمُوْا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ اللَّطْحُ الضَّرْبُ اللَّيِّنُ ٠

১৯৩৮। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বনী আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা মুয্দালিফার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পূর্বে গাধার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক গমন করি। এই সময় তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমাদের রানের উপর মৃদু আঘাত করে বলেন, হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমরা কংকর নিক্ষেপ করবে না। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, 'লাতহা' শব্দের অর্থ হল– মৃদু করাঘাত।

١٩٣٩ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ نَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ اَهْلِهِ بِغَلَسٍ وَّيَاْمُرُهُمْ يَعْنِىْ لَايَرْمُوْنَ الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ٠

১৯৩৯। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিবারের দুর্বল শ্রেণীকে (নারী ও শিশু) অন্ধকার থাকতে (মুয্দালিফা হতে) পাঠিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিতেন যে, তাঁরা যেন (মিনায় পৌঁছে) সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ না করে।

١٩٤٠ – حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِىْ ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ بِاُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَاَفَاضَتْ وَكَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِىْ يَكُوْنُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَعْنِىْ عِنْدَهَا ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৪০। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উম্মে সালামাকে কুরবানীর দিনে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করেন এবং পরে বায়তুল্লাহ্য় উপস্থিত হয়ে অতিরিক্ত তাওয়াফ করেন। আর সেই দিনটি ছিল এমন দিন, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্ধারিত দিন ছিল, তাঁর সাথে অবস্থান করার।

١٩٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ اَخْبَرَنِىْ مُخْبِرٌ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ قُلْتُ اِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ قَالَتْ اِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১৯৪১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লাদ..... আস্‌মা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করি। তিনি আরো বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগেও এরূপ করতাম।

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَرْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ فَاَوْضَعَ فِىْ وَادِىْ مُحَسِّرٍ.

১৯৪২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্‌দালিফা হতে শান্তির সাথে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে (সাথীদেরকে) ছোট প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন এবং ওয়াদী মাহাস্‌সির[১] দ্রুত অতিক্রম করতে বলেন।

٦٥ - بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহান হজ্জের দিন

١٩٤٣ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا الْوَلِيْدُ نَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ الْغَازِ نَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ حَجَّ فَقَالَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ.

১৯৪৩। মুআম্মাল ইব্‌ন আল ফয্‌ল..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় নহরের দিন[২] তিনটি কংকর নিক্ষেপের স্থানে অবস্থান করেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এটি কোন দিন? তখন জবাবে তারা (সাহাবীগণ) বলেন, এটি নহরের দিন। তখন তিনি বলেন, এটি হাজ্জুল আকবারের (বড় হজ্জের) দিন।

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ اَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْبَكْرٍ فِىْ مَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى اَنْ لاَّ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَّلاَيَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَّيَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الْاَكْبَرُ الْحَجُّ.

---

১. সেই প্রান্তর যেখানে আব্‌রাহার হস্তিবাহিনী ধ্বংস হয়।
২. ১০ যিলহাজ্জকে ইয়াওমুন্নাহার বা কুরবানীর দিন বলা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৪৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারিস..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা) আমাকে এরূপ ঘোষণা দেওয়ার জন্য নহরের দিন মিনায় প্রেরণ করেন যে, এ বছরের পর হতে কোন মুশরিক যেন (এ ঘরের) হজ্জ না করে। আর কেউ যেন আল্লাহ্‌র ঘর উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ না করে। আর হাজ্জুল আকবারের দিন হল নহরের দিন। আর হাজ্জুল আকবর হল হজ্জ।

٦٦. بَابُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ হারাম বা সম্মানিত মাসসমূহ

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمٰعِيلُ نَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا مِّنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُّتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ ٠

১৯৪৫। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন আবূ বাক্‌রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নহরের দিন খুত্‌বা প্রদানকালে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার যমীন ও আসমান সৃষ্টির সময় হতে সময় চক্রাকারে ঘুরছে। আর বছর হল বার মাসে। তন্মধ্যে চারটি হারামের মাস[১]। এগুলোর মধ্যে তিনটি পর্যায়ক্রমে এসেছে, যেমন– যিল-কা'আদা, যিল-হাজ্জা ও মুহার্‌রাম, আর চতুর্থ মাসটি হল রজব। আর এটা জুমাদাস সানী ও শা'বানের মধ্যবর্তীতে।

١٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمَّاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ ٠

১৯৪৬। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... আবূ বাকরা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٧- بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সুযোগ পায়নি

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيْلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَاسٌ أَوْ نَفَرٌ مِّنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلًا فَنَادٰى رَسُولَ اللهِ ﷺ

১. সম্মানিত মাস, পবিত্র মাস।

http://IslamiBoi.wordpress.com

كَيْفَ الْحَجُّ فَأَمَرَ رَجُلاً فَنَادَى الْحَجُّ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلاً خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِىْ بِذٰلِكَ قَالَ أَبُوْ دَاؤُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مِهْرَانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْحَجُّ الْحَجُّ مَرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْحَجُّ مَرَّةً •

১৯৪৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মার আদ-দীলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন সময় নবী করীম ﷺ -এর কাছে গমন করি, যখন তিনি আরাফাতে ছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে একজন লোক বা (রাবীর সন্দেহ) নজদের কিছু লোক আগমন করে। তখন তারা তাদের একজনকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। তখন সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করে, হজ্জ কিরূপ? তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে এতদসম্পর্কে ঘোষণা দিতে বললে, সে বলে, হজ্জ হল, আরাফাতে অবস্থান করা। যে ব্যক্তি (আরাফাতে) মুয্‌দালিফার রাত্রিতে ফজরের নামাযের পূর্বে আসে, সে তার হজ্জ পূর্ণ করে। মিনাতে অবস্থানের দিন হল তিনটি।[১] আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিনে (সব কাজ শেষে) জল্‌দি প্রত্যাবর্তন করে, তার কোন গুনাহ্ নেই। আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করে, তার উপরও কোন গুনাহ্ নেই। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি প্রথমে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যে এ খবর সকলকে জানিয়ে দেয়। ইমাম আবূ দাউদ (র) সুফ্‌ইয়ান (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্‌-হাজ্জ, আল্‌-হাজ্জ শব্দটি দু'বার উচ্চারণ করেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ সুফ্‌ইয়ান (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাজ্জ শব্দটি একবার উচ্চারণ করেন।

١٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمٰعِيْلَ نَا عَامِرٌ أَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِىُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالْمَوْقِفِ يَعْنِىْ بِجَمْعٍ قُلْتُ جِئْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ جَبَلَىْ طَيِّءٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِىْ وَأَتْعَبْتُ نَفْسِىْ وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِّىْ مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ وَأَتٰى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ •

১৯৪৮। মুসাদ্দাদ ..... উরওয়া ইব্‌ন মুদার্‌রিস্ আত্-তায়ী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয্‌দালিফাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গমন করি। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তায়ে অবস্থিত দু'টি পর্বতের নিকট হতে এসেছি। আমার সাওয়ারী ক্লান্ত হয়ে পড়ছে এবং নিজেও শ্রান্ত হয়েছি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এমন কোন পর্বত ছাড়িনি যেখানে আমি অবস্থান করিনি। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ সম্পন্ন হয়েছে কি? তখন জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে সকালের (ফজরের) এ নামায প্রাপ্ত হয় এবং পূর্বে আরাফাতে আসে দিনে বা রাতে, সে ব্যক্তি তার হজ্জ পূর্ণ করল এবং সমস্ত করণীয় কাজ সম্পন্ন করল।

---

১. ১১, ১২ ও ১৩ই যিল-হজ্জ এই তিন দিন মিনাতে অবস্থানের সময়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٦٨- بَابُ النُّزُوْلِ بِمِنًى

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় অবতরণ

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ بِمِنًى وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ لِيَنْزِلِ الْمُهَاجِرُوْنَ هٰهُنَا وَأَشَارَ إِلٰى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ وَالْأَنْصَارُ هٰهُنَا وَأَشَارَ إِلٰى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ ‏.

১৯৪৯। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আবদুর রহমান ইব্ন মু'আয (র) নবী করীম ﷺ-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মিনাতে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন এবং তাদের জন্য স্থান নির্ধারিত করে দেন। অতঃপর তিনি বলেন, মুহাজিরগণ এ স্থানে অবস্থান করবে, এই বলে তিনি কিব্লার ডান দিকে ইশারা করেন এবং আনসাররা এ স্থানে বলে তিনি কিব্লার বাম দিকে ইশারা করেন। অতঃপর অন্যান্য লোক এদের চতুর্দিকে অবস্থান করবে।

٦٩- بَابُ أَيِّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ মিনাতে কোন্ দিন খুত্বা দিতে হবে

١٩٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالَا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى ‏.

১৯৫০। মুহাম্মাদ ইব্ন আল 'আলা ..... ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি বনী বাকরের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আয়্যামে তাশ্রীকের[১] মধ্যম দিনে (অর্থাৎ ১২ই যিল হজ্জ) খুত্বা প্রদান করতে দেখেছি। আর এ সময় আমরা তাঁর সাওয়ারীর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আর তা ছিল সেই খুত্বা যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনাতে পেশ করেন।

١٩٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُوْ عَاصِمٍ نَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُصَيْنٍ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي سَرَّاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الرُّؤُسِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ أَنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ‏.

---

১. ১১, ১২ ও ১৩ যিল হজ্জকে আ্যায়ামে তাশ্রীক বলা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৫১। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ------ সাররা বিন্ত নায়হান (রহ) হতে বর্ণিত। আর জাহেলিয়াতের যুগে তিনি বুত্খানার (মূর্তিঘর) মালিক ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদিগকে যিল হজ্জের ১২ তারিখে খুত্বা প্রদান করেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এটি কোন দিন? জবাবে আমরা বলি, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বলেন, এটা কি আয়্যামে তাশ্রীকের মধ্যম দিন নয়?

٧٠- بَابُ مَنْ قَالَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন, কুরবানীর দিন খুত্বা প্রদান করেছেন

١٩٥١ - حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِى الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلٰى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى ‏•

১৯৫২। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ..... হারমাস ইব্ন যিয়াদ আল্ বাহিলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে মিনাতে কুরবানীর দিন তাঁর কর্তিত কর্ণবিশিষ্ট উষ্ট্রের ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় খুতবা প্রদান করতে দেখেছি।

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا الْوَلِيْدُ نَا ابْنُ جَابِرٍ نَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلَاعِيُّ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ ‏•

১৯৫৩। মুআম্মাল ..... আবূ উমামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়াওমুন্নাহ্রে, মিনাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে খুত্বা দিতে শুনেছি।

٧١- بَابُ اَيِّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন কখন খুত্বা দিবে

١٩٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الدِّمَشْقِيُّ نَا مَرْوَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنِى رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو الْمُزَنِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضُّحٰى عَلٰى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَّقَاعِدٍ ‏•

১৯৫৪। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন আবদুর রহীম ..... রাফে' ইব্ন আমর আল্ মাযানী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মিনাতে লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্বা প্রদান করতে দেখেছি; দ্বি-প্রহরের নিকটবর্তী সময়ে তাঁর সাদা বেশি কালো কম মিশ্রিত রং-এর খচ্চরের উপর উপবিষ্ট হয়ে। আর এ সময় আলী (রা) তাঁর ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। তখন লোকদের কিছু দণ্ডায়মান এবং কিছু বসা অবস্থায় ছিল।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٧٢- بَابُ مَا يَذْكُرُ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ মিনার খুত্‌বাতে ইমাম কী বলবে

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ بِحَصَى الْخَذْفِ ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا مُقَدَّمَ الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذٰلِكَ ۔

১৯৫৫। মুসাদ্দাদ ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন মু'আয আত তায়মী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনাতে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা প্রদান করেন। এ সময় আমাদের শ্রবণ শক্তি প্রখর হয় এবং তাঁর বক্তব্য আমরা (স্পষ্টরূপে) শুনতে পাই। এ সময় আমরা আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম। অতঃপর তিনি তাদেরকে হজ্জের আহ্‌কাম সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত পৌঁছান। তিনি তাঁর দু'হাতের শাহাদাত ও বৃদ্ধ অংগুলিকে স্বীয় দু'কান পর্যন্ত উঠান, অতঃপর কংকর নিক্ষেপের নিয়ম প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি মুহাজিরদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে গমন করতে বললে তারা মসজিদের সম্মুখভাগে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং আনসারদেরকে তাদের অবস্থান গ্রহণ করতে বলায় তারা মসজিদের পশ্চাতে আসন গ্রহণ করেন। এদের পর অন্য লোকেরা স্ব-স্ব অবস্থান গ্রহণ করে।

٧٣- بَابُ يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ মিনাতে অবস্থানকালে মক্কায় রাত্রি যাপন

١٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي حَرِيزٌ أَوْ أَبُو حَرِيزٍ الشَّكُّ مِنْ يَحْيَى أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ فَرُّوخَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ ۔

১৯৫৬। আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লাদ আল বাহিলী ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ইব্‌ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমরা লোকদের মালামাল ক্রয় করি এবং সেগুলো সংরক্ষণের জন্য আমাদের কেউ মক্কাতে রাত্রি যাপন করে (এমতাবস্থায় কী করণীয়)। তখন জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনাতে রাত্রি যাপন করতেন (মক্কায় নয়), কাজেই এটাই করণীয়।

١٩٥٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৫৭। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট মিনায় অবস্থানের রাত্রিতে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মক্কায় রাত্রিযাপনের জন্য অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।

٧٤- بَابُ الصَّلٰوةِ بِمِنًى

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মিনাতে নামায (কসর করা এবং না করা)

١٩٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ اَبَا مُعَاوِيَةَ وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَاهُمْ وَحَدِيثُ اَبِى مُعَاوِيَةَ اَتَمُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى اَرْبَعًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِى بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ زَادَ عَنْ حَفْصٍ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِّنْ اِمَارَتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا زَادَ مِنْ هٰهُنَا عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ اَنَّ لِى مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ قَالَ الْاَعْمَشُ وَحَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ اَشْيَاخِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ صَلَّى اَرْبَعًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ عِبْتَ عَلٰى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ اَرْبَعًا قَالَ الْخِلَافُ شَرٌّ ٠

১৯৫৮। মুসাদ্দাদ ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনাতে (কসর না করে) চার রাক'আত নামায আদায় করেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি (এ স্থানে) নবী করীম ﷺ -এর সাথে দু'রাক'আত, আবূ বাকর (রা)-এর সাথে দু'রাক'আত, উমার (রা)-এর সাথে দু'রাক'আত এবং উসমান (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে দু' রাক'আত নামায আদায় করি। অতঃপর তিনি তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে চার রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর রাবী মুসাদ্দাদ আবূ মু'আবিয়া (র) হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পরে এ নিয়মের (দু' বা চার রাক'আত আদায়ের) ব্যাপারে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাবী বলেন, আমি দু'রাক'আতের পরিবর্তে চার রাক'আত আদায় করতে ভালবাসি। রাবী আ'মাশ, মু'আবিয়া ইব্‌ন কুর্‌রা হতে, তিনি তাঁর শায়খ হতে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ চার রাক'আত আদায় করতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তাঁকে বলা হয় ঃ উসমানের অনুরূপ চার রাক'আত আদায় করুন। অতঃপর আমি চার রাক'আত (নামায) আদায় করি। তবে তিনি বলেন, ইমামের বিরোধিতা করা ঠিক নয়।

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عُثْمَانَ اِنَّمَا صَلّٰى بِمِنًى اَرْبَعًا لِاَنَّهُ اَجْمَعَ عَلَى الْاِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ ٠

১৯৫৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল 'আলা ..... ইমাম যুহ্‌রী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনাতে অবস্থানকালে চার রাক'আত নামায আদায় করেন। আর তা এজন্য যে, তিনি হজ্জের পর মক্কায় অবস্থানের জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا ٠

১৯৬০। হান্নাদ ..... ইব্রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় উসমান (রা) চার রাক'আত নামায (মিনাতে) আদায় করেন। কেননা তিনি এটাকে স্বীয় জন্মস্থান হিসাবে পরিগণিত করেন।

١٩٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى أَرْبَعًا قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ ٠

১৯৬১। মুহাম্মাদ ইব্ন আল-'আলা ..... ইমাম যুহ্রী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যখন তায়েফবাসীদের নিকট হতে মালসম্পদ গ্রহণ করেন এবং সেখানে অবস্থানের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি চার রাক'আত নামায আদায় করেন। রাবী যুহ্রী বলেন, পরবর্তীকালে লোকেরা এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে।

١٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتَمَّ الصَّلٰوةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا يَوْمَئِذٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلٰوةَ أَرْبَعٌ ٠

১৯৬২। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... ইমাম যুহ্রী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) সে বছর আরবদের অধিক উপস্থিতির কারণে মিনাতে লোকদের সাথে চার রাক'আত নামায আদায় করেন এ উদ্দেশ্যে যে, যাতে তারা জানতে পারে যে, আসলে নামায চার রাক'আত।

٧٥- بَابُ الْقَصْرِ لِأَهْلِ مَكَّةَ

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কাবাসীদের জন্য কসর বা নামায সংক্ষেপ করা

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو إِسْحٰقَ حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ وَكَانَتْ أُمُّهُ تَحْتَ عُمَرَ فَوَلَدَتْ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ٠

১৯৬৩। আন্ নুফায়লী ..... হারিসা ইব্ন ওয়াহ্ব আল্ খুযা'ঈ (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর মাতা ছিলেন উমারের স্ত্রী, তার গর্ভে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি মিনাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে নামায আদায় করি। আর বিদায় হজ্জের সময় অধিকাংশ লোক আমাদের সাথে (এই স্থানে) দু'রাক'আত নামায আদায় করে (এমনকি মক্কাবাসীরাও)।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٧٦- بَابٌ فِى رَمْىِ الْجِمَارِ

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ কংকর নিক্ষেপ

١٩٦٤ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَّزِيْدَ ابْنِ اَبِى زِيَادٍ اَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّهٖ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِى الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَّرَجُلٌ مِّنْ خَلْفِهٖ يَسْتُرُهُ فَسَاَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالُوْا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ لَايَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ٠

১৯৬৪। ইব্রাহীম ইব্ন মাহ্দী ..... সুলায়মান ইব্ন ‘আমর ইব্ন আল আহ্ওয়াস তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বাত্নে-ওয়াদী হতে কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর সাওয়ারীর উপর ছিলেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাক্বীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) দিচ্ছিলেন আর তাঁর পশ্চাতে এক ব্যক্তি তাঁকে আড়াল করেছেন। তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তাঁরা বলেন, ইনি ফযল ইব্ন আব্বাস (রা)। কংকর নিক্ষেপের সময় লোকদের সমাগম অধিক হয়। এতদ্দর্শনে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, হে জনগণ! তোমরা (বড়) কংকর নিক্ষেপ করে একে অপরকে হত্যা করো না। আর তোমরা যখন কংকর নিক্ষেপ করবে, তখন অবশ্যই ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করবে।

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا اَبُوْ ثَوْرٍ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ وَّ وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَا نَا عُبَيْدَةُ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّهٖ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا وَّ رَاَيْتُ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ حَجَرًا فَرَمَى وَرَمَى النَّاسُ ٠

১৯৬৫। আবূ সাওর ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ সূত্রে মিলিত সনদে ..... সুলায়মান ইব্ন ‘আমর ইব্ন আল্-আহ্ওয়াস তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জুমরায়ে আকাবাতে বাহনের উপর সাওয়ার অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এ সময় আমি তাঁর অংগুলির ফাঁকে কংকর দেখেছি যা তিনি নিক্ষেপ করছিলেন এবং লোকেরাও নিক্ষেপ করছিল।

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ نَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِى زِيَادٍ بِاِسْنَادِهٖ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَهَا ٠

১৯৬৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আল-‘আলা সূত্রে বর্ণিত। ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী ইব্ন ইদ্রীস অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আর তিনি তার নিকট অবস্থান করেননি, (বরং কংকর নিক্ষেপ শেষে প্রত্যাবর্তন করেন)।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الْاَيَّامِ الثَّلٰثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَّرَاجِعًا وَّيُخْبِرُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ٠

১৯৬৭। আল্ কা'নাবী ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি কংকর নিক্ষেপের জন্য কুরবানীর পরে এগার, বারো বা তেরো যিলহজ্জ তারিখে পদব্রজে আসতেন এবং কংকর নিক্ষেপের পর প্রত্যাবর্তন করতেন। অতঃপর তিনি খবর দেন যে, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন।

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْمِيْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى فَاَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ٠

১৯৬৮। ইব্‌ন হাম্বল ..... আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ১০ যিল-হজ্জ তারিখে দ্বি-প্রহরের সময় তাঁর বাহনের উপর সাওয়ার অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। আর ১০ যিলহজ্জের পরে তিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পরার পর তা নিক্ষেপ করতেন।

١٩٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَبْرَةَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتٰى اَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ اِذَا رَمٰى اِمَامُكَ فَارْمِ فَاَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْاَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا ٠

১৯৬৯। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ..... ওব্‌রা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে (১০ যিল-হজ্জের পর) কংকর নিক্ষেপ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেন, যখন তোমার ইমাম কংকর নিক্ষেপ করবে, তুমিও তা নিক্ষেপ করবে এবং তাঁকে (বিরোধিতা না করে) অনুসরণ করবে। অতঃপর তিনি (ইব্‌ন উমার) বলেন, আমরা কংকর নিক্ষেপের জন্য সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার অপেক্ষায় থাকতাম। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর আমরা কংকর নিক্ষেপ করতাম।

١٩٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنٰى قَالَا نَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهٖ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَّيَقِفُ عِنْدَ الْاُوْلٰى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيْلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ٠

১৯৭০। আলী ইব্‌ন বাহ্‌র ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় যুহরের নামায আদায়ের পর দিনের অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অতিরিক্ত তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে গমন করেন এবং সেখানে তাশরীকের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। আর তিনি সূর্য

http://IslamiBoi.wordpress.com

পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর কংকর নিক্ষেপ করেন। নবী করীম ﷺ প্রতি জুম্‌রাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) দেন। আর তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় জুমরাতে কংকর নিক্ষেপের পর দীর্ঘক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন এবং কান্নাকাটি করে দু'আ করেন। অতঃপর তৃতীয় জুম্‌রা (জুম্‌রাতুল-আকাবা) সম্পন্ন করে তিনি সেখানে অবস্থান না করে ফিরে আসেন।

١٩٧١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا انْتَهٰى اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهٖ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهٖ وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ هٰكَذَا رَمَى الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ․

১৯৭১। হাফ্‌স ইব্‌ন আমর ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (ইব্‌ন মাসউদ) যখন জুম্‌রাতুল কুব্‌রা (জুম্‌রাতুল-আকাবা) শেষ করতেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌কে তাঁর বামদিকে এবং মিনাকে তাঁর ডান দিকে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, যার উপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তিনি এরূপে কংকর নিক্ষেপ করতেন।

١٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْاِبِلِ فِى الْبَيْتُوْتَةِ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُوْنَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ بِيَوْمَيْنِ وَيَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ ․

১৯৭২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা আল-কা'নাবী ও ইব্‌ন সার্‌হ ..... আবূ বাদ্দাহ্ ইব্‌ন আসিম (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উষ্ট্র পালকদের জন্য মিনাতে কংকর নিক্ষেপের ব্যাপারটি রুখ্‌সাত[১] হিসাবে ধার্য করেন। আর তারা কেবল জুম্‌রাতুল-আকাবা সম্পন্ন করতো। অতঃপর পরের দিন (১১ যিল-হজ্জ) তারা কংকর নিক্ষেপ করতো এবং তারপর দু'দিনে (১২ ও ১৩ যিল-হজ্জে) তারা সর্বশেষ কংকর নিক্ষেপ করতো।

١٩٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَىْ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ اَنْ يَّرْمُوْا يَوْمًا وَّيَدَعُوْا يَوْمًا ․

১৯৭৩। মুসাদ্দাদ ..... আবূ বাদ্দাহ্ ইব্‌ন আদী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ উষ্ট্র পালকদের জন্য একদিন (১০ যিল-হজ্জে) কংকর নিক্ষেপ করাকে 'রুখ্‌সাত' হিসাবে সাব্যস্ত করেন এবং ১১ যিল-হজ্জে তা নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন, (বরং এর পরবর্তী দু'দিন, ১২ ও ১৩ তারিখে তা সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেন)।

١٩٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ يَقُوْلُ سَاَلْتُ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا اَدْرِىْ اَرَمَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسِتٍّ اَوْ بِسَبْعٍ ․

১. যা অবশ্য করণীয় নয় এরূপ।

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৭৪। আবদুর রহমান ..... কাতাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মাজ্‌লাযকে বলতে শুনেছি যে, একদা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে কয়টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করি। তখন জবাবে তিনি বলেন, আমার সঠিক জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছয়টি কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন, না সাতটি।

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا الْحَجَّاجُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَمَى اَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ اَلْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ۔

১৯৭৫। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ জুম্‌রাতুল-আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ সম্পন্ন করে, তখন তার জন্য স্ত্রীসহবাস ব্যতীত আর সবই হালাল হয়ে যায়।

٧٧- بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ মস্তক মুণ্ডন ও চুল ছোট করা

١٩٧٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ ۔

১৯৭৬। আল-কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন যে, ইয়া আল্লাহ্! আপনি মস্তক মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করুন। তখন সাহাবীরা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যারা চুল ছোট করে কাটবে তাদের কী হবে? তখন তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ্ আপনি মস্তক মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করুন! তখন তারা (সাহাবীগণ) পুনরায় বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যারা চুল ছোট করে কাটে তাদের জন্য কী? তখন তিনি পূর্বের ন্যায় জবাব প্রদান করেন। অর্থাৎ মাথার চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও রহম করুন।

١٩٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا يَعْقُوْبُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَلَّقَ رَأْسَهُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ۔

১৯৭৭। কুতায়বা ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় স্বীয় মস্তক মোবারক মুণ্ডন করেন।

١٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلاَّقِ فَأَخَذَ

http://IslamiBoi.wordpress.com

بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَّلِيْهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ثُمَّ اَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْسَرِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا اَبُوْ طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ اِلٰى اَبِىْ طَلْحَةَ ٠

১৯৭৮। মুহাম্মাদ ইব্ন আল 'আলা ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ১০ যিলহজ্জ জুম্রাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি কুরবানী করতে চান এবং কুরবানী করেন। পরে তিনি তাঁর মস্তক মুণ্ডনকারীকে আহ্বান করেন, যিনি তাঁর মাথার ডানপার্শ্বের চুল মুণ্ডন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ চুল একটি বা দুটি করে বণ্টন করে দেন। অতঃপর মুণ্ডনকারী তাঁর বামপার্শ্বের মস্তক মুণ্ডন করে দেয়। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এখানে কি আবূ তাল্হা (উপস্থিত) আছে? অতঃপর তিনি তা আবূ তাল্হাকে প্রদান করেন।

١٩٧٩ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُسْئَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُوْلُ لَاحَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ اِنِّىْ اَمْسَيْتُ وَلَمْ اَرْمِ قَالَ اَرْمِ وَلَاحَرَجَ ٠

১৯৭৯। নাস্র ইব্ন আলী ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে অবস্থানকালে নবী করীম ﷺ কে (হজ্জের করণীয় বিষয় আগে-পরে করা সম্পর্কে) কিছু প্রশ্ন করা হয়। তখন জবাবে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, আমি কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করেছি। জবাবে তিনি বলেন, তুমি কুরবানী (এখন) কর। এতে কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি বলেন, (সূর্যাস্তের পূর্বে) আমি কংকর নিক্ষেপ করতে ভুলে গিয়েছি এবং আমি (এখনও) কংকর নিক্ষেপ করিনি। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, তুমি (এখন) কংকর নিক্ষেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

١٩٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِىُّ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ بَلَغَنِىْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمُّ عُثْمَانَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ اِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ ٠

১৯৮০। মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসান ..... ইব্ন জুরায়জ (র) বলেছেন, আমি সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা ইব্ন উসমান হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমাকে উম্মে উসমান খবর দিয়েছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন স্ত্রীলোকদের জন্য মস্তক মুণ্ডনের প্রয়োজন নেই, বরং (এক আঙুল পরিমাণ চুল) কর্তন করবে।

١٩٨١ – حَدَّثَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ الْبَغْدَادِىُّ ثِقَةٌ نَاهِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ اِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৮১। আবূ ইয়া'কূব ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, স্ত্রীলোকদের জন্য মস্তক মুণ্ডনের দরকার নেই, বরং তারা (এক আঙুল পরিমাণ চুল) কর্তন করবে।

٧٨. بَابُ الْعُمْرَةِ

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ উমরা

١٩٨٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .

১৯৮২। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জের পূর্বে উমরা আদায় করেন।

١٩٨٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ نَا ابْنُ أَبِي جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلاَّ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا عَفَا الْوَبَرُ وَبَرَأَ الدَّبَرُ وَدَخَلَ صَفَرٌ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ .

১৯৮৩। হান্নাদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-কে যিলহজ্জ মাসে উম্রা সম্পন্ন করে তা দিয়ে শির্ক যুগের কাজের বিরোধিতা করেন। কেননা কুরায়শের এ গোত্র এবং তাদের ধর্মের অনুসারীরা এরূপ বলত, যখন উটের পিঠের পশম লম্বা হয় এবং তার পৃষ্ঠে ক্ষত হয়, আর সফর মাস আগমন করে, এ সময় যে ব্যক্তি উম্রা সম্পন্ন করে, তা হালাল (বৈধ) হয়। আর তারা যিল্হজ্জ ও মুহার্‌রাম মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত উমরা সম্পন্ন করাকে হারাম সাব্যস্ত করতো।

١٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ كَانَ أَبُو مَعْقِلٍ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَتْ أُمُّ مَعْقِلٍ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلَيَّ حَجَّةً فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى دَخَلاَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةً .

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৮৪। আবূ কামিল ..... উম্মে মা'কাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ মা'কাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে হজ্জ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি হজ্জ শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে উম্মে মা'কাল বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আমার উপরও হজ্জ ফরয। অতঃপর তারা উভয়ে পদব্রজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নিশ্চয় আমার জন্য হজ্জ ফরয, আর আমার পিতা মা'কালের রয়েছে একটি যুবক উট। এতদ্‌শ্রবণে আবূ মা'কাল বলেন, তুমি সত্য বলেছ, কিন্তু আমি এর দ্বারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। (কাজেই কিরূপে এটা তোমাকে প্রদান করব) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এটা তাকে প্রদান কর, যাতে সে উহার পৃষ্ঠে সাওয়ার হয়ে হজ্জ করতে পারে। তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এমন একজন মহিলা যার বয়স অনেক বেশি এবং রোগাক্রান্ত। কাজেই এমন কোন 'আমল আছে কি যা আমার হজ্জের বিনিময় হতে পারে? তখন জবাবে তিবি বলেন, রমযান মাসের উম্‌রা হজ্জের অনুরূপ হতে পারে।

١٩٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلِ بْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ الأَسَدِيِّ أَسَدِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَمَّا إِذَا فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ فَكَانَتْ تَقُولُ الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدْ قَالَ هَذَا لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَدْرِي أَلِي خَاصَّةً •

১৯৮৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আওফ আত্‌তায়ী ..... উম্মে মা'কাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করেন, এই সময় আমাদের একটি উট ছিল, যদ্বারা আবূ মা'কাল জিহাদে গমন করতো। এ সময় আমরা রোগগ্রস্ত হই, আবূ মা'কাল মৃত্যুবরণ করে এবং নবী করীম ﷺ বের হন। তিনি তার হজ্জ সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তন করার পর, আমি তাঁর নিকট গমন করলে তিনি বলেন, হে উম্মে মা'কাল! আমাদের সাথে বের হতে কিসে তোমাকে বাধা প্রদান করেছিল? তখন সে বলে, আমরাও হজ্জের নিয়্যাত করেছিলাম। কিন্তু এ সময় আবূ মা'কাল মৃত্যুবরণ করে। এ সময় আমাদের একটি উট ছিল, যদ্বারা আমরা হজ্জ সম্পন্ন করতাম। কিন্তু আবূ মা'কাল আমাকে সেটা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দেয়ার জন্য ওসীয়াত করেন। এতদ্‌শ্রবণে তিনি বলেন, যদি তুমি এটাকে নিয়ে বের হতে, তবে ভাল হতো; কেননা হজ্জে গমনও আল্লাহ্‌র রাস্তায় গমন সদৃশ। কাজেই আমাদের সাথে এ বছর যখন তুমি হজ্জ করতে পারনি, তখন তুমি রামাযান মাসে উম্‌রা সম্পন্ন করবে, কেননা এটা হজ্জেরই মত। তখন তিনি বলেন, হজ্জ তো হজ্জ, আর উম্‌রা তো উম্‌রা-ই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এরূপ বলেন। আর আমি অবগত নই যে, এটা কি আমার জন্য খাস, নাকি গোটা উম্মতের জন্যও এরূপ নির্দেশ?

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَجَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا أَحْجِجْنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ قَالَتْ أَحْجِجْنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ قَالَ ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ قَالَتْ أَحْجِجْنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَحْجِجْنِي جَمَلِكَ فُلَانٍ فَقُلْتُ ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِقْرَأْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتَهُ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي يَعْنِي عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ ٠

১৯৮৬। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের (বিদায়-হজ্জ) ইচ্ছা পোষণ করলে, জনৈক মহিলা (উম্মে মা'কাল) তার স্বামীকে বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। তখন জবাবে তিনি (স্বামী) বলেন, আমার নিকট এমন কোন উট নেই, যদ্বারা আমি তোমার হজ্জে গমনের ব্যবস্থা করতে পারি। তখন সেই স্ত্রীলোক বলেন, আমাকে আপনার অমুক উটের দ্বারা হজ্জে প্রেরণের ব্যবস্থা করুন। জবাবে তিনি (স্বামী) বলেন, এটা (উক্ত উট) তো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের জন্য আবদ্ধ। তখন উক্ত ব্যক্তি (স্বামী) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমার স্ত্রী আপনাকে সালাম বলেছেন। আর তিনি আমার নিকট আপনার সাথে হজ্জে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছেন এবং বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জে গমনের ব্যবস্থা করে দিন। তখন আমি তাকে বলেছি, আমার নিকট এমন কিছুই নেই, যদ্বারা আমি তোমাকে হজ্জে পাঠাতে পারি। তখন সে বলেছে, আমাকে আপনার অমুক উষ্ট্রযোগে হজ্জে প্রেরণ করুন। তখন আমি তাকে বলি, এ উটতো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের জন্য আবদ্ধ অর্থাৎ নির্ধারিত। এতদ্‌শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার পক্ষ হতে তাকে সালাম দেবে এবং বলবে, রামাযানের মধ্যে উমরা পালন আমার সাথে হজ্জের (সাওয়াবের) সমতুল্য হবে।

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ ٠

১৯৮৭। আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি উমরা সম্পন্ন করেন, একটি উমরা যিলক্বাদ মাসে এবং অন্যটি শাওয়াল মাসে।

١٩٨٨ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৮৮। আন্ নুফায়লী ..... মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইব্‌ন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতবার উমরা সম্পন্ন করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, দু'বার। তখন আয়েশা (রা) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) জানত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সাথে উমরা সম্পন্ন করা ব্যতীতও তিনবার উমরা করেন।

١٩٨٩ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالثَّانِيَةَ حِيْنَ تَوَاطَؤُا عَلٰى عُمْرَةٍ مِّنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِىْ قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ ٠

১৯৮৯। আন্ নুফায়লী ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জীবনে চারবার উমরা সম্পন্ন করেন। প্রথমত হুদায়বিয়ার (সন্ধির সময়ের) উমরা; দ্বিতীয়ত কুরায়শদের সাথে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী পরবর্তী বছরের উমরা; তৃতীয়ত মক্কা বিজয়ের সময়ে সম্পন্নকৃত উমরা এবং চতুর্থত বিদায় হজ্জের সময় হজ্জে কিরানের সাথে সম্পন্নকৃত উমরা।

١٩٩٠ - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلاَّ الَّتِىْ مَعَ حَجَّتِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَتْقَنْتُ مِنْ هٰهُنَا مِنْ هُدْبَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ اَبِى الْوَلِيْدِ وَلَمْ اَضْبِطْهُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ اَوْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ عُمْرَةً مِّنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَّعَ حَجَّتِهِ ٠

১৯৯০। আবুল ওয়ালীদ আত্ তায়ালিসী ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারবার উমরা আদায় করেন, তম্মধ্যে একটি ব্যতীত, যা হজ্জের সাথে যিলহজ্জ মাসে আদায় করেন, অন্যগুলি যিল্‌ক্বাদ মাসে সম্পন্ন করেন।

٧٩ - بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيْضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ هَلْ تَقْضِىْ عُمْرَتَهَا ٠

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পর ঋতুমতী হয়, অতঃপর হজ্জের সময় উপস্থিত হওয়ায় সে তার উমরা পরিত্যাগ করে হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধে, এমতাবস্থায় সে তার উমরার কাযা (আদায়) করবে কিনা

١٩٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَرْدِفْ اُخْتَكَ عَائِشَةَ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَاِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الْاَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَاِنَّهَا عُمْرَةٌ مُّتَقَبَّلَةٌ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৯১। আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ ..... হাফ্সা বিন্ত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকর (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা আবদুর রহমানকে বলেন, হে আবদুর রহমান! তুমি তোমার ভগ্নি আয়েশাকে তোমার সাওয়ারীর পশ্চাতে আরোহণ করে তানঈম নামক স্থান হতে উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধাও এবং উমরা করাও। অতঃপর তিনি তাঁর (আয়েশার) সাথে আক্মা নামক স্থানে অবতরণ করলে তিনি সে স্থান হতে উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধেন এবং পূর্বে পরিত্যাক্ত উমরার (কাযা) আদায় করেন।

١٩٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُزَاحِمِ بْنِ اَبِىْ مُزَاحِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَسِيْدٍ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْجِعِرَّانَةَ فَجَاءَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتّٰى لَقِىَ طَرِيْقَ الْمَدِيْنَةِ فَاَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ ٠

১৯৯২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... মুহার্‌রিশ আল্ কা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জি'ইর্‌রানা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে সেখানে অবস্থিত মসজিদে গমন করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী সেখানে যত ইচ্ছা নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধেন এবং মক্কায় গমন-পূর্ব রাত্রিতে উমরা সম্পন্ন করে আবার উক্ত স্থানে রাত্রিতেই প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর (পরের দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে) তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং বাত্নে সারাফ্ নামক স্থান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে মদীনার রাস্তায় গিয়ে মিলিত হন। বস্তুত তিনি সকাল পর্যন্ত মক্কাতে রাত্রি জাগরণকারী ছিলেন। (অর্থাৎ এক রাত্রিতেই তিনি উমরার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করত পুনরায় জি'ইর্‌রানা নামক স্থানে ফিরে আসেন। আর এতদ্‌সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ ছিল)।

٨٠- بَابُ الْمَقَامِ فِى الْعُمْرَةِ

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ উমরা সম্পাদনকালে মক্কায় অবস্থান

١٩٩٣ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيْدٍ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبَانِ بْنِ صَالِحٍ وَعَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَامَ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا ٠

১৯৯৩। দাঊদ ইব্ন রাশীদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাযা উমরা আদায়ের পর (মক্কাতে) তিনদিন অবস্থান করেন।

٨١- بَابُ الْاِفَاضَةِ فِى الْحَجِّ

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে তাওয়াফে যিয়ারত

١٩٩٤ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى يَعْنِىْ رَاجِعًا ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

১৯৯৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাওয়াফে ইফাদা (অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত) দশ যিলহজ্জের দিন সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি (মক্কা হতে) প্রত্যাবর্তন করে মিনাতে যোহরের নামায আদায় করেন।

١٩٩٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ نَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ نَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اُمِّهٖ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ لَيْلَتِى الَّتِىْ يَصِيْرُ اِلَىَّ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ اِلَىَّ فَدَخَلَ عَلَىَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ اٰلِ اَبِىْ اُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِوَهْبٍ هَلْ اَفَضْتَ اَبَا عَبْدِ اللهِ قَالَ لاَ وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيْصَ قَالَ فَنَزَعَهُ مِنْ رَّأْسِهٖ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيْصَهُ مِنْ رَّأْسِهٖ ثُمَّ قَالَ وَلِمَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ اِذَا اَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ اَنْ تَحِلُّوْا يَعْنِىْ مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ اِلاَّ النِّسَاءَ فَاِذَا اَمْسَيْتُمْ قَبْلَ اَنْ تَطُوْفُوْا هٰذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ اَنْ تَرْمُوْا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطُوْفُوْا بِهٖ ٠

১৯৯৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পালার রাত্রটি ছিল ইয়াওমুন্-নাহ্‌রের (১০ যিলহজ্জের) শেষের রাত্রি, তিনি আমার নিকট আসতেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট আগমন করেন। আর এই সময় আমার নিকট ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন যুম'আ এবং তার সাথে আবূ উমাইয়্যা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি উভয়েই জামা পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াহ্‌বকে বলেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্! তুমি কি তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করেছ? তখন জবাবে সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ, না। তখন তিনি বলেন, তুমি তোমার শরীর হতে জামা খুলে ফেল। রাবী বলেন, তখন তিনি তার দেহ হতে জামাটি মাথার দিক দিয়ে খুলে ফেলেন এবং তাঁর সাথীও একইরূপে জামা খুলে ফেলে। তখন তিনি (ওয়াহ্‌ব) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেন এরূপ করব? তখন জবাবে তিনি বলেন, এ দিনটিতে তোমাদের জন্য অবসর দেয়া হয়েছে, কাজেই যখন তোমরা কংকর নিক্ষেপের কাজ সমাপ্ত করবে, তখন তোমাদের জন্য স্ত্রীসহবাস ব্যতীত আর সমস্ত কাজই হালাল (বৈধ) হবে। অতঃপর যখন তোমরা রাত্রিতে প্রবেশ করবে, এই গৃহের তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করার পূর্বে তখন তোমরা মুহ্‌রিম ব্যক্তির ন্যায় হবে; তোমাদের কংকর নিক্ষেপের পূর্বে, যতক্ষণ না তোমরা ঐ তাওয়াফ সম্পন্ন কর।

١٩٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ اِلَى اللَّيْلِ ٠

১৯৯৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ..... আয়েশা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, নবী করীম ﷺ ইয়াওমুন্নাহ্‌রের দিন তাওয়াফকে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٩٩٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ مِنَ السَّبْعِ الَّذِى اَفَاضَ فِيْهِ ‏•

১৯৯৭। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাওয়াফে ইফাদাতে যে সাতবার তাওয়াফ করেন, সেখানে রামল[১] করেননি।

٨٢- بَابُ الْوَدَاعِ

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে আল্ বিদা'[১]

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ نَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِىْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَايَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ‏•

১৯৯৮। নাস্‌র ইব্‌ন আলী ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমনের পর তার হুকুম আহ্‌কাম সমাপনান্তে তাওয়াফে যিয়ারতের পর) প্রত্যাবর্তন করতো। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন শেষবারের মত তাওয়াফ না করে (অর্থাৎ তাওয়াফে বিদা') প্রত্যাবর্তন না করে।

٨٣- بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْاِفَاضَةِ

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী মহিলা যদি তাওয়াফে আল্ বিদার পূর্বে তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে বের হয়

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَقِيْلَ اِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ فَقَالَ فَلَا اِذًا ‏•

১৯৯৯। আল কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায়্যে (রা)-এর কথা জিজ্ঞাসা করেন (অর্থাৎ তিনি তাঁর সংগ লাভের ইরাদা করেন)। তখন তাকে বলা হয়, তিনি ঋতুমতী। এতদ্‌শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সম্ভবত সে আমাদের আবদ্ধ করে ফেলেছে (অর্থাৎ তিনি তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত আমরা মদীনায় ফিরতে পারব না)। তখন তাঁরা (অন্যান্য স্ত্রীগণ) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করেছেন। এতদ্‌শ্রবণে তিনি বলেন, তবে তো এখনই (আমরা মদীনাতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি এবং তার জন্য আর বিদায়ী তাওয়াফের প্রয়োজন নেই)।

---

১. বীরত্বের সাথে দ্রুত গমন।

১. বিদায়ী তাওয়াফ বা শেষ তাওয়াফ।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ اَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ اَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْمَرْاَةِ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيْضُ قَالَ لِيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذٰلِكَ اَفْتَانِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَاَلْتَنِىْ عَنْ شَىْءٍ سَاَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِكَيْمَا اُخَالِفَ ٠

২০০০। আম্‌র ইব্‌ন আওন ..... হারিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হই এবং জনৈক মহিলা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, যে ১০ যিল-হজ্জ (তাওয়াফে ইফাদা) সম্পন্ন করার পর ঋতুমতী হয়। তখন তিনি বলেন, তার জন্য এটা ওয়াজিব যে, সে যেন তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন না করা পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন না করে। রাবী (ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুর রহমান) বলেন, রাবী হারিসও এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এতদ্‌সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে এরূপ ফাত্ওয়া প্রদান করেন। রাবী (ওয়ালীদ) বলেন, তখন উমার (রা) বলেন, তোমার দু'হস্ত কর্তিত হোক বা ধুলায় ধূসরিত হোক! তুমি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ, যে সম্পর্কে (ইতিপূর্বে) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যাতে তাঁর মতের বিপরীত কিছু না হয়।

٨٤- بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيْمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِىْ وَانْتَظَرَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْاَبْطَحِ حَتّٰى فَرَغْتُ وَاَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ قَالَتْ وَاَتٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهٖ ثُمَّ خَرَجَ ٠

২০০১। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরার জন্য তানঈম নামক স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধি। অতঃপর আমি (মক্কায়) প্রবেশ করে উমরা সম্পন্ন করি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার জন্য আব্‌তাহ্ নামক স্থানে অপেক্ষায় ছিলেন। অতঃপর আমি উমরা সম্পন্ন করে ফেললে তিনি লোকদেরকে (মদীনার দিকে) গমনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ্ গমন করেন এবং বিদায়ী তাওয়াফ সম্পাদন করে (মদীনার উদ্দেশ্যে) রওনা হন।

٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ يَّعْنِى الْحَنَفِىَّ نَا اَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَهٗ تَعْنِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى النَّفْرِ الْاٰخِرِ فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ ثُمَّ جِئْتُهٗ بِسَحَرٍ فَاَذَّنَ فِىْ اَصْحَابِهٖ بِالرَّحِيْلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهٖ حِيْنَ خَرَجَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২০০২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে যিলহজ্জের তেরো তারিখে রওনা হই। অতঃপর তিনি আল্‌ মুহাস্‌সার নামক স্থানে অবতরণ করেন। পরে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাবী বলেন, অতঃপর আমি আমার উমরা সম্পন্ন করে তাঁর নিকট শেষ রাত্রিতে আগমন করি তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে গমনের জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দেন এবং তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে বায়তুল্লাহ্‌য় গমন করেন এবং মদীনার দিকে রওনা হওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। পরে তিনি মদীনা অভিমুখে রওনা হন।

٢٠٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِىْ يَزِيْدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ طَارِقٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَازَ مَكَانًا مِّنْ دَارِ يَعْلَى نَسَبَهُ عُبَيْدُ اللهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا ·

২০০৩। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন তারিক (র) তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ যখন ইয়ালার গৃহের নিকট দিয়ে গমন করেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করেন।

٨٥- بَابُ التَّحْصِيْبِ

৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুহাস্‌সাবে অবতরণ

٢٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ لِيَكُوْنَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ ·

২০০৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ওয়াদী মুহাস্‌সাব নামক স্থানে এজন্যই অবতরণ করেছিলেন, যাতে মদীনা অভিমুখে রওনা হওয়া সহজ হয়। আর এ স্থানে অবতরণ করা সুন্নাত নয়। কাজেই যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, এখানে অবতরণ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি চায়, এখানে অবতরণ না করতেও পারে।

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنَى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ نَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِىْ أَنْ أَنْزِلَهُ وَلٰكِنْ ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَنَزَلَهُ قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عُثْمَانُ يَعْنِىْ فِى الْأَبْطَحِ ·

২০০৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুসাদ্দাদ ..... সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ রাফে'[১] বলেছিল, নবী করীম ﷺ আমাকে উক্ত স্থানে (মুহাস্‌সাব) অবতরণ করতে নির্দেশ দেননি, বরং আমি সেখানে তাঁর তাঁবুটি স্থাপন করায় তিনি সেখানে অবতরণ করেন। রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, আবূ রাফে' নবী করীম ﷺ এর মালপত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১. নবী করীম ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম ও খাদেম।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِىْ حَجَّتِهٖ قَالَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُوْنَ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِى الْمُحَصَّبَ وَذٰلِكَ أَنَّ بَنِىْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ أَنْ لاَّيُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُؤْوُوْهُمْ وَلاَيُبَايِعُوْهُمْ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِىْ ۔

২০০৬। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আগামীকাল (ইন্শাআল্লাহ্) আপনি কোথায় অবতরণ করবেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, আকীল কি আমার জন্য কোন গৃহ রেখেছে? অতঃপর তিনি বলেন, আমরা বনী কেনানার খায়ফে (অর্থাৎ মুহাস্সাবে) অবতরণ করব, যেখানে কুরায়শরা কুফরীর উপর পরস্পর অঙ্গীকার করেছিল অর্থাৎ তারা মুহাস্সাবে অবস্থিত আর কুফ্রীর যুগে বনী কেনানা কুরায়শদের বনী হাশিম গোত্রের সাথে পরস্পর এরূপ হলফ করেছিল যে, তারা তাদের সাথে পরস্পর বিবাহশাদী দেবে না, তারা তাদের ভালবাসবে না এবং তাদের সাথে বেচাকেনাও করবে না। রাবী যুহ্রী (র) বলেন, খায়ফ হল একটি উপত্যকা (যেখানে বনী কেনানা বসবাস করতো)।

٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ ثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو يَّعْنِى الْأَوْزَاعِىَّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يَّنْفِرَ مِنْ مِّنًى نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا فَذَكَرَ نَحْوَهٗ لَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهٗ وَلاَذَكَرَ الْخَيْفَ الْوَادِىْ ۔

২০০৭। মাহমূদ ইব্ন খালিদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের সময় ইরশাদ করেন, আমরা আগামীকাল অবতরণ করব। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বের হাদীসের উসামার প্রশ্ন ও নবী করীম ﷺ -এর জবাবের প্রসঙ্গ এতে উল্লেখ নেই। আর এখানে খায়ফ উপত্যকার কথাও উল্লেখ হয়নি।

٢٠٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسٰى نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ۔

২০০৮। আবূ সালামা ..... নাফে' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমার (রা) যখন মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি বাত্হাতে (অর্থাৎ মুহাস্সাবে) সামান্য নিদ্রা যেতেন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রবেশ করতেন। এতে তিনি ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠٠٩ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَفَّانُ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَيُّوبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ٠

২০০৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যোহর, আসর, মাগ্‌রিব ও এশার নামায বাত্‌হাতে (অর্থাৎ মুহাস্‌সাবে) আদায় করেন। অতঃপর তিনি সামান্য নিদ্রার পর মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর ইব্‌ন উমার (রা)ও এরূপ করতেন। (কারণ ইব্‌ন উমার (রা) নবীজীর পদাংক অনুসরণকারী ছিলেন)।

٨٦- بَابُ فِىْ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَىْءٍ فِىْ حَجِّهِ

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের সময় যদি কেউ আগের কাজ পরে বা পরের কাজ আগে করে

٢٠١٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَّسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَذْبَحْ وَلاَحَرَجَ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلاَحَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ اَوْ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ اصْنَعْ وَلاَ حَرَجَ ٠

২০১০। আল্ কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নুল 'আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনাতে অবস্থান করেন। এ সময় লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখন এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জানতাম না, তাই কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করে ফেলেছি, (এমতাবস্থায় কী করব?) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি এখন কুরবানী কর এবং এতে কোন ক্ষতি নেই। তখন অপর এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি অবহিত ছিলাম না, তাই কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তখন জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কংকর নিক্ষেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই। আর এ দিন তাঁকে পূর্বে-পরে (হজ্জের কাজ) করা সম্পর্কে যত প্রশ্ন করা হয় তার জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

٢٠١١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَاجًا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُوْنَهُ فَمِنْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ اَنْ اَطُوْفَ اَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا اَوْ اَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُوْلُ لاَحَرَجَ لاَحَرَجَ اِلاَّ عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذٰلِكَ الَّذِىْ حَرَجَ وَهَلَكَ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২০১১। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... উসামা ইব্‌ন শুরায়ক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হই। এ সময় লোকেরা তাঁর নিকট (বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করতে আসতে থাকে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাওয়াফের পূর্বে সা'ঈ করেছি অথবা আমি কিছু কাজ আগে পরে করে ফেলেছি। আর তিনি এর জবাবে বলছিলেন ঃ কোন দোষ নেই, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এক ব্যক্তি জনৈক মুসলিম ব্যক্তির ইজ্জত নষ্ট করায় সে অত্যাচারী সাব্যস্ত হয়। অতঃপর সেই দোষের কারণে সে ধ্বংস হয়।

٨٧- بَابٌ فِي مَكَّةَ

৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কাতে নামাযের জন্য সুতরা [১] ব্যবহার

٢٠١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ أَنَا كَثِيرٌ عَنْ أَبِيهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَدِّي.

২০১২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... কাসীর ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ বিদা'আ (র) হতে, তিনি তাঁর পরিবারের জনৈক ব্যক্তি হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বনী সাহাম গোত্রের দরজার নিকট নামায আদায় করতে দেখেন, যখন লোকেরা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করছেন এবং তাদের মধ্যে কোন সুতরা ছিল না। রাবী সুফ্‌ইয়ান (র) বলেন, তাঁর ও কা'বার মধ্যে কোন সুতরা ছিল না।

٨٨- بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কার পবিত্রতা

٢٠١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَامَ عَبَّاسٌ أَوْ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَّا

১. খোলা জায়গায় বা সাধারণের চলাচলের স্থানে নামায আদায়ের জন্য সম্মুখে যে লাঠি বা কাঠের দণ্ড স্থাপন করা হয়, তাকে সুত্‌রা বলে। কা'বা ঘরে নামায আদায়ে সুত্‌রার প্রয়োজন নেই।

http://IslamiBoi.wordpress.com

الْإِذْخِرَ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ وَزَادَ فِيْهِ ابْنُ الْمُصَفّٰى عَنِ الْوَلِيْدِ فَقَامَ اَبُوْشَاهٍ رَّجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اكْتُبُوْالِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُكْتُبُوْا لِاَبِيْ شَاهٍ قُلْتُ لِلْاَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهٗ اكْتُبُوا لِاَبِيْ شَاهٍ قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِيْ سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ۔

২০১৩। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর রাসূলের উপর মক্কা বিজয় দান করেন, তখন নবী করীম ﷺ তাদের মধ্যে বক্তা হিসাবে দণ্ডায়মান হয়ে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা (আব্রাহার) হস্তীবাহিনীর মক্কায় প্রবেশ করা প্রতিহত করেন। আর তিনি (মক্কার উপর) প্রধান্য প্রদান করেন তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে। আর আমার জন্য দিবসের একটি অংশকে (যখন তিনি তাঁর সৈন্যসহ সেখানে প্রবেশ করেন) হালাল করা হয়েছে। অতঃপর সেখানে (মক্কায়) কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য (যুদ্ধ-বিগ্রহ করা) হারাম। তার (সবুজ) বৃক্ষরাজি কর্তন করা যাবে না, সেখানে কিছু শিকার করা যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু ঘোষক ব্যতীত অন্যের (প্রদান বা সাদ্কা করা) জন্য হালাল হবে না। তখন আব্বাস (রা) দণ্ডায়মান হন অথবা (রাবীর সন্দেহ) আব্বাস (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয্খির[১] ব্যতীত, কেননা সেটা আমাদের গৃহ নির্মাণের ও কবরের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হ্যাঁ, ইয্খির ব্যতীত। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্ন আল-মুসাফ্ফা, আল্ ওয়ালীদ হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন আবূ শাহ্ নামক ইয়ামনের জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আমার জন্য লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা আবূ শাহ্কে এটা লিখে দাও। রাবী (ওয়ালীদ বলেন, তখন আমি আওযা'ঈকে এ সম্পর্কে বলি, তোমরা আবূ শাহ্কে যেটা লিখে দিচ্ছ তা কী? (আওযা'ঈ) বলেন, এটা ঐ খুতবা যা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হতে শ্রবণ করেন।

٢٠١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ وَلَايُخْتَلٰى خَلَاهَا ۔

২০১৪। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এ হাদীস (মক্কায় হারাম) বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানকার শুষ্ক ঘাস (সবুজ নয় এমন) কর্তন করা হারাম নয়।

٢٠١٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا نَبْنِيْ لَكَ بِمِنًى بَيْتًا اَوْبِنَاءً يُّظِلُّكَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا اِنَّمَا هُوَ مُنَاخٌ مَنْ سَبَقَ اِلَيْهِ ۔

২০১৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলি, আমরা (সাহাবীরা) আপনার জন্য মিনাতে একটি ঘর অথবা এমন কিছু তৈরি করতে চাই, যা আপনাকে সূর্যের কিরণ হতে ছায়া প্রদান করবে। তখন জবাবে তিনি বলেন, না, বরং সেটা তো (হাজীদের) উট বসানোর স্থান, যে প্রথমে সেখানে পৌছবে (সে স্থান তার হবে)।

---

১. শন জাতীয় এক ধরনের ঘাস যা মক্কাবাসীরা তাদের গৃহ নির্মাণে ও লাশ দাফনের সময় কবরে ব্যবহার করে। ঐ ঘাস কাটা হালাল।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠١٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ اَخْبَرَنِىْ عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ بَاذَانَ قَالَ اَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ اُمَيَّةَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ فِى الْحَرَمِ اِلْحَادٌ فِيْهِ ۰

২০১৬। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... মূসা ইব্ন বাযান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়্যার নিকট গমন করি। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, হারামের মধ্যে খাদ্যশস্য (অধিক মূল্যে বিক্রির আশায়) গুদামজাত করে রাখা যুলুম ও সীমালংঘনের পর্যায়ভুক্ত।

٨٩- بَابٌ فِىْ نَبِيْذِ السِّقَايَةِ

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ নাবীয[১] পানীয়

٢٠١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَالُ اَهْلِ هٰذَا الْبَيْتِ يَسْقُوْنَ النَّبِيْذَ وَبَنُوْ عَمِّهِمْ يَسْقُوْنَ اللَّبَنَ وَ الْعَسَلَ وَالسَّوِيْقَ اَبُخْلٌ بِهِمْ اَمْ حَاجَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَابِنَا مِنْ بُخْلٍ وَّ لَابِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلٰكِنْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ وَخَلْفَهٗ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَابٍ فَاُتِىَ بِنَبِيْذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَضْلَهٗ اِلٰى اُسَامَةَ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنْتُمْ وَاَجْمَلْتُمْ كَذٰلِكَ فَافْعَلُوْا فَنَحْنُ هٰكَذَا لَانُرِيْدُ اَنْ نُّغَيِّرَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ۰

২০১৭। আম্র ইব্ন আওন ..... বাক্র ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলেন, এ গৃহের অধিবাসীদের (আব্বাসের) অবস্থান কী? এরা নাবীয পান করে এবং এদের চাচার সন্তানসন্ততিরা দুধ, মধু ও পানীয় পান করে। এটা কি তাদের কৃপণতা, না তাদের অসচ্ছলতার জন্য? তদুত্তরে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমাদের সাথে না কৃপণতা আছে, না অসচ্ছলতা বরং (প্রকৃত ব্যাপার এই যে) একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাহনে আমাদের নিকট আগমন করেন, যার পশ্চাতে উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) সাওয়ার ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানীয় কিছু চাইলে তাঁর সম্মুখে নাবীয পেশ করা হয়। তা হতে তিনি কিছু পানের পর অবশিষ্টাংশ উসামাকে প্রদান করেন। অতঃপর তিনি (উসামা) তা পান করেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা অত্যন্ত উত্তম ও উৎকৃষ্ট কাজ করেছ। আর তোমরা এরূপই করতে থাকবে। কাজেই আমরা এরূপই করি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করেছেন তার ব্যতিক্রম করতে চাই না।

১. আঙ্গুর বা খেজুর ইত্যাদি মিশ্রিত পানীয় বিশেষ।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٩٠- بَابُ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ (মুহাজিরের জন্য) মক্কায় অবস্থান

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ هَلْ سَمِعْتَ فِى الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ الْحَضْرَمِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِينَ إِقَامَةٌ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلَاثًا ۔

২০১৮। আল্ কা'নাবী ..... আবদুর রহমান ইব্ন হুমায়্দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) হতে শ্রবণ করেন, যিনি সায়েব ইব্ন ইয়াযীদকে প্রশ্ন করেন, মুহাজিরের জন্য মক্কায় অবস্থান করা সম্পর্কে আপনি কিছু শুনেছেন কি? এর জবাবে তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন আল্ হাযরামী খবর দিয়েছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, মুহাজিরগণ মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের পর (মক্কায়) তিনদিন অবস্থান করতে পারবে।

٩١- بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের মধ্যে নামায

٢٠١٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ وَبِلَالٌ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلٰثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى ۔

২০১৯। আল্ কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এ সময় তাঁর সংগে ছিলেন উসামা ইব্ন যায়িদ, উসমান ইব্ন তালহা আল-হাজাবী, (কা'বার দারোয়ান) এবং বিলাল (রা)। অতঃপর তিনি (ভীড়ের আশংকায়) এর দরজা বন্ধ করে দেন। পরে তিনি তন্মধ্যে অবস্থান করেন। রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার বলেন, অতঃপর আমি বিলাল (রা) কে সেখান থেকে বের হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তন্মধ্যে কী করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি একটি স্তম্ভকে বামদিকে, দুটি স্তম্ভকে ডানদিকে এবং তিনটি স্তম্ভকে পশ্চাতে রেখে নামায আদায় করেন এবং এ সময় বায়তুল্লাহ্ ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

٢٠٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ الْأَذْرَعِىُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَالِكٍ بِهٰذَا لَمْ يَذْكُرِ السَّوَارِىَ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلٰثَةُ أَذْرُعٍ ۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

২০২০। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আল-আযরা'ঈ ..... মালিক হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাবী আবদুর রহমান সাওয়ারীর কথা উল্লেখ করেননি। রাবী ইব্ন মাহ্দী মালিক হতে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর তিনি নামায আদায় করেন এবং এই সময় তাঁর ও ক্বিবলার মধ্যে তিনগজ পরিমাণ ব্যবধান ছিল।

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ الْقَعْنَبِيِّ قَالَ نَسِيْتُ اَنْ اَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى ‏•

২০২১। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে আল কা'নাবী বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কত রাক'আত নামায আদায় করেন, তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

٢٠٢٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا جَرِيْرٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ‏•

২০২২। যুহায়র ইব্ন হার্ব ..... আবদুর রহমান ইব্ন সাফ্ওয়ান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বার মধ্যে প্রবেশ করে কী করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি সেখানে দু'রাক'আত নামায আদায় করেন।

٢٠٢٣ - حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ابْنِ اَبِي الْحَجَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اَبٰى اَنْ يَّدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْاٰلِهَةُ فَاَمَرَبِهَا فَاُخْرِجَتْ قَالَ فَاُخْرِجَ صُوْرَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَفِيْ اَيْدِيْهِمَا الْاَزْلَامُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَاتَلَهُمُ اللهُ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوْا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِيْ نَوَاحِيْهِ وَفِيْ زَوَايَاهُ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ ‏•

২০২৩। আবূ মা'মার ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্র মধ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। কেননা সেখানে তখন অসংখ্য দেবদেবী বিদ্যমান ছিল। তখন তিনি সেগুলোকে বের করতে নির্দেশ দিলে সেগুলো বহিষ্কার করা হয়। রাবী বলেন, অতঃপর ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর মূর্তি এবং তাদের হস্তে যে ভাগ্য পরীক্ষার তীর ছিল সেটা বহিষ্কার করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় তাঁরা (কুরায়শরা) জানত যে, ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ) কখনই তীরের সাহায্যে ভাগ্যের (ভাল-মন্দ) পরীক্ষা করেননি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ্র মধ্যে প্রবেশ করেন এবং প্রতিটি কোণায় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) প্রদান করেন এবং এর প্রতিটি রুকনেও । অতঃপর তিনি সেখানে নামায আদায় না করে বের হয়ে আসেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ وَأُصَلِّي فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ .

২০২৪। আল্ কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহ্র মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে নামায আদায় করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ধরে হাতীমে কা'বার মধ্যে প্রবেশ করান এবং বলেন, তুমি যখন বায়তুল্লাহ্র মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করছ, তখন এ স্থানে নামায আদায় কর। কেননা এটা বায়তল্লাহ্য়-ই একটি অংশ। আর তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা (কুরায়শরা) যখন কা'বা পুনঃনির্মাণ করেছে, তখন তারা সংক্ষেপ করে (কম খরচের জন্য) নির্মাণের ফলে একে (হাতীমে-কা'বাকে) বাইরে রেখেছে।

٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ كَئِيبٌ فَقَالَ إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي .

২০২৫। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট হতে হৃষ্টচিত্তে বাইরে গমন করেন। অতঃপর ভারাক্রান্ত মনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন, আমি কা'বায় প্রবেশ করেছিলাম, তবে যা আমি পরে অবগত হয়েছি যদি তা আমি পূর্বে জানতে পারতাম, তবে আমি এর মধ্যে প্রবেশ করতাম না। আর আমি এতদ্সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত যে, আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টের কারণ হই কিনা।

٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُسَدَّدٌ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ الْحَجَبِيِّ حَدَّثَنِي خَالِي عَنْ أُمِّي قَالَتْ سَمِعْتُ الْأَسْلَمِيَّةَ تَقُولُ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَعَاكَ قَالَ إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ خَالِي مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ .

২০২৬। ইব্ন আল্ সারাহ্ ..... মানসূর আল্ হাজাবী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আমার মাতা (সাফিয়া) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আস্লামিয়্যাকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি একদা উসমানকে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কী বলেন, যখন তিনি তোমাকে আহ্বান করেন? জবাবে তিনি (উসমান) বলেন, আমি আপনাকে এতদ্সম্পর্কে অবহিত করতে ভুলে যাই যে, আপনি (দুম্বার) ঐ শিং দুটি ঢেকে রাখুন (যা ফিদ্য়া স্বরূপ ছিল ইসমাঈল (আ)-এর জন্য)। কেননা, বায়তুল্লাহ্র মধ্যে এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যা মুসল্লীকে তার নামায হতে অন্যমনস্ক করে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٩٢- بَابٌ فِىْ مَالِ الْكَعْبَةِ

৯২. অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরে রক্ষিত মালামাল

٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِىُّ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ شَيْبَةَ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ قَالَ قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِىْ مَقْعَدِكَ الَّذِىْ اَنْتَ فِيْهِ فَقَالَ لَا اَخْرُجُ حَتّٰى اُقَسِّمَ مَالَ الْكَعْبَةِ قَالَ قُلْتُ مَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ بَلٰى لَاَفْعَلَنَّ قَالَ قُلْتُ مَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ بِمَا قُلْتُ لِاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَاٰى مَكَانَهُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا اَحْوَجُ مِنْكَ اِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ فَقَامَ فَخَرَجَ ٠

২০২৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... শায়বা অর্থাৎ ইব্‌ন উসমান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আপনি যে স্থানে বসে আছেন, একদা উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) উক্ত স্থানে বসা ছিলেন এবং বলেন, আমি কা'বার মালামাল বণ্টন না করা পর্যন্ত বের হব না। তিনি (শায়বা) বলেন, তখন আমি তাঁকে বলি যে, আপনি এরূপ করতে সক্ষম হবেন না, এর জবাবে তিনি বলেন, হাঁ, অবশ্যই আমি এটা করব। তখন তিনি (শায়বা) আবার বলেন, আপনি এটা করতে পারবেন না। তখন তিনি (উমার) জিজ্ঞাসা করেন, কেন পারব না? তখন আমি বলি, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং আবূ বাক্‌র (রা) ও। আর তাঁরা উভয়েই মালের ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা তা বের করেন নি। এতদ্‌শ্রবণে তিনি দণ্ডায়মান হন এবং বের হয়ে যান।

٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِنْسَانٍ الطَّائِفِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ لِيَّةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ طَرَفِ الْقَرْنِ الْاَسْوَدِ حَذْوَهَا فَاسْتَقْبَلَ نَخْبًا بِبَصَرِهِ وَقَالَ مَرَّةً وَّادِيَةً وَوَقَفَ حَتّٰى اتَّقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ثُمَّ قَالَ اَنَّ صَيْدَوَجٍّ وَّعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُّحَرَّمٌ لِّلّٰهِ وَذٰلِكَ قَبْلَ نُزُوْلِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ لِثَقِيْفٍ ٠

২০২৮। হামেদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ..... যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা লিয়্যা নামক স্থান হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে রওনা হয়ে সিদ্‌রাহ্ নামক স্থানের নিকটবর্তী হই, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কালো পাথরের পাহাড়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে তায়েফের দিকে দৃষ্টিপাত করে দাঁড়ান। রাবী বলেন, তিনি একবার তাঁর উপত্যকার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং দণ্ডায়মান হন, যদ্দরুন সমস্ত লোকেরা দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, সায়দুওয়াজ্জা[1]. এবং ইজাহা[2] উভয়ই হারাম, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন। আর এটা তাঁর তায়েফে অবতরণের এবং বনী সাকীফ গোত্র অবরুদ্ধ করার পূর্বের ঘটনা।

---

১. এটি একটি পাহাড় যা তায়েফের সীমানা নির্দেশ করে।

২. উচ্চ বৃক্ষরাজি বিশিষ্ট স্থানের নাম, যা হেরেমের পূর্ব সীমানায় ও তায়েফের পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٩٣- بَابٌ فِىْ اِتْيَانِ الْمَدِيْنَةِ

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনাতে আগমন

٢٠٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ٠

২০২৯। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও গমনের জন্য সফর করবে না--মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ এবং মসজিদুল আক্সা।

٩٤- بَابٌ فِىْ تَحْرِيْمِ الْمَدِيْنَةِ

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার পবিত্রতা

٢٠٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ مَاكَتَبْنَا عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ اِلاَّ الْقُرْاٰنَ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَابَيْنَ عَائِرٍ اِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَّلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَّسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَتُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَّلاَ صَرْفٌ وَّمَنْ وَلّٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَّلاَ صَرْفٌ ٠

২০৩০। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কুরআন ব্যতীত আর কিছুই লিপিবদ্ধ করিনি। আর এ সহীফার মধ্যে কী (যা আলীর তরবারীর খাপের মধ্যে ছিল)? আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আয়ের[১] হতে সাওর[২] পর্যন্ত সমস্ত মদীনা হারাম, (অর্থাৎ খুবই সম্মানিত) কাজেই যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতের সৃষ্টি করে অথবা কোন বিদ্'আত সৃষ্টিকারীকের সাহায্য করে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার, ফিরিশ্তাদের এবং সমস্ত মানবকুলের লা'নত[৩]। সে ব্যক্তির কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবূল হবে না। আর মুসলমানদের অঙ্গীকার পালন করা তাদের জন্য খুবই দরকারী। যদিও তা সাধারণ ব্যক্তিদের (কাফিরদের) জন্য হয়। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার, ফিরিশ্তাদের ও সমস্ত মানবকুলের লা'নত। সে ব্যক্তির কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবূল হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের লোকদের অনুমতি ব্যতীত এর আমীর হয় তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার, ফিরিশ্তাদের এবং সমস্ত মানবকুলের অভিসম্পাত। সে ব্যক্তির কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবূল হবে না।

---

১. মদীনার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম।

২. মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ের নাম।

৩. অভিসম্পাত।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الصَّمَدِ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ ۔

২০৩১। ইব্‌ন আল্‌ মুসান্না ..... আলী (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সেখানকার (মদীনার) সবুজ বৃক্ষ যেন কেউ কর্তন না করে এবং এর কোন প্রাণী যেন শিকার না করে। আর কেউ যেন সেখানে পড়ে থাকা বস্তু (লুক্‌তা)[১] গ্রহণ না করে, অবশ্য যে ব্যক্তি তা ঘোষণা করে লোকদেরকে জানাবে তার কথা আলাদা। আর হত্যার উদ্দেশ্যে সেখানে তরবারি নিয়ে যাওয়া কোন ব্যক্তির জন্য উচিত নয়। আর সেখানকার কোন বৃক্ষরাজি কর্তন করাও উচিত নয়, অবশ্য উটের খাদ্য হিসাবে যা ব্যবহৃত হয় তার ব্যাপার আলাদা।

٢٠٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَمٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا لَا يُخْبَطُ شَجَرَةٌ وَلَا يُعْضَدُ إِلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ ۔

২০৩২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল্‌ 'আলা ..... আদী ইব্‌ন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনার সমস্ত গাছ, বৃক্ষরাজির হিফাযতের বন্দোবস্ত করেন। তার কোন পাতা পাড়া (ঝরান) হতো না এবং কোন বৃক্ষ কর্তন করাও যেত না। অবশ্য ভারবাহী পশুদের খাদ্যের জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন তা ব্যতীত।

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ نَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ هٰذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ وَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلٰكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ ۔

২০৩৩। আবূ সালামা ..... সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাস (রা) কে জনৈক ব্যক্তিকে পাকড়াও করতে দেখি, যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত মদীনার নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে শিকার করছিল। তখন তিনি তার কাপড় ছিনিয়ে নেন। এরপর তিনি (সা'দ) তার মনিবের নিকট গমন করেন এবং উক্ত ব্যক্তির ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি জবাবে বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ এলাকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বলেন, যদি কেউ কাউকে এখানে শিকার করতে দেখে, তবে সে যেন তার কাপড় কেড়ে (ছিনাইয়া) লয়। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করেছেন, তা আমি তোমাদের প্রদান করব না বরং যদি তোমরা চাও, তবে আমি তোমাদিগকে তার মূল্য প্রদান করব।

٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ مَوْلًى لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ

---

১. লুক্‌তা ঃ পথিমধ্যে পড়ে থাকা মাল বা সম্পদ, পতিত প্রাপ্ত দ্রব্য।

http://IslamiBoi.wordpress.com

وَقَالَ يَعْنِى لِمَوَالِيهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهٰى اَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيْنَةِ شَىْءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ اَخَذَهُ سَلَبُهُ ٠

২০৩৪। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... তাওয়ামার আযাদকৃত গোলাম সালিহ্ হতে, তিনি সা'দের মনিব হতে বর্ণনা করেছেন একদা সা'দ (রা) মদীনার গোলামদের মধ্য হতে কোন একজনকে মদীনার বৃক্ষরাজি কাটতে দেখে তার সমস্ত সম্পদ ও কাপড়চোপড় ছিনিয়ে নেন। অতঃপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি যে, তিনি মদীনার বৃক্ষরাজি কাটতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি আরো বলেন, যদি কেউ এখন থেকে কিছু কর্তন করে, তবে ঐ ব্যক্তির সম্পদ ও কাপড়চোপড় সহ তাকে পাকড়াও করবে।

٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَطَّانُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنِى خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْجُهَنِىُّ اَخْبَرَنِى اَبِىْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يُخْبَطُ وَلاَيُعْضَدُ حِمٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلٰكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَقِيْقًا ٠

২০৩৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাফ্‌স ..... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, কেউ যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুরক্ষিত এলাকা হতে গাছের পাতা না পাড়ে এবং কোন বৃক্ষ যেন না কাটে। অবশ্য উটের খাদ্যের জন্য যা প্রয়োজন সেটা ব্যতীত।

٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَاْتِىْ قُبَاءً مَاشِيًا وَّرَاكِبًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ٠

২০৩৬। মুহাম্মাদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোবার মসজিদে কোনো সময় পদব্রজে এবং কোনো সময় উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে আসতেন। রাবী ইব্‌ন নুমায়র অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেখানে দু'রাক'আত নামায আদায় করেন।

٩٥- بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত

٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا الْمُقْرِئُ نَا حَيْوَةُ عَنْ اَبِىْ صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَىَّ رُوْحِىْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ٠

২০৩৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আওফ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কেউই আমার উপর যখন সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তার খবর দেন এবং আমি তার জবাব প্রদান করে থাকি।

٢٠٣٨ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَرَأْتُ عَلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَّلاَتَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَّصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২০৩৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্‌ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের গৃহকে কবরে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যিক্‌র বা নামায হতে খালি) পরিণত করো না। আর তোমরা আমার কবরকে ঈদের স্থানে পরিণত করো না। বরং তোমরা আমার উপর সালাম পেশ করবে। কেননা তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের সালাত ও সালাম আমার নিকট পৌঁছে থাকে।

٢٠٣٩ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدِينِيُّ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ الْهُدَيْرِ قَالَ مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثٍ وَّاحِدٍ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُرِيْدُ قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ حَتّٰى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلٰى حَرَّةِ وَاقِمٍ فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا فَإِذَا قُبُوْرٌ بِمَحْنِيَةٍ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَقُبُوْرُ إِخْوَانِنَا هٰذِهِ قَالَ قُبُوْرُ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا جِئْنَا قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ قَالَ هٰذِهِ قُبُوْرُ إِخْوَانِنَا ۔

২০৩৯। হামিদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ..... রাবী'আ অর্থাৎ ইব্‌ন আল্‌ হুদায়র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তালহা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ হতে একটি হাদীস ব্যতীত, আর কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, সেটা কী? তখন জবাবে তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সাথে শহীদদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হই। অতঃপর যখন আমরা হুররাতে ওয়াকিম নামক স্থানে উপনীত হই, তখন সেখানে অবতরণ করি, যেখানে তাদের কবর ছিল। রাবী বলেন, তখন আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! ইহা কি আমাদের ভাইদের কবর? জবাবে তিনি বলেন, এগুলো আমার সাহাবীদের কবর। অতঃপর যখন আমরা শহীদদের কবরের নিকট উপস্থিত হই, তখন তিনি বলেন, এগুলো আমাদের শহীদ ভাইদের কবর।

٢٠٤٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى بِهَا فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ۔

২০৪০। আল্‌ কা'নাবী ..... আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বাত্‌হা নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্র বসান, যা যুল-হুলায়ফাতে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি সেখানে নামায আদায় করেন। পরবর্তীকালে আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) এরূপ-ই করতেন।

٢٠٤١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُّجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ رَجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتّٰى يُصَلِّيَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَرَّسَ بِهِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحٰقَ الْمَدِينِيَّ قَالَ الْمُعَرَّسُ عَلٰى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ ۔

২০৪১। আল কা'নাবী ..... মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা হতে মদীনাতে প্রত্যাবর্তনের সময় মু'আররিস্‌[১] নামক স্থান অতিক্রমকালে, সেখানে নামায আদায় করা সকলের জন্য কর্তব্য। কেননা আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ উক্ত স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। রাবী আবূ দাঊদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আল-মাদানী হতে শ্রবণ করেছি যে, মু'আররিস্‌ নামক স্থানটি মদীনা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

---

১. যুল-হুলায়ফার মসজিদকে আল্‌-মু'আররিস বলা হয়। তা মদীনা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

http://IslamiBoi.wordpress.com

كِتَابُ النِّكَاحِ

বিবাহের অধ্যায়

٩٦- بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহিত করা

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ جَارِيَةً بِكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَئِنْ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔

২০৪২। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা..... আলকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা)-এর সাথে মিনাতে গমনকালে উসমানের সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাঁর নিকট হতে দূরে সরে নির্জন আলাপের জন্য অনুমতি চান। অতঃপর যখন আব্‌দুল্লাহ্ দেখতে পান যে, তাঁর (বিবাহের) কোন প্রয়োজন নেই, তিনি আমাকে বলেন হে আল্‌কামা! আমার নিকট এসো! আমি তার নিকট এলে উসমান তাকে বলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কুমারী নারীর সাথে বিবাহ দেব না? যাতে তুমি তোমার শারীরিক শক্তি সামর্থ ও বলবীর্য ফিরে পাও? আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি তা এজন্য বলছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে সংবরণকারী এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণকারী। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে অসমর্থ, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। কেননা তা তার জন্য কামস্পৃহা দমনকারী।

٩٧- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ ধর্মপরায়ণা রমণী বিবাহের নির্দেশ

٢٠٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

২০৪৩। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ (সাধারণত) রমণীদেরকে চারটি গুণের অধিকারিণী দেখে বিবাহ করা হয়। যথা ঃ (ক) তার ধন-সম্পদ, (খ) তার বংশমর্যাদা, (গ) তার সৌন্দর্য, (ঘ) তার ধর্মপরায়ণতার জন্য। তোমরা ধর্মপরায়ণা নারীকে বিবাহ করে ধন্য হও, অন্যথায় তোমার উভয় হস্ত অবশ্যই ধুলায় ধূসরিত হবে। (অর্থাৎ তুমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। হাদীসে ধর্মপরায়ণা নারীকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে।)

۹۸– بَابٌ فِىْ تَزْوِيْجِ الْاَبْكَارِ

৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী নারীকে বিবাহ করা

۲۰۴۴ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرٌ اَمْ ثَيِّبٌ فَقُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ اَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَتَبَ اِلَىَّ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ ۔

২০৪৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, সে কি কুমারী, নাকি অকুমারী[১] ? আমি বলি, অকুমারী। তিনি বলেন, তুমি কোন কুমারী স্ত্রীলোককে কেন বিবাহ করলে না, যার সাথে তুমি আমোদ-ফুর্তি করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ-ফুর্তি করতে পারত?

۲۰۴۵ – حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ اَبِىْ حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَتِىْ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ غَرِّبْهَا قَالَ اَخَافُ اَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِىْ قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ۔

২০৪৫। আল্-ফায্‌ল ইব্‌ন মূসা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে যে, আমার স্ত্রী কোন স্পর্শকারীর হাতকে মানা করে না, (অর্থাৎ ভাবগতিতে ভ্রষ্টা মনে হয়) তিনি বলেন, তুমি তাকে ত্যাগ করো (অর্থাৎ তালাক দাও)। সে ব্যক্তি বলে, আমি এরূপ আশংকা করি যে, হয়ত আমি তার বিরহে ব্যথিত হব। তিনি বলেন, তুমি তার নিকট হতে ফায়দা গ্রহণ করতে থাক। (ব্যভিচারের কোন প্রমাণ না থাকার কারণে এরূপ বলা হয়েছে)।

۲۰۴۶ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ اَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اُخْتِ مَنْصُوْرِ ابْنِ زَاذَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ يَعْنِىْ ابْنَ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ

---

১. এমন স্ত্রীলোক যে কোন পুরুষের সাথে ইতিপূর্বে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَّ حَسَبٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَمَا تَزَوَّجُهَا قَالَ لاَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌبِكُمْ ·

২০৪৬। আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ..... মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, আমি এক সুন্দরী এবং সদ্বংশীয়া রমনীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে কোন সন্তান প্রসব করে না (বন্ধ্যা)। আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বলেন, না। অতঃপর সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। পরে তৃতীয়বার সে ব্যক্তি এলে তিনি বলেন, তোমরা এমন স্ত্রীলোকদের বিবাহ করবে, যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে। কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মাতদের উপর) গর্ব প্রকাশ করব।

٩٩- بَابُ فِىْ قَوْلِهِ : اَلزَّانِىْ لاَيَنْكِحُ اِلاَّزَانِيَةً

৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ যিনাকার পুরুষ কেবল যিনাকারিণী স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارٰى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِىٌّ يُّقَالُ لَهَا عَنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيْقَتَهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْكِحُ عَنَاقًا قَالَ فَسَكَتَ عَنِّىْ فَنَزَلَتْ : وَالزَّانِيَةُ لاَيَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ أَوْمُشْرِكٌ فَدَعَانِىْ فَقَرَأَهَا عَلَىَّ وَقَالَ لاَتَنْكِحْهَا ·

২০৪৭। ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ..... আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল-আস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মারছাদ্ ইব্ন আবূ মারছাদ্ আল্-গানাবী মক্কাতে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। আর সে সময় মক্কাতে আনাক্ নাম্নী জনৈক যিনাকারিণী ছিল, যে (জাহিলিয়াতের যুগে) তার বান্ধবী ছিল। তিনি বলেন, তখন আমি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আনাক-কে বিবাহ করব? তিনি (রাবী) বলেন, তিনি চুপ করে থাকাকালে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ "যিনাকারিণী স্ত্রীলোক, তাকে কোন যিনাকার পুরুষ বা মুশরিক্ ব্যতীত আর কেউই বিবাহ করবে না।" তখন তিনি আমাকে ডেকে আমার সম্মুখে তা তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন, তুমি তাকে বিবাহ করো না।

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّ أَبُوْمَعْمَرٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيْبٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَنْكِحُ الزَّانِى الْمَجْلُوْدُ اِلاَّ مِثْلَهُ وَقَالَ أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ نَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ·

২০৪৮। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যিনাকার পুরুষ, যিনাকারিণী স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্যকে বিবাহ করবে না।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٠٠- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

১০০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিবাহ করে

٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ۔

২০৪৯। হান্নাদ.... আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিবাহ করবে সে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে।

٢٠٥٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ۔

২০৫০। আম্‌র ইব্‌ন আওন ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাফিয়্যাকে মুক্ত করে দেন এবং তাঁর মুক্তিপণকে তাঁর মাহর হিসাবে গণ্য করেন (ও বিবাহ করেন)।

١٠١- بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

১০১. অনুচ্ছেদ ঃ বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধ পানের কারণেও হারাম হয়

٢٠٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ۔

২০৫১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধ পানের কারণেও হারাম হয়।

٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قَالَتْ فَتَنْكِحُهَا قَالَ أُخْتَكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَوَتُحِبِّينَ ذَاكِ قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ أَوْ ذُرَّةَ شَكَّ زُهَيْرٌ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

২০৫২। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বোনের ব্যাপারে আপনার কি কোন প্রয়োজন বা অনুরাগ আছে? তিনি বলেন, সে যা বলেছে যে, আপনি তাকে বিবাহ করুন, তা আমি করতাম। (কিন্তু) তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তোমার বোনকে বিবাহ করব? তিনি (উম্মে হাবীবা) বলেন হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, অথবা তুমি কি তা পছন্দ কর? তিনি বলেন, আপনি কি এ ব্যাপারে একক সিদ্ধান্তের অধিকারী নন? তবে আমি আমার বোনের মঙ্গলের ব্যাপারে শরীক হতে পছন্দ করি। (অর্থাৎ সে আপনার স্ত্রী হওয়ার গৌরব লাভ করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের অধিকারিনী হবে এবং আমি তার জন্য তা কামনা করি) তিনি বলেন, সে আমার জন্য হালাল নয় (কেননা দুই বোনকে একই সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত নয়)। তিনি (উম্মে হাবীবা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি দুর্‌রা অথবা যুর্‌রা (রাবীর সন্দেহ) যুহায়র বিন্ত আবূ সালামাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব পেশ করেছেন? তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বিনতে উম্মে সালামা? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি সে আমার ঘরে প্রতিপালিত না হত এবং আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা না হত, তবে সে আমার জন্য হালাল হত। কেননা তার পিতা আবূ সালামাকে ও আমাকে সূওয়াইবিয়্যা দুগ্ধপান করিয়েছেন। কাজেই তোমরা তোমাদের বোন ও কন্যাকে আমার (সাথে বিবাহের) জন্য পেশ কর না।[১]

١٠٢– بَابٌ فِى لَبَنِ الْفَحْلِ

১০২. অনুচ্ছেদ ঃ দুধ সম্পর্কীয় পুরুষ আত্মীয়

٢٠٥٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِىُّ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ اَفْلَحُ بْنُ اَبِى الْقُعَيْسِ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ قَالَ تَسْتَتِرِيْنَ مِنِّىْ وَاَنَا عَمُّكِ قَالَ قُلْتُ مِنْ اَيْنَ قَالَ اَرْضَعَتْكِ امْرَاَةُ اَخِىْ قَالَتْ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ ·

২০৫৩। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আফ্লাহ্ ইব্ন আবূ কু'আয়স (রা) প্রবেশ করলে আমি তার নিকট পর্দা করি। তিনি বলেন, তুমি আমার কাছে পর্দা করছ, অথচ আমি তোমার চাচা। তিনি বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কিরূপে আমার চাচা হন? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধ পান করিয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে তো একজন মহিলা দুধ পান করিয়েছে, কোন পুরুষ তো আমাকে দুধ পান করায়নি? এমতাবস্থায় আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলেন। আমি তাঁকে সব খুলে বললাম, তিনি বললেন, হাঁ, সে তোমার চাচা, কাজেই সে তোমার নিকট আসতে পারে।

١٠٣– بَابٌ فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيْرِ

১০৩. অনুচ্ছেদ ঃ বয়স্ক ব্যক্তির দুধপান সম্পর্কে

٢٠٥٤ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصٌ فَشَقَّ

১. সুওয়াইবিয়্যা নামক দাসীকে নবী করীম (সা)-এর জন্মের সুসংবাদ দানের জন্য তাঁর চাচা আবূ লাহাব মুক্ত করে দিয়েছিল। তাই সেই দিন হতে তিনি নবীজীকে স্বীয় দুধ পান করিয়েছিলেন। আর আবূ সালামাকেও সে দাসীই দুধ পান করিয়েছিলেন। অতএব, আবূ সালামা দুধভাই হওয়ায় তার কন্যার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহ জায়িয ছিল না।

http://IslamiBoi.wordpress.com

ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ اِخْوَتُكُنَّ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ٠

২০৫৪। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার ..... আয়েশা (রা) হতে একই রকম (শু'বা ও সাওরী বর্ণিত হাদীসের মত) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট এমন সময় হাজির হন, যখন তাঁর নিকট একজন পুরুষ লোক উপস্থিত ছিল। রাবী হাফ্‌স বলেন, এটা তাঁর নিকট খুবই অপছন্দনীয় মনে হয় এবং তাঁর চেহারা মোবারক (রাগের কারণে) পরিবর্তিত হয়। অতঃপর রাবী (হাফ্‌স ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর) একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি (আয়েশা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনি আমার দুধভাই। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সুযোগ দিবে। বস্তুত শিশুকালে একই সঙ্গে দুধপান, যা ক্ষুধা নিবারণ করে–এর দ্বারা সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

٢٠٥٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ اَنَّ سُلَيْمَانَ ابْنَ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَا رَضَاعَ اِلَّا مَاشَدَّ الْعَظْمَ وَاَنْبَتَ اللَّحْمَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى لَا تَسْئَلُوْنَا وَهٰذَا الْحِبْرُ فِيْكُمْ ٠

২০৫৫। আবদুস্ সালাম ইব্‌ন মুতাহ্‌হার..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুধপান করানোর অর্থই হল (পানকারীর) অস্থি মজবূত করানো এবং গোশ্‌ত বৃদ্ধি করা। তখন আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) বলেন, আমাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করো না, বরং এ ব্যাপারে তোমরাই অধিক ওয়াকিফ্‌হাল।

٢٠٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْهِلَالِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ اَنْشَزَ الْعَظْمَ ٠

২০৫৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী (ওয়াকী) বলেন, এর দ্বারা অস্থি মজবূত করানো হয়।

١٠٤– بَابٌ فِىْ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

১০৪. অনুচ্ছেদ ঃ বয়স্ক (দুধ পানকারী) ব্যক্তির জন্য যা হারাম হয়

٢٠٥٧ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَاُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنّٰى سَالِمًا وَاَنْكَحَهُ ابْنَةَ اَخِيْهِ هِنْدًا بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِّامْرَاَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنّٰى رَجُلًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اِلَيْهِ وَوَرِثَ مِيْرَاثَهُ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ

http://IslamiBoi.wordpress.com

وَجَلَّ فِىْ ذٰلِكَ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ اِلٰى قَوْلِهٖ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ فَرُدُّوْا اِلٰى اٰبَائِهِمْ فَمَنْ لَّمْ
يُعْلَمْ لَهٗ اَبٌ كَانَ مَوْلًى وَّاَخًا فِى الدِّيْنِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ ابْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ
وَهِىَ امْرَاَةُ اَبِىْ حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَرٰى سَالِمًا وَّلَدًا فَكَانَ يَاْوِىْ مَعِىْ وَمَعَ اَبِىْ حُذَيْفَةَ
فِىْ بَيْتٍ وَّاحِدٍ وَيَرَانِىْ فُضْلًا وَّقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِمْ مَاقَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرٰى فِيْهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ
اَرْضِعِيْهِ فَاَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَاْمُرُ بَنَاتِ
اِخْوَانِهَا وَبَنَاتِ اَخَوَاتِهَا اَنْ يُّرْضِعْنَ مَنْ اَحَبَّتْ عَائِشَةُ اَنْ يَّرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَاِنْ كَانَ كَبِيْرًا خَمْسَ
رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَاَبَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يُّدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ
اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ حَتّٰى يَرْضَعَ فِى الْمَهْدِ وَقُلْنَا لِعَائِشَةَ وَاللّٰهِ مَانَدْرِىْ لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِّنَ النَّبِىِّ ﷺ
لِسَالِمٍ دُوْنَ سَائِرِ النَّاسِ ٠

২০৫৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স সালেমকে পালক পুত্র হিসাবে লালনপালন করেন এবং তার সাথে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিন্দা বিন্‌তুল ওয়ালীদ ইব্‌ন রাবী'আর বিবাহ দেন। আর সে ছিল একজন আনসার মহিলার আযাদকৃত গোলাম। যেমন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়িদকে পালক পুত্র হিসাবে লালনপালন করেন। জাহিলিয়াতের যুগের প্রথা ছিল, কাউকে পালক পুত্র হিসাবে লালনপালন করা হলে লোকেরা তাকে তার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকতো এবং সে তার উত্তরাধিকারীও হতো। অতঃপর কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল ঃ "তোমরা তাদের ডাকবে তাদের প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কিত করে, তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং তোমাদের আযাদকৃত গোলাম"। কাজেই, তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার সহিত সম্পর্কিত করবে। আর যদি কারো পিতৃ পরিচয় জানা না যায়, তবে সে দীনী ভাই ও আযাদকৃত গোলাম হবে। অতঃপর সাহ্‌লা বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন উমার আল্-কুরায়শী, পরে আল্-আমিরী যিনি আবূ হুযায়ফার স্ত্রী ছিলেন, আগমন করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সালেমকে আমাদের পুত্র হিসাবে গণ্য করি। আর সে আমার সাথে এবং আবূ হুযায়ফার সাথে আমাদের ঘরে (আমাদের সন্তান হিসাবে) লালিতপালিত হয়েছে। আর সে আমাকে একই বস্ত্রের মধ্যে দেখেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে যা নাযিল করেছেন, তা আপনি বিশেষভাবে অবগত। এখন তার সম্পর্কে আপনি কী নির্দেশ দেন? নবী করীম ﷺ তাকে বলেন, তাকে পাঁচবার তোমার দুধ পান করাও তাতে তুমি তার দুধ-মাতা হিসাবে পরিগণিত হবে। অতঃপর তিনি তাকে পাঁচবার দুধ পান করান এবং তিনি তার দুধমা হিসাবে গণ্য হন। এই কারণেই আয়েশা (রা) তাঁর বোনের ও ভাইয়ের মেয়েদের ও ছেলেদেরকে পাঁচবার দুধ পান করাতে নির্দেশ দিতেন যারা তাকে ভালবাসতেন, যাতে তিনি তাদের সাথে দেখা করতে পারেন। কিন্তু উম্মে সালামা (রা) ও নবী করীম ﷺ -এর অন্যান্য স্ত্রীগণ এ বয়সে দুগ্ধ পানকারীগণকে নিজেদের নিকট উপস্থিত হতে বাধা দিতেন, বরং তারা ছোট বেলার দুধ পান করাকেই প্রাধান্য দিতেন (বয়স্ক ব্যক্তির নয়)। আর আমরা আয়েশা (রা) সম্পর্কে বলতাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের জানা নেই, সম্ভবত এটা (সালেমের ব্যাপারটি) নবী করীম ﷺ -এর তরফ হতে বিশেষভাবে অনুমোদিত ছিল, যা অন্যদের জন্য নয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٠٥- بَابُ هَلْ يُحَرِّمُ مَادُوْنَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ

১০৫. অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচবারের কম দুধপানে হুরমাত[১] প্রতিষ্ঠিত হবে কি

٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

২০৫৮। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে দশবার দুগ্ধ পান করা হলে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর পাঁচবার দুধ পান করানো হুরমাতের জন্য নির্ধারিত হয় এবং পূর্বোক্ত নির্দেশ মানসূখ (রহিত) হয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ ইন্‌তিকাল করেন এবং এর শুধু কিরআত (পঠন) অবশিষ্ট থাকে।

٢٠٥٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ .

২০৫৯। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একবার বা দু'বার দুধ চোষার কারণে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয় না।

١٠٦- بَابُ فِى الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

১০৬. অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধপান ত্যাগের সময় বিনিময় প্রদান

٢٠٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ اَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّىْ مَذِمَّةَ الرَّضَاعَةِ قَالَ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ اَوِ الْاَمَةُ قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْاَسْلَمِيُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ.

২০৬০। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ..... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) তাঁর পিতা হাজ্জাজ ইব্‌ন হাজ্জাজ হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার উপর দুগ্ধ পানের জন্য হক (দেয়) কি? তিনি বলেন, আল্-গুর্‌রা অর্থাৎ দাস অথবা দাসী (দিতে হবে)।

---

১. হারাম।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٠٧ - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

১০৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে সমস্ত স্ত্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা হারাম।

٢٠٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَتُنْكَحُ الْكُبْرٰى عَلَى الصُّغْرٰى وَلاَ الصُّغْرٰى عَلَى الْكُبْرٰى ·

২০৬১। আবদুল্লাহ্ ইবন্ মুহাম্মাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে একত্রে বিবাহ করবে না। আর কোন স্ত্রীলোককে তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে একত্রে বিবাহ করবে না। আর তোমরা বড় (বোন) কে, ছোট (বোনের) উপর এবং ছোট (বোন) কে বড় (বোনের) উপর বিবাহ করবে না (অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করবে না)।

٢٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ·

২০৬২। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন স্ত্রীলোককে তার খালার সাথে এবং কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ·

২০৬৩। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ..... ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোন স্ত্রীলোকের সাথে তার খালা ও ফুফুকে এবং দু'জন খালা এবং দু'জন ফুফুকে একত্রে বিবাহ করাকে হারাম বলে অপছন্দ করতেন।

٢٠٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْدِ الْمِصْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ

http://IslamiBoi.wordpress.com

مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ عَلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا
أَنْ يَنْكِحُوا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ
ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ
وَالَّذِي ذَكَرَ اللّٰهُ أَنَّهُ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ
لَاتُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ
الْآخِرَةِ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ
الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَارَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ
رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ قَالَ يُونُسُ وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَاتُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى،
قَالَ يَقُولُ اُتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا ·

২০৬৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ..... ইব্‌ন শিহাব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেছেন যে, একদা তিনি নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "আর যদি তোমরা ইয়াতীমদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না বলে আশংকা কর, তবে তোমরা (ইয়াতীম ব্যতীত) অন্য যে কোন স্ত্রীলোকদের খুশীমত বিবাহ কর।" তিনি (আয়েশা) বলেন, হে আমার বোনের পুত্র! ঐ ইয়াতীমরা (স্ত্রীগণ) তার মুরুব্বীর গৃহে অবস্থান করে এবং তার মালের অংশীদার হয়। অতঃপর সে ব্যক্তি তার সম্পদ ও সৌন্দর্য দর্শনে অভিভূত হয়। তখন তার ওলী (মুরুব্বী) তার প্রতি ইনসাফ প্রদর্শন না করে তাকে বিবাহ করতে চায় এবং সে অন্য স্ত্রীলোককে যা দিতে চায়, তার চাইতে তাকে কম (মাহর) দিতে ইচ্ছা করে। কাজেই এদের সঙ্গে ইনসাফের সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং তাদের উচিত-প্রাপ্য (মাহর) প্রদান করা দরকার। তারা ব্যতীত অন্য যে কোন পছন্দনীয় স্ত্রীলোককে (যে কোন মাহরে) বিবাহ করতে পারবে।

রাবী উরওয়া (রহ) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, অতঃপর লোকেরা উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করতে থাকলে পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ আর তারা আপনাকে স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে।-আপনি বলুন! আল্লাহ্ ইহাদের ব্যাপারে সমাধান দিয়েছেন। "আর ইয়াতীম মহিলাদের ব্যাপারে কুরআনের মধ্যে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা হল, তাদের জন্য যে মাহর নির্দ্ধারিত, তা তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করতে পছন্দ কর।" তিনি (আয়েশা) বলেন, আর আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে প্রথম আয়াতে (কুরআনে) যা বর্ণনা করেছেন, তা হল, যদি তোমরা ইয়াতীম স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না বলে আশংকা কর, তবে তোমাদের খুশীমত, তোমরা অন্য স্ত্রীদেরকে বিবাহ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক বর্ণিত দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা হল, আর তোমরা তাদেরকে বিবাহ

http://IslamiBoi.wordpress.com

করতে পছন্দ কর, এই পছন্দ তোমাদের কারোও ঐ ইয়াতীম সম্পর্কে, যে তোমাদের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার ধন সম্পদ এবং সৌন্দর্যও কম থাকে। কাজেই ইয়াতীমদের মাল ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, বরং ইনসাফের সাথে তাদের প্রতি স্বতঃস্ফুর্তভাবে আকর্ষিত হতে বলা হয়েছে।

٢٠٦٥ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِى اَبِى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّيْلِىِّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ اَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَّكَ اِلَىَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِى بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ قَالَ هَلْ اَنْتَ مُعْطِىَّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّى اَخَافُ اَنْ يَّغْلِبَنَّكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَئِنْ اَعْطَيْتَنِيْهِ لاَيَخْلُصُ اِلَيْهِ اَبَدًا حَتّٰى يَبْلُغَ اِلٰى نَفْسِى اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَبَ بِنْتَ اَبِىْ جَهْلٍ عَلٰى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِىْ ذٰلِكَ عَلٰى مِنْبَرِهٖ هٰذَا وَاَنَا يَوْمَئِذٍ مُّحْتَلِمٌ فَقَالَ اِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّى وَاَنَا اَتَخَوَّفُ اَنْ تُفْتَنَ فِى دِيْنِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الشَّمْسِ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِىْ مُصَاهَرَتِهٖ اِيَّاهُ فَاَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ فَصَدَقَنِىْ وَوَعَدَنِىْ فَوَفَانِىْ وَاِنِّىْ لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلاَلاً وَّلاَ اُحِلُّ حَرَامًا وَّلٰكِنْ وَّاللّٰهِ لاَتَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ مَكَانًا وَّاحِدًا اَبَدًا ٠

২০৬৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ..... আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা যখন হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা)-এর শাহাদাতের সময়, ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার নিকট হতে মদীনায় আসেন; তখন তাঁর সাথে আল্‌-মুসাওয়ার ইব্‌ন মাখ্‌রামার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কি আমার নিকট কোন প্রয়োজন আছে, যা সম্পাদনের জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ দিবেন? তিনি (আলী) বলেন, না। তখন তিনি (মুসাওয়ার) বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরবারিটি আমাকে দান করবেন? কেননা আমার আশংকা হয়, হয়ত লোকেরা তা আপনার নিকট হতে কেড়ে নিবে। আর আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আপনি তা আমাকে প্রদান করেন, আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা কেউই নিতে পারবে না। (রাবী কিরমানী বলেন) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ফাতিমা (রা)-এর জীবদ্দশায় আবূ জেহেলের কন্যা বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম প্রেরণ করেন। এই সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদানের সময় এ সম্পর্কে বলতে শুনি, আর এই সময় আমি সাবালক ছিলাম। তিনি বলেন, নিশ্চয় ফাতিমা আমা হতে। আর আমি এরূপ আশংকা করি যে, সে এর ফলে ঈর্ষানলে জ্বলতে থাকবে। (কেননা এটাই মেয়েদের স্বভাব) অতঃপর তিনি বনী আবদুশ শামসের সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের সদ্ব্যবহারের কথাও তিনি বিশেষভাবে বলেন। অতঃপর , তিনি বলেন, তারা আমার সাথে যা বলেছিল, তা সত্যে পরিণত করেছিল এবং আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিল, তা পূর্ণ করেছিল। আর আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কোনো হালাল-কে হারাম করতে পারি বা হারাম-কে হালাল করতে পারি। (বরং আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়)। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌র রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহ্‌র দুশমনের কন্যা একই ঘরে কখনো একত্রিত হতে পারে না।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذٰلِكَ النِّكَاحِ ·

২০৬৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া..... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা প্রসংগে বলেন, রাবী মুসাওওয়ার বলেছেন, তখন আলী (রা) ঐ বিবাহের সংকল্প ত্যাগ করেন।

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنٰى قَالَ أَحْمَدُ نَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذَنُوا أَنْ يُنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا أٰذَنُ ثُمَّ لَا أٰذَنُ ثُمَّ لَا أٰذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيْدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيْبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِيْنِي مَا أٰذَاهَا وَالْأَخْبَارُ فِي حَدِيْثِ أَحْمَدَ ·

২০৬৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস..... আল্ মুসাওওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় বনী হিশাম ইব্‌ন মুগীরা (আবূ জেহেলের চাচা) তাদের কন্যাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর সাথে বিবাহ দেয়ার জন্য অনুমতি চাচ্ছে। তাদের এ ব্যাপারে অনুমতি নাই, অনুমতি নাই, অনুমতি নাই। অবশ্য যদি (আলী) ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) আমার কন্যাকে তালাক দেয়, তবে সে তাদের কন্যা গ্রহণ করতে পারে। কেননা, আমার কন্যা আমারই অংশ। আর তাকে যা সংশয়ে ফেলে তা আমাকেও সংশয়ে ফেলবে এবং তাকে যা কষ্ট দিবে তা আমাকেও ব্যথিত করবে। আর হাদীসের এই অংশটি আহ্‌মাদ হতে বর্ণিত।

١٠٨- بَابٌ فِيْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

১০৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুত'আ[১] বা ভোগ-বিবাহ

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعَةُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ·

২০৬৮। মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ..... যুহ্‌রী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্‌ন আবদুল আযীযের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময় আমরা মুত্'আ বিবাহ সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করতে থাকাকালে জনৈক ব্যক্তি, যার নাম ছিল রাবী'আ ইব্‌ন সাবুরা তিনি বলেন, আমি যখন আমার পিতার নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় এরূপ করতে (মুত্'আ বিবাহ) নিষেধ করেন।

১. যদি কোনো লোক কোনো স্ত্রীলোককে ক্ষণস্থায়ী ভোগের জন্য বিবাহ করে এরূপ বিবাহকে মুত্'আ বিবাহ বলে। নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট দুই কালের জন্যও হতে পারে। কাল নির্দিষ্ট থাকলে একে নিকাহে মুয়াক্কাত বলে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ ٠

২০৬৯। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া..... রাবী'আ ইব্ন সাবুরা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুত্'আ বিবাহ হারাম করেছেন।

١٠٩- بَابٌ فِي الشِّغَارِ

১০৯। অনুচ্ছেদ ঃ মাহর নির্ধারণ ব্যতীত এক বিবাহের পরিবর্তে অন্য বিবাহ

٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ فَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ٠

২০৭০। আল্ কা'নাবী..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার[১] করতে নিষেধ করেছেন। রাবী মুসাদ্দাদ তার বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি নাফে'কে জিজ্ঞাসা করি, শিগার কী? তিনি বলেন, কেউ যদি কারো মেয়েকে বিবাহ করে এই শর্তে যে, সে তার মেয়েকে এর পরিবর্তে তার নিকট বিবাহ দিবে মাহর নির্ধারণ ব্যতীত। কিংবা কেউ যদি কারো বোন বিবাহ করে, আর সেও তার সাথে নিজের বোন বিবাহ দেয় মাহর ব্যতীত। (অর্থাৎ একের বিবাহের পরিবর্তে বিনা মাহরে অপরের বিবাহ সম্পাদনকে শিগার বলে। অন্ধকারযুগে আরবে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল)।

٢٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هٰذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٠

২০৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া..... ইব্ন ইসহাক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আবদুর রহমান ইব্ন হুরমুয আল-আ'রাজ বলেছেন যে, আব্বাস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস আবদুর রহমান ইব্ন হাকামের সাথে তাঁর কন্যাকে বিবাহ দেন, আর আবদুর রহমান তাঁর বোনকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁরা উভয়েই কোনো মাহর ধার্য করেন নাই। তখন মু'আবিয়া (রা) মারওয়ানকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, সে যেন উভয়ের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তিনি (মু'আবিয়া) তাঁর পত্রে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার নিষেধ করেছেন।

---

১. শিগার বলা হয়, এরূপ শর্তে বিবাহ-শাদী করা যে, তুমি আমার বোনকে বিবাহ করবে এবং আমি তোমার বোনকে বিবাহ করব মাহর ছাড়া। আরবে অন্ধকার যুগে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١١٠- بَابُ فِى التَّحْلِيْلِ

১১০. অনুচ্ছেদ ঃ তাহ্লীল বা হালাল করা

٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِى اِسْمٰعِيْلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ وَاُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لُعِنَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ ٠

২০৭২। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস ..... আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইসমাঈল বলেছেন, আমার ধারণা যে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে মারফূ' হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, সে এবং যে স্বামী তালাক দেওয়ার পর পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছায় তাকে অন্যের নিকট বিবাহ দিয়ে তার জন্য হালাল করে লয়, তারা উভয়েই অভিশপ্ত।

٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَرَاَيْنَا اَنَّهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ ٠

২০৭৩। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকীয়্যা ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। রাবী শা'বী (র) বলেন, আমাদের ধারণা, তিনি হলেন আলী (রা), যিনি নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١١- بَابُ فِى نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ

১১১. অনুচ্ছেদ ঃ মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের বিবাহ করা

٢٠٧٤ -حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَهٰذَا لَفْظُ اِسْنَادِهٖ وَكَلَامِهٖ عَنْ وَكِيْعٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ٠

২০৭৪। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কোন ক্রীতদাস তার মনিবের বিনানুমতিতে বিবাহ করে তবে সে যিনাকারী হবে।

٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا انْكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ وَهُوَ مَوْقُوْفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ٠

২০৭৫। উক্বা ইব্ন মুকাররম ..... ইব্ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কোন গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বিবাহ করে, তবে তার বিবাহ বাতিল গণ্য হবে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١١٢- بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ اَنْ يَّخْطُبَ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ

১১২. অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাব দেয়া মাকরূহ্

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَايَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ ٠

২০৭৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারাহ্..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব না দেয়।

٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَايَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلَايَبِيْعُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ ٠

২০৭৭। আল্ হাসান ইব্‌ন আলী..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। আর কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের সময়ে ক্রয় না করে। অবশ্য সে যদি অনুমতি দেয় তবে সেটা আলাদা ব্যাপার।

١١٣- بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيْدُ تَزْوِيْجَهَا

১১৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَّاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِىْ ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَايَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ اَتَخَبَّاُ لَهَا حَتّٰى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِىْ اِلٰى نِكَاحِهَا وَتَزْوِيْجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا ٠

২০৭৮। মুসাদ্দাদ ..... জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন স্ত্রীলোককে বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠাবে, তখন যদি তার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে সে যেন তার বংশ, মাল ও সৌন্দর্য ইত্যাদি দর্শন করে, যা তাকে বিবাহে উৎসাহ দেয়। রাবী বলেন, অতঃপর আমি জনৈকা কুমারীকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেই এবং আমি গোপনে তাকে দর্শন করি, এমনকি তার চেহারাও দেখি, যা আমাকে তার সাথে বিবাহে প্রলুব্ধ করে। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١١٤- بَابٌ فِى الْوَلِىِّ

১১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ওলী বা অভিভাবক

٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ٠

২০৭৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বিবাহ করে তবে তার বিবাহ বাতিল (পরিত্যক্ত) হবে। আর তিনি এই উক্তিটি তিনবার উচ্চারণ করেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ঐ সহবাসের কারণে তাকে পূর্ণ মাহর প্রদান করতে হবে। আর উভয় পক্ষের অভিভাবকরা যদি এ সম্পর্কে মতবিরোধ করে তখন দেশের সরকার তার অভিভাবক হবে। কেননা, যার কোন অভিভাবক নাই, দেশের সরকারই তার অভিভাবক।

٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُودَاوُدَ وَجَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ ٠

২০৮০। আল কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, জা'ফর যুহ্‌রী (র) থেকে হাদীস শুনেননি, বরং যুহ্‌রী তাকে লিখেছিলেন।

٢٠٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ نَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ أَبُودَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ٠

২০৮১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা ..... আবূ মূসা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ওলী ব্যতীত কোন বিবাহই হতে পারে না। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, হাদীসের সনদ হল, ইউনুস আবূ বুরদা থেকে এবং ইসরাঈল আবূ ইসহাক থেকে, তিনি আবূ বুরদা থেকে।

٢٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهِيَ عِنْدَهُمْ ٠

২০৮২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া..... উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ইব্‌ন জাহ্‌শের (উবায়দুল্লাহ্‌র) স্ত্রী ছিলেন। তিনি (ইব্‌নে জাহ্‌শ) মৃত্যুবরণ করেন এবং এই সময় হাব্‌শাতে যাঁরা হিজরত করেন, তিনি তাঁদের সাথে ছিলেন। তখন হাব্‌শার বাদশাহ্ নাজাশী তাঁকে তাঁদের নিকট থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বিবাহ দেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١١٥- بَابٌ فِى الْعَضْلِ

১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহে বাধা প্রদান

٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى أَبُوْ عَامِرٍ نَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِى أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَىَّ فَاتَانِى ابْنُ عَمٍّ لِّى فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا لَّهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَىَّ أَتَانِى يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لاَ وَاللهِ لاَأُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ فَفِىَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَتَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْاٰيَةَ قَالَ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِى فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ·

২০৮৩। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্ মুসান্না..... মা'অকাল্ ইব্ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ভগ্নি ছিল, যার বিবাহ সম্পর্কে আমার নিকট পয়গাম আসত। অতঃপর আমার চাচাত ভাইয়ের তরফ হতে প্রস্তাব আসলে, আমি তাকে তার সাথে বিবাহ দেই। অতঃপর সে তাকে এক তালাকে রেজ'ঈ প্রদান করে এবং পরে তাকে (রুজ্'আত না করে) পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় তার ইদ্দতও পূর্ণ হয়। অতঃপর যখন অপর একজন তাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেয়, তখন সে (আমার চাচাত ভাই) আমার নিকট এসে পুনরায় তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পেশ করে এবং এতে বাধা প্রদান করে। আমি বলি, আল্লাহ্র শপথ! আমি আর কখনো তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিব না। রাবী (মা'অকাল) বলেন, তখন আমার সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয় ঃ "যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও, আর সে তার ইদ্দতও পূর্ণ করে, তখন তোমরা তাদেরকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা প্রদান করো না।" রাবী বলেন, অতঃপর আমি আমার শপথ ত্যাগ করি এবং তাকে (বোনকে) পুনরায় তার সাথে বিবাহ দেই।

١١٦- بَابٌ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

১১৬. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন স্ত্রীলোককে দু'জন ওলী দু'জায়গায় বিবাহ দেয়

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا هَمَّامٌ ح وَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ الْمَعْنٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِىَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَّجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا ·

২০৮৪। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম ..... সামুরা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন স্ত্রীলোককে দু'জন সমমানের ওলী (দুই ব্যক্তির সাথে) বিবাহ দেয় তবে ঐ দু'ব্যক্তির মধ্যে যার সাথে প্রথমে বিবাহ হবে, সে তার স্ত্রী হবে। আর যদি কেউ কোন বস্তুকে দু'ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে, এমতাবস্থায় প্রথমে যার নিকট বিক্রি করবে সে-ই তার মালিক হবে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١١٧- بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَتَعْضُلُوْهُنَّ

১১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে। আর তোমরা তাদের অন্যের সাথে বিবাহে বাধা দিবে না।

٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا اَسْبَاطٌ نَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ اَبُوْ الْحَسَنِ السَّوَائِىُّ وَلاَ اَظُنُّهُ اِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَتَعْضُلُوْهُنَّ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا مَاتَ كَانَ اَوْلِيَائُهُ اَحَقُّ بِاِمْرَأَتِهِ مِنْ وَلِىِّ نَفْسِهَا اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا وَزَوَّجُوْهَا وَاِنْ شَاءَ وَالَمْ يُزَوِّجُوْهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى ذٰلِكَ ٠

২০৮৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী'..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াত সম্পর্কে "তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে। আর তোমরা তাদের বাধা দিবে না" বলেছেন, (জাহিলিয়াতের যুগে) যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতো, তখন তার অভিভাবকগণ তার স্ত্রীর ব্যাপারে স্ত্রীর অভিভাবকদের চাইতে অধিক হকদার ছিল। কাজেই তাদের কেউ যদি তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করতো, তবে সে তা করতো; আর যদি তাকে বিবাহ করতে অনীহা প্রকাশ করতো, তবে তাকে আটকে রাখত এবং অন্যের সাথে বিবাহ করতে দিত না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এতদ্‌সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করে এই আয়াত নাযিল করেন। (এতে নারীর অধিকারে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়)।

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَيَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَذٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِى قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتّٰى تَمُوْتَ اَوْتَرُدَّ اِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَاحْكَمَ اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ ٠

২০৮৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাবিত আল-মারওয়াযী..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে। আর তোমরা তাদের অন্যের সাথে বিবাহে বাধা প্রদান করবে না এই আশংকায় যে, তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তা চলে যাবে। তবে তারা যদি প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে সে আলাদা ব্যাপার।" আর এই আয়াতটি নাযিলের কারণ হল, (অন্ধকার যুগে) পুরুষেরা তাদের নিকটাত্মীয়দের মৃত্যুর পর, তাদের স্ত্রীদেরও মালিক হত এবং মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তাকে অন্যের সাথে বিবাহ করতে মানা করত অথবা সে (স্ত্রীলোক) তার প্রাপ্য মাহর ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করত। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّوَيْةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ مَوْلَى عُمَرَ عَنِ الضَّحَّاكِ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَوَعَظَ اللّٰهُ ذٰلِكَ ٠

২০৮৭। আহ্‌মাদ ..... যিহাক (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এতদ্‌সম্পর্কে নসীহত প্রদান করেছেন।

١١٨- بَابٌ فِي الْإِسْتِيمَارِ

১১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের নিকট বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি চাওয়া

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبَانٌ نَا يَحْيٰى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ ٠

২০৮৮। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন সাইয়্যেবা মহিলাকে তার অনুমতি ব্যতীত এবং কুমারী মেয়েকে তার স্বীকারোক্তি ব্যতীত বিবাহ্ প্রদান করবে না। তখন তাঁরা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করেন, কুমারীর স্বীকারোক্তির স্বরূপ কী? তিনি বলেন, সে যদি চুপ করে থাকে তবে তা-ই তার জন্য স্বীকারোক্তি।

٢٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ نَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ الْمَعْنٰى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو نَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا وَالْإِخْتَارُ فِي حَدِيْثِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ أَبُوْ خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَرَوَاهُ أَبُوْ عَمْرٍ وَذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَكَلَّمَ قَالَ سُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا ٠

২০৮৯। আবূ কামিল..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা ইয়াতীম (মা বাপ হারা) মেয়ের বিবাহে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবে। আর সে যদি চুপ করে থাকে, তবে তা-ই তার জন্য স্বীকারোক্তি। আর সে যদি বিবাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তবে তার উপর কোন যুলুম করবে না। রাবী ইয়াযীদ বর্ণিত হাদীসে ইখতিয়ার (ইচ্ছা) শব্দটি উল্লেখ আছে। ইমাম আবূ দাউদ (রহ) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুমারী মেয়েরা (বিবাহে) স্বীকারোক্তি করতে লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন, কুমারী মেয়ের চুপ থাকাই তার জন্য স্বীকারোক্তি।

٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فِيهِ فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ زَادَ بَكَتْ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوْظٍ هُوَ وَهْمٌ فِي الْحَدِيْثِ الْوَهْمُ مِنْ إِبْنِ إِدْرِيسَ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২০৯০। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্-আলা..... মুহাম্মাদ ইব্ন আম্র পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি সে ক্রন্দন করে বা চুপ থাকে। এখানে بَكَتْ (সে ক্রন্দন করে) শব্দটি অতিরিক্ত।

٢٠٩١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أمِرُوْا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ ·

২০৯১। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা মেয়েদের সাথে তাদের বিবাহের ব্যাপারে পরামর্শ করবে।

١١٩- بَابٌ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوْهَا وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا

১১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন পিতা তার বালিগা কুমারী মেয়েকে তার বিনা অনুমতিতে বিবাহ দেয়

٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ ·

২০৯২। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা কুমারী (প্রাপ্ত বয়স্কা) মেয়ে নবী করীম ﷺ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে যে, তার পিতা তাকে এমন এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছে, যে তার অপছন্দ। নবী করীম ﷺ এ ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার প্রদান করেন। (অর্থাৎ তার স্বাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করেন। সে ইচ্ছা করলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে বা বহালও রাখতে পারে)।

٢٠٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذَا رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوْفًا ·

২০৯৩। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ..... ইকরামা (র) নবী করীম ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন,এ বর্ণনার সনদে ইব্ন আব্বাসের উল্লেখ নেই। সেহেতু হাদীসটি মুরসাল।

١٢٠- بَابٌ فِي الثَّيِّبِ

১২০. অনুচ্ছেদ ঃ সাইয়্যেবা[১]

٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ ·

---

১. সাইয়্যেবা এমন স্ত্রীলোককে বলা হয়, যার স্বামী নাই অর্থাৎ বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা রমনী।

http://IslamiBoi.wordpress.com

২০৯৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস.... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সাইয়্যেবা স্ত্রীলোক (নিজের বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর চাইতে নিজেই বেশি হকদার। আর বালিগা কুমারী মেয়েদের (বিবাহের সময়) অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে এবং তার অনুমতি হ'ল চুপ করে থাকা। আর এই শব্দটি রাবী আল্ কা'নাবী কর্তৃক বর্ণিত।

٢٠٩٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا اَبُوْهَا قَالَ اَبُوْ دَوُدَ اَبُوْهَا لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ •

২০৯৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল (রহ) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, সাইয়্যেবা স্ত্রীলোক (নিজের বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর চাইতে নিজেই বেশি হকদার। আর বালিগা কুমারী মেয়ের (বিবাহের সময়) তার পিতা যেন তার অনুমতি গ্রহণ করে।

٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ اَمْرٌ وَّ الْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا اِقْرَارُهَا •

২০৯৬। আল-হাসান ইব্‌ন আলী..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সাইয়্যেবা স্ত্রীলোকের (বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর করণীয় কিছুই নাই। তবে (প্রাপ্তবয়স্কা) ইয়াতীম কুমারী মেয়ের (বিবাহের সময় তার) অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আর তার চুপ থাকাই তার অনুমতিস্বরূপ।

٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَىْ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّيْنِ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا •

২০৯৭। আল্-কা'নাবী..... খান্‌সা বিন্‌ত খিদাম আল্-আনসারীয়্যাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা (খিদাম) তাঁকে এমন সময় বিবাহ প্রদান করেন, যখন তিনি সাইয়্যেবা ছিলেন। কিন্তু তিনি তা (ঐ বিবাহ) অপছন্দ করেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। রাসূল ﷺ তার বিবাহ বাতিল ঘোষণা করেন।

١٢١- بَابٌ فِى الْاَكْفَاءِ

১২১. অনুচ্ছেদ ঃ কুফু বা সমকক্ষতা

٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ نَا حَمَّادٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْيَافُوْخِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَابَنِىْ بَيَاضَةَ اَنْكِحُوْا اَبَا هِنْدٍ وَّانْكِحُوْا اِلَيْهِ وَقَالَ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِّمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ •

http://IslamiBoi.wordpress.com

২০৯৮। আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন গিয়াস..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ হিন্দ নবী করীম ﷺ -এর মস্তকের তালুতে শিংগা লাগাল। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ হে বনী বায়াদা! তোমরা আবূ হিন্দের মেয়েদের বিবাহ করবে এবং তার সাথে (বা তার সন্তানদের সাথে) তোমাদের ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিবে। এরপর তিনি বলেন, উত্তমরূপে চিকিৎসার বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'ল শিংগা লাগানো।

١٢٢- بَابٌ فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

১২২. অনুচ্ছেদ ঃ কারো জন্মের পূর্বে বিবাহ দেয়া

٢٠٩٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَعْنَى قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ حَدَّثَتْنِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الْأَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ عَثْرَانَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى جَيْشَ عَثْرَانَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ قُلْتُ وَمَا ثَوَابُهُ قَالَ أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ حَتَّى عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَهْلِي جَهِّزْهُنَّ إِلَيَّ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ حَتَّى أُصْدِقَ صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَحَلَفْتُ أَنْ لَا أُصْدِقَ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِقَرْنِ أَيِّ النِّسَاءِ هِيَ الْيَوْمَ قَالَ قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ قَالَ أَرَى أَنْ تَتْرُكَهَا قَالَ فَرَاعَنِي ذَلِكَ وَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي قَالَ لَا تَأْثَمُ وَلَا صَاحِبُكَ يَأْثَمُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْقَتِيرُ الشَّيْبُ.

২০৯৯। আল্‌-হাসান ইব্‌ন আলী..... সারা বিন্‌ত মুকাস্‌সাম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়মূনা বিন্‌ত কারদামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিদায় হজ্জের বছর, আমি আমার পিতার সাথে বের হই। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে স্বচক্ষে দেখি। ঐ সময় তিনি তাঁর উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল একটি দুর্‌রা (লাঠি), যেমন ছেলেদের শিক্ষার জন্য (যেরূপ) লাঠি ব্যবহৃত হয়। তখন আমি আরবদের ও অন্যান্য লোকদের বলতে শুনিঃ আল্‌-তাব্‌তাবিয়া[1] আল-তাব্‌তাবিয়া, আল্‌-তাব্‌তাবিয়া। এরপর আমার পিতা তাঁর নিকটবর্তী হয়ে তাঁর কদম মোবারক জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁর রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেন। এরপর তাঁর নিকট অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বলেন, আমি উসরান অভিযানে হাজির

১. লাঠির দ্বারা আঘাতের ফলে যে আওয়াজ বা শব্দের সৃষ্টি হয়, তাকে তাব্‌তাবিয়া বলে। ভারবাহী পশু দ্রুত পরিচালনার জন্য এরূপ বলা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

ছিলাম। রাবী ইব্‌ন মুসান্না বলেন, তা (অন্ধকার যুগের) একটি যুদ্ধ ছিল। তখন তারিক ইব্‌ন আল্‌-মুরাক্কা বলেন, আমাকে এর বিনিময়ে কে একটি বর্শা প্রদান করবে? আমি বলি, ঐ বিনিময়টা কী? তিনি বলেন, আমার যে কন্যা সন্তানের প্রথম জন্ম হবে বিনিময়ে আমি তাকে তার নিকট বিবাহ দিব। আমি তাকে আমার বর্শাটি প্রদান করলাম। এরপর আমি তার নিকট হতে চলে যাই। পরে আমি শুনতে পাই যে, তার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে এবং সে বালিগা (সাবালক) হয়েছে। এরপর আমি তার নিকট উপস্থিত হই এবং বলি, আমার বউকে আমার জন্য সাজিয়ে দিন। তখন সে এ বলে শপথ করেন যে, অতিরিক্ত কিছু মাহর না দিলে তাকে দেওয়া হবে না। তখন আমিও বিনিময় চুক্তির অতিরিক্ত কোন মাহর না দেওয়ার অঙ্গীকার করি এবং বর্শা দানের চুক্তির বিনিময়েই তাকে পেতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সে আজকের মহিলা। বোধ হয় সে তোমার বার্দ্ধক্য দেখেছে। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি তাকে পরিত্যাগ কর, তিনি (কারদাম) বলেন, আমি তখন শপথের কারণে ভীত হয়ে পড়ি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে দৃষ্টিপাত করি। এরপর তিনি আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে বলেন, এতে তুমি এবং তোমার সাথী কেউ (শপথ ভঙ্গের কারণে) পাপী হবে না।

٢١٠٠ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ اَنَّ خَالَتَهُ اَخْبَرَتْهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ هِىَ مُصَدَّقَةٌ امْرَاَةٌ صَدَقَ قَالَتْ بَيْنَا اَبِى فِى غَزَاةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذْ رَمَضُوْا فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ يُّعْطِيْنِى نَعْلَيْهِ وَاُنْكِحُهُ اَوَّلَ بِنْتٍ تُوْلَدُ لِى فَخَلَعَ اَبِى نَعْلَيْهِ فَاَلْقَاهُمَا اِلَيْهِ فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْقَتِيْرِ ·

২১০০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্..... জনৈকা মহিলা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমার পিতা কোন এক যুদ্ধে শরীক হন এবং তা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে, কে আমাকে একজোড়া জুতা প্রদান করবে? আর (এর বিনিময়ে) আমি তার নিকট আমার প্রথমা মেয়ের জন্ম হলে বিবাহ দিব। তখন আমার পিতা তার পায়ের জুতা খুলে তাকে প্রদান করেন। এরপর তার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে বালিগা হয়। এরপর রাবী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় বার্দ্ধক্যের কথার উল্লেখ নেই।

١٢٣- بَابُ الصَّدَاقِ

১২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মাহর নির্ধারণ

٢١٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَدَاقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ ثِنْتَا عَشَرَةَ اُوْقِيَةً وَّنَشٌّ فَقُلْتُ وَمَانَشٌّ قَالَتْ نِصْفُ اُوْقِيَةٍ ·

২১০১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ..... আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীদের মাহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এর পরিমাণ হ'ল বারো উকিয়া এবং এক নশ। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'নশ' কী? তিনি বলেন, এর পরিমাণ হল অর্ধ-উকিয়া[১]।

১. এক উকিয়ার পরিমাণ হল চল্লিশ দিরহাম। কাজেই বারো উকীয়া ও এক নশের সর্বমোট পরিমাণ হল ঃ ৪০ × ১২ + ২০ = ৫০০ শত দিরহাম।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢١٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى الْعَجْفَاءِ السُّلَمِىِّ قَالَ
خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ اَلاَ لاَ تُغَالُوْا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْكَانَتْ مَكْرُمَةً فِى الدُّنْيَا اَوْ تَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ لَكَانَ
اَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ مَا اَصْدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ امْرَاَةً مِّنْ نِّسَائِهِ وَلاَ اُصْدِقَتْ اِمْرَاَةٌ مِّنْ بَنَاتِهِ اَكْثَرَ مِنْ
ثِنْتَىْ عَشْرَةَ اُوْقِيَةً ۔

২১০২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ..... আবূ আল-আজফা আস-সালামী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) খুতবা প্রদানের সময় বলেন, তোমরা (স্ত্রীদের) মাহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। যদি তা দুনিয়াতে সম্মানের বস্তু হত অথবা আল্লাহ্‌র নিকট তাকওয়ার বস্তু হত, তবে তা পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি হতেন নবী করীম ﷺ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের এবং তাঁর কোন কন্যাদের জন্য বারো উকীয়ার অধিক পরিমাণ মাহর ধার্য করেননি।

٢١٠٣ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِىُّ نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ
الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِاَرْضِ الْحَبْشَةِ فَزَوَّجَهَا
النَّجَاشِىُّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَمْهَرَهَا عَنْهُ اَرْبَعَةَ اٰلاَفٍ وَّبَعَثَ بِهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ
اَبُوْ دَاوُدَ حَسَنَةُ هِىَ اُمُّهُ ۔

২১০৩। হাজ্জাজ ইব্‌ন আবূ ইয়া'কূব সাকাফী..... উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশের স্ত্রী। তিনি হাব্‌শাতে ইন্‌তিকাল করেন। এরপর (হাব্‌শার বাদশাহ্) নাজাশী তাঁকে নবী করীম ﷺ -এর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁর (নাজাশী) নিজের পক্ষ হতে মাহর স্বরূপ চার হাজার দিরহাম আদায় করেন এবং তা সহ তাঁকে (উম্মে হাবীবাকে) শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসানার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে প্রেরণ করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, হাসানা হলেন শুরাহ্‌বীলের মাতা।

٢١٠٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ نَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ
عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ النَّجَاشِىَّ زَوَّجَ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ اَبِىْ سُفْيَانَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى صَدَاقِ اَرْبَعَةِ اٰلاَفِ
دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبِلَ ۔

২১০৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন বাযী'..... যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজাশী উম্মে হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফ্‌ইয়ানকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বিবাহ দেন এবং এই জন্য চার হাজার দিরহাম মাহর ধার্য করেন। এরপর তিনি (নাজাশী) এতদসম্পর্কে একটি পত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে লিখে সবই তাঁকে অবহিত করেন, যা তিনি কবূল করেন।[১]

---

১. উপরোক্ত হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, ৫০০ দিরহামের অতিরিক্ত মাহর ধার্য করা হলে এতে কোন দোষ নেই।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٢٤- بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

১২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মাহরের সর্বনিম্ন হার

٢١٠٥ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ اَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَّعَلَيْهِ رِدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً قَالَ مَا اَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ‧

২১০৫। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) কে একটি হলুদ রং বিশিষ্ট চাদর পরিহিত দেখেন। এরপর নবী করীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কী? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি (আনসার) এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তার জন্য কী পরিমাণ মাহর ধার্য করেছ? তিনি বলেন, এক নাওয়া[১] পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি বলেন, তুমি ওয়ালীমা কর, যদি একটি বক্‌রীর দ্বারাও হয়।

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ جِبْرَئِيْلَ الْبَغْدَادِيُّ اَنَا يَزِيْدُ اَنَا مُوْسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْطٰى فِي الصَّدَاقِ امْرَاَةً مِّلْاَ كَفَّيْهِ سَوِيْقًا اَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَّوْقُوْفًا وَرَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلٰى مَعْنَى الْمُتْعَةِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَلٰى مَعْنٰى اَبِيْ عَاصِمٍ ‧

২১০৬। ইসহাক ইব্‌ন জিব্‌রাঈল বাগদাদী..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর মাহর হিসাবে দু'অংগুলি পূর্ণ (আজলা) আটা বা খেজুর প্রদান করে, তবে তা-ই তার জন্য যথেষ্ট। জাবির (রা) অপর একটি হাদীসে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে বিবাহের মাহর হিসাবে খাদ্যের সামান্য অংশ প্রদান করে তার নিকট হতে ফায়দা গ্রহণ করতাম। আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্‌ন জুরায়জ তিনি আবূ যুবায়র হতে, তিনি জাবির হতে আবূ আসিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

১. পাঁচ দিরহামের পরিমাণ।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٢٥- بَابٌ فِى التَّزْوِيْجِ عَلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ

১২৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কাজকে মাহর ধার্য করে বিবাহ প্রদান

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَّمْ تَكُنْ لَّكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا اِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِىْ اِلاَّ اِزَارِىْ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّكَ اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَلَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ لاَ اَجِدُ شَيْئًا قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْخَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ٠

২১০৭। আল্-কা'নাবী..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ আল সা'ইদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে জনৈকা রমনী উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমাকে আপনার নিকট বিবাহের (উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করছি। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তখন জনৈক (আনসার) ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন, যদি তাতে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমার নিকট এমন কিছু আছে কি, যদ্দারা তুমি তার মাহর আদায় করতে পার? সে বলে, আমার সাথে এই ইজার (পায়জামা) ব্যতীত দেওয়ার মত কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তোমার নিকট ইজার ব্যতীত দেওয়ার মত আর কিছুই নেই, তখন অন্য কিছু দেওয়ার জন্য অনুসন্ধান কর। সে বলে, আমি দেওয়ার মত কিছুই পাচ্ছি না। তিনি বলেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবুও তা দেওয়ার চেষ্টা কর। এরপর এর সন্ধান করে আমি ব্যর্থ হই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমার নিকট কুরআনের কিছু আছে কি?সে বলে, হাঁ, কুরআনের অমুক সূরাদ্বয় (আমার কাছে আছে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, আমি ঐ কুরআনের বিনিময়ে তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম।

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِىِّ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَحْوَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاِزَارَ وَالْخَاتَمَ فَقَالَ مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ اَوِ الَّتِىْ تَلِيْهَا قَالَ قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ اٰيَةً وَهِىَ امْرَأَتُكَ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১০৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন আবদুল্লাহ্..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি ইজার ও লোহার আংটির কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেন, তুমি কুরআনের কী হিফয করেছ? সে বলে, সূরাতুল বাকারা এবং এর পরবর্তী সূরা। তিনি বলেন, তুমি তাকে এর বিশ আয়াত পরিমাণ শিক্ষা দাও, আর (এর বিনিময়ে) সে তোমার স্ত্রী হবে।

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ نَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ نَحْوَ خَبَرِ سَهْلٍ قَالَ وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ لَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ.

২১০৯। হারূন ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবূ যারকা ..... মাকহুল (র) সাহ্‌ল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, মাকহুল বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরে এরূপ বিবাহ (মাহর ব্যতীত) আর বৈধ নয়।

١٢٦ - بَابُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتّٰى مَاتَ

১২৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মাহর নির্ধারণ ব্যতীত বিবাহ করে মৃত্যুবরণ করে

٢١١٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.

২১১০। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন যে, সে একজন মহিলাকে বিবাহ করার পর মৃত্যুবরণ করে। আর সে তার সাথে সহবাসও করেনি এবং তার জন্য কোন মাহরও ধার্য করেনি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, তাকে পূর্ণ মাহর দিতে হবে, তাকে পূর্ণ ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে তার মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীও হবে। রাবী মা'কিল ইব্‌ন সিনান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বির্‌ওয়া বিন্‌ত ওয়াশিক সম্পর্কে এরূপ ফায়সালা দিতে শুনেছি।

٢١١١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَاقَ عُثْمَانُ مِثْلَهُ.

২১১১। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢١١٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَأَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ

http://IslamiBoi.wordpress.com

وَاِنَّ لَهَا الْمِيْرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَاِنْ يَّكُ صَوَابًا فَمِنَ اللّٰهِ وَاِنْ يَّكُ خَطَأً فَمِنِّىْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ بَرِيْاَنِ فَقَامَ نَاسٌ مِّنْ اَشْجَعَ فِيْهِمُ الْجَرَّاحُ وَاَبُوْ سِنَانٍ فَقَالُوْا يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ نَحْنُ نَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَاهَا فِيْنَا فِىْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَاِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْاَشْجَعِىُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَرَحًا شَدِيْدًا حِيْنَ وَافَقَ قَضَائُهُ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ۔

২১১২। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উত্বা ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে। রাবী বলেন, লোকেরা এ ব্যাপারে একমাস ব্যাপী মতবিরোধ করে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) একবার মতভেদ করে। তিনি (ইব্ন মাসঊদ) বলেন, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য এই যে, তার মাহর ঐরূপ ধার্য করতে হবে, যেরূপ মাহর ঐ পরিবারের মেয়েদের জন্য ধার্য করা হয় এবং এতে কোনরূপ কমবেশি করা যাবে না। আর সে মীরাসের অধিকারীও হবে এবং তাকে ইদ্দতও পালন করতে হবে। আর এ সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহ্র পক্ষ হতে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার পক্ষ হতে এবং শয়তানের পক্ষ হতে। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। তখন আশজায়ী গোত্রের কিছু লোক দণ্ডায়মান হয়, যন্মধ্যে আল্-জাররাহ্ ও আবূ সিনান ছিলেন। তাঁরা সকলে বলেন, হে ইব্ন মাসঊদ! আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে বিরওয়া' বিন্ত ওয়াশিক সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তার স্বামী হিলাল ইব্ন মুর্‌রা আল্-আশজা'য়ীর ব্যাপারে যেমন আপনি ফায়সালা দিলেন। রাবী বলেন, এতদ্শ্রবণে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) যারপরনাই খুশি হন। কেননা তাঁর ফায়সালা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রদত্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছিল।

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِىُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الْاَصْبَغِ الْجَزَرِىُّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اَتَرْضَى اَنْ اُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْاَةِ اَتَرْضِيْنَ اَنْ اُزَوِّجَكِ فُلَانًا قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ اَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُمْ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ زَوَّجَنِىْ فُلَانَةَ وَلَمْ اَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ اُعْطِهَا شَيْئًا وَاِنِّىْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ اَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِىْ بِخَيْبَرَ فَاَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ اَلْفٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرُ فِىْ اَوَّلِ الْحَدِيْثِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ النِّكَاحِ اَيْسَرُهُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ نَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُلْزَقًا لِاَنَّ الْاَمْرَ غَيْرُ هٰذَا ۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১১৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারিস যাহলী..... উকবা ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, আমি তোমার সাথে অমুক মহিলাকে বিবাহ দিতে চাই, তুমি কি এতে রাযী আছ? সে বলে হাঁ। এরপর তিনি উক্ত মহিলাকে সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক; তুমি কি এতে রাযী আছ? সে বলে হাঁ। তিনি তাঁদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। এরপর সে ব্যক্তি সে মহিলার সাথে সহবাস করে এবং তার জন্য কোন মাহর ধার্য করেনি। আর তাকে নগদ কিছু (মাহর বাবদ) প্রদানও করে নাই। আর ইনি সে ব্যক্তি ছিলেন, যিনি হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলেন এবং এদের জন্য খায়বার বিজয়ের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদের অংশও ছিল। এরপর এই ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অমুক মহিলার সাথে আমার বিবাহ দেন এবং তার জন্য কোন মাহর ধার্য করেননি। আর আমিও তাকে কিছু প্রদান করিনি। এখন আমি আপনাদের সম্মুখে এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আমার অংশে খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের মাল তাকে প্রদান করেছি। এরপর সে মহিলা তার অংশ গ্রহণ করে এবং তা এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, প্রথম হাদীসে উমার (রা) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, উত্তম বিবাহ তা-ই যা সহজে সম্পন্ন হয়। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে বলেন—এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ (র) আরো বলেন, আমার আশংকা এই যে, সম্ভবত এই হাদীসটি অতিরিক্ত সংযোজিত। কেননা ব্যাপারটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। (অর্থাৎ লোকটি তার মৃত্যুশয্যায় তার স্ত্রীকে নির্ধারিত মাহরের চাইতে অধিক প্রদানের জন্য এরূপ করে)।

١٢٧- بَابٌ فِىْ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

১২৭. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের খুতবা

٢١١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِىْ خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِىْ النِّكَاحِ وَغَيْرِهٖ •

২১১৪। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সময় খুতবার প্রয়োজন আছে।

٢١١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ الْمَعْنٰى نَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ الْاَحْوَصِ وَاَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِهٖ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا، يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ، يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنْ •

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১১৫। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আল-আনবারী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে পাঠের জন্য খুতবা শিক্ষা দিয়েছেন। যা হলো ঃ (অর্থ) সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং তাঁর নিকট অন্তরের কুমন্ত্রনা থেকে পানাহ্ চাই, যাকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেন তাকে গুমরাহ্ করার কেউ নেই। আর আল্লাহ্ যাকে গুমরাহ্ করেন তাকে পথ প্রদর্শনের কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যথোপযুক্তভাবে ভয় করার মত এবং মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বলো, (তবে আল্লাহ্) তোমাদের কর্ম সংশোধিত করবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, অবশ্যই সে বিরাট সাফল্য লাভ করবে। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান তাঁর বর্ণনাতে اَنْ শব্দটি ব্যবহার করেননি। (অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে খুতবা আরম্ভ করেছেন)।

٢١١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ نَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ عَنْ اَبِىْ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحْوَهٗ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهٗ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا ٠

২১১৬। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বিবাহের খুতবা প্রদান করতেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, (অর্থ) যিনি তাঁর রাসূলকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল সে সুপথ পেল। আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের আনুগত্য করল না সে নিজেরই ক্ষতি করল এবং সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٢١١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ اَخِىْ شُعَيْبٍ الرَّازِىِّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَّجُلٍ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ قَالَ خَطَبْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاَنْكَحَنِىْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّتَشَهَّدَ ٠

২১১৭। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... বনী সুলায়ম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমামা বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -এর নিকট প্রস্তাব দিলে তিনি আমাকে খুতবা পাঠ ব্যতীত বিবাহ দিয়ে দেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٢٨- بَابٌ فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

১২৮. অনুচ্ছেদ ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের বিবাহ প্রদান

٢١١٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَّ اَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَنَا بِنْتُ سَبْعٍ قَالَ سُلَيْمَانُ اَوْ سِتٍّ وَّدَخَلَ بِىْ وَاَنَا بِنْتُ سَبْعٍ قَالَ سُلَيْمَانُ اَوْ سِتٍّ وَّدَخَلَ بِىْ وَاَنَا بِنْتُ تِسْعٍ •

২১১৮। সুলায়মান ইব্ন হারব..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যখন বিবাহ দেন, তখন আমি মাত্র সাত বছর বয়সের কন্যা ছিলাম। রাবী সুলায়মান বলেন, অথবা ছয় বছর বয়সের কন্যা ছিলাম। আর তিনি আমার সাথে সহবাস করেন, আমার নয় বছর বয়সের সময়ে।

١٢٩- بَابٌ فِى الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

১২৯. অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী মহিলা বিবাহ করলে, তার সাথে কতদিন অবস্থান করতে হবে

٢١١٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لَيْسَ بِكِ عَلٰى اَهْلِكِ هَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَاِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِىْ •

২১১৯। যুহায়র ইব্ন হারব..... উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উম্মে সালামাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর নিকট তিনরাত অবস্থান করেন। এরপর তিনি বলেন, এটা তোমার জন্য আমার পক্ষ হতে কম নয়, অবশ্য যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার সাথে সাত রাত অবস্থান করব। আর আমি যদি তোমার সাথে সাতরাত অবস্থান করি, তখন আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথেও আমাকে (সমতা রক্ষার্থে) সাত রাত অতিবাহিত করতে হবে।

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا زَادَ عُثْمَانُ وَكَانَتْ ثَيِّبًا وَّقَالَ حَدَّثَنِىْ هُشَيْمٌ اَنَا حُمَيْدٌ نَا اَنَسٌ •

২১২০। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকীয়্যা ও উসমান ইব্ন আবূ শায়রা..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাফিয়্যা (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর সাথে তিনরাত অতিবাহিত করেন। রাবী উসমান অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এই সময় তিনি (সাফিয়্যা) সাইয়্যেবা ছিলেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢١٢١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا هُشَيْمٌ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَّ اِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَلَوْ قُلْتُ اِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذٰلِكَ ٠

২১২১। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন কুমারী স্ত্রীলোককে সায়্যেবা মহিলার বর্তমানে বিবাহ করবে, তখন তার সাথে সাত রজনী যাপন করবে। আর যখন কুমারীর বর্তমানে সাইয়্যেবাকে বিবাহ করবে তখন তার সাথে তিনরাত যাপন করবে। রাবী কিলাবা বলেন, যদি আমি বলি, তিনি (আনাস) এটা মারফূ' হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তবে তা সঠিক হবে, বরং তিনি বলেছেন, এরূপই সুন্নাত।

١٣٠- بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِاِمْرَاَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَّنْقُدَهَا

১৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীকে কিছু দেওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করতে চায়

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الطَّالِقَانِىُّ نَا عَبْدَةُ نَا سَعِيْدٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِىٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَا عِنْدِى شَىْءٌ قَالَ اَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ٠

২১২২। ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল তালেকানী..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা (রা) কে বিবাহ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি তাঁকে (ফাতিমাকে) কিছু প্রদান কর। তিনি (আলী) বলেন, আমার নিকট কিছুই নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার হাতমীয়া লৌহ বর্মটি কোথায়? (তা প্রদান করে সহবাস করতে পার)।

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِلْصِىُّ نَا اَبُوْ حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِى حَمْزَةَ حَدَّثَنِى غَيْلاَنُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ عَلِيًّا رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَادَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لِىْ شَىْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَعْطِهَا دِرْعَكَ فَاَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ٠

২১২৩। কাসীর ইব্‌ন উবায়দ আল-হিলসী..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর (ফাতিমার) সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করেন (নগদে কিছু দেওয়ার আগে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে বাধা দান করে আলী (রা) কে কিছু নগদ মাহর আদায় করতে বলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দেওয়ার মত কিছুই নেই। নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি তাঁকে তোমার লৌহ-বর্মটি প্রদান কর। তখন তিনি তাঁকে তা প্রদানের পর তাঁর সাথে সহবাস করেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢١٢٤- حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ أَنَا حَيْوَةُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ •

২১২৪। কাসীর ইব্‌ন উবায়দ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢١٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ خَيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ •

২১২৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ আল-বায্‌যায..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কোন মহিলাকে তার স্বামী কর্তৃক কিছু দেওয়ার পূর্বে সহবাসের অনুমতি প্রদান করি।

٢١٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ •

২১২৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মা'মার..... আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে সমস্ত স্ত্রীলোকদেরকে তাদের বিবাহের পূর্বে মাহর হিসাবে, দান হিসাবে বা অন্য কোন প্রকারে পাত্র পক্ষ হতে কিছু দেয়া হয়, তা সে স্ত্রীলোকের জন্যই। আর বিবাহ বন্ধনের পরে যা কিছু দেয়া হয়, তা যাকে দেয়া হয় তার জন্য। আর বিবাহ উপলক্ষে পিতা তার মেয়ের বিবাহে এবং ভাই তার বোনের বিবাহে সম্মানজনক কোন উপঢৌকন প্রদানের অধিকতর যোগ্য।

١٣١- بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

১৩১. অনুচ্ছেদ ঃ দম্পতির জন্য দু'আ করা

٢١٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ •

২১২৭। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন মানুষের জন্য তার বিবাহের সময় এরূপ দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, (অর্থাৎ) আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল সাধন করুন, তোমাকে উন্নতি দিন এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে সৎকাজে সহযোগিতা রাখুন।

١٣٢- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى

১৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার পর গর্ভবতী পায়

٢١٢٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى السَّرِىِّ الْمَعْنَى قَالُوا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ ابْنُ أَبِى

http://IslamiBoi.wordpress.com

السَّرِيِّ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوْا يُقَالُ لَهٗ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً بِكْرًا فِيْ سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَاِذَا هِيَ حُبْلٰى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَّكَ فَاِذَا وَلَدَتْ قَالَ الْحَسَنُ فَاجْلِدْهَا وَقَالَ ابْنُ السَّرِيِّ فَاجْلِدُوْهَا اَوْ قَالَ فَحُدُّوْهَا قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَرَوَاهُ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَرْسَلُوْهُ وَفِيْ حَدِيْثِ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّ بَصْرَةَ بْنَ اَكْثَمَ نَكَحَ الْمَرْاَةَ وَكُلُّهُمْ قَالَ فِيْ حَدِيْثِهٖ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَّهٗ ـ

২১২৮। মাখলাদ ইব্ন খালিদ ..... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব জনৈক আনসার হতে বর্ণনা করেছেন। রাবী ইব্ন আল সারী নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আনসার হতে উল্লেখ করেন নি। এরপর সকল রাবী একত্রে বাসরা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এমন একজন নারীকে বিবাহ করি, যে বাহ্যত কুমারী ছিল। এরপর আমি তার সাথে সহবাস করতে গিয়ে তাকে গর্ভবতী দেখতে পাই। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, তুমি তার গুপ্তাঙ্গ ব্যবহার করার ফলে তোমার উপর তার মাহর ওয়াজিব হয়েছে। আর ঐ গর্ভস্থ সন্তান (যা ব্যভিচারের ফসল) তোমার খাদিম। আর যখন সে সন্তান প্রসব করবে, রাবী হাসান বলেন, তখন তাকে দুর্‌রা মারবে। অথবা রাবী বলেন, তার উপর হদ্ (শরী'আতের শাস্তির বিধান) কায়েম করবে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি কাতাদা, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীর ও আতা আল-খুরাসানী সাঈদ ইব্ন আল-মুসায়্যাব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, বাসরা ইব্ন আকসাম জনৈক মহিলাকে বিবাহ করেন এবং সমস্ত রাবী একমত হয়ে বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ ঐ গর্ভস্থ সন্তানকে তার জন্য খাদিম হিসাবে নির্ধারিত করেন।

٢١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نَا عَلِيٌّ يَعْنِيْ ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهٗ بَصْرَةُ بْنُ اَكْثَمَ نَكَحَ امْرَاَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ اَتَمُّ ـ

২১২৯। মুহাম্মদ ইব্ন আল্ মুসান্না........ সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি, যার নাম ছিল বাস্‌রা ইব্ন আকসাম, তিনি এক মহিলাকে বিবাহ করেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করা হয়। আর রাবী ইব্ন জুরায়জ বর্ণিত হাদীসটি পরিপূর্ণ।

١٣٣- بَابُ الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

১৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফভিত্তিক বর্টন

٢١٣٠- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهٗ امْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلٰى اِحْدٰهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَشِقُّهٗ مَائِلٌ ـ

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১৩০। আবুল ওয়ালীদ আত্-তায়ালিসী..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার দু'জন স্ত্রী আছে আর সে তার মধ্যে একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অর্ধাঙ্গ অবশ অবস্থায় আসবে।

٢١٣١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ يَعْنِي الْقَلْبَ ٠

২১৩১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক (সব কিছুই) বণ্টন করতেন এবং বলতেন, ইয়া আল্লাহ্! আমার পক্ষে যা সম্ভব, আমি তা করছি। আর আপনি যার মালিক (অন্তরের) এবং আমি নই, সে ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করবেন না।

٢١٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُوا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذٰلِكَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ قَالَ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ٠

২১৩২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ..... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (রহ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আয়েশা (রা) বলেন, হে আমার বোনের পুত্র! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কারো উপর কাউকে ফযীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রদান করতেন না, আমাদের সাথে অবস্থানের ব্যাপারে। আর এরূপ দিন খুব কমই হত, যেদিন তিনি আমাদের সকলের নিকট আসতেন না এবং সহবাস ব্যতীত তিনি সকল স্ত্রীর সাথে খোশালাপ করতেন। এরপর যেদিন যার সাথে রাত্রিবাসের পালা পড়ত, সেদিন তিনি তার সাথে রাতযাপন করতেন। আর সাওদা বিন্‌ত যাম'আর বয়স যখন অধিক বৃদ্ধি পায় এবং তিনি এ ভয়ে ভীত হন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ত্যাগ করবেন, তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার পালার দিনটি আয়েশার জন্য দান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার পক্ষ হতে তা কবুল করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আশংকা করে ----------।

٢١٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ

http://IslamiBoi.wordpress.com

مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قَالَتْ مُعَاذَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَاكُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَىَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي ٠

২১৩৩। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুঈন ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রত্যেকের নিকট অবস্থানের দিন অনুমতি চাইতেন। এরপর এ আয়াত নাযিল হয়ঃ তুমি তাদের মধ্যে যার সাথে ইচ্ছা (অবস্থান) করতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট রাখতে পার। মু'আযা বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কী বলতেন? তিনি বলেন, আমি বলতাম, যদি তা আমার জন্য হয়, তবে আমি কাউকেও আমার উপর অগ্রাধিকার দিব না।

٢١٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِى أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بَابْنُوسَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ يَعْنِى فِي مَرَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ فَأَذِنَّ لَهُ ٠

২১৩৪। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মৃত্যুকালীন রোগের সময় তাঁর সকল স্ত্রীকে আহবান করেন। আমরা সকলে একত্রিত হলে তিনি বলেন, (বর্তমানে) তোমাদের সকলের সাথে ঘুরে ঘুরে (পালাক্রমে) অবস্থানের ক্ষমতা আমার নেই। কাজেই তোমরা সকলে যদি অনুমতি দাও, তবে আমি (অসুস্থতার) দিনগুলো আয়েশার নিকট কাটাতে চাই। তখন সকলেই তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।

٢١٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٠

২১৩৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন সারহ্..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোথাও সফরের ইরাদা করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (সংগে নেওয়ার জন্য) লটারী করতেন। এরপর যার নাম লটারীতে আসত, তিনি তাঁকে সংগে নিতেন। আর তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি দিন ও রাত নির্ধারিত করতেন। অবশ্য সাওদা বিন্‌ত যাম'আ ব্যতীত, কেননা, তিনি (বার্ধক্যের কারণে) তাঁর পালার দিনটি আয়েশার জন্য দান করেছিলেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٣٤- بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

১৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর বাড়ীতে সহাবস্থানের শর্তে বিবাহ করলে তাকে অন্যত্র নেয়া যায় কিনা

٢١٣٠- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَحَقَّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ ٠

২১৩৬। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ..... উকবা ইব্ন আমের (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ ঐ শর্তই উত্তম, যা তোমরা পূর্ণরূপে পালন করতে পার, আর যদ্দারা তোমাদের জন্য স্ত্রী-অঙ্গ ব্যবহার হালাল হয়।

١٣٥- بَابٌ فِى حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

১৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর হক (অধিকার)

٢١٣٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَاَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَحَقُّ اَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّى اَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَاَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَّهُمْ فَاَنْتَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِىْ اَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَلاَتَفْعَلُوْا لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لاَمَرْتُ النِّسَاءَ اَنْ يَّسْجُدْنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ ٠

২১৩৭। আম্র ইব্ন আওন ..... কায়স ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিরা শহরে আগমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজ্দা করতে দেখি। আমি (মনে মনে) বলি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই তো সিজ্দার অধিকতর হক্দার। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলি, আমি হিরাতে গমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজ্দা করতে দেখেছি। আর ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই তো এর অধিক হকদার যে, আমরা আপনাকে সিজ্দা করি? তিনি বলেন, তুমি বল, যদি (আমার ইনতিকালের পর) তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে গমন কর, তবে কি তুমি সেখানে সিজ্দা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, না। তিনি বলেন, তোমরা সেরূপ করবে না। আর যদি আমি কাউকে কারো সিজ্দা করতে বলতাম, তবে আমি স্ত্রীলোকদেরকে তাদের স্বামীদের সিজ্দা করতে বলতাম। আর তা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (স্বামীকে) তাদের (স্ত্রীদের) উপর হক প্রদান করেছেন।

٢١٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَاْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১৩৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আম্‌র ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় (সহবাসের জন্য) আহবান করে, আর সে (স্ত্রী) তার নিকট গমন করে না, যার ফলে সে (স্বামী) রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, ঐ স্ত্রীলোকের উপর ফিরিশ্‌তাগণ সকাল পর্যন্ত অভিসম্পাত করতে থাকেন।

١٣٦- بَابٌ فِيْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

১৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

٢١٣٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا أَبُوْ قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَاتَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَاتَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ‏.‏

২১৩৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল..... হাকীম ইব্‌ন মু'আবিয়া (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্বামীদের উপর স্ত্রীদের কী হক? তিনি বলেন, যা সে খাবে তাকেও (স্ত্রী) খাওয়াবে, আর সে যা পরিধান করবে তাকেও তা পরিধান করাবে। আর তার (স্ত্রীর) চেহারার উপর মারবে না এবং তাকে গালাগাল করবে না। আর তাকে ঘর হতে বের করে দিবে না।

٢١٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى نَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ نِسَاؤُنَا مَانَأْتِيْ مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ قَالَ ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تُقَبِّحِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبْ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى شُعْبَةُ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ‏.‏

২১৪০। ইব্‌ন বিশ্‌শার..... হাকীম ইব্‌ন মু'আবিয়া (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে কোথায় কিরূপে সহবাস করব এবং কোথায় করব না? তিনি বলেন, তুমি তোমার ক্ষেত্রে যেরূপে ইচ্ছা গমন করতে পার। আর যখন তুমি খাবে, তখন তাকেও খেতে দিবে। আর যখন তুমি যা পরিধান করবে, তখন তাকেও তা পরিধান করাবে এবং তাকে গালমন্দ করবে না ও মারধর করবে না।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, শো'বা বর্ণনা করেছেন, তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খেতে দিবে। আর তুমি যা পরিধান করবে, তাকেও তা পরিধান করাবে।

٢١٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِيْنٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُوْلُ فِيْ نِسَائِنَا قَالَ أَطْعِمُوْهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُوْنَ وَلَاتَضْرِبُوْهُنَّ وَلَاتُقَبِّحُوْهُنَّ ‏.‏

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১৪১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউসুফ মুহাল্লাবী আল-নীশাপুরী ..... বিহ্‌য ইব্‌ন হাকীম তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা মু'আবিয়া আল কুশায়রী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের স্ত্রীর হক সম্পর্কে কী নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দিবে। আর তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকেও তা পরিধান করাবে এবং তোমরা-তাদেরকে মারধর করবে না ও গালমন্দ দিবে না।

١٣٧- بَابٌ فِيْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

১৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের মারধর করা

٢١٤٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْ حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوْزَهُنَّ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِيْ الْمَضَاجِعِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي فِيْ النِّكَاحِ ·

২১৪২। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ......আবূ হার্‌রা আর্‌ রুকাশী তার চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যদি তোমরা স্ত্রীদের পক্ষ হতে অবাধ্যতার আশংকা কর, তবে তোমরা তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে। রাবী হাম্মাদ বলেন, অর্থাৎ তাদের সাথে সহবাস পরিত্যাগ করবে।

٢١٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ خَلَفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَتَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ ·

২১৪৩। ইব্‌ন আবূ খাল্‌ফ ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন সারহ্ ---- ইয়াস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যুবাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসীদেরকে প্রহার করবে না। তখন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের সাথে অবাধ্যতা করছে। তখন তিনি তাদেরকে হাল্‌কা মারধর করতে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিবারের নিকট অনেক[১] মহিলা এসে তাদের স্বামীদের সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করে। তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেনঃ আলে মুহাম্মাদের নিকট অসংখ্য মহিলা এসে তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করেছে। যারা তাদের স্ত্রীদের মেরেছে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম নয়।

٢١٤٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُسْلِيِّ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْ مَاضَرَبَ امْرَأَتَهُ ·

---

১. পরিবার।

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১৪৪। যুহায়র ইব্‌ন হারব ..... উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তিকে (দুনিয়াতে) তার স্ত্রীকে মারধর করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

١٣٨- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

১৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যাপারে চক্ষু অবনত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়

٢١٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ ٠

২১৪৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... জারীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হঠাৎ কোন অপরিচিত স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তুমি তোমার দৃষ্টিকে (তৎক্ষণাৎ) ফিরিয়ে নিবে।

٢١٤٦- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ أَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ٠

২১৪৬। ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা আল্-ফাযারী ..... আবূ বুরায়দা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা) কে বলেন, হে আলী! তোমার প্রথম দৃষ্টিপাতকে (বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি যা অনিচ্ছা সত্ত্বে হয়েছে) তোমার দ্বিতীয় দৃষ্টি (যা ইচ্ছাকৃত) যেন অনুসরণ না করে। কেননা, প্রথমবার দৃষ্টিপাত তোমার জন্য জায়িয, আর দ্বিতীয়বার (ইচ্ছাকৃতভাবে) দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য বৈধ নয়।

٢١٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ٠

২১৪৭। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক যেন অপর কোন স্ত্রীলোকের খালি শরীর স্পর্শ না করে, যাতে সে তার শরীরের কমনীয়তা ও লাবণ্যতা সম্পর্কে তার স্বামীর নিকট বর্ণনা করতে পারে। যার ফলে তার স্বামী তাকে দেখার জন্য আকৃষ্ট হতে পারে।

٢١٤٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضٰى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلٰى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১৪৮। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ জনৈক অপরিচিতা স্ত্রীলোককে দেখতে পান। অতঃপর তিনি (তাঁর স্ত্রী) যায়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শের নিকট গমন করেন এবং তাঁর দ্বারা নিজের কামনা পূর্ণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবীদের নিকট গমন করে তাদেরকে বলেন, নিশ্চয় মহিলারা শয়তানের ন্যায়, পুরুষের মনের মধ্যে ওয়াস্‌ওয়াসার (ধোঁকার) সৃষ্টি করে। আর যে ব্যক্তি এই অবস্থায় পতিত হবে, সে যেন তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং (তার সাথে সহবাসের দ্বারা) তার অন্তরে সৃষ্ট দুর্বলতা যেন দূরীভূত করে।

٢١٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ أَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذٰلِكَ لَامُحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ ۔

২১৪৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত (হাদীসের চাইতে) অধিক সগীরা গুনাহ্ সম্পর্কিত হাদীস দেখি নাই। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ নির্ধারিত করেছেন, আর সে তা অবশ্যই করবে। আর দু' চক্ষুর যিনা হল দৃষ্টিপাত করা, মুখের যিনা হল অশোভন উক্তি, আর নফ্‌সের যিনা হল (যিনার) ইচ্ছা ও আকাঙ্খা করা। আর সবশেষে গুপ্তাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।

٢١٥٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ ۔

২১৫০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ আছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী আরো উল্লেখ করেছেন যে, দুই হাতও যিনা করে, আর তা হল কোন অপরিচিতা স্ত্রীকে স্পর্শ করা। আর দুই পা-ও যিনা করে এবং তা হল যিনার স্থানে গমন করা। আর মুখও যিনা করে এবং তা হল (কোন অপরিচিতা স্ত্রীকে) চুম্বন করা।

٢١٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ ۔

২১৫১। কুতায়বা ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী আরো বলেন, কানের যিনা হলো, (যৌন উদ্দীপক) কথাবার্তা শ্রবণ করা।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٣٩- بَابٌ فِيْ وَطْيِ السَّبَايَا

১৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ বন্দী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা

٢١٥٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا اِلٰى اَوْطَاسٍ فَلَقُوْا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوْهُمْ فَظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ وَاَصَابُوْا لَهُمْ سَبَايَا فَكَانَ اُنَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَحَرَّجُوْا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ اَجْلِ اَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اَىْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلَالٌ اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .

২১৫২। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন মায়সার ..... আবূ সাঈদ আল খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনায়নের যুদ্ধের সময় আওতাস্ নামক স্থানে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা তাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করে তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়। আর এই সময় তারা কয়েদী হিসাবে (হাওয়াযেন গোত্রের) কিছু মহিলাকে বন্দী করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিছু সাহাবী তাদের সাথে অনধিকারভাবে সহবাস করতে ইচ্ছা করে, কেননা তাদের স্বামীরা মুশরিক ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ (অর্থ) যে সমস্ত স্ত্রীলোকদের স্বামী আছে তারা তোমাদের জন্য হারাম। তবে যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী অর্থাৎ যেসব মহিলা যুদ্ধবন্দী হিসাবে তোমাদের আয়ত্বে আসবে তারা ইদ্দত (হায়েযের) পূর্ণ করার পর তোমাদের জন্য হালাল।

٢١٥٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مِسْكِيْنٌ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ غَزْوَةٍ فَرَاٰى امْرَاَةً مُجِحًّا فَقَالَ لَعَلَّ صَاحِبَهَا اَلَمَّ بِهَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَلْعَنَ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِىْ قَبْرِهٖ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَايَحِلُّ لَهُ .

২১৫৩। আন নুফায়লী ..... আবূ দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক যুদ্ধে গমন করেন। অতঃপর তিনি জনৈকা সন্তানসম্ভবা দাসীকে দেখেন। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ এর মালিক এর সাথে সহবাস করেছে। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আমি তার জন্য বদদু'আ করতে ইচ্ছা করেছি, যা তার সাথে কবরে প্রবেশ করবে। উক্ত সন্তান কিরূপে তার উত্তরাধিকারী হবে? তা তার জন্য বৈধ নয়। আর সে তার (সন্তানের) নিকট হতে কিরূপে খিদমত আশা করবে? তা তার জন্য হালাল নয়।

٢١٥٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ اَنَّهُ قَالَ فِىْ سَبَايَا اَوْطَاسٍ لَاتُوْطَاُ حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتّٰى تَحِيْضَ حَيْضَةً .

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১৫৪। আম্র ইব্ন আওন ..... আবূ সাঈদ আল্-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কোন গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে তার সন্তান প্রসবের আগে এবং কোন রমনীর সাথে তার হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পূর্বে সহবাস করবে না।

٢١٥٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوْقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِيْنَا خَطِيْبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَاأَقُوْلُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَايَحِلُّ لِامْرِئٍ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَّسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِيْ إِتْيَانَ الْحَبَالٰى وَلَايَحِلُّ لِامْرِءٍ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَّقَعَ عَلٰى امْرَأَةٍ مِّنَ السَّبْيِ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَايَحِلُّ لِامْرِئٍ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَّبِيْعَ مَغْنَمًا حَتّٰى يُقْسَمَ ٠

২১৫৫। আন্-নুফায়লী ..... রুওয়াইফি' ইব্ন সাবিত আল্-আনসারী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি (রুওয়াইফি') আমাদের মধ্যে খুত্বা প্রদানের সময় দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, আমি তোমাদেরকে তা-ই বলব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি হুনায়নের (যুদ্ধের) সময় বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, সে যেন অন্যের খেতে পানি সেচ না করে অর্থাৎ অন্যের গর্ভবতী কোন নারীর সাথে সহবাস না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, তার জন্য কোন বন্দিনী গর্ভবতী নারীর সাথে সহবাস করা বৈধ নয়, যতক্ষণ সে সন্তান প্রসব করে পবিত্র না হয়। আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য গণীমতের মাল বণ্টনের আগে বিক্রয় করা হালাল নয়।

٢١٥٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ زَادَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَايَرْكَبْ دَابَّةً مِّنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِّنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى إِذَا اخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوْظَةٍ ٠

২১৫৬। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... ইব্ন ইস্হাক (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, যতক্ষণ না সে (বন্দিনী স্ত্রী) তার হায়েয হতে সম্পূর্ণ মুক্ত (পবিত্র) হয়। অতঃপর তিনি (রাবী) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য মুসলমানদের প্রাপ্ত কোন গণীমতের পশুর উপর সাওয়ার হওয়া হালাল নয়; যে তাকে দূর্বল করে ফেরত দিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মুসলমানদের গণীমতের কাপড় হিসাবে প্রাপ্ত কোন কাপড় পরিধান না করে, এমনভাবে যে, সে তা পুরাতন করে ফেরত দেয়। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, উক্ত হাদীসে ঋতুমতী স্ত্রীলোক সম্পর্কে কিছু বর্ণিত হয়নি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٤٠- بَابٌ فِى جَامِعِ النِّكَاحِ

১৪০. অনুচ্ছেদ ঃ সহবাস সম্পর্কীয় অন্যান্য হাদীস

٢١٥٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ نَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرٰى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرٰى بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ زَادَ أَبُوْ سَعِيدٍ ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِى الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ ·

২১৫৭। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ..... আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোনো রমনীকে বিবাহ করে অথবা কোনো দাস খরিদ করে, তখন সে যেন বলে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এর উত্তম স্বভাব ও সৎ চরিত্রের জন্য দু'আ করছি এবং এর মন্দ স্বভাব ও অনিষ্টতা হতে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আর যখন কেউ কোন উট খরিদ করে তখন সে যেন এর ঝুঁটি স্পর্শ করে এরূপ বলে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, রাবী আবূ সাঈদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সে যেন স্ত্রীর ও দাসের কপাল স্পর্শ করে বরকতের জন্য দু'আ করে।

٢١٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِىَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ إِنْ قُدِّرَ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِى ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ·

২১৫৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে মনস্থ করে, তখন সে যেন বলে, (অর্থ) আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ্! শয়তান থেকে বাঁচাও এবং যে রিয্‌ক তুমি আমাদের দিয়েছ, তা শয়তান থেকে পবিত্র রাখ। অতঃপর তাদের মিলনের ফলে যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, শয়তান তার কখনই কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٢١٥٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا ·

২১৫৯। হান্নাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদদ্বারে সহবাস করে সে অভিশপ্ত।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢١٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُوْلُ إِنَّ الْيَهُوْدَ يَقُوْلُوْنَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِىْ فَرْجِهَا مِنْ وَّرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ .

২১৬০। ইব্ন বাশ্শার ..... মুহাম্মাদ ইব্ন আল্-মুনকাদির (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, ইয়াহুদীরা বলত, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পশ্চাদ দিক হতে তার যৌনাঙ্গে সহবাস করে তখন যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে টেরা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেরূপে ইচ্ছা সেরূপে গিয়ে ফসল উৎপাদন কর।"

٢١٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى أَبُوْ الْأَصْبَغِ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ يَّعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللّٰهُ يَغْفِرُلَهُ أَوْهَمَ إِنَّمَا كَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَّعَ هٰذَا الْحَىِّ مِنْ يَهُوْدَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَّكَانُوْا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِى الْعِلْمِ فَكَانُوْا يَقْتَدُوْنَ بِكَثِيْرٍ مِّنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَّا يَأْتُوْنَ النِّسَاءَ إِلَّا عَلٰى حَرْفٍ وَّذٰلِكَ أَسْتَرُ مَاتَكُوْنُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوْا بِذٰلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَّشْرَحُوْنَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُّنْكَرًا وَّيَتَلَذَّذُوْنَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَّ مُدْبِرَاتٍ وَّمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ إِمْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتٰى عَلٰى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذٰلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِىْ حَتّٰى شَرِىَ أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ أَىْ مُقْبِلَاتٍ وَّمُدْبِرَاتٍ وَّمُسْتَلْقِيَاتٍ يَّعْنِىْ بِذٰلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ .

২১৬১। আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় ইব্ন উমার, আল্লাহ্ তাঁকে বা তাঁদেরকে মার্জনা করুন– বলেছেন; জাহিলিয়াতের যুগে আনসারগণ দেব-দেবীর পূজার্চনা করতো এবং ইয়াহুদীদের সাথে অবস্থান করতো। তারা (ইয়াহুদীরা) আহ্লে কিতাব ছিল এবং সেজন্য তারা (ইয়াহুদীরা) আনসারদের উপর জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাত। আর তাঁরা (আনসারগণ) অনেক ব্যাপারে তাদের (ইয়াহুদীদের) অনুসরণ করতো। আর আহ্লে কিতাবদের নিয়ম ছিল যে, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায়) সহবাস করতো। আর এটাই ছিল স্ত্রীদের সাথে সহবাসের নিয়ম। আর আনসারদের এই গোত্রটি তাদের নিকট হতে এই নিয়মটি গ্রহণ করে। আর কুরায়শদের এই গোত্রটি, তাদের স্ত্রীদের সাথে বিভিন্ন অবস্থায় সহবাস করতো, এমনকি তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সামনাসামনি, পশ্চাদদিক দিয়ে ও চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় সহবাস

http://IslamiBoi.wordpress.com

করতো। অতঃপর তারা যখন মুহাজির অবস্থায় মদীনাতে আগমন করে, তখন তাদের কোন এক ব্যক্তি আনসারদের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করে। তখন সে তার সাথে ঐ প্রক্রিয়ার সহবাস করতে গেলে উক্ত মহিলা তাকে ঐরূপে সংগম করতে বাধা দেয় এবং বলে, আমাদের এখানকার সহবাসের একটি নিয়ম, কাজেই তুমি সেই নিয়মে আমার সাথে সংগম করো, অন্যথায় আমার নিকট হতে দূরে সরে যাও। অতঃপর তাদের এই ব্যাপারটি জটিলতর হলে এতদ্সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অবহিত করা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেরূপে ইচ্ছা গমন কর, চাই তা সম্মুখ দিয়ে হোক, পশ্চাদ দিক দিয়ে হোক কিংবা চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক, অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, যৌনাঙ্গে সহবাস করবে।

١٤١- بَابٌ فِيْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

১৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস বা মিলন

٢١٦٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمْ إِمْرَأَةٌ اَخْرَجُوْهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُوَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِى الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَّدَعَ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِنَا اِلاَّ خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا اَفَلاَ نُنْكِحُهُنَّ فِى الْحَيْضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَّبَنٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمَا فَظَنَنَّا اَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا •

২১৬২। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইয়াহুদীদের স্ত্রীলোকেরা ঋতুমতী হতো, তখন তারা তাদেরকে ঘর হতে বের করে দিত এবং তাদের সাথে খানাপিনা করতো না। এমনকি তারা তাদের সাথে একই ঘরে অবস্থানও করতো না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তারা আপনাকে হায়েযওয়ালী স্ত্রীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা অপবিত্র বস্তু। কাজেই হায়েযকালীন সময়ে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণ হতে দূরে থাকবে-" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা তাদের সাথে একই ঘরে বসবাস করবে এবং সংগম ব্যতীত আর সবই করবে। তখন ইয়াহুদীরা বলে, এই লোকটি তো আমাদের নিয়মের ব্যতিক্রম করছে। অতঃপর উসায়দ ইব্ন হুযায়র ও আব্বাদ ইব্ন বিশ্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয়াহুদীরা এইরূপ সমালোচনা করেছে। আমরা কি স্ত্রীদের সাথে ঋতুমতী থাকাকালীন সময়ে সহবাস করব না? এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা মোবারক পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমরা ধারণা করি যে, তিনি তাদের উভয়ের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর তারা কিছু দুধ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করে। তখন তিনি তাঁদেরকে ডেকে পাঠান। অতঃপর এতে আমরা ধারণা করি যে, তিনি তাঁদের উপর রাগান্বিত হননি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢١٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ سَمِعْتُ خِلَاسًا الْهَجَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُولُ كُنْتُ اَنَا وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَ اِنْ اَصَابَ تَعْنِي ثَوْبَهُ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلّٰى فِيهِ ٠

২১৬৩। মুসাদ্দাদ ..... খালাস হাজরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে বলতে শুনেছি, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঋতুকালীন সময়ে রাতে একই চাদরের নিচে শয়ন করতাম। অতঃপর তাঁর শরীর মোবারকে যদি কিছু (রক্ত) লাগত, তবে তিনি তা ধুয়ে ফেলতেন। আর যদি তাঁর কাপড়ে কিছু (রক্ত) লাগত, তবে তিনি সে স্থান ধুলে ফেলতেন। আর তিনি তা পরিবর্তন না করে, তা পরা অবস্থায় নামায আদায় করতেন।

٢١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُبَاشِرَ امْرَاَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ اَمَرَهَا اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ٠

২১৬৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-‘আলা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ (র) তাঁর খালা মায়মূনা বিন্‌ত আল্ হারিস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর কোন ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে শয়ন করতেন, তখন তিনি তাঁকে ইযার (পায়জামা) পরিধান করতে বলতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে রাতযাপন করতেন।

١٤٢- بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ اَتٰى حَائِضًا

১৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সংগমের কাফ্‌ফারা

٢١٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَاْتِي امْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ٠

২১৬৫। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ হায়েয থাকাকালীন সময়ে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে সে যেন এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সাদ্‌কা করে।

٢١٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا اَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَاِذَا اَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ٠

২১৬৬। আবদুস সালাম ইব্‌ন মুত্‌তাহ্‌হার ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে হায়েযের রক্ত প্রবাহকালীন সময়ে সংগম করে তবে তাকে এক দীনার এবং রক্ত না থাকাকালীন সময়ে সংগম করে তবে অর্ধ দীনার সাদ্‌কা প্রদান করতে হবে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٤٣- بَابُ مَاجَاءَ فِى الْعَزْلِ

১৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ আয্ল[1]

٢١٦٧- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ الطَّالِقَانِىُّ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ذُكِرَ ذٰلِكَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ يَعْنِى الْعَزْلَ قَالَ فَلِمَ يَفْعَلُ اَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ وَلاَيَفْعَلْ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَّفْسٍ مَّخْلُوْقَةٍ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِقُهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَزَعَةُ مَوْلٰى زِيَادٍ ـ

২১৬৭। ইস্হাক ইব্ন ইসমাঈল তালেকানী ..... আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এতদ্সম্পর্কে অর্থাৎ 'আয্ল' সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। আর তিনি এরূপ বলেন নাই যে, তোমাদের কেউই এরূপ করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি তা করে, সে কিছুই সৃষ্টির অধিকার রাখে না, বরং আল্লাহ্ তা'আলাই এর স্রষ্টা। ইমাম আবূ দাউদ (রহ) বলেন, কাযা'আ হলো যিয়াদ-এর আযাদকৃত দাস।

٢١٦٨- حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ نَا يَحْيٰى اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ اَنَّ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً وَّ اَنَا اَعْزِلُ عَنْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ وَاَنَا اُرِيْدُ مَايُرِيْدُ الرِّجَالُ وَاِنَّ الْيَهُوْدَ تُحَدِّثُ اِنَّ الْعَزْلَ مَوْؤُدَةُ الصُّغْرٰى قَالَ كَذَبَتْ يَهُوْدُ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ اَنْ تَصْرِفَهُ ـ

২১৬৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আবূ সাঈদ আল্ খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার একটি দাসী আছে, আর আমি তার সাথে সহবাসের সময় 'আয্ল' করি। কেননা আমি এটা অপছন্দ করি যে, সে গর্ভবতী হোক এবং আমি তাকে বিক্রয় করতেও ইচ্ছা রাখি। আর ইয়াহুদীরা আয্লকে জায়িয মনে করে না বরং তাদের মতে এটা ছোট গর্ভপাত। এতদ্শ্রবণে তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে সৃষ্টি করতে চান, কেউই তার আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

٢١٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ رَّبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَاَيْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ بَنِىْ الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبَايَا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَاَرَدْنَا اَنْ نَّعْزِلَ ثُمَّ قُلْنَا نَعْزِلُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ

---

১. সহবাসের সময় চরম উত্তেজনার মুহূর্তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্যপাত না করে বাইরে বীর্যপাত করাকে আয্ল (العزل) বলে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

اَظْهُرِنَا قَبْلَ اَنْ نَّسْاَلَهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَّاتَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَّسْمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا وَهِىَ كَائِنَةٌ ـ

২১৬৯। আল্ কা'নাবী ..... ইব্‌ন মুহায়রীয্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে (নব্বীতে) প্রবেশ করে, সেখানে আবূ সাঈদ আল্ খুদ্‌রী (রা) কে দেখতে পাই। আমি তার নিকট উপবেশন করে তাঁকে 'আয্‌ল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হই। তখন আমাদের হাতে আরবের (বনূ মুস্তালিক গোত্রের) কিছু মহিলা বন্দী হয়। ঐ সময় আমরা স্ত্রীদের নিকট হতে দূরে থাকায়, আমাদের কামস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমরা তাদের (মহিলাদের) অধিক মূল্য প্রাপ্তির জন্যও লালায়িত ছিলাম। তখন আমরা (তাদের সাথে সহবাসকালে) আয্‌ল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতঃপর আমরা বলি, আমরা 'আয্‌ল' করব, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো আমাদের সংগেই আছেন, তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছি না কেন? অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ যদি তোমরা তা কর, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। (তবে জেনে রাখ!) কিয়ামত পর্যন্ত যারা সৃষ্টি হওয়ার, তারা সৃষ্টি হবেই (প্রতিরোধের ক্ষমতা কারো নেই)।

٢١٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً اَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهٗ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ اَخْبَرْتُكَ اَنَّهٗ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَلَهَا ـ

২১৭০। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, আমার একটি দাসী আছে, যার সাথে আমি সহবাসও করি। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা আমি পছন্দ করি না। তিনি বলেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আয্‌ল করতে পার। তবে জেনে রেখ! তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত তা হবেই। রাবী বলেন, তখন সেই ব্যক্তি কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলে, আমার দাসী গর্ভবতী হয়েছে। তখন তিনি বলেন, আমি তো এ ব্যাপারে তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যা নির্ধারিত করেছেন, তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে।

١٤٤- بَابُ مَايُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُوْنُ مِنْ اِصَابَتِهٖ اَهْلَهٗ

১৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পর তা অন্য ব্যক্তির নিকট বিবৃত করার অপরাধ

٢١٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ ثَنَا الْجُرَيْرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسٰى نَا حَمَّادٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ حَدَّثَنِىْ شَيْخٌ مِّنْ طُفَاوَةَ قَالَ تَثَوَّيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمْ اَرَ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَشَدَّ تَشْمِيْرًا وَلَا اَقْوَمَ عَلٰى ضَيْفٍ مِّنْهُ فَبَيْنَمَا اَنَا عِنْدَهٗ يَوْمًا وَهُوَ عَلٰى سَرِيْرٍ لَّهٗ مَعَهٗ

http://IslamiBoi.wordpress.com

كَيْسٌ فِيْهِ حَصىً اَوْ نَوًى وَّ اَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَّهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا فِى الْكِيْسِ اَلْقَاهُ اِلَيْهَا فَجَمَعَتْهُ فَاَعَادَتْهُ فِى الْكِيْسِ فَرَفَعَتْهُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكَ عَنِّىْ وَعَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ بَيْنَا اَنَا اُوْعَكُ فِى الْمَسْجِدِ اِذَا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ مَنْ اَحَسَّ الْفَتٰى الدَّوْسِىَّ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ ذَا يُوْعَكُ فِيْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلَ يَمْشِىْ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلَىَّ فَوَضَعَ يَدَهٗ عَلَىَّ فَقَالَ لِىْ مَعْرُوْفًا فَنَهَضْتُ فَانْطَلَقَ يَمْشِىْ حَتّٰى اَتٰى مَقَامَهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهٗ صَفَّانِ مِنْ رِّجَالٍ وَّصَفٌّ مِّنْ نِّسَاءٍ اَوْ صَفَّانِ مِنْ نِّسَاءٍ وَصَفٌّ مِّنْ رِّجَالٍ فَقَالَ اِنْ نَّسَانِىَ الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِّنْ صَلاَتِىْ فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَالْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ قَالَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلٰوتِهٖ شَيْئًا فَقَالَ مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ زَادَ مُوْسٰى هٰهُنَا ثُمَّ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ اِذَا اَتٰى اَهْلَهٗ فَاَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهٗ وَاَلْقٰى عَلَيْهِ سِتْرَهٗ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللّٰهِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا قَالَ فَسَكَتُوْا قَالَ فَاَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ عَلٰى اِحْدٰى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلاَمَهَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُوْنَ وَاِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهٗ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا مَثَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَّقِيَتْ شَيْطَانًا فِى السِّكَّةِ فَقَضٰى مِنْهَا حَاجَتَهٗ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ اَلاَ اِنَّ طِيْبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهٗ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهٗ اَلاَ اِنَّ طِيْبَ النِّسَاءِ مَاظَهَرَ لَوْنُهٗ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيْحُهٗ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَمِنْ هٰهُنَا حَفِظْتُهٗ عَنْ مُّؤَمَّلٍ وَمُوْسٰى اَلاَ لاَيُفْضِيَنَّ رَجُلٌ اِلٰى رَجُلٍ وَلاَ امْرَاَةٌ اِلٰى امْرَاَةٍ اِلاَّ اِلٰى وَلَدٍ اَوْ وَالِدٍ اَوْذَكَرَ ثَالِثَةً فَنَسِيْتُهَا وَهُوَ فِيْ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ وَّلٰكِنِّىْ لَمْ اُتْقِنْهُ وَقَالَ مُوْسٰى نَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِىِّ ٠

২১৭১। মুসাদ্দাদ, মু'আম্মাল ও মূসা ..... আবূ নায্‌রা (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তাফাওত নামক স্থানের জনৈক শায়খ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা মদীনাতে অবস্থানকালে আমি আবূ হুরায়রা (রা) -এর মেহমান হই। আর এ সময় আমি নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে আর কাউকে তাঁর চাইতে অধিক ইবাদতকারী ও অতিথি পরায়ণ দেখিনি। তাঁর সাথে অবস্থানকালে একদিন আমি তাঁকে খাটের উপর দেখি, যখন তাঁর

http://IslamiBoi.wordpress.com

সাথে একটি পাথর বা খেজুর ভর্তি থলে ছিল। আর তাঁর খাটের নিচে ছিল একটি কৃষ্ণবর্ণ দাসী। এরপর তিনি তার গণনা সমাপ্ত করে যা থলের মধ্যে ছিল থলেটি ক্রীতদাসীর প্রতি নিক্ষেপ করেন। অতঃপর সে তা কুড়িয়ে আবার তাঁর নিকট প্রদান করে। তখন তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে আমার ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে কিছু বর্ননা করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, একদা আমি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মসজিদের এক কোনায় শুয়ে ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং তিনবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কেউ কি আবূ হুরায়রাকে দেখেছ? জনৈক ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে (শায়িত) আছেন। এতদ্শ্রবণে তিনি হেঁটে আমার নিকট আসেন এবং তাঁর হাত মোবারক আমার শরীরের উপর রাখেন। এরপর তিনি আমার সাথে কিছুক্ষণ খোশালাপ করেন। এরপর আমি উঠে বসি। অতঃপর তিনি তাঁর নামায আদায়ের স্থানে গমন করেন। তিনি লোকদের নিকট গমন করেন এবং এ সময় তাঁর সাথে পুরুষদের দু'টি কাতার এবং মহিলাদের একটি কাতার ছিল। অথবা মহিলাদের দুটি এবং পুরুষদের একটি কাতার ছিল। এরপর তিনি বলেন, নিশ্চয় শয়তান আমাকে আমার নামায হতে কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। কাজেই (নামাযের মধ্যে ভুলের সময়) পুরুষেরা যেন তাস্‌বীহ্ পাঠ করে এবং মহিলারা যেন হাতের তালু বাজায় (অর্থাৎ হাতে তালি দেয়)। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায আদায় করেন এবং তিনি তাঁর নামাযে আর কোন ভুল করেননি। এরপর (নামায শেষে) তিনি বলেন, তোমরা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান কর। রাবী মূসা এখানে অতিরিক্ত বর্ণনা করছেন যে, অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হামদ্ ও সানা পেশ করেন এবং বলেন। অতঃপর সমস্ত রাবী একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি লোকদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যখন সে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে, তখন সে দরজা বন্ধ করে এবং নিজের উপর একটি পর্দা টানে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মত (স্ত্রীর সাথে মিলন পর্বে যা করে) তা গোপনে করে? সাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এরপর এই লোকটি (স্ত্রীর সাথে মিলন শেষে) উঠে গিয়ে (অন্যের নিকট) বলে, আমি এটা করেছি, আমি এরূপ করেছি? রাবী বলেন, এতদ্শ্রবণে সকলে নিশ্চুপ হয়ে যায়। রাবী বলেন, এরপর তিনি মহিলাদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যে তার গোপন কথা (স্বামী-স্ত্রীর মিলনের) অন্য স্ত্রীলোকের নিকট বর্ণনা কর? এতদ্শ্রবণে তারাও নিশ্চুপ হয়ে যায়। অতঃপর জনৈকা যুবতী রমনী তার পায়ের পাতার উপর ভর করে, গর্দান উঁচু করে এজন্য বসে যে, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখতে পান এবং তার কথা শুনতে পান। এরপর সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ পুরুষেরা এরূপ বলে এবং মহিলারাও। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি অবগত আছ, এটা কিসের সদৃশ? এরপর তিনি নিজে বলেন, এর উদাহরণ ঐ শয়তানের, যে একজন স্ত্রী শয়তানের নিকট গমন করে, এরপর সে তার নিকট হতে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে (অর্থাৎ সহবাস করে) আর লোকেরা স্বচক্ষে তা অবলোকন করে। জেনে রাখ! পুরুষের জন্য ঐ আতর ব্যবহার করা উচিত, যার সুগন্ধি অধিক; কিন্তু রং অপ্রকাশ্য। সাবধান! মহিলাদের এরূপ আতর ব্যবহার করা উচিত, যার রং প্রকাশ্য, কিন্তু সুগন্ধি অপ্রকাশ্য।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, এর পরবর্তী বর্ণনা আমি মু'আম্মাল ও মূসা হতে সংগ্রহ করেছি (মুসাদ্দাদ হতে নয়) কিন্তু (এই বর্ণনা) কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সাথে একই বিছানায় একত্রে শয়ন না করে এবং কোন স্ত্রীলোক অপর কোন স্ত্রীলোকের সাথে। অবশ্য পিতা ও সন্তানের সাথে শয়নে দোষ নেই। আর তারা তৃতীয়ত যা বর্ণনা করেন তা আমার স্মরণ নেই। আর রাবী মুসাদ্দাদ-এর বর্ণনায় কী উল্লেখ আছে, আমি তাঁর নিকট হতে তা জানতে পারিনি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

كِتَابُ الطَّلَاقِ

তালাকের অধ্যায়

١٤٥- بَابٌ فِيْ مَنْ خَبَّبَ اِمْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا

১৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে

٢١٧٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ اِمْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا اَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهٖ ٠

২১৭২। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামীর বিরুদ্ধে এবং কোন দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে।

١٤٦ - بَابٌ فِى الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَّهٗ

১৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঐ স্ত্রীলোক যে তার স্বামীর নিকট তার অন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য বলে

٢١٧٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاتَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَاِنَّمَا لَهَا مَاقُدِّرَ لَهَا ٠

২১৭৩। আল্ কা'নাবী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক যেন নিজের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য তার ভগ্নির তালাক কামনা না করে, নিজে তার সাথে বিবাহবদ্ধ হওয়ার জন্য। কেননা, তার জন্য তা-ই যা তার তাক্দীরে আছে।

١٤٧- بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

১৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ তালাক একটি গর্হিত কাজ

٢١٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُّحَارِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১৭৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ..... মুহারিব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে তালাকের চাইতে অধিক নিকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নেই।

٢١٧٥- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ ·

২১৭৫। কাসীর ইব্‌ন উবায়দ ..... ইব্‌ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বস্তু হল তালাক।

١٤٨- بَابٌ فِىْ طَلَاقِ السُّنَّةِ

১৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সুন্নাত তরীকায় তালাক

٢١٧٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ·

২১৭৬। আল্ কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে, তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। তখন উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বল এবং হায়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখতে বল। এরপর সে (মহিলা) পুনরায় হায়েযা এবং পুনরায় হায়েয হতে পবিত্র হলে সে তাকে চাইলে রাখতেও পারে এবং যদি চায় তাকে তালাকও দিতে পারে, এই তালাক অবশ্য তার সাথে সহবাসের পূর্বে পবিত্রতাবস্থায় দিতে হবে। আর এ ইদ্দত (সময়সীমা) আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের তালাক প্রদানের জন্য নির্ধারিত করেছেন।

٢١٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَةً لَّهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ ·

২১৭৭। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... নাফে' (র) হতে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমার (রা) তার স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। এরপর রাবী কর্তৃক মালিক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

٢١٧٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا اِذَا طَهُرَتْ اَوْ وَهِيَ حَامِلٌ ·

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১৭৮। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। তখন উমার (রা) এতদ্‌সম্পর্কে নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে (ইব্ন উমারকে) তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো। এরপর সে যখন (হায়েয হতে) পবিত্র হয়, কিংবা সে গর্ভবতী হয়, তখন যেন তাকে তালাক দেয়।

٢١٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ نَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّ فَذٰلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهُ ٠

২১৭৯। আহ্‌মাদ ইব্ন সালিহ ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। তখন উমার (রা) এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি রাগান্বিত হন এবং বলেন, তুমি তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো। অতঃপর যতক্ষণ না সে হায়েয হতে পবিত্র হয়, ততক্ষণ নিজের নিকট রাখতে বলো। অতঃপর পুনরায় সে ঋতুমতী হয়ে পবিত্র হলে, সে ইচ্ছা করলে তাকে সহবাসের পূর্বে পবিত্রাবস্থায় তালাক প্রদান করতে পারে। আর এ তালাক (পবিত্রাবস্থায়) ইদ্দতের জন্য, যেরূপ আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করেছেন।

٢١٨٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ كَمْ طَلَّقْتَ امْرَاَتَكَ فَقَالَ وَاحِدَةً ٠

২১৮০। আল্ কা'নাবী আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... ইব্ন সীরীণ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইউনুস ইব্ন জুবায়র আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি ইব্ন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আপনার স্ত্রীকে কয়টি তালাক প্রদান করেছেন? তিনি বলেন, একটি।

٢١٨١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَاَتٰى عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا فِىْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قَالَ قُلْتُ فَيَعْتَدُّ بِهَا قَالَ فَمَهْ اَرَاَيْتَ اِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ٠

২১৮১। আল্ কা'নাবী ..... মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীণ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইউনুস ইব্ন জুবায়র আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, একদা আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করি। এক ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ইব্ন উমারকে চেন? আমি বলি, হাঁ। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করে। তখন উমার (রা) নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাকে এতদ্‌সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে

http://IslamiBoi.wordpress.com

বলো। এরপর সে যেন তাঁকে তার হায়েয আসার পূর্বে তালাক প্রদান করে। তখন আমি বলি, এটা হতে কি তার ইদ্দত গণনা করতে হবে? তখন জবাবে তিনি বলেন, হাঁ। আর সে যদি এরূপ করতে অপারগ হয়, তবে সে আহ্‌মকের মত কাজ করবে।

٢١٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ اَيْمَنَ مَوْلٰى عُرْوَةَ يَسْاَلُ ابْنَ عُمَرَ وَاَبُوْ الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرٰى فِىْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَرَدَّهَا عَلَىَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَّقَالَ اِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ اَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَاَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِىْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَاَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَاَبُوْ الزُّبَيْرِ وَمَنْصُوْرٌ عَنْ وَّائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ وَّنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَ اَوْ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَرُوِىَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِىِّ وَالْاَحَادِيْثُ كُلُّهَا عَلٰى خِلَافِ مَا قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ ․

২১৮২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... আবদুর রায্‌যাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইব্‌ন জুরায়জ আবূ যুবায়র হতে খবর দিয়েছেন। তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আয়মনকে যিনি উরওয়ার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, ইব্‌ন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেন এবং আবূ যুবায়রও তা শ্রবণ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তখন তিনি আমাকে পুনরায় তাকে (স্ত্রীকে) গ্রহণ করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এতে দোষের কিছু নেই। অতঃপর তিনি বলেন, তাকে পুনঃগ্রহণের পর যখন সে পবিত্র হবে, তখন তাকে তালাক দিবে বা তোমার নিকট রাখবে। অতঃপর ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, তখন নবী করীম ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন ঃ" হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদের ইদ্দত (গণনার সীমা) আসার পূর্বে তালাক দিবে।"

ইমাম আবূ দাউদ ..... আবূ ওয়ায়েল হতে অন্যান্য রাবীদের বর্ণিত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, নবী করীম ﷺ তাকে (ইব্‌ন উমার) তার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন, যতক্ষণ না সে পবিত্র হয়। এরপর যদি ইচ্ছা করে, তাকে তালাক দিতে বা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٤٩- بَابُ فِي نَسْخِ الْمُرَاجِعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ

১৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃ গ্রহণ বাতিল হওয়া

٢١٨٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ اَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ اَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلاَتَعُدْ •

২১৮৩। বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল ..... মুতাররিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন, যে তার স্ত্রীকে তালাকে রিজ'ঈ প্রদান করে, এরপর সে তার সাথে সহবাস করে। আর তার তালাক প্রদান ও পুনঃগ্রহণের সময় কাউকে সাক্ষী রাখেনি। তিনি বলেন, তুমি তাকে সুন্নাত তরীকার বিপরীতে তালাক প্রদান করেছ এবং সুন্নাতের বিপরীতে পুনঃগ্রহণ করেছ। (আর জেনে রাখ!) তাকে তালাক প্রদানের সময় এবং পুনঃগ্রহণের সময় সাক্ষী রাখবে (এটাই সুন্নাত তরীকা)। আর তালাক দেওয়ার পর পুনরায় তার কাছেও যাবে না, পুনঃগ্রহণও করবে না।

٢١٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ الْاٰيَةَ وَذٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ اِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلٰثًا فَنُسِخَ ذٰلِكَ فَقَالَ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ الْاٰيَةَ •

২১৮৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল মারওয়াযী ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) "তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণকে নিজ গৃহে তিন হায়েয পর্যন্ত আবদ্ধ রাখবে। আর তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা বৈধ নহে" (আর এ আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্য হল)ঃ যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে ইতিপূর্বে তালাক প্রদান করতো, তখন সে তাকে পুনঃগ্রহণের অধিক হক্‌দার হতো; যদিও সে তাকে তিন তালাক প্রদান করতো। এরপর এ আয়াতটি, পরবর্তী আয়াতের দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ (অর্থ) "তালাক দু'ধরনের ----- আয়াতের শেষ পর্যন্ত।" অর্থাৎ ১. তালাকে রিজ'ঈ ঃ এক বা দু'তালাক দেয়ার পর ফেরত নেয়া চলে। ২. তালাকে মুগাল্লাযা ঃ তিন তালাক দেয়ার পর পুনঃগ্রহণ চলে না।

١٥٠- بَابُ فِيْ سُنَّةِ طَلاَقِ الْعَبْدِ

১৫০. অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের তালাক প্রদানের নিয়ম

٢١٨٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِيْ ابْنَ سَعِيْدٍ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى ابْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِيْ نَوْفَلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِيْ

http://IslamiBoi.wordpress.com

مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا التَّطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذٰلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ اَنْ يَّخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ •

২১৮৫। যুহায়র ইব্ন হারব ..... বনী নাওফলের আযাদকৃত গোলাম আবূ হাসান বলেন, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) কে এমন একজন দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যার অধীনে একজন দাসী স্ত্রী ছিল। আর সে তাকে দু'তালাক প্রদান করেছিল। এরপর তারা উভয়েই আযাদ হয়। এমতাবস্থায় দাসটি কি তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে? তিনি বলেন, হাঁ, পারবে। কেননা, এতদ্‌সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ ফয়সালা প্রদান করেছেন।

٢١٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا سُفْيَانُ ابْنُ عُمَرَ اَنَا عَلِيٌّ بِإِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ بِلاَ إِخْبَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ •

২১৮৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্‌-মুসান্না ..... আলী (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তোমার জন্য একটি তালাক বাকী ছিল। আর এর জন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ ফায়সালা দিয়েছেন। (অর্থাৎ দাস মুক্ত হওয়ার পর তুমি তিন তালাক পর্যন্ত দেয়ার অধিকারী হয়েছ। এখন বাকী তালাকটি না দিয়ে ফেরত গ্রহণের সুযোগ তোমার রয়েছে)।

٢١٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرٍ عَنِ الْقَسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ طَلاَقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ قَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنِيْ مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيْثٌ مَجْهُوْلٌ•

২১৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসউদ ..... আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, দাসীর জন্য তালাক হ'ল দু'টি এবং তার ইদ্দতের সময় হ'ল দু'হায়েয পর্যন্ত।

আবূ আসিম ..... আয়েশা (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বলেন, তার ইদ্দত হল দু'হায়েয।

١٥١- بَابٌ فِى الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

১৫১. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের পূর্বে তালাক

٢١٨٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالاَ نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَطَلاَقَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَبَيْعَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ •

২১৮৮। মুসলিম ইব্ন ইব্‌রাহীম ..... আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা হতে এবং পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীর অধিকারী হওয়া ব্যতীত তালাক হয় না। কোন

http://IslamiBoi.wordpress.com

দাস-দাসীর মালিক হওয়া ব্যতীত তাদের আযাদ করা যায় না। আর কোন জিনিস-পত্রের মালিক হওয়া ছাড়া উহা বিক্রি করা যায় না। রাবী ইব্‌ন আল্‌ সাব্বাহ্‌ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, কোন মালের মালিক হওয়া ব্যতীত উহার মান্নত করা যায় না।

٢١٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَمَنْ حَلَفَ عَلٰى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِيْنَ لَهٗ وَمَنْ حَلَفَ عَلٰى قَطِيْعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِيْنَ لَهٗ.

২১৮৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল্‌ 'আলা ..... আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রহ) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি (মুহাম্মাদ) ইহা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেহ কোনরূপ গোনাহের কাজের জন্য শপথ করে, তবে উহা তার জন্য আদায় করা প্রয়োজনীয় নয়, আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করার জন্য শপথ (হলফ) করে, তার শপথও পালনীয় নয়।

٢١٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ زَادَ وَلَا نَذْرَ اِلَّا فِيْمَا ابْتُغِىَ بِهٖ وَجْهُ اللهِ تَعَالٰى ذِكْرُهٗ.

২১৯০। ইব্‌ন আল্‌ সার্‌হ ..... আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী ইব্‌ন আল্‌ সার্‌হ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত সংক্রান্ত মান্নত ছাড়া অপর কোন মান্নতই হয় না।

١٥٢- بَابٌ فِى الطَّلَاقِ عَلٰى غَيْظٍ

১৫২. অনুচ্ছেদ ঃ রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া

٢١٩١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِىُّ اَنَّ يَعْقُوْبَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ الْحِمْصِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ الَّذِىْ كَانَ يَسْكُنُ اِيْلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِىِّ بْنِ اَبِىْ عَدِىٍّ الْكِنْدِىِّ حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِىْ اِلٰى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِىْ غِلَاقٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْغِلَاقُ اَظُنُّهٗ فِى الْغَضَبِ.

২১৯১। উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সা'দ আল যুহ্‌রী ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আবূ সালিহ (র) হতে বর্ণিত, যিনি (সিরিয়ার) ইলিয়া নামক স্থানে বসবাস করতেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া হতে আদী ইব্‌ন আদী আল কিন্দীর সাথে বের হই। এরপর আমরা মক্কায় উপনীত হলে, আমাকে সাফিয়্যা বিন্‌ত শায়বার নিকট তিনি প্রেরণ করেন। যিনি

http://IslamiBoi.wordpress.com

আয়েশা (রা) হতে এ হাদীসটি সংগ্রহ করেন। রাবী বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ গিলাক[১] অবস্থায় কোন তালাক হয় না বা দাস মুক্ত করা যায় না। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, আমার ধারণা غلاق অর্থ হল রাগান্বিত অবস্থায় তালাক প্রদান করা।

١٥٣- بَابٌ فِي الطَّلاَقِ عَلَى الْهَزْلِ

১৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ হাসি–ঠাট্টাচ্ছলে তালাক প্রদান

٢١٩٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَّهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ ·

২১৯২। আল্ কা'নাবী ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তিনটি এমন কাজ আছে, যার জন্য চেষ্টা করা দরকার। যথা ঃ বিবাহ্, তালাক, এবং পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ সম্পর্কে। (অর্থাৎ হাসি ঠাট্টাস্থলে এরূপ কোনো কাজ করা যায় না)।

١٥٤- بَابُ بَقِيَّةِ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ

১৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃ গ্রহণ বাতিল হওয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীস

٢١٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِّنْ مُّزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ مَا يُغْنِي عَنِّي إِلاَّ كَمَا يُغْنِي هٰذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ أَتَرَوْنَ فُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ طَلِّقْهَا فَفَعَلَ قَالَ رَاجِعْ اِمْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلٰثًا يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا وَتَلاَ : يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَصَحُّ لِأَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ أَنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَاحِدَةً ·

---

১. রাগান্বিত বা বল প্রয়োগ। স্ত্রীপক্ষের বল প্রয়োগে রাগান্বিত হয়ে তালাক প্রদান।

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১৯৩। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকানার পিতা আব্দ ইয়াযীদ উম্মে রুকানাকে তালাক প্রদান করেন এবং মুযায়না গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। সেই মহিলা নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, সে সহবাসে অক্ষম, যেমন আমার মাথার চুল অন্য চুলের কোন উপকারে আসে না। কাজেই আপনি তার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। এতদ্শ্রবণে নবী করীম ﷺ রাগান্বিত হন এবং তিনি রুকানা ও তার ভাইদিগকে আহবান করেন। এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত করে সাথীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, এদের মধ্যে অমুক অমুকের বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের পিতা আব্দ ইয়াযীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে কি মিল খাচ্ছে না? তখন তারা বলেন, হাঁ। নবী করীম ﷺ আব্দ ইয়াযীদকে বলেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি তাকে তালাক দিলেন। এরপর তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে, তুমি উম্মে রুকানাকে পুনরায় গ্রহণ কর। তখন তিনি বলেন, আমি তো তাকে তিন তালাক প্রদান করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি বলেন, আমি তোমার তালাক প্রদানের কথা অবগত আছি। তুমি তাকে পুনরায় গ্রহণ কর। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন, "হে নবী! যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক প্রদান করবে, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দিবে।"

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, ... আব্দ ইয়াযীদ তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে, নবী করীম ﷺ তাকে পুনরায় ঐ স্ত্রীকে গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

٢١٩٤- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا إِسْمٰعِيْلُ أَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوْقَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَّإِنَّ اللهَ قَالَ : وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَلَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ أَبُوْ دَاؤُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّأَيُّوْبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيْعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ قَالُوْا فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ أَجَازَهَا قَالَ وَبَانَتْ مِنْكَ نَحْوَ حَدِيْثِ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ أَبُوْ دَاؤُدَ رَوٰى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَّاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَرَوَاهُ إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ هٰذَا قَوْلُهُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُوْ دَاؤُدَ وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْمَا •

http://IslamiBoi.wordpress.com

২১৯৪। হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা ..... মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেছে। তখন তিনি চুপ করে থাকেন, যাতে আমার মনে হয়, তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) তাকে ঐ স্ত্রী পুনরায় গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিবেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেন, তোমাদের কেউ যেন এখান থেকে গমনপূর্বক আহ্‌মকের মত কাজ না করে এবং বলে, হে ইব্‌ন আব্বাস! হে ইব্‌ন আব্বাস! আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা পরিত্রাণের ব্যবস্থা করে দেন।" আর তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো না, কাজেই আমি তোমার জন্য পরিত্রাণের কোনো পথ দেখছি না। তুমি তোমার রবের নাফরমানী করেছ এবং তোমার স্ত্রীকে তোমার নিকট হতে পৃথক করে দিয়েছ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ঃ " হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদের ইদ্দতের মধ্যে তাদেরকে তালাক দিবে।"

আবূ দাউদ, শু'বা, আইউব, ইব্‌ন জুরায়জ ও আ'মাশ প্রমুখ রাবীগণ– সকলেই ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে উক্ত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি এটাকে তিন তালাক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক প্রদান করবে তাতে এক তালাকই হবে।

٢١٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهٰذَا حَدِيْثُ اَحْمَدَ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِيَاسٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوْا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلٰثًا فَكُلُّهُمْ قَالَ لاَتَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَرَوٰى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ اَنَّهُ شَهِدَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ حِيْنَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ اِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ اِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ ابْنِ عُمَرَ فَسَاَلَهُمَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالاَ اذْهَبْ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَاِنِّىْ تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا ثُمَّ سَاقَ هٰذَا الْخَبَرَ.

২১৯৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল 'আস (রা) কে ঐ কুমারী স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যাকে তার স্বামী তিন তালাক প্রদান করেছে। এর জবাবে তাঁরা সকলেই বলেন, ঐ স্ত্রী তার জন্য ততক্ষণ হালাল হবে না, যতক্ষণ না তাকে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ দেয়া হয়।

٢١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ نَا اَبُو النُّعْمَانِ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ اَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ اَبُو الصَّهْبَاءِ وَكَانَ كَثِيْرَ السُّوَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ اِذَا طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّصَدْرًا مِّنْ اِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلٰى كَانَ الرَّجُلُ اِذَا طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا

http://IslamiBoi.wordpress.com

جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّ صَدْرًا مِّنْ اِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَاَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوْا فِيْهَا قَالَ اَجِيْزُوْهُنَّ عَلَيْهِمْ ٠

২১৯৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ..... তাউস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সাহবা নামক জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। একদা সে বলে, আপনি কি ঐ ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত আছেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তিন তালাক প্রদান করে, একে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে, আবূ বাকর (রা)-এর যুগে এবং উমার (রা)-এর খিলাফতের যুগে এক তালাক হিসাবে গণ্য করতো? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হাঁ। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তিন তালাক প্রদান করতো; তাঁরা একে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাক্‌র (রা) উমার (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে, এক তালাক গণ্য করতো। এরপর তিনি (উমার) যখন দেখেন যে, মানুষ অধিক হারে তিন তালাক দিচ্ছে তখন তিনি বলেন, এতে তাদের উপর তিন তালাক বর্তাবে।

٢١٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَتَعْلَمُ اِنَّمَا كَانَتِ الثَّلٰثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّ ثَلَاثًا مِّنْ اِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ٠

২১৯৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ ..... একদা আবূ সাহ্‌বা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি অবগত আছেন যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে, আবূ বাকর (রা)-এর যুগে এবং উমার (রা)-এর খিলাফতের তিন বছর কাল পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হাঁ।

١٥٥- بَابٌ فِىْ مَا عَنٰى بِهِ الطَّلَاقَ وَالنِّيَّاتِ

১৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে শব্দের দ্বারা তালাকের ইচ্ছা বোঝায় তা এবং নিয়্যাত

٢١٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيٰنُ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ٠

২১৯৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... আল্‌কামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস আল্‌-লায়সী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সমস্ত কাজ নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যে কাজের জন্য যে নিয়্যাত করে, তা তদ্রূপ হয়ে থাকে। যেমন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য হয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কিছু লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে বা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, এমতাবস্থায় সে যে নিয়্যাতে হিজরত করে, সে তা-ই প্রাপ্ত হবে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢١٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِّنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَسَاقَ قِصَّةً فِىْ تَبُوْكَ حَتّٰى اِذَا مَضَتْ اَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ اِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكَ اَنْ تَعْتَزِلَ اِمْرَاَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ اَطَلِّقُهَا اَمْ مَا ذَا اَفْعَلُ قَالَ لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلَاتَقْرِبَنَّهَا فَقُلْتُ لِامْرَاَتِى اِلْحَقِىْ بِاَهْلِكِ فَكُوْنِىْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ ٠

২১৯৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ..... ইব্‌ন শিহাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেছেন। আর কা'ব (রা) যখন অন্ধ হয়ে যান, তখন তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে নিয়ে চলাফেরা করতো। রাবী বলেন, আমি কা'ব ইব্‌ন মালিককে বলতে শুনেছি। এরপর তাবূকের ঘটনা সম্পর্কে বিধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর যখন পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দূত আমার নিকট আগমন করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে আপনার স্ত্রীর নিকট হতে দূরে অবস্থান করতে বলেছেন। তখন তিনি (কা'ব) জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তাকে তালাক দিব, না কি রাখব? দূত বলেন, না, (তালাক দিবেন না) বরং তার নিকট হতে দূরে থাকুন এবং তার সাথে সহবাস করবেন না। এতদ্শ্রবণে আমি আমার স্ত্রীকে বলি, তুমি তোমার (পিতার) পরিবারের নিকট গমন করো এবং তাদের সাথে অবস্থান করো, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপার সম্পর্কে কোন ফায়সালা প্রদান করেন।

١٥٦- بَابٌ فِى الْخِيَارِ

১৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের এখতিয়ার (ক্ষমতা) দেয়, তবে এতে তালাক হবে কিনা

٢٢٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ شَيْئًا ٠

২২০০। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সময় আমাদের তালাকের ইখ্‌তিয়ার প্রদান করেন। তখন আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করি এবং তালাকের ইখ্‌তিয়ার সম্পর্কে কিছু ঘটেনি। (অর্থাৎ কেউই তালাক গ্রহণ করেননি, বরং নবীজীর স্ত্রী হিসাবে থাকাই পছন্দ করেছেন।

١٥٧- بَابٌ فِىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ

১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে"

٢٢٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِاَيُّوْبَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ لَا اِلَّا شَىْءٌ حَدَّثَنَاهُ قَتَادَةُ عَنْ كَثِيْرٍ مَّوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ

http://IslamiBoi.wordpress.com

أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَا حَدَّثْتُ بِهٰذَا قَطُّ فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّهُ نَسِىَ •

২২০১। আল্-হাসান ইব্ন আলী ..... হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আইউবকে বলি, তোমরা কি হাসান বর্ণিত ঐ হাদীসটি সম্পর্কে কেউ জ্ঞাত আছ ঃ তোমার ব্যাপার তোমার হাতে? তিনি বলেন, না। তবে কাতাদা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ فِى أَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ ثَلَاثٌ •

২২০২। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ..... হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, " তোমার ব্যাপার তোমার হাতে" – এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়্যাত করলে, তিন তালাক বর্তাবে।

١٥٨- بَابٌ فِى الْبَتَّةِ

১৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে 'আলবাত্তাতা' (অবশ্যই তালাক দিলাম বা এক শব্দে তিন তালাক দিলাম বলে) তালাক প্রদান করে

٢٢٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ فِى آخَرِينَ قَالُوا نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ ابْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذٰلِكَ وَقَالَ وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِى زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِى زَمَانِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ •

২২০৩। ইব্ন আল্ সারহ্ ..... নাফি' ইব্ন 'উজায়র ইব্ন আবদ ইয়াযীদ ইব্ন রুকানা (রা) হতে বর্ণিত। রুকানা ইব্ন আব্দ ইয়াযীদ তাঁর স্ত্রী সুহায়মাকে 'আল্বাত্তাতা' শব্দের দ্বারা তালাক প্রদান করে। তখন এতদ্সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অবহিত করা হয়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহর শপথ, তুমি কি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করেছ? তখন জবাবে রুকানা বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে স্বীয় স্ত্রী পুনরায় গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি উমার (রা)-এর খিলাফতকালে তাকে দ্বিতীয় তালাক দেন এবং তৃতীয় তালাক প্রদান করেন উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٢٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِدْرِيسَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ عَبْدِ يَزِيْدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ٠

২২০৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউনুস ..... রুকানা ইব্‌ন আবদ্ ইয়াযীদ (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا اَرَدْتَّ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ اَللّٰهُ قَالَ اَللّٰهُ قَالَ هُوَ عَلٰى مَا اَرَدْتَّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لِاَنَّهُمْ اَهْلُ بَيْتِهٖ وَهُمْ اَعْلَمُ بِهٖ وَحَدِيْثُ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِى اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٠

২২০৫। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকানা তার পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে 'আলবাত্তাতা' শব্দের দ্বারা তালাক প্রদান করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হলে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এর দ্বারা তুমি কী ইরাদা করেছ? তিনি বলেন, এক তালাকের ইরাদা করেছি। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনিও বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ!

١٥٩- بَابُ فِى الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

১৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয়

٢٢٠٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِىْ عَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهٖ اَوْ تَعْمَلْ بِهٖ وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسَهَا ٠

২২০৬। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের অন্তরে যা উদয় হয়, উহা যতক্ষণ না সে মুখে বলে ও কাজে বাস্তবায়িত করে– তা মার্জনা করেছেন। (অর্থাৎ মুখে কিছু না বলে মনে তালাকের ধারণা পোষণ করলে তালাক হয় না)।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٦٠- بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِىْ

১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে স্বীয় স্ত্রীকে বলে, হে আমার ভগ্নি!

٢٢٠٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌح وَنَا أَبُوْ كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَ خَالِدُ الطَّحَّانُ الْمَعْنٰى كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُخْتُكَ هِىَ فَكَرِهَ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْهُ ·

২২০৭। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল ..... আবূ তামীমা আল্ হুজায়মী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হে আমার ভগ্নি বলে সম্বোধন করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে কি তোমার (সত্যই) ভগ্নি? তিনি তা অপছন্দ করেন এবং তাকে এরূপ বলতে নিষেধ করেন।

٢٢٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ نَا أَبُوْ نُعَيْمٍ نَا عَبْدُ السَّلاَمِ يَعْنِى ابْنَ حَرْبٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ فَنَهَاهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ تَمِيْمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ·

২২০৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ..... আবূ তামীমা (র) তার গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে 'হে আমার ভগ্নি' সম্বোধন করতে শুনে তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন।

٢٢٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلاَّ ثَلٰثًا ثِنْتَانِ فِىْ ذَاتِ اللهِ قَوْلُهُ إِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ فِىْ أَرْضِ جَبَّارٍ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً فَأَتَى الْجَبَّارُ فَقِيْلَ لَهُ أَنَّهُ نَزَلَ هٰهُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ هِىَ أَحْسَنُ النَّاسِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّهَا أُخْتِىْ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهَا قَالَ إِنْ هٰذَا سَأَلَنِىْ عَنْكِ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِىْ وَإِنَّهُ لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ وَإِنَّكِ أُخْتِىْ فِىْ كِتَابِ اللهِ فَلاَتُكَذِّبِيْنِىْ عِنْدَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْخَبَرَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ·

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২০৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল্ মুসান্না ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইব্‌রাহীম (আ) তিনবার (আপাত) মিথ্যা বলেছিলেন। যার দুটি ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সত্ত্বা সম্পর্কে। যেমনঃ তাঁর কথা ঃ আমি পীড়িত এবং তাঁর কথা ঃ বরং এদের বড়টাই (মূর্তি) তা করেছে। আর তিনি যখন অত্যাচারী শাসকদের মধ্যে কোন এক অত্যাচারী রাজার এলাকার ভিতর দিয়ে গমন করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি (তাঁর স্ত্রী সারা সহ) যখন কোন এক স্থানে অবতরণ করেন; তখন ঐ অত্যাচারী রাজার জনৈক ব্যক্তি সেখানে আসে। এরপর সে তাকে (রাজাকে) গিয়ে বলে, এখানে এক ব্যক্তি এসেছে যার সাথে এক সুন্দরী রমনী আছে। এরপর তিনি বলেন, তখন সে (অত্যাচারী রাজা) তাঁর (ইব্‌রাহীমের) নিকট একজন অনুচরকে পাঠিয়ে দেয়। তখন তিনি তার নিকট উপস্থিত হলে, সে তাঁর (সারার) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে-সে কে? জবাবে তিনি বলেন, সে আমার ভগ্নি। অতঃপর তিনি (ইব্‌রাহীম) তাঁর (সারার) নিকট ফিরে এসে বলেন, এই ব্যক্তি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে: আমি তাকে বলেছি, তুমি আমার ভগ্নি। আর অবস্থা এই যে, বর্তমান দুনিয়াতে তুমি এবং আমি ব্যতীত আর কোন মুসলিম নেই। আর আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তুমি আমার বোন। কাজেই, আমি তোমার সম্পর্কে তার নিকট মিথ্যা বলেছি–এরূপ মনে করবে না। এরূপে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীসটির অনুরূপ হাদীস শু'আয়ব ইব্‌ন আবূ হাম্‌যা ---- আবূ হুরায়রা (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে। (অর্থাৎ আদম সন্তান হিসেবে সকল মুসলিম স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর ভাই-বোন। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহারকে তাওরিয়্যাহ বলে, তা মিথ্যা নয়)।

١٦١- بَابٌ فِي الظِّهَارِ

১৬১. অধ্যায় ঃ যিহার

٢٢١٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنَى قَالَا نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَيَاضِيِّ قَالَ كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَالَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ إِمْرَأَتِي شَيْئًا يُتَابِعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدِمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِيَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوا لَا وَاللّٰهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا صَابِرٌ لِأَمْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْكُمْ فِيَّ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ قَالَ حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ هَلْ أَصَبْتَ الَّذِي أَصَبْتَ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ قَالَ فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَالَنَا طَعَامٌ قَالَ

http://IslamiBoi.wordpress.com

فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِّنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بِقِيَّتَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْىِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْىِ وَقَدْ أَمَرَنِي بِصَدَقَتِكُمْ زَادَ ابْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَبَيَاضَةُ بَطْنٌ مِّنْ بَنِي زُرَيْقٍ.

২২১০। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... সালামা ইব্‌ন সাখার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনুল 'আলা আল্-বায়াদবী বলেছেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাসে আমি খুবই সক্ষম ছিলাম। আর আমার মতো সহবাসে সামর্থ ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। এরপর মাহে রামাযান সমাগত হওয়াতে আমার আশংকা হয় যে, হয়ত আমি সকাল বেলাতেও আমার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পারি। তখন আমি তার সাথে যিহার[১] করি এবং এমতাবস্থায় মাহে রমাযান প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে। কিন্তু একদা রাতে সে আমার খিদমতের সময়, তার সৌন্দর্য আমার সম্মুখে উন্মোচিত হওয়ায় আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হই এবং তার সাথে সহবাস করি। এরপর সকালবেলা আমি আমার কাওমের লোকদের নিকট গমন করি এবং তাদের নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করি– তাদেরকে বলি ঃ তোমরা আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট চলো। তারা বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তোমার সাথে গমন করব না। তখন আমি একাই নবী করীম ﷺ-এর নিকট গমন করি এবং তাঁকে সব খুলে বলি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে সালামা! তুমি কি এরূপ কাণ্ড করেছ? আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এরূপই করেছি এবং তা দু'বার বলি। আর এমতাবস্থায় আমি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের প্রতি ধৈর্য্য ধারণকারী। এখন আল্লাহ্ যা বলেছেন, সে হিসেবে আমার উপর হুকুম জারী করুন। তিনি বলেন, তুমি একজন দাসী মুক্ত করো। আমি বলি, ঐ আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এ ব্যতীত আমার আর কোন দাসী নেই এবং এই বলে আমি তার শরীর স্পর্শ করি। তিনি বলেন, তবে তুমি দু'মাস একাধারে রোযা রাখো। সে বলে, রোযার মধ্যে আমি যে মুসীবতে পড়েছি, হয়ত সেরূপ মুসীবতে আবার পড়তে পারি। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে খুরমা খাওয়াও। সে বলে, ঐ আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমরা (স্ত্রী, পরিবার) তো রাতে খালি পেটে উপোষ করি, আর আমাদের কোন খাবারই নেই। তিনি বলেন, তুমি বনী যরীক গোত্রের সাদ্‌কা আদায়কারী ব্যক্তির নিকট গমন করো, সে তোমাকে খুরমা প্রদান করবে। আর তদ্বারা তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে এবং তুমি ও তোমার পরিজনবর্গও বাকি অংশ খাবে। তখন আমি আমার কাওমের নিকট ফিরে এসে বলি, আমি তোমাদের নিকট সংকীর্ণতা ও খারাপ ব্যবহার পেয়েছি এবং আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উদারতা, ভাল ব্যবহার পেয়েছি। তিনি আমাকে তোমাদের সাদ্‌কার মাল গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। রাবী ইব্‌নুল 'আলা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন ইদ্‌রীস বলেছেন, বায়াদা বনী যুরাইক গোত্রের একটি শাখা।

٢٢١١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِي

১. যিহার বলা হয়– যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের (পিঠের) মতো অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করাকে যিহার বলে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

اللّٰهَ فَانَّهُ ابْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرِحْتُ حَتّٰى نَزَلَ الْقُرْاٰنُ : قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا اِلَى الْفَرْضِ فَقَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَتْ لاَيَجِدُ قَالَ فَيَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَتْ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ فَأُتِيَ حِيْنَئِذٍ بِعَرَقٍ مِّنْ تَمْرٍ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنِّىْ اُعِيْنُهُ بِعَرَقٍ اٰخَرَ قَالَ قَدْ اَحْسَنْتِ اِذْهَبِىْ فَاَطْعِمِىْ بِهَا عَنْهُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا وَارْجِعِىْ اِلَى ابْنِ عَمِّكِ قَالَ وَالْعَرَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اِنَّمَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْتَأْمِرَهُ ·

২২১১। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... খুওয়ায়লা বিন্ত মালিক ইব্ন সা'লাবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে আমার স্বামী আওস ইব্নুস সামিত (রা) যিহার করে। আমি এ সম্পর্কে অভিযোগ পেশের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গমন করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে আমার সাথে বচসা করেন এবং বলেন, তুমি আল্লাহ্কে ভয় করো, সে তো তোমার চাচার ছেলে। এরপর আমার বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "আল্লাহ্ তা'আলা ঐ মহিলার কথা শ্রবণ করেছেন, যে তার স্বামী সম্পর্কে তোমার সাথে ঝগড়া করছে ----- এখান থেকে কাফ্ফারা (প্রদান) পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়। তিনি বলেন, সে যেন একটি দাস আযাদ করে। তখন সে (মহিলা) বলে, তার কোন দাস নেই। তিনি বলেন, সে যেন দু'মাস একাধারে রোযা রাখে। সে (মহিলা) বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো খুবই বৃদ্ধ। তার রোযা রাখার সামর্থ নেই। তিনি বলেন, সে যেন ষাটজন মিস্কীনকে খানা খাওয়ায়। সে (মহিলা) বলে, তার নিকট সাদ্কা (কাফ্ফারা) দেওয়ার মত কিছুই নেই। সে (মহিলা) বলে, সে সময় তাঁর নিকট থলে ভর্তি খুরমা আসে, যাতে এক ইর্ক পরিমাণ খুরমা ছিল। তিনি তা তাকে প্রদান করেন। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কাফ্ফারার জন্য দেয় বাকি আরো এক ইর্ক পরিমাণ খুরমা দিতে সে (আমার স্বামী) অপারগ। তিনি বলেন, তুমি খুব ভালই বলেছ। তুমি এর দ্বারাই ষাটজন মিস্কীনকে খাওয়াও এবং তুমি তোমার চাচাত ভাইয়ের নিকট ফিরে যাও। রাবী বলেন, এক ইর্ক হল ষাট সা'য়ের সমান।

٢٢١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّ قَالَ وَالْعِرْقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلٰثِيْنَ صَاعًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيٰ بْنِ اٰدَمَ ·

২২১২। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... ইব্ন ইসহাক (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁর মতে ইরক হলো তিরিশ সা'য়ের সমান। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদাম বর্ণিত হাদীসের চেয়ে এ হাদীসে বর্ণিত অভিমতটি অধিক সত্য।

٢٢١٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا اَبَانٌ نَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ يَعْنِى الْعِرْقَ زَنْبِيْلاً يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ·

২২১৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরক এমন একটি থলে, যা পনের সা'য়ের সমান ধারণ করে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٢١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلٰى اَفْقَرَ مِنِّى وَمِنْ اَهْلِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلْهُ اَنْتَ وَاَهْلُكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَعَطَاءٌ لَّمْ يُدْرِكْ اَوْسًا وَهُوَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ قَدِيْمُ الْمَوْتِ وَالْحَدِيْثُ مُرْسَلٌ ٠

২২১৪। ইব্ন আল্-সারহ্ ..... সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে কিছু খেজুর এলে তিনি তা তাকে দান করেন, যার পরিমাণ ছিল পনের সা'য়ের মতো। তিনি বলেন, তুমি এটা সাদ্‌কা করে দাও। তিনি (সালামা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ও আমার পরিবারের চাইতে নিঃস্ব আর কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি ও তোমার পরিবারের লোকেরা তা খাও।

٢٢١٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اَنَّ خَوْلَةَ كَانَتْ تَحْتَ اَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَمٌ فَكَانَ اِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَاَتِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ ٠

২২১৫। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওলা (রা) আওস ইব্ন সামিতের স্ত্রী ছিল। আর সে ছিল পাগল প্রকৃতির পুরুষ। এমতাবস্থায় পাগ্‌লামী বৃদ্ধি পাওয়ায়, সে তার স্ত্রী হতে যিহার করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে যিহারের কাফ্‌ফারার আয়াত নাযিল করেন।

٢٢١٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ ٠

২২১৬। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ..... আয়েশা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٢١٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيلَ الطَّالِقَانِىُّ نَا سُفْيَانُ نَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَاَتِهِ ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ اَنْ يُّكَفِّرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَاصَنَعْتَ قَالَ رَاَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِى الْقَمَرِ قَالَ فَاعْتَزِلْهَا حَتّٰى تُكَفِّرَ عَنْكَ ٠

২২১৭। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল ..... ইক্‌রামা (র) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর কাফ্‌ফারা দেওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করে। সে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে এতদ্‌সম্পর্কে অবহিত করে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে এরূপ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে ব্যক্তি বলে, চন্দ্রালোকে তার স্ত্রীর উজ্জল পায়ের গোছাদ্বয়। তিনি বলেন, তুমি (যিহারের) কাফ্‌ফারা না দেওয়া পর্যন্ত তার নিকট হতে দূরে অবস্থান কর।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٢١٨- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ نَا اِسْمٰعِيْلُ نَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ السَّاقَ ٠

২২১৮। যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে পায়ের গোছার কথা উল্লেখ নেই।

٢٢١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ اَنَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَهُمْ نَا خَالِدٌ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيْسٰى يُحَدِّثُ بِهِ نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ اَبَانَ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَتَبَ اِلَيَّ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২২১৯। আবূ কামিল ..... ইক্‌রামা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইক্‌রামা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٦٢- بَابٌ فِي الْخُلْعِ

১৬২. অনুচ্ছেদ ঃ খুল্‘আ[১] তালাক

٢٢٢٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ سَاَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَاْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ٠

২২২০। সুলায়মান ইব্‌ন হারব ..... সাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক যদি অহেতুক তার স্বামীর নিকট তালাক চায়, তবে তার জন্য জান্নাতের ঘ্রাণ লাভও হারাম হয়ে যায়।

٢٢٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذِهٖ قَالَتْ اَنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَالَ مَاشَانُكِ قَالَتْ لَا اَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ

---

১. কোনো স্ত্রীলোক যদি ধন-সম্পদের বিনিময়ে তার স্বামীর নিকট হতে তালাক নেয়, তাকে খুল‘আ (خلع) তালাক বলে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰذِهٖ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَذْكُرَ وَقَالَتْ حَبِيْبَةُ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِكُلِّ مَا اَعْطَانِىْ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا فَاَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِىْ اَهْلِهَا۔

২২২১। আল্-কা'নাবী ..... হাবীবা বিন্‌ত সাহ্‌ল আনসারীয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন, সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্‌মাসের স্ত্রী। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের নামায আদায়ের জন্য বের হন। তখন তিনি হাবীবা বিন্‌ত সাহালকে হালকা অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দরজার নিকট দণ্ডায়মান দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে? সে বলে, আমি হাবীবা বিন্‌ত সাহাল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কী হয়েছে, এ সময়ে এখানে কেন? সে বলে, সাবিত ইব্‌ন কায়সের সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর সাবিত ইব্‌ন কায়স, আগমন করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, এ তো হাবীবা বিন্‌ত সাহাল। এরপর সে যা বলেছিল পুনরায় সব খুলে বলে। হাবীবা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আমাকে যা প্রদান করেছে, তা আমার সাথেই আছে। (ফেরত নিতে পারে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাবিত ইব্‌ন কায়সকে বলেন, তুমি তার নিকট হতে তা গ্রহণ করো। সে (সাবিত) তার নিকট হতে সব গ্রহণ করে এবং হাবীবা তার পিত্রালয়ে গিয়ে অবস্থান করে।

٢٢٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا اَبُوْ عَمْرٍو السَّدُوْسِىُّ الْمَدِيْنِىُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ نُغْضَهَا فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ اِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّىْ اَصْدَقْتُهَا حَدِيْقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا فَفَعَلَ۔

২২২২। মুহাম্মদ ইব্‌ন মু'আম্মার ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবীবা বিন্‌ত সাহাল (রা) সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্‌মাসের স্ত্রী ছিল। সে তাকে মারধর করলে, তার শরীরের কোন অংগ ভেঙ্গে যায়। সে (হাবীবা) ফজরের নামাযের পর নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসে এবং সাবিতের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট অভিযোগ করে। নবী করীম ﷺ সাবিতকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি তোমার প্রদত্ত মাহরের মাল-গ্রহণ করো এবং তাকে ত্যাগ করো। সে (সাবিত) জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি উত্তম হবে? তিনি বলেন, হাঁ। তখন সে বলে, আমি তাকে তার মাহর স্বরূপ দু'টি বাগান প্রদান করেছিলাম এবং সে এখন তার মালিক, নবী করীম ﷺ বলেন, তুমি তা গ্রহণ করো এবং তাকে ত্যাগ করো। সে (সাবিত) এরূপই করে।

٢٢٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّازُ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ نَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২২৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহীম ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইব্‌ন কায়সের স্ত্রী তার নিকট হতে খুল'আ তালাক গ্রহণ করে। নবী করীম ﷺ তার ইদ্দতের সময় একটি হায়েয নির্দ্ধারণ করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি ইক্‌রামা (র) নবী করীম ﷺ হতে মুরসাল (হাদীস হিসাবে) বর্ণনা করেছেন।

٢٢٢٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ·

২২২৪। আল্ কা'নাবী..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুল'আ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত হলো এক হায়েয মাত্র।

١٦٣- بَابٌ فِي الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ

১৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ আযাদকৃত দাসী যদি কোনো স্বাধীন ব্যক্তি বা ক্রীতদাসের স্ত্রী হয়, তবে তার বিবাহ ঠিক রাখা বা বাতিল করা

٢٢٢٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مُغِيثًا كَانَ عَبْدًا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَابَرِيرَةُ اِتَّقِى اللّٰهَ فَاِنَّهُ زَوْجُكِ وَاَبُو وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اَتَأْمُرُنِى بِذَالِكَ قَالَ لاَ اِنَّمَا اَنَا شَافِعٌ فَكَانَ دُمُوْعُهُ تَسِيلُ عَلٰى خَدِّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ اَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيرَةَ وَبُغْضِهَا اِيَّاهُ ·

২২২৫। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীস একজন ক্রীতদাস ছিল (আর সে ছিল বুরায়রার স্বামী) সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে (বুরায়রাকে) আমার জন্য একটু সুপারিশ করুন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, হে বুরায়রা! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর সে তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তানদের পিতা (কাজেই তোমার জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত হবে না)। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে তার সাথে থাকতে নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বলেন, না, বরং আমি একজন সুপারিশকারী। এ সময় মুগীসের অশ্রু গড়িয়ে তার গন্ডদেশে পড়তে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্বাস (রা)-কে বলেন, তুমি কি বুরায়রার প্রতি মুগীসের ভালবাসা এবং মুগীসের প্রতি বুরায়রার ক্রোধ দেখে আশ্চর্য হবে না?

٢٢٢٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا اَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا فَخَيَّرَهَا يَعْنِى النَّبِيَّ ﷺ وَاَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ ·

২২২৬। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বুরায়রার স্বামী ছিল একজন হাবশী ক্রীতদাস, যার নাম ছিল মুগীস। নবী করীম ﷺ তাকে (বুরায়রাকে) তার স্বামীকে পরিত্যাগ করার ইখতিয়ার প্রদান করেন এবং তাকে ইদ্দত গণনার নির্দেশ দেন।

٢٢٢٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِى قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا ·

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২২৭। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... (রা) বুরায়রার ঘটনা সম্পর্কে বলেন, তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস। নবী করীম ﷺ তাকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করেন। সে সেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যদি সে (বুরায়রার স্বামী) স্বাধীন হতো, তবে তার ইখতিয়ার থাকত না।

٢٢٢٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَّ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَرِيْرَةَ خَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ٠

২২২৮। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বুরায়রাকে ইখতিয়ার (ইচ্ছাধিকার) প্রদান করেন; এমতাবস্থায় যে, তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস।

١٦٤- بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا

১৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন, (মুগীস) স্বাধীন ছিল

٢٢٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ حُرًّا حِيْنَ اُعْتِقَتْ وَاِنَّهَا خُيِّرَتْ فَقَالَتْ مَا اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُ وَاِنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا ٠

২২২৯। ইব্‌ন কাসীর ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বুরায়রার স্বামী (মুগীস) স্বাধীন ব্যক্তি ছিল, যখন সেও মুক্ত হয়। আর তাকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করা হলে সে বলে, আমি তার (স্বামীর) সাথে থাকতে পছন্দ করি না। আর আমার অসুবিধা এরূপ, সেরূপ।

١٦٥- بَابُ حَتّٰى مَتٰى يَكُوْنُ لَهَا الْخِيَارُ

১৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ ঘটানোর সময়সীমা

٢٢٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ يَعْنِيْ ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ وَعَنْ اَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَرِيْرَةَ اُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيْثٍ عَبْدٍ لِاٰلِ اَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَهَا اِنْ قَرَّبَكِ فَلَاخِيَارَلَكِ ٠

২২৩০। আবদুল আযীয ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বুরায়রা সে সময় মুক্ত হয়, যখন সে আবূ আহ্‌মাদ গোত্রের ক্রীতদাস মুগীসের স্ত্রী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করে বলেন, এখন যদি সে তোমার সাথে সহবাস করে, তবে তোমার ইখ্‌তিয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

١٦٦- بَابُ فِي الْمَمْلُوْكَيْنِ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

১৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিত দাস-দাসীকে একত্রে মুক্ত করা হলে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানোর ইখ্‌তিয়ার

٢٢٣١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقٰسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوْكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَسَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْاَةِ قَالَ نَصْرٌ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২৩১। যুহায়র ইব্‌ন হারব ও নাসর ইব্‌ন আলী..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি তাঁর দু'জন দাস-দাসীকে আযাদ করতে ইরাদা করেন, যারা পরস্পরে বিবাহিত ছিল। রাবী (কাসিম) বলেন, তিনি নবী করীম ﷺ কে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তাঁকে প্রথমে দাস (পুরুষ)-কে ও পরে দাসীকে আযাদ করার নির্দেশ দেন। (কারণ প্রথমে দাসীকে মুক্ত করা হলে দাসের সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার সে হয়ত প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু পুরুষকে মুক্ত করলে এ আশংকা থাকে না)।

١٦٧- بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

১৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ যখন স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম কবূল করে

٢٢٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عَلَيْهِ •

২২৩২। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে প্রথমে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, পরে তার স্ত্রীও ইসলাম কবুল করে। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো আমার সাথেই ইসলাম কবূল করেছে। তিনি তাকে (স্ত্রীকে) তার নিকট ফিরিয়ে দেন।

٢٢٣٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلاَمِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ •

২২৩৩। নাস্‌র ইব্‌ন আলী..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে জনৈকা মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সে (মদীনাতে) একজনকে বিবাহ করে। এরপর তার (পূর্বের) স্বামী নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো ইসলাম কবূল করেছি। আর আপনি আমার ইসলাম কবূল করা সম্পর্কে অবহিত আছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত মহিলাকে, তার পরবর্তী স্বামীর নিকট হতে নিয়ে প্রথম স্বামীর নিকট প্রদান করেন।

١٦٨- بَابُ إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

১৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের পর যদি স্বামীও ইসলাম কবূল করে, এমতাবস্থায় কতদিন পরে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া যাবে

٢٢٣٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ نَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ

http://IslamiBoi.wordpress.com

الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلٰى اَبِى الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْاَوَّلِ لَمْ يُحَدِّثْ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِىْ حَدِيْثِهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِيْنَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ بَعْدَ سَنَتَيْنِ ـ

২২৩৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল্ নুফায়লী..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা যায়নাবকে (তার স্বামী) আবুল আসের নিকট প্রথম বিবাহের সূত্রে ফিরিয়ে দেন এবং এ জন্য নতুন কোন মাহর ধার্য করেননি। রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আম্‌র তাঁর হাদীসে বলেন, (এ প্রত্যর্পণ ছিল) ছয় বছর পর। তবে হাসান ইব্‌ন আলী (রা) বলেন, দু'বছর পর (ঐ পর্যন্ত যায়নাবের অপর কোন বিবাহ হয়নি)।

١٦٩- بَابُ فِيْمَنْ اَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ اَكْثَرُ مِنْ اَرْبَعٍ

১৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারের অধিক স্ত্রী থাকে

٢٢٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ ح وَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنُ عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهْبٌ الْاَسَدِىُّ قَالَ اَسْلَمْتُ وَعِنْدِىْ ثَمَانُ نِسْوَةٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَحَدَّثَنَا بِهِ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هُشَيْمٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ هٰذَا هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِىْ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ ـ

২২৩৫। মুসাদ্দাদ ..... ওয়াহ্‌ব আল্-আসাদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম কবূল করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ কে অবহিত করলে তিনি বলেন, তুমি এদের মধ্যে চারজনকে গ্রহণ করো।

٢٢٣٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَاضِى الْكُوْفَةِ عَنْ عِيْسَى بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بِمَعْنَاهُ ـ

২২৩৬। আহ্‌মাদ ইব্‌রাহীম ..... কায়স ইব্‌ন আল্-হারিস (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِىْ اُخْتَانِ قَالَ طَلِّقْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ ـ

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২৩৭। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন..... আল্ যিহাক ইব্ন ফায়রূয তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইসলাম কবূল করেছি এবং দুই বোন একই সংগে আমার স্ত্রী হিসাবে আছে। তিনি বলেন, এদের মধ্যে যাকে খুশি তুমি তালাক প্রদান করো।

١٧٠- بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ

১৭০. অনুচ্ছেদ ঃ যখন পিতা-মাতার একজন ইসলাম কবূল করে, তখন সন্তান কার হবে

٢٢٣٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتِ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا .

২২৩৮। ইব্রাহীম ইব্ন মূসা ..... আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দাদা রাফি' ইব্ন সিনান (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর স্ত্রী ইসলাম কবূল করতে অস্বীকার করে। তখন সে (তার স্ত্রী) নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে বলে, সে আমার কন্যা সন্তান! আর সে আমারই মতো। অপর পক্ষে রাফি' দাবি করেন, সে আমার কন্যা! নবী করীম ﷺ তাকে এক পার্শ্বে এবং তার স্ত্রীকে অপরপার্শ্বে বসতে বলেন এবং কন্যা সন্তানটিকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, এখন তোমরা উভয়ে তাকে আহবান করো। কন্যাটি তার মাতার প্রতি আকৃষ্ট হলে, নবী করীম ﷺ বলেন, ইয়া আল্লাহ্! তুমি একে (কন্যাকে) হিদায়াত দান কর। তখন সে তার পিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে (রাফি') তাকে গ্রহণ করে।

١٧١- بَابٌ فِي اللِّعَانِ

১৭১. অনুচ্ছেদ ঃ লি'আন[১]

٢٢٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ

---

১. স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে এবং এর অনুকূলে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আদালতের সামনে সূরা নূর-এ বর্ণিত বিশেষ পন্থায় পাঁচবার হলফ করতে হয়। আইনের পরিভাষায় একে লি'আন (لعان) বলে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

كَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِى سَاَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لاَ اَنْتَهِى حَتَّى اَسْاَلَهُ عَنْهَا فَاَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى اَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَّجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ فِيْكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ قُرْاٰنٌ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَاَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنِيْنَ •

২২৩৯। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা আল কা'নাবী..... ইব্‌ন শিহাব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী তাকে খবর দিয়েছেন যে, উওয়াইমের ইব্‌ন আশ্‌কার আল্-আজলানী আসিম ইব্‌ন আদীর নিকট আগমন করেন এবং বলেন, হে আসিম! আমাকে বলুন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে কোন অপরিচিত লোককে এক বিছানায় দেখে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর কিসাস্ (বদলা) হিসাবে কি তোমরা তাকে হত্যা করবে নাকি করবে না? তুমি এ সম্পর্কে আমার জন্য হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে একটু জিজ্ঞাসা করো। আসিম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাকে দোষারোপ করেন। এমনকি আসিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যা শ্রবণ করেন তা তার জন্য খুবই ভয়ানক মনে হয়। এরপর আসিম তার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমের তাঁর নিকট গমন করেন এবং বলেন, হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কী বলেছেন? আসিম বলেন, তুমি আমার নিকট কোন ভাল বিষয় নিয়ে আগমন করোনি। আমি ঐ মহিলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যে প্রশ্ন করেছিলাম তাতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এতদ্‌শ্রবণে উওয়াইমের বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তার (মহিলার) সম্পর্কে এ প্রশ্নটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে নিজে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবো না। উওয়াইমের এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট গমন করেন, যখন তিনি মানুষের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অপরিচিত কোনো লোক পায়, তবে এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এজন্য আপনারা কি তাকে কিসাস্ হিসাবে হত্যা করবেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কুরআন (আয়াত) নাযিল করেছেন। তুমি যাও এবং তাকে (স্ত্রীকে) নিয়ে এসো। রাবী সাহ্ল বলেন, তারা উভয়ে একে অপরের প্রতি শপথ করে ব্যভিচারের দোষারোপ করতে থাকে এবং আমিও তখন অন্যান্য লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। তারপর তারা যখন অভিসম্পাত ও দোষারোপ করা হতে বিরত হয়, তখন উওয়াইমের বলে, যদি এখন আমি তাকে আমার নিকট রাখি, তবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার ব্যাপারে আমি লোকদের নিকট মিথ্যুক প্রতিপন্ন হবো। উওয়াইমের নবী করীম ﷺ -এর অনুমতি প্রদানের পূর্বে তাকে (স্ত্রীকে) তিন তালাক প্রদান করেন। রাবী ইব্‌ন শিহাব বলেন, আর তাদের মধ্যকার এ বিচ্ছেদ, শপথ করে ব্যভিচারের অপবাদদানকারীদের জন্য সুন্নাত স্বরূপ হয়ে যায়। (কারণ এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মৌন সম্মতি ছিল)।

٢٢٤٠- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ مَسْلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ اَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتّٰى تَلِدَ •

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২৪০। আবদুল আযীয ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া..... আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ আসিম ইব্‌ন আদীকে বলেন, তুমি তাকে (উওয়াইমেরের স্ত্রীকে) তোমার নিকট রাখ, যতদিন না সে সন্তান প্রসব করে।

٢٢٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلاً فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ٠

২২৪১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্‌..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'আদ আল্‌ সাঈদী বলেন, তাদের (উওয়াইমের ও তার স্ত্রীর) লি'আনের বিষয়টি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর খিদমতে পেশ করা হয়, তখন আমি পনর বছরের যুবক ছিলাম। এরপর (রাবী ইউনুস বর্ণিত) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি (ইউনুস) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তার গর্ভবতী হওয়া প্রকাশ পায়। আর যে সন্তান সে প্রসব করে তাকে তার মাতার সাথে সম্পর্কিত করা হয়, (পিতার সাথে নয়)।

٢٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ أَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي خَبَرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ كَاذِبًا قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ ٠

২২৪২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'আদ (র) হতে, লি'আন সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সব কিছু শ্রবণের পর ইরশাদ করেন, উক্ত মহিলার দিকে তোমরা দৃষ্টি রাখ; যদি সে কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠে ও রানে অধিক মাংসবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে আমার ধারণা সে (উওয়াইমের) সত্যবাদী। আর যদি সে (মহিলা) লাল রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, যেন সে তারই অংশ; তবে আমার ধারণায় সে (উওয়াইমের) মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে। তিনি (সাহ্‌ল) বলেন, এরপর সে এমন সন্তান প্রসব করে, যাতে উওয়াইমের সত্যবাদী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়, (এবং সে মহিলা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয়)।

٢٢٤٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكَانَ يُدْعَى يَعْنِي الْوَلَدَ لأُمِّهِ ٠

২২৪৩। মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ আল সাঈদী (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী যুহরী (র) বলেন, এরপর সে সন্তানকে তার মাতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকা হতো।

٢٢٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْفَذَهُ

http://IslamiBoi.wordpress.com

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مَاصُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سُنَّةً قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هٰذَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ اَنْ يُّفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا ·

২২৪৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন সারহ্ ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'আদ (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী (ইয়ায) বলেন, তখন সে (উওয়াইমের) তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখেই তিন তালাক প্রদান করে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তালাক হিসাবে গণ্য করেন। আর সে নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে এরূপ করাতে তা সুন্নাতরূপে পরিগণিত হয়। রাবী সাহ্‌ল বলেন, তা (লি'আনের ব্যাপারটি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হওয়াতে পরবর্তীকালে তা পরস্পর ব্যাভিচারের দোষারোপকারীদের জন্য সুন্নাত হিসাবে পরিণত হয় যে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং আর কখনও তাদেরকে একত্রিত করা যাবে না।

٢٢٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَّاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تَلَاعَنَا وَتَمَّ حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقُلْ عَلَيْهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ عُيَيْنَةَ اَحَدٌ عَلٰى اَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ·

২২৪৫। মুসাদ্দাদ সূত্রে মিলিত সনদে ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (র) হতে বর্ণিত। রাবী মুসাদ্দাদ তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাহ্‌ল) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে দু'জন পরস্পর অভিসম্পাত ও দোষারোপকারীর ব্যাপারটা যখন উপস্থাপিত হয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং এ সময় আমার বয়স ছিল পনর বছর। এরপর তারা শপথ করে পরস্পর অভিসম্পাত ও যিনার দোষারোপ করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন। এরূপে মুসাদ্দাদ বর্ণিত হাদীসের বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। আর অন্যের (সাহ্‌লের) বর্ণনা এই যে, তিনি নবী করীম ﷺ কে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে দেখেন। তখন ঐ ব্যক্তি (উওয়াইমের) বলেন, যদি আমি তাকে আমার নিকট রাখি, তবে লোকদের নিকট আমি মিথ্যাবাদী বিবেচিত হব। তবে কোনো কোনো শায়খ, عَلَيْهَا শব্দটির উল্লেখ করেননি।

٢٢٤٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَاَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعٰى اِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيْرَاثِ اَنْ يَّرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ·

২২৪৬। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ আল্ উতাকী ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'আদ হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর সে (মহিলা) ছিল গর্ভবতী, যা সে অপছন্দ করতো। আর তার ভূমিষ্ট সন্তানকে, তার (মহিলার) দিকেই সম্পর্কিত করা হতো। এরপর মীরাসে (উত্তরাধিকার আইনে) এটা সুন্নাত হিসেবে নির্দ্ধারিত হয় যে, সে সন্তান তার মায়ের সম্পত্তির এবং মাতা তার (সন্তানের) সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। আর তা ঐ হিসেবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করেছেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٢٤٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَنَا لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ هَذِهِ الْآيَةَ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَلَاعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ مَهْ فَأَبَتْ فَفَعَلَتْ فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ۔

২২৪৭। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর রাতে আমি মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। তখন সেখানে জনৈক আনসার প্রবেশ করে এবং বলে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অবৈধ কর্মে লিপ্ত দেখে, এরপর সে তা ব্যক্ত করে, তবে এজন্য কি তোমরা তাকে (মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে) তার উপর হদ্ (শারী'আতের শাস্তি বিধান) প্রয়োগ করবে? অথবা তাকে (যিনকারীকে) হত্যা করার অভিযোগে, তাকেও হত্যা করবে? আর যদি সে এ ব্যাপারে চুপ থাকে, তবে সে গযবের উপর চুপ থাকবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এ ব্যাপারে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করব। পরদিন সকালে সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোন ব্যক্তিকে অবৈধ কাজে (যিনায়) লিপ্ত অবস্থায় দেখে, আর সে যদি এ সম্পর্কে কিছু বলে, তখন কি তাকে (মিথ্যা দোষারোপ করার অভিযোগে) শাস্তি দেওয়া হবে? অথবা সে যদি তাকে হত্যা করে তবে হত্যার অভিযোগে কিসাস্ হিসাবে কি তাকেও হত্যা করা হবে? আর সে যদি এ ব্যাপারে চুপ থাকে, তবে সে গযবের উপর চুপ থাকবে। তিনি বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! এ ব্যাপারে কী হুকুম, তা আমাকে জ্ঞাত করুন। এরূপ তিনি দু'আ করতে থাকেন। তখন লি'আন সম্পর্কীয় আয়াতটি নাযিল হয় ঃ "যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে যিনার দোষারোপ করে, আর এ ব্যাপারে তারা নিজেরা ব্যতীত আর কোন সাক্ষ্যদাতা না থাকে"........ আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তখন লোকদের মধ্য হতে সে ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে পরীক্ষা করা হয়। সে ব্যক্তি ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয় এবং একে অপরকে হলফ করিয়ে দোষারোপ করে অভিসম্পাত দিতে থাকে। তখন সে ব্যক্তি চারবার আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে, সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত, এরপর পঞ্চমবারে সে নিজের উপরই অভিসম্পাত করে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। রাবী বলেন, এরপর সেই মহিলা শপথ করে অভিসম্পাত করতে গেলে, নবী করীম ﷺ তাকে ধমক দিয়ে তা করা হতে বিরত থাকতে বলেন। কিন্তু সে তা মানতে অস্বীকার করে এবং অভিসম্পাত করে। এরপর সে যখন প্রত্যাবর্তন করতে থাকে, তখন তিনি বলেন ঃ অবশ্যই সে একটি কৃষ্ণকায় স্থুলদেহী সন্তান প্রসব করবে। (কারণ, যার সাথে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে এ সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে; তার দৈহিক রূপ ও আকার এরূপ ছিল)।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٢٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ اَنْبَاَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَاَتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْبَيِّنَةَ اَوْ حَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا رَاٰى اَحَدُنَا رَجُلاً عَلٰى اِمْرَاَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَلْبَيِّنَةَ وَاِلاَّ فَحَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنِّىْ لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللّٰهُ فِىْ اَمْرِىْ مَا يُبْرِىْ ظَهْرِىْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ : وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَقَرَاَ حَتّٰى بَلَغَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمَا فَجَاءَ فَقَالَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فَقَالُوْا لَهَا اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّاَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهَا سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لاَ اَفْضَحُ قَوْمِىْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْاِلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْلاَ مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِىْ وَلَهَا شَاْنٌ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَهٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ حَدِيْثُ ابْنِ بَشَّارٍ حَدِيْثُ هِلاَلٍ ٠

২২৪৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিলাল ইব্‌ন উমাইয়্যা, তার স্ত্রীর সাথে শুরায়ক ইব্‌ন সাহ্‌মার অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করে। নবী করীম ﷺ তাকে বলেন, তুমি এ সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করো, নতুবা তোমার উপর হদ্‌ কায়েম করা হবে। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যখন আমাদের কেউ স্বচক্ষে তার স্ত্রীকে এরূপ অবৈধ কাজে লিপ্ত দেখে, সেখানেও কি সাক্ষীর প্রয়োজন? নবী করীম ﷺ বলেন ঃ তুমি সাক্ষী পেশ করো, নতুবা মিথ্যা দোষারোপের অভিযোগে তোমার উপর হদ্‌ (শাস্তি) কায়েম করা হবে। হিলাল (রা) বলেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমার ব্যাপারে এমন আয়াত নাযিল করবেন, যা আমার পৃষ্ঠকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "যারা তাদের স্ত্রীদের উপর যিনার দোষারোপ করে, এ ব্যাপারে তারা নিজেরা ব্যতীত আর কোন সাক্ষী না থাকে– হতে صَادِقِيْنَ (বা তারাই সত্যবাদী) পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। নবী করীম ﷺ প্রত্যাবর্তন করেন এবং জনৈক ব্যক্তিকে তাদের ডাকার জন্য নির্দেশ দেন। তারা উভয়ে সেখানে উপস্থিত হলে, হিলাল ইব্‌ন উমায়্যা দণ্ডায়মান হন এবং সাক্ষ্য প্রদান করেন। নবী করীম ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্-ই অবগত, নিশ্চয় তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের মধ্যে কেউ তাওবাকারী আছ কি? সে যখন পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদান করে, তখন বলে, তার (নিজের) উপর আল্লাহ্‌র গযব (অভিসম্পাত), যদি

http://IslamiBoi.wordpress.com

সে (তার স্বামী) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তখন তারা তাকে (মহিলাকে) পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের পরিণতি হিসাবে সতর্ক করে বলেন, অবশ্যই এটা আল্লাহ্র গযবকে নির্দিষ্ট করবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এটা শুনে সে থমকে দাঁড়ায় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, যাতে আমরা ধারণা করি যে, নিশ্চয় সে এহেন অভিশাপের সাক্ষ্য প্রদান হতে বিরত থাকবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে বলে, না আমি আমার বংশের কলঙ্ক হব না। সে মহিলা শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করে। নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা এর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে। যদি সে সুরমারঞ্জিত ভ্রু এবং স্থূলগোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে তা হবে শুরায়ক ইব্ন সাহমের ঔরসজাত সন্তান। সে মহিলা তদ্রূপ সন্তান প্রসব করলে নবী করীম ﷺ বলেন ঃ যদি এ ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে কুরআনের নির্দেশ না আসত, তবে আমার ও তার (মহিলার) মধ্যকার ফায়সালার ব্যাপারটি সংকটজনক হতো।

٢٢٤٩- حَدَّثَنَا مُخَلَّدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيْرِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ رَجُلاً حِيْنَ اَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَنْ يَتَلاَعَنَا اَنْ يَّضَعَ يَدَهٗ عَلٰى فِيْهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ يَقُوْلُ اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ ●

২২৪৯। মুখাল্লাদ ইব্ন খালিদ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর জনৈক সাহাবীকে নির্দেশ প্রদান করেন, যখন তিনি পরস্পর অভিসম্পাতকারীদ্বয়কে পরস্পর অভিসম্পাত করার জন্য বলেছিলেন, যেন অভিসম্পাতকারী পঞ্চমবার অভিসম্পাত করার সময় তার মুখে হাত রেখে বলে ঃ নিশ্চয় এতে (সে মিথ্যাবাদী হলে) শাস্তি অবধারিত হবে।[১]

٢٢٥٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ وَهُوَ اَحَدُ الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ اَرْضِهٖ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ اَهْلِهٖ رَجُلاً فَرَاٰى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِاُذُنَيْهِ فَلَمْ يَهِجْهُ حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ جِئْتُ اَهْلِىْ عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلاً فَرَاَيْتُ بِعَيْنَىَّ وَسَمِعْتُ بِاُذُنَىَّ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا جَاءَ بِهٖ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ الْاٰيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَسُرِّىَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبْشِرْ يَاهِلاَلُ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكَ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا قَالَ هِلاَلٌ قَدْ كُنْتُ اَرْجُوْ ذَاكَ مِنْ رَّبِّىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسِلُوْا اِلَيْهَا فَجَاءَتْ فَتَلاَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

১. লি'আন শব্দটি লা'নত (অর্থাৎ অভিসম্পাত) হতে উদ্ভূত। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে সাক্ষী প্রমাণ না থাকলে নিজের সাক্ষী নিজেই শপথ করে প্রদান করতে হয়। এর বিধান হল ঃ প্রত্যেকে প্রথমে চারবার শপথ করে নিজে সত্য বলার সাফাই সাক্ষ্য দিবে আর পঞ্চমবারে শপথ করে বলবে যে, আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি তবে যেন আমার উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়। এরূপে উভয়ের সাফাই সাক্ষ্য প্রদানের পর আপনাআপনি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। বিচারককে বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দান করতে হয়। অন্যথায় অপরাধী স্বীয় অপরাধ স্বীকার করলে ও সাফাই সাক্ষ্য দানে বিরত থাকলে সে শরী'আতের বিধান মতে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়। অপরাধের মাত্রানুপাতে শাস্তির বিধানকে শরী'আতের পরিভাষায় হদ حد বলা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

وَذَكَّرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا فَقَالَ هِلَالٌ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ
قَدْ كَذَبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاعِنُوْا بَيْنَهُمَا فَقِيلَ لِهِلَالٍ اشْهَدْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِيْنَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ يَاهِلَالُ اتَّقِ اللّٰهَ فَإِنَّ عِقَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ
هٰذِهِ الْمُوْجِبَةُ الَّتِي تُوْجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللّٰهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا فَشَهِدَ
الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ثُمَّ قِيلَ لَهَا اشْهَدِي فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ
مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا اتَّقِي اللّٰهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ
هٰذِهِ الْمُوْجِبَةُ الَّتِي تُوْجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي فَشَهِدَتِ
الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى
وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا
عَلَيْهِ وَلَا قُوْتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا وَقَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ أُرَيْصِحَ
أُثَيْبِجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدَ إِجْمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ
لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا إِجْمَالِيًّا خَدَلَّجِ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ ۔

২২৫০। আল্-হাসান ইব্ন আলী..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিলাল ইব্ন উমাইয়্যা, যিনি ঐ তিন ব্যক্তির একজন ছিলেন, (যারা অকারণে তাবুক যুদ্ধে গমন করেননি, যার ফলে আপরাধী সাব্যস্ত হন এবং কান্নাকাটির পর) আল্লাহ্ তাঁদের তাওবা কবূল করেন। একদা তিনি তার খামার হতে রাতে প্রত্যাবর্তনের পর তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে (শুরায়ক ইব্ন সাহ্মাকে) যিনায় লিপ্ত দেখতে পান এবং তাঁর দু'কর্ণে তাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন। কিন্তু তিনি এতদ্সত্ত্বেও কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করে রাতযাপন করেন। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রাতে আমার স্ত্রীর নিকট গমনপূর্বক তার সাথে এক ব্যক্তিকে (ব্যভিচারে লিপ্তাবস্থায়) আমার স্বচক্ষে অবলোকন করি এবং তার কথাও আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করি। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাঁর নিকট ইহা খুবই গুরুতর মনে হয়। তখন এ আয়াত নাযির হয় ঃ (অর্থ) "যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে যিনার দোষারোপ করে, আর এ ব্যাপারে (স্ত্রীর ব্যভিচারের) তাদের কোন সাক্ষী থাকে না নিজে ব্যতীত"– আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। আর ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর ওহী নাযিল হওয়াকালীন সময়ের কাঠিন্যতা প্রকাশ পায়। এরপর তিনি বলেন ঃ হে হিলাল! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ব্যাপারে স্বস্তির বিধান জারি করেছেন। তখন হিলাল (রা) বলেন, আমি আমার রবের নিকট এ রকম কিছুর প্রত্যাশা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তাকে এখানে নিয়ে এসো!

http://IslamiBoi.wordpress.com

তখন সে (হিলালের স্ত্রী) সেখানে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের (উভয়ের) সম্মুখে ঐ আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, আখিরাতের আযাব দুনিয়ার আযাবের চাইতে ভয়াবহ। হিলাল (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তার (স্ত্রীর) ব্যাপারে যা বলেছি, সত্য বলেছি। তার স্ত্রী বলে, সে মিথ্যা বলেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন, তোমরা তাদের পরস্পরের মধ্যে লি'আন করতে বল। হিলালকে বলা হয়, তুমি সাক্ষ্য প্রদান কর। তিনি আল্লাহ্‌র শপথপূর্বক চারবার বলেন যে, তিনি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর তিনি পঞ্চমবারের জন্য সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হলে তাঁকে বলা হয়, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো। কেননা, আখিরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব খুবই নগণ্য। আর এ সাক্ষ্য (পঞ্চমবারের) তোমার জন্য শাস্তিকে অবধারিত করবে (যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও)। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি আমাকে এর জন্য শাস্তি প্রদান করবেন না, যেমন তিনি তার সম্পর্কে বলাতে আমাকে শাস্তি প্রদান করেননি। অতঃপর তিনি পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের সময় বলেন, যদি সে (নিজে) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত (যেন বর্ষিত হয়)। এরপর তার স্ত্রীকে সাক্ষ্য প্রদান করতে বলা হলে, সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে এরূপ শপথবাক্য উচ্চারণ করে যে, সে (তার স্বামী) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর সে পঞ্চমবার শপথবাক্য উচ্চারণের জন্য প্রস্তুত হলে তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং (জেনে রেখো) আখিরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব খুবই নগণ্য। আর এটা তোমার জন্য শাস্তিকে অবধারিত করবে। এতদ্‌শ্রবণে সে ক্ষণকালের জন্য থেমে যায় এবং পরে বলে, আমি আমার কাওমের লোকদের হেয় করব না। এরপর সে পঞ্চমবারের মতো সাক্ষ্য প্রদানের সময় বলে, তার (নিজের) উপর আল্লাহ্‌র গযব (যেন নাযিল হয়), যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং ফায়সালা দেন যে, তার গর্ভস্থিত সন্তানকে যেন তার পিতার সাথে সম্পর্কিত না করা হয়। আর সেই মহিলাকে যেন যিনাকারী হিসেবে এবং তার সন্তানকে যেন ব্যভিচারের ফসল হিসেবে আখ্যায়িত না করা হয়। আর যে ব্যক্তি তাকে (মহিলাকে) ব্যভিচারীর দোষারোপ করবে অথবা তার সন্তানের প্রতি এরূপ দোষারোপ করবে তার উপর হদ্ (শরী'আতের শাস্তির বিধান) জারি করা হবে। আর তিনি এরূপ সিদ্ধান্তও ব্যক্ত করেন যে, তার উপর (স্বামীর) ঐ মহিলার থাকার জন্য এবং ভরণ পোষণের জন্য কোনরূপ দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। কেননা, তারা তালাক ব্যতীত উভয়ই বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর সে (স্বামী) তার প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারবে না। এরপর তিনি বলেন ঃ সে যদি স্থুল (পায়ের) গোছা বিশিষ্ট, লাল চুল বিশিষ্ট (যার উপরিভাগ কালো) এবং হালকা পাতলা গড়নের সন্তান প্রসব করে তবে তা হবে হিলালের সন্তান। অপর পক্ষে, সে যদি স্বাস্থ্যবান, মোটাতাজা সন্তান প্রসব করে, তবে তা তার গর্ভজাত সন্তান হবে, যার প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে। সে (মহিলা) মোটাতাজা, স্বাস্থ্যবান একটি সন্তান প্রসব করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি সে আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য প্রদান না করতো, তবে তার ও আমার মধ্যকার ফায়সালার ব্যাপারটি অন্যরকম হতো। রাবী ইক্‌রামা বলেন, পরবর্তীকালে সে (সন্তান) মুদের গোত্রের আমীর হয়। কিন্তু তাকে তার পিতার সাথে সম্পর্কিত করা হতো না।

سعيد بن جبير يقول سمعت

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২৫১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যভিচারের পরস্পর অভিসম্পাতকারীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের হিসাব আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত। আর অবশ্যই তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। আর তোমার তার (স্ত্রীর) উপর কোন অধিকার নেই। তখন সে (স্বামী) জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রদত্ত মালের (মাহর) বিষয় কী? তিনি বলেন ঃ যদি তুমি তার ব্যাপারে সত্য কথাও বলে থাকো, তবুও তোমার দেয় মাল (মাহর) তুমি ফেরত পাবে না। আর তা এজন্য যে, তুমি তার যৌনাংগ এর বিনিময়ে হালাল করেছিলে। আর যদি তুমি তার সম্পর্কে মিথ্যা বলে থাকো তবে তো এ সম্পর্কে কোন কথাই ওঠতে পারে না।

٢٢٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ نَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ فَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَخَوَىْ بَنِى الْعَجْلَانِ وَقَالَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ يُرَدِّدُهَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَاَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ٠

২২৫২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা) কে বলি, যদি কেউ তার স্ত্রীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, তবে কি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী আজলান গোত্রস্থিত আমার ভাই ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ সবই অবগত। তবে নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ তাওবাকারী আছ কি? এরূপ তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। এরপর তারা উভয়েই এরূপ করতে অস্বীকার করলে, তিনি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

٢٢٥٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ ٠

২২৫৩। আল্ কা'নাবী..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী সম্পর্কে লি'আন করে এবং স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তানকে তার ঔরসজাত নয় বলে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং সন্তানের সম্পর্ক মায়ের সাথে স্থির করেন।

١٧٢- بَابُ اِذَا شَكَّ فِى الْوَلَدِ

১৭২. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের উপর সন্দেহ পোষণ করা

٢٢٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مِنْ بَنِىْ فَزَارَةَ فَقَالَ اِنَّ امْرَأَتِىْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ اَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا

http://IslamiBoi.wordpress.com

أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى تَرَاهُ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهٰذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ٭

২২৫৪। ইব্‌ন আবূ খাল্‌ফ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বনূ ফাযারা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমার স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণের একটি সন্তান প্রসব করেছে (যাকে আমার সন্তান হিসেবে আমি অস্বীকার ও সন্দেহ করি)। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি কোন উট আছে? সে বলে, হাঁ, আছে। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এর রং কিরূপ? সে বলে, প্রায় লাল বর্ণের। তিনি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, এর মধ্যে কাল রংয়ের কিছু পশম আছে কি? সে বলে, হাঁ, এর দেহে অনেক কাল পশমও আছে। তিনি বলেন, আচ্ছা তা কোথা হতে এল? সে বলে, হয়ত তা তার বংশের কারণে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এ সন্তানও হয়ত তার আসল বংশের প্রভাবে এরূপ হয়েছে।

٢٢٥٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ ٭

২২৫৫। হাসান ইব্‌ন আলী ..... ইমাম যুহরী (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে মা'মার অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি তখনও তার ঔরসজাত সন্তান হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো।

٢٢٥٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أُنْكِرُهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ٭

২২৫৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে এসে বলে, আমার স্ত্রী একটি কাল রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে, আর আমি তাকে অস্বীকার করি (যে, সে আমার ঔরসজাত নয়)। এরপর রাবী ইউনুস, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٧٣- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْاِنْتِفَاءِ

১৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঔরসজাত সন্তান গ্রহণে অস্বীকৃতির ভয়ংকর পরিণতি

٢٢٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ٭

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২৫৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ইরশাদ করতে শুনেছেন, যখন পরস্পর অভিসম্পাতকারীদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় ঃ যে স্ত্রীলোক কোন কাওমের মধ্যে প্রবেশ করায় (এমন সন্তান) যা তাদের নয়; (অর্থাৎ অন্যের সাথে ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হয়); সে আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্ত হবে না এবং আল্লাহ্ তাকে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে ব্যক্তি তার ঔরসজাত সন্তান অস্বীকার করে, অথচ সে (সন্তান) তার দিকেই চেয়ে থাকে; আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত করবেন এবং তাকে (কিয়ামতের দিন) পূর্বাপর সমস্ত মাখ্‌লূকের সম্মুখে অপমানিত করবেন।

١٧٤- بَابٌ فِيْ اِدِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

১৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ জারজ সন্তানের দাবি

٢٢٥٨- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنَ اَبِي الذَّيَّالِ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَمُسَاعَاةَ فِى الْاِسْلاَمِ مَنْ سَاعٰى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهٖ وَمَنْ اَدَّعٰى وَلَدًا مِّنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرَثُ ٠

২২৫৮। ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ ইসলামের মধ্যে ব্যভিচারের কোন স্থান নেই। জাহিলিয়াতের যুগে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, এর ফলে সৃষ্ট সন্তানেরা তাদের সাথে সম্পর্কিত হবে। যে ব্যক্তি ব্যভিচারের কারণে সৃষ্ট সন্তানের দাবি করবে, সে তার ওয়ারিস হবে না এবং সে সন্তানও তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

٢٢٥٩- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ اَشْبَعُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى اِنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ اَبِيْهِ الَّذِيْ يُدْعٰى لَهٗ اَدَّعَاهُ وَرَثَتُهٗ فَقَضٰى اَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ اَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهٗ وَلَيْسَ لَهٗ مِمَّا قُسِّمَ قَبْلَهٗ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَمَا اَدْرَكَ مِنْ مِيْرَاثٍ لَّمْ يُقْسَمْ فَلَهٗ نَصِيْبُهٗ وَلاَيَلْحَقُ اِذَا كَانَ اَبُو الَّذِيْ يُدْعٰى لَهٗ اَنْكَرَهٗ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ لَّمْ يَمْلِكْهَا اَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَاِنَّهٗ لاَيَلْحَقُ بِهٖ وَلاَيَرِثُ وَاِنْ كَانَ الَّذِيْ يُدْعٰى لَهٗ هُوَادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِّنْ حُرَّةٍ كَانَ اَوْ اَمَةٍ ٠

২২৫৯। শায়বান্ ইব্‌ন ফাররূখ ..... 'আমর ইব্‌ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইসলামের প্রথম যুগে এরূপ ফায়সালা করতেন যে, প্রত্যেক উত্তরাধিকারী, তার পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, যাকে সে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করে। আর তিনি

http://IslamiBoi.wordpress.com

এরূপ ফায়সালাও করতেন, যে ব্যক্তির কোন দাসীর গর্ভে সন্তান লাভ করবে, সে তার (সন্তানের) মালিক হবে তার সাথে সহবাসের দিন হতে। আর সে তারই সাথে সম্পর্কিত হবে, যদি সে তাকে জীবিতাবস্থায় অস্বীকার না করে। (আর যদি তাকে অস্বীকার করে) এমতাবস্থায় সে তার সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না। আর বণ্টনের পূর্বে সে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, তা তারই প্রাপ্য। আর সে (সন্তান) যার সাথে সম্পর্কিত হয়, সে যদি তাকে (সন্তান হিসাবে গ্রহণ করতে) অস্বীকার করে তবে সে তার সম্পত্তি পাবে না। আর যদি সে সন্তান কোন দাসীর হয়, যার সে মালিক নয় অথবা কোন স্বাধীন স্ত্রীলোকের, যার সাথে সে যিনা করে; এমতাবস্থায় সে তার ওয়ারিস হবে না এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদও পাবে না। আর যাকে তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়, আর সেও সম্পর্কিত হয়—সে ব্যভিচারের ফলে সৃষ্ট (সন্তান), চাই সে দাসীর গর্ভেই হোক বা স্বাধীন স্ত্রীলোকের গর্ভে।

٢٢٦٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِاَهْلِ اُمِّهِ مَنْ كَانُوْا حُرَّةً اَوْ اَمَةً وَذٰلِكَ فِيْمَا اسْتُلْحِقَ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْاِسْلَامِ فَقَدْ مَضٰى۔

২২৬০। মাহ্‌মূদ ইব্‌ন খালিদ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাশেদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে রাবী খালিদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সে ব্যভিচারের কারণে সৃষ্ট মায়ের সন্তান হবে, চাই সে দাসী হোক বা স্বাধীন স্ত্রীলোক। আর এরূপ নির্দেশ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। আর ইসলাম-পূর্বে যে মাল বণ্টিত হয়েছে, তা তো গত হয়ে গেছে।

١٧٥- بَابٌ فِى الْقَافَةِ

১৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ রেখা বিশেষজ্ঞ

٢٢٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مَسْرُوْرًا وَقَالَ عُثْمَانُ تُعْرَفُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهٖ فَقَالَ اَىْ عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَىْ اِنَّ مُجَزِّزَ الْمُدْلِجِىَّ رَاٰى زَيْدًا وَّ اُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُؤُسَهُمَا بِقَطِيْفَةٍ وَّبَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَكَانَ اُسَامَةُ اَسْوَدَ وَزَيْدٌ اَبْيَضَ۔

২২৬১। মুসাদ্দাদ.... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট প্রবেশ করেন, রাবী মুসাদ্দাদ ও ইব্‌ন সারহ্ বলেন, সন্তুষ্টচিত্তে। রাবী উসমান বলেন, তাঁর চেহারায় সন্তুষ্টির আভা প্রকাশ পেয়েছিল। এরপর তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি দেখনি, মুজরায মুদলেজী দেখতে পেল যে, যায়িদ ও উসামা (রা) তাদের মস্তক চাদর দিয়ে আবৃত করে রেখেছেন; আর তাদের উভয়ের পা ছিল খোলা, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই এ পাগুলো, একে অপরের থেকে। (অর্থাৎ এদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক রয়েছে।) ইমাম আবূ দাউদ (রহ) বলেন, উসামা (রা) ছিলেন কালো আর যায়িদ (রা) ছিলেন গৌর বর্ণের।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٢٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ.

২২৬২। কুতায়বা ..... ইব্‌ন শিহাব হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ ছিল।

٢٢٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ وَنَوَاجِذُهُ.

২২৬৩। মুসাদ্দাদ ..... যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন ইয়ামান হতে জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং বলে, ইয়ামানের তিন ব্যক্তি আলী (রা) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে একটি সন্তানের (মালিকানা) সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, যারা একটি স্ত্রীলোকের সাথে একই তুহুরে[১] উপগত হয়। তিনি (আলী রা) তাদের মধ্যকার দু'জনকে বলেন, এ সন্তানটি এ (তৃতীয়) ব্যক্তির। তারা উভয়ে চিৎকার করে ওঠে। এরপর তিনি বলেন, বেশ তাহলে সন্তানটি তোমাদের দু'জনের। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তারা অস্বীকৃতি জানায়। তিনি (আলী রা) বলেন, তোমরা পরস্পর ঝগড়াকারী, কাজেই আমি তোমাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করব। আর লটারীতে যার নাম ওঠবে, সে সন্তানের পিতা সাব্যস্ত হবে। আর সে ব্যক্তিকে অপর দু' ব্যক্তির জন্য দু' তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করতে হবে। এরপর তিনি তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং লটারীতে যার নাম আসে, তাকে তিনি সন্তান প্রদান করেন। এতদ্‌শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এত জোরে হেসে ওঠেন যে, তাঁর সম্মুখের ও এর পার্শ্ববর্তী দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়।

٢٢٦٤- حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَّهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَّاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا لَا فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

১. দুই হায়যের মধ্যবর্তী সময়কে এক 'তুহুর' বা পবিত্রকাল বলা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২৬৪। হাশীশ্ ইব্ন আসরাম..... যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আলী (রা)-এর নিকট ইয়ামানের তিন ব্যক্তি আগমন করে, যারা একই তুহ্রের মধ্যে জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করে। তিনি তাদের দু'জনকে বলেন, আমি এ সন্তানকে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য নির্দ্ধারিত করেছি। তারা উভয়ে তা মানতে অস্বীকার করে, বরং তারা সকলে তাকে স্বীয় ঔরসজাত সন্তান হিসেবে দাবি করে। তিনি বলেন, তবে তা তোমাদের দু'জনের সন্তান। তারা এ-ও মানতে অস্বীকার করায় তিনি তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন। এরপর লটারীতে যার নাম আসে, তিনি সে সন্তানকে তার জন্য নির্দ্ধারিত করেন এবং সে ব্যক্তির উপর দু'তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধার্য করেন। এ ঘটনা নবী করীম ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি এত জোরে হাসেন যে, তাঁর সম্মুখদিকের দন্তরাজি দেখা যায়।

٢٢٦٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعَ الشَّعْبِىَّ عَنِ الْخَلِيْلِ اَوْ اِبْنِ الْخَلِيْلِ قَالَ اُتِىَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ اِمْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلٰثَةٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ وَلاَ النَّبِىَّ ﷺ وَلاَ قَوْلَهُ طَيِّبًا بِالْوَلَدِ ۔

২২৬৫। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয..... খলীল অথবা ইব্ন খলীল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-র নিকট একটি স্ত্রীলোকের ব্যাপার পেশ করা হয়, যে তিনজন পুরুষের সাথে সহবাসের ফলে সন্তান প্রসব করে। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি ইয়ামান ও নবী করীম ﷺ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি এবং তিনি طيبا بالولد শব্দটিরও উল্লেখ করেননি।

١٧٦- بَابٌ فِىْ وُجُوْهِ النِّكَاحِ الَّتِىْ كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

১৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ জাহিলিয়াতের যুগে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ

٢٢٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطِبُ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ اٰخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ لِامْرَأَتِهٖ اِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا اَرْسِلِىْ اِلٰى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِىْ مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا اَبَدًا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِىْ تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَاِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا اَصَابَهَا زَوْجُهَا اِنْ اَحَبَّ وَاِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ رَغْبَةً فِىْ نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هٰذَا النِّكَاحُ يُسَمّٰى نِكَاحَ الْاِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ اٰخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُوْنَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيْبُهَا فَاِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَنْ يَمْتَنِعَ حَتّٰى

http://IslamiBoi.wordpress.com

يَجْتَمِعُوْا عِنْدَهَا فَتَقُوْلُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِىْ كَانَ مِنْ اَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَافُلاَنُ فَتَسَمِّىْ مَنْ اَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاِسْمِهٖ فَيَلْحَقُ بِهٖ وَلَدُهَا وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيْرُ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَتَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَاكُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى اَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُنْ عَلَمًا لِمَنْ اَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَاِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوْا لَهَا وَدَعَوْالَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ اَلْحَقُوْا وَلَدَهَا بِالَّذِىْ يَرَوْنَ بِالْقَافَةِ فَالْتَاطَهُ وَدُعِىَ ابْنَهُ لاَيَمْتَنِعُ مِنْ ذٰلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ هَدَمَ نِكَاحَ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهٖ اِلاَّ نِكَاحَ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ الْيَوْمَ ٠

২২৬৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্..... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে চার প্রকারের বিবাহ চালু ছিল। এর মধ্যে এক ধরনের বিবাহ এরূপ ছিল, যেমন আজকালের বিবাহ। বিবাহ ইচ্ছুক পুরুষ পাত্রীর পুরুষ অভিভাবকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করতো। এরপর সে এর মাহ্‌র নির্দ্ধারণ করতো এবং পরে তাকে (স্ত্রীলোককে) মাহ্‌র দিয়ে বিবাহ করতো। আর দ্বিতীয় প্রকারের বিবাহ ছিল, যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বলত, যখন তুমি তোমার হায়য হতে পবিত্র হবে, তখন তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট গমন করে তার সাথে সহবাস করবে। এ সময় তার স্বামী তার নিকট হতে দূরে সরে থাকত, যতক্ষণ না সে ঐ ব্যক্তির সাথে সহবাসের ফলে সন্তান-সম্ভবা হতো, ততক্ষণ সে তার সাথে সহবাস করতো না। আর যখন সে গর্ভবতী হতো, তখন স্বামী তার সাথে ইচ্ছা হলে সহবাস করতো। আর এরূপ করা হতো সন্তানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য। এ বিবাহকে নিকাহে ইস্তিবযা[১] বলা হতো। আর তৃতীয় প্রকারের বিবাহ ছিল, অনধিক দশজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করতো আর তারা সকলেই পর্যায়ক্রমে তার সাথে সহবাস করতো। এরপর সে গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসবের পর কিছুদিন অতিবাহিত হলে, সে সকলকে তার নিকট আসার জন্য পত্র প্রেরণ করতো, যা প্রাপ্তির পর তারা সকলেই সেখানে আসতে বাধ্য হতো। এরপর তারা সকলে সমবেত হলে, সে নারী বলতো, তোমরা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছ, যার ফলে আমি এ সন্তান প্রসব করেছি। তখন সে তাদের মধ্য হতে তার পছন্দমত একজনের নাম ধরে সম্বোধন করে বলত, হে অমুক! এ তোমার সন্তান। তখন সে তার সাথে ঐ সন্তানকে সম্পর্কিত করতো। আর চতুর্থ প্রকারের বিবাহ ছিল, বহু লোক একত্রিত হয়ে পর্যায়ক্রমে একটি মহিলার নিকট গমন করতো। আর যে কেউ তার নিকট সহবাসের উদ্দেশ্যে গমন করতো, সে কাউকে বাধা প্রদান করতো না। আর এ ধরনের মহিলারা ছিল বেশ্যা। এরা তাদের স্ব-স্ব গৃহের দরজার উপর নিশান লাগিয়ে রাখত, যা তাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ ছিল। যে কেউ তাদের নিকট গমন করে তাদের সাথে সহবাস করতে পারত। এরপর সে গর্ভবতী হওয়ার পর, সন্তান প্রসবের পরে তাদের সকলকে তার নিকট একত্রিত করতো এবং তাদের নিকট হতে সাযুজ্যতা দাবি করতো। এরপর সে তার সন্তানকে ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করতো, যার সাথে সন্তানের সামঞ্জস্যতা পরিদৃষ্ট হতো। আর তাকে তার সন্তান হিসাবে ডাকা হতো এবং সে ব্যক্তি এতে নিষেধ করতো না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ ﷺ কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন, তখন তিনি জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত ঐসব বিবাহ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করেন। আর বর্তমানে ইসলামের অনুসারীদের জন্য যে বিবাহ পদ্ধতি চালু আছে, তিনি তা বলবৎ করেন।

---

১. পর-পুরুষের সাথে সহবাসের অনুমতি প্রাপ্ত বিবাহকে 'নিকাহে-ইস্তিবযা' বলা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٧٧- بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ

১৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ বিছানা যার, সন্তান তার

٢٢٦٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّ مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِى اِبْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ اَوْصَانِى اَخِى عُتْبَةُ اِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ اَنْ اَنْظُرَ اِلَى ابْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَاَقْبِضَهُ فَاِنَّهُ ابْنُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِى ابْنُ اَمَةِ اَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ اَبِى فَرَاَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَاسَوْدَةُ زَادَ مُسَدَّدٌ فِى حَدِيْثِهِ فَقَالَ هُوَ اَخُوْكَ يَاعَبْدُ ·

২২৬৭। সাঈদ ইব্ন মানসূর ও মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস ও আব্দ ইব্ন যাম্'আ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যাম'আর দাসীর পুত্র আবদুর রহমান সম্পর্কে ঝগড়া শুরু করেন। সা'দ বলেন, আমার ভ্রাতা উত্বা আমাকে এ মর্মে ওসীয়াত করেছেন যে, যখন আমি মক্কায় আসি তখন আমি যেন অবশ্যই যাম্'আর দাসী-পুত্রের দিকে খেয়াল রাখি। তখন তিনি তাকে ধরে ফেলেন, কেননা সে ছিল তাঁর ভাই উত্বার পুত্র। অপরপক্ষে আবদ ইব্ন যাম্'আ বলেন, সে (আবদুর রহমান) আমার ভাই। কেননা সে আমার পিতার (ঔরসজাত) দাসী-পুত্র, যে আমার পিতার বিছানায় জন্ম নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্বার সাথে তার স্পষ্ট মিল আছে দেখে বলেন ঃ সন্তান হল যার বিছানায় জন্ম নিয়াছে তার এবং যিনাকারীর জন্য প্রস্তর। আর তিনি বলেন, হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা করো। মুসাদ্দাদ (র) তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী বলেছেন ঃ হে আব্দ! সে তোমার ভাই।

٢٢٦٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فُلاَنًا اِبْنِى عَاهَرْتُ بِاُمِّهٖ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَدَعْوَةَ فِى الْاِسْلاَمِ ذَهَبَ اَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ·

২২৬৮। যুহায়র ইব্ন হারব..... আম্র ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা একব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমার সন্তান। কেননা, জাহিলিয়াতের যুগে আমি তার মায়ের সাথে যিনা করেছিলাম। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ ইসলাম-যুগে এরূপ কোন আহবান করা উচিত নয়। জাহিলিয়াত-যুগের কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে। এখন সন্তান যার বিছানায় জন্ম নিয়েছে, তার। আর যিনাকারীর জন্য হল প্রস্তর (অর্থাৎ বঞ্চনা, সে পিতৃত্ব হতেও বঞ্চিত আর উত্তরাধিকার হতেও বঞ্চিত)।

٢٢٦٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ اَبُوْ يَحْيٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَبَاحٍ قَالَ زَوَّجَنِىْ اَهْلِىْ اَمَةً

http://IslamiBoi.wordpress.com

لَهُمْ رُوْمِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلاَمٌ لِأَهْلِي رُومِيٌّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّةُ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا؟ قَالَتْ هَذَا لِيُوحَنَّةَ فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ أَحْسِبُهُ قَالَ مَهْدِيٌّ قَالَ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ لَهُمَا أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ ٠

২২৬৯। মূসা ইব্ন ইসমাঈল..... রিবাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পরিবার পরিজনেরা তাদের একটি রোম দেশীয় দাসীর সাথে বিবাহ দেয়। এরপর আমি তার সাথে সহবাস করলে সে আমার ন্যায় একটি কৃষ্ণকায় পুত্র সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখি আবদুল্লাহ্। এরপর আমি তার সাথে পুনরায় সহবাস করলে সে আমার মতো আরো একটি কৃষ্ণকায় পুত্র সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখি উবায়দুল্লাহ্। এরপর তাকে আমার গোত্রের ইউহান্না নামক জনৈক গোলাম ফুঁসলিয়ে তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে, যার ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। এরপর তার সাথে অবৈধ মিলনের ফলে সে যে সন্তান প্রসব করে, সে ছিল ঐ গোলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি তাকে (দাসীকে) জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপার কি? সে স্বীকার করে যে, এটা ইউহান্নার ঔরসজাত সন্তান। এ ব্যাপারটি আমি উসমানের নিকট পেশ করি। রাবী মাহদী বলেন, তিনি (উসমান) তাদের উভয়কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তারা এর (ব্যভিচারের) সত্যতা স্বীকার করে। তিনি (উসমান) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি এতে রাযী আছ যে, আমি তোমাদের উভয়ের ব্যাপারে ঐরূপ ফায়সালা করব, যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা করতেন? আর এ ধরনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা করতেন যে, সন্তান ঐ ব্যক্তির, যে বিছানার মালিক, (অর্থাৎ স্বামীর জন্য)। রাবী বলেন, আমার ধারণা, এরপর তিনি সেই দাসী ও দাসকে, যারা আযাদকৃত ছিল দোর্‌রা মারার ব্যবস্থা করেন।

١٧٨- بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

১৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের অধিক হক্‌দার কে?

٢٢٧٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ نَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ٠

২২৭০। মাহ্‌মূদ ইব্ন খালিদ আস সাল্‌মী ..... আম্‌র ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈক স্ত্রীলোক বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ সন্তানটি আমার গর্ভজাত, আর সে আমার স্তনের দুগ্ধ পান করছে এবং আমার কোল-ই তার আশ্রয়স্থল। আর তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে এবং সে একে আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, তুমি যতদিন না পুনরায় বিবাহ করবে, ততদিন তুমি তার অধিক হক্‌দার।

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২৭১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ اَنَّ اَبَا مَيْمُوْنَةَ سَلْمٰى مَوْلٰى مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ رَجُلُ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ مَعَ اَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَّهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذٰلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُّحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ اَللّٰهُمَّ اِنِّي لَا اَقُوْلُ هٰذَا اِلَّا اِنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ اَبِي عُقْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُّحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهِ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ ・

২২৭১। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... হিলাল ইব্ন উসামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মায়মূনা সাল্মা যিনি মদীনার কোন এক সত্যবাদী ব্যক্তির আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আমি যখন আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে পারস্য দেশীয় জনৈক স্ত্রীলোক, তার সাথে একটি পুত্র নিয়ে আগমন করে; যাকে (পুত্র সন্তানকে) সে এবং তার স্বামী, যে তাকে তালাক দিয়েছিল, সন্তান হিসাবে দাবি করতে থাকে। এরপর সে (মহিলা) ফরাসী ভাষায় বলে হে আবূ হুরায়রা! আমার স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে যেতে চায়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা উভয়ে এর (সন্তানের) ব্যাপারে লটারী করো। এরপর তিনি (আবূ হুরায়রা) যখন তার নিকট জবাবের প্রত্যাশায় ছিলেন, তখন তার স্বামী সেখানে আগমন করে এবং বলে, আমার পুত্রের ব্যাপারে কে আমার সাথে ঝগড়া করতে চায়? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি এ সম্পর্কে যা শুনেছি, তা ব্যতীত অধিক কিছু বলব না। একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট থাকাকালে জনৈকা মহিলাকে তাঁর নিকট এসে বলতে শুনি : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার স্বামী আমার সন্তানকে নিয়ে যেতে চায়। আর অবস্থা এই যে, সে (সন্তান) আমাকে আবূ উকবার কূপ হতে এনে পানি পান করায় এবং সে আমার অন্যান্য খিদমতও করে। নবী করীম ﷺ বলেন, এদের উভয়ের মধ্যে সন্তানের ব্যাপারে লটারীর ব্যবস্থা করো। তখন তার স্বামী বলে, আমার থেকে আমার সন্তানকে কে ছিনিয়ে নিতে চায়? তখন নবী করীম ﷺ সে সন্তানকে সম্বোধন করে বলেন, এ তোমার পিতা এবং এ তোমার মাতা। তুমি এদের মধ্যে যার হস্ত খুশি ধারণ করো। তখন সে (সন্তান) তার মাতার হস্ত ধারণ করলে তাকে নিয়ে সে (মাতা) চলে যায়।

২২৭২- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ اِلٰى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ اَنَا اٰخُذُهَا اَنَا اَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَاِنَّمَا

http://IslamiBoi.wordpress.com

الْخَالَةُ اُمٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ اَنَا اَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّيْ وَعِنْدِيْ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ اَحَقُّ بِهَا فَقَالَ زَيْدٌ اَنَا اَحَقُّ بِهَا اَنَا خَرَجْتُ اِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيْثًا قَالَ وَاَمَّا الْجَارِيَةُ فَاَقْضِيْ بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُوْنُ مَعَ خَالَتِهَا وَاِنَّمَا الْخَالَةُ اُمٌّ ـ

২২৭২। আল্ আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এরপর তিনি মক্কা হতে হামযার কন্যাকে নিয়ে (মাওকিফের দিকে) রওনা হলে জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাকে বলেন, আমি এর (লালন-পালনের) অধিক হক্‌দার, কেননা সে আমার চাচার মেয়ে এবং আমার স্ত্রী হল তার খালা। আর খালা হল মায়ের সমতুল্য। তখন আলী (রা) বলেন, আমি এর অধিক হকদার। কেননা সে আমার চাচার মেয়ে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা (ফাতিমা রা) আমার স্ত্রী। আর সেও (ফাতিমা) তার (লালন-পালনের) অধিক হকদার। যায়িদ (রা) বলেন, আমি এর অধিক হক্‌দার। কেননা, আমি তার-ই জন্য বের হয়েছি এবং সফর শেষে মাওকিফে উপনীত হয়েছি। এমন সময় নবী করীম ﷺ বের হলে তাঁর নিকট এ সমস্যা পেশ করা হয়। তখন তিনি সে মেয়ে সম্পর্কে এরূপ ফায়সালা দেন যে, সে জা'ফরের সাথে অবস্থান করবে। আর এমতাবস্থায় সে তার খালার সাথে অবস্থান করতে পারবে। বস্তুত খালা তো মায়েরই মতো।

٢٢٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى بِهٰذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهٖ قَالَ وَقَضٰى بِهَا لِجَعْفَرٍ لِاَنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهٗ ـ

২২৭৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে ঘটনার সম্পূর্ণ বর্ণনা নেই। রাবী বলেন, তখন তিনি তাঁর সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, সে জা'ফরের সাথে অবস্থান করবে। কেননা তার খালা তার (জা'ফরের) নিকটে আছে।

٢٢٧٤- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى اَنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ هَانِئٍ وَّ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعَتْنَا بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِيْ يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَاَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ دُوْنَكِ بِنْتَ عَمِّكِ فَحَمَلَتْهَا فَقَصَّ الْخَبَرَ قَالَ وَقَالَ جَعْفَرٌ اِبْنَةُ عَمِّيْ وَخَالَتُهَا تَحْتِيْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ ـ

২২৭৪। আব্বাদ ইব্‌ন মূসা..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মক্কা হতে বের হই, তখন হাম্‌যার কন্যা আমাদের অনুসরণ করে এবং বলতে থাকে, হে চাচা! হে চাচা! তখন আলী (রা) তাকে, তার হস্ত ধারণপূর্বক গ্রহণ করেন এবং ফাতিমা (রা)-কে বলেন, তুমি একে গ্রহণ করো! কেননা, সে তো তোমার চাচার কন্যা। তখন তিনি (ফাতিমা) তার হস্ত ধারণ করেন। এরূপে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অপর পক্ষে জা'ফর (রা) বলেন, সে তো আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। তখন নবী করীম ﷺ তাকে (হামযার কন্যাকে) তার খালার (নিকট থাকার) ফায়সালা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, খালা মায়ের সমতুল্য।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٧٩- بَابٌ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

১৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তা রমনীর ইদ্দত

٢٢٧٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْبَهْرَانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ نَا إِسْمعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لِّلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ ·

২২৭৫। সুলায়মান ইব্ন আবদুল হামীদ বাহ্রানী..... আস্মা বিনত ইয়াযীদ ইব্ন আল-সাকান আল আনসারীয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে তালাকপ্রাপ্তা হন, আর সে সময় তালাকপ্রাপ্তা রমনীর জন্য ইদ্দত পালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আসমার তালাক প্রাপ্তির পর ইদ্দত সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল করেন। আর তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মহিলা, যার সম্পর্কে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য ইদ্দত পালন প্রয়োজন-এ আয়াত নাযিল হয়।

١٨٠- بَابٌ فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

১৮০. অনুচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত পালন রহিত হওয়া

٢٢٧٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ قَالَ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ أَشْهُرٍ فَنُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ وَقَالَ إِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ·

২২৭৬। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল মারূযী..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রিত রাখবে (অন্য কারো সাথে বিবাহ হতে)। তিনি আরো বলেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা তাদের হায়েয হতে নিরাশ হয়েছে (অর্থাৎ যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে) তাদের ইদ্দতের সময়সীমা হল তিন মাস। আর পরবর্তী আয়াতের দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের নির্দেশ রহিত (বা সংশোধিত) হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যদি তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) তাদের সাথে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করো, তবে তজ্জন্য তাদের উপর তালাকের কারণে কোন ইদ্দত পালনের প্রয়োজন নেই।

١٨١- بَابٌ فِي الْمُرَاجَعَةِ

১৮১. অনুচ্ছেদ ঃ তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ

٢٢٧٠- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا ·

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২৭৭। সাহ্‌ল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যুবায়র আসকারী ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ হাফ্‌সা (রা) কে তালাক প্রদান করেন। এরপর তিনি তাঁকে পুনরায় স্বীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

١٨٢– بَابٌ فِيْ نَفَقَةِ الْمَبْتُوْتَةِ

১৮২. অনুচ্ছেদ ঃ তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ

٢٢٧٨– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلَهُ بِشَعِيْرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِيْ اعْتَدِّيْ فِيْ بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِيْ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لَا مَالَ لَهُ اِنْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ ۔

২২৭৮। আল্‌ কা'নাবী..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আবূ আমর ইব্‌ন হাফ্‌স তাকে তিন তালাক বায়েন প্রদান করেন এমতাবস্থায় যে, তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি তার উকিল মারফত তার (ফাতিমার) নিকট কিছু আটা প্রেরণ করেন, যাতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এর অধিক তোমার কিছুই আমার নিকট পাওনা নেই। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেন ঃ তার নিকট তোমার কিছুই পাওনা নেই। এরপর তিনি তাকে উম্মে শুরায়কের ঘরে অবস্থানপূর্বক তার ইদ্দত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বলেন, এ স্ত্রীলোকটি তার অধিক খরচের দ্বারা আমার সাহাবীকে ঢেকে ফেলেছে। তুমি উম্মে মাক্‌তূমের ঘরে অবস্থান কর, আর সে হল একজন অন্ধ লোক, কাজেই সে তোমাকে দেখবে না। এরপর তুমি যখন তোমার ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন আমাকে এ সম্পর্কে খবর দিবে। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার ইদ্দত পূর্ণ করে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করি এবং বলি যে, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান ও আবূ জাহাম উভয়ে আমার নিকট আমাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেন, আবূ জাহাম তো তার কাঁধ হতে তার লাঠি সরায় না (অর্থাৎ অধিক মারধরকারী)। আর মু'আবিয়া–সে তো ফকীর এবং তার কোন মাল নেই। তুমি বরং উসামা ইব্‌ন যায়িদকে বিবাহ করো। তিনি বলেন, তা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়। তিনি পুনরায় বলেন, তুমি উসামা ইব্‌ন যায়িদকে বিবাহ করো। এরপর তিনি তাকে বিবাহ করেন। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জন্য এতে এত মঙ্গল প্রদান করেন, যা অন্যের জন্য ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٢٧٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ وَأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةً فَقَالَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَتَمُّ.

২২৭৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স তাকে বলেছেন যে, আবূ হাফ্‌স ইব্‌ন মুগীরা (তার স্বামী) তাকে তিন তালাক (বায়েন) প্রদান করেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তখন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং বনী মাখযূম গোত্রের কিছু লোক নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসে এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র নবী! নিশ্চয় আবূ হাফ্‌স ইব্‌ন মুগীরা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে এবং তার জন্য সামান্য খোরপোষ দিয়েছে। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। এরপর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে (ইয়াহ্‌ইয়া হতে বর্ণিত) রাবী মালিকের হাদীস অধিক সম্পূর্ণ।

٢٢٨٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيدُ نَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَخَبَرَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَ مَسْكَنٌ قَالَ فِيهِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ.

২২৮০। মাহ্‌মূদ ইব্‌ন খালিদ ..... ইয়াহ্‌ইয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি আবূ সালামা হতে, তিনি ফাতিমা বিন্‌ত কায়স হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবূ আমর ইব্‌ন হাফ্‌স আল্‌-মাখযূমী (রা) তাকে তিন তালাক দেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাবী বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন, তার (ফাতিমার) থাকার ও খোরপোষের জন্য কিছুই প্রাপ্য নেই। এই বর্ণনায় রাবী আরো উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার (ফাতিমার) নিকট এই খবর প্রেরণ করেন যে, সে যেন আমার সাথে পরামর্শের পূর্বে কারও সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়।

٢٢٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ فِيهِ وَلاَ تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ وَالْبَهِيُّ وَعَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا.

২২৮১। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী মাখযূম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলাম। এরপর সে আমাকে তালাক (বায়েন) প্রদান করে। এরপর রাবী মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে এরূপ উল্লেখ আছে যে, সে যেন কারও নিকট বিবাহের পয়গাম প্রেরণ না করে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, এভাবেই হাদিসটি শা'বী, বাহী ও আতা (র) আবদুর রহমান ইব্ন আসিম, আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ জাহাম হতে, যারা সকলেই ফাতিমা বিন্‌ত কায়স হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দেন।

٢٢٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ نَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلٰثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً وَّلاَسُكْنٰى •

২২৮২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর.....ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করে। তখন নবী করীম ﷺ তার থাকার ও খোরপোষের জন্য কিছুই নির্ধারিত করেননি।

٢٢٨٣- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا اٰخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمٰى فَأَبٰى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرْوَةُ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ أَبُوْ دَاؤُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُوْ دَاؤُدَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَاسْمُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٌ وَهُوَ مَوْلٰى زِيَادٍ •

২২৮৩। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ..... ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি আবূ হাফ্‌স ইব্ন আল-মুগীরার স্ত্রী ছিলেন। এরপর আবূ হাফ্‌স ইব্ন আল্-মুগীরা তাকে তিন তালাক (বায়েন) দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার ঘর হতে বহির্গত হওয়া সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে ইব্ন উম্মে মাক্‌তূমের ঘরে (যিনি অন্ধ ছিলেন) গিয়ে থাকার নির্দেশ দেন। রাবী মারওয়ান ইব্ন হাকাম, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য তার ঘর হতে বহিষ্কার সম্পর্কিত ফাতিমা বর্ণিত হাদীসটিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। রাবী উরওয়া বলেন, আয়েশা (রা)ও ফাতিমা বিনত কায়সের হাদীসকে অস্বীকার করেছেন।

٢٢٨٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلٰى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَلٰى بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالاَ وَاللهِ مَالَهَا نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ

http://IslamiBoi.wordpress.com

فَقَالَ لاَنَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ اَنْ تَكُوْنِىْ حَامِلاً وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِى الْإِنْتِقَالِ فَاَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ اَيْنَ اَنْتَقِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ اَعْمٰى تَضَعُ ثِيَابِهَا عِنْدَهُ وَلاَيُبْصِرُهَا فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتّٰى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَاَنْكَحَهَا النَّبِىُّ ﷺ اُسَامَةَ فَرَجَعَ قَبِيْصَةُ اِلٰى مَرْوَانَ فَاَخْبَرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ مِنْ اِمْرَاَةٍ فَنَاْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِى وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ بَلَغَهَا ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ فَطَلِّقُوْهُنَّ بِعِدَّتِهِنَّ حَتّٰى لاَتَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا قَالَتْ فَاَىُّ اَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَاَمَّا الزُّبَيْدِىُّ فَرَوَى الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا حَدِيْثَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِمَعْنٰى مَعْمَرٍ وَحَدِيْثَ اَبِىْ سَلَمَةَ بِمَعْنٰى عَقِيْلٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ قَبِيْصَةَ بْنَ ذُوَيْبٍ بِمَعْنٰى دَلَّ عَلٰى خَبَرِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حِيْنَ قَالَ فَرَجَعَ قَبِيْصَةُ اِلٰى مَرْوَانَ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ ٠

২২৮৪। মুখাল্লাদ ইব্‌ন খালিদ...... ইমাম যুহ্‌রী (র) হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মারওয়ান ফাতিমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরিত হন। তিনি তাকে অবহিত করেন যে, তিনি আবূ হাফ্‌সের স্ত্রী ছিলেন। নবী করীম ﷺ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) কে ইয়ামানের কোন এক অঞ্চলের আমীর হিসাবে প্রেরণ করেন। আর এ সময় তার (ফাতিমার) স্বামী (আবূ হাফ্‌স)ও তাঁর সাথে সেখানে গমন করে। এরপর সে তাকে (তৃতীয়) তালাক প্রদান করে, যা (তিন তালাকের মধ্যে) অবশিষ্ট ছিল। এরপর সে আয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রাবী'আ এবং হারিস ইব্‌ন হিশামকে তার খোরপোষ প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। তারা বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! সে গর্ভবতী না হলে, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। সে নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, সে গর্ভবতী না হলে তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। সে তাঁর নিকট তার স্বামীর ঘর হতে বের হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন। এরপর সে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কোথায় যাব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি ইব্‌ন উম্মে মাক্‌তূমের ঘরে গমন করো, কেননা সে অন্ধ। কাজেই তুমি যদি তার নিকট তোমার কাপড় খুলেও রাখ, তবুও সে দেখতে পাবে না (অর্থাৎ সে তোমার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারবে না)। এরপর সে তার নিকট অবস্থানকালে তার ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়। অবশেষে নবী করীম ﷺ তাকে উসামার সাথে বিবাহ দেন। কাবীসা মারওয়ানের নিকট প্রত্যাবর্তন করে এ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। মারওয়ান বলেন, আমি এ হাদীসটি মাত্র একজন মহিলা ব্যতীত আর কারো নিকট হতে শ্রবণ করিনি। কাজেই তার পবিত্রতা সম্পর্কে যারা জানে তাদের নিকট হতে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর সংগ্রহ করব। ফাতিমা তার (মারওয়ানের) এ বক্তব্য শ্রবণের পর বলেন, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব আছে। "তোমরা তাদেরকে, তাদের ইদ্দতের (অতিক্রান্ত হওয়ার) জন্য তালাক প্রদান করো। এমনকি তোমরা অবহিত নও যে, এরপর আল্লাহ্ কোনো কিছুর সৃষ্টি করবেন।" ফাতিমা বলেন, তিনি হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর কী সৃষ্টি হতে পারে? (অর্থাৎ সন্তান-সম্ভবা হওয়ার কোন কারণই থাকে না)।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٨٣- بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

১৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ যারা ফাতিমার বর্ণিত হাদীসকে অস্বীকার করে

٢٢٨٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ نَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ لَا ٠

২২৮৫। নাসর ইব্‌ন আলী..... আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা (কুফার) জামে মসজিদে আস্‌ওয়াদের সাথে (উপবিষ্ট) ছিলাম। তিনি বলেন, এরপর ফাতিমা বিন্‌তে কায়স উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, আমরা আমাদের রবের কিতাব (কুরআন) ও আমাদের রাসূলের সুন্নাতকে একজন মহিলার বক্তব্য অনুসারে পরিত্যাগ করতে পারি না। যে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই যে, সে সঠিকভাবে উহা (হাদীস) হিফাযত করেছে কিনা?

٢٢٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ عَابَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَشَدَّ الْعَيْبِ يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذٰلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ٠

২২৮৬। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ..... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) ফাতিমা বিন্‌ত কায়স বর্ণিত হাদীসকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, ফাতিমা একটি ভীতিপ্রদ স্থানে বসবাস করতেন, আর তিনি এর আশেপাশের ভীতি সংকুল পরিবেশের জন্য শংকিত ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এরূপ অনুমতি প্রদান করেন।

٢٢٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَى إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذٰلِكَ ٠

২২৮৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) কে বলা হয় যে, ফাতিমা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, তার জন্য এ হাদীস বর্ণনা করা কল্যাণকর নয় (কেননা, মানুষ এতে ভুলে পতিত হতে পারে)।

٢٢٨٨- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ أَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ ٠

২২৮৮। হারূন ইব্‌ন যায়দ..... সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হতে ফাতিমার বহিষ্কৃত হওয়ার হাদীস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তার এ বহিষ্কার ছিল তার বদঅভ্যাসের পরিণতিস্বরূপ।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٢٨٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَّسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنْتَ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَرْسَلَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اِلٰى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتْ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ اِلٰى بَيْتِهَا فَقَالَ مَرْوَانُ فِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ غَلَبَنِىْ وَقَالَ مَرْوَانُ فِىْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ اَوْ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَيَضُرُّكَ اَنْ لاَتَذْكُرَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ اِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَاكَانَ بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ ـ

২২৮৯। আল্ কা'নাবী..... কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি তাদের নিকট হতে শ্রবণ করেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ইব্নুল 'আস আবদুর রহমান ইব্ন আল-হাকামের কন্যাকে তালাক (বায়েন) প্রদান করেন। (তার পিতা) আবদুর রহ্মান তাকে (উমারাকে) স্বামীর বাড়ী হতে নিয়ে আসেন। আয়েশা (রা) তাকে (উমারাকে) মারওয়ানের নিকট প্রেরণ করেন, যিনি (মু'আবিয়ার পক্ষ হ্তে) মদীনার গভর্ণর ছিলেন। এরপর তিনি তাকে বলেন, আল্লাহ্কে ভয় করো এবং এ মহিলাকে তার ঘরে অবস্থান করতে দাও। মারওয়ান বলেন, আবদুর রহমান এ ব্যাপারে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এরপর মারওয়ান রাবী কাসিম বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, ফাতিমা বিন্ত কায়্স বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি তাকে বলেন, তুমি যদি ফাতিমা বর্ণিত হাদীস বর্ণনা না করো, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। মারওয়ান বলেন, যদি আপনি (ফাতিমা ও তার স্বামীর মধ্যকার ব্যাপারটি) কোন খারাপ কাজের পরিণতি হিসেবে মনে করেন, তবে তা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে যে–এ ব্যাপারটিকেও (উমারা ও তার স্বামীর মধ্যকার ব্যাপার) আপনি তদ্রূপ মনে করবেন।

٢٢٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ نَا مَيْمُوْنُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَفَعْتُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ تِلْكَ اِمْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ اِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلٰى يَدَىِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمٰى ـ

২২৯০। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস..... মায়মূন ইব্ন মাহ্রান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (রিক্কা হতে) মদীনায় আগমন করি এবং সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, ফাতিমা বিন্ত কায়সকে তালাক দেয়া হয়েছে এবং তাকে তার ঘর হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। সাঈদ বলেন, সে স্ত্রীলোক তো মানুষকে বিপদে ফেলেছে আর সে তো মুখোরা রমনী। এরপর তাকে অন্ধ ইব্ন উম্মে মাক্তূমের হস্তে সোপর্দ করা হয়।

١٨٤. بَابُ فِى الْمَبْتُوْتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ

১৮৪. অনুচ্ছেদ : বায়েন তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দতকালীন সময়ে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া

٢٢٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِىْ ثَلاَثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلاً لَّهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا اخْرُجِىْ فَجُدِّىْ نَخْلَكِ لَعَلَّكِ اَنْ تَصَدَّقِىْ مِنْهُ اَوْتَفْعَلِىْ خَيْرًا ـ

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২৯১। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক (বায়েন) প্রদান করা হয়। এরপর তিনি খেজুর কর্তনের জন্য গমন করলে জনৈক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হয়, যিনি তাকে (ইদ্দতকালীন সময়ে) ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন করো। আর তা হতে কিছু সাদ্কা করবে অথবা ভাল কাজ করবে।

١٨٥ - بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيْرَاثِ

১৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মীরাস ফরয হওয়ার পর স্ত্রীর জন্য মৃত স্বামীর খোরপোষ বাতিল হওয়া

٢٢٩٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَنُسِخَ ذٰلِكَ بِاٰيَةِ الْمِيْرَاثِ بِمَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ اَجَلُ الْحَوْلِ بِاَنْ جُعِلَ اَجَلُهَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ·

২২৯২। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল মারওয়াযী ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের স্ত্রীদের ছেড়ে যায় এরূপ অসীয়াত করে যে, তাদের এক বছর ঘর হতে বহিষ্কার না করে খোরপোষ দিতে হবে।" এ আয়াতটি মীরাসের আয়াত নাযিলের কারণে মান্সূখ বা রহিত হয়ে যায়। সেখানে তাদের জন্য এক চতুর্থাংশ এবং এক অষ্টমাংশ ফরয করা হয়। আর এক বছরের সময়সীমা বাতিল হয় এ জন্য যে, তাদের ইদ্দতের সময়সীমা চার মাস দশদিন নির্ধারিত হয়।

١٨٦- بَابُ اِحْدَادِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا

১৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক প্রকাশ

٢٢٩٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَبُوْهَا اَبُوْ سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٍ اَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا، قَالَتْ زَيْنَبُ وَدَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَالِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَايَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى

http://IslamiBoi.wordpress.com

مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا
فَنَكْحَلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ
وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ رَأْسَ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ
شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ
فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحِفْشُ بَيْتٌ صَغِيرٌ.

২২৯৩। আল্ কা'নাবী ..... যায়নাব বিন্ত আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তাকে (হামিদ ইব্ন রাফি') এ তিনটি হাদীস সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। যায়নাব (রা) বলেন, একদা আমি উম্মে হাবীবার নিকট গমন করি। আর এ সময় তার পিতা আবূ সুফইয়ান (রা) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ সময় তিনি হলুদ রং বিশিষ্ট সুগন্ধি তেল অথবা অন্য কিছুর জন্য আহবান করেন। তদ্দ্বারা একজন দাসী তাঁর কেশে তেল মেখে দেয়। এরপর তিনি চেহারায় তেল মর্দন করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের আমার কোন প্রয়োজন নেই; তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ইরশাদ করতে শুনেছি ঃ যে সমস্ত মহিলা আল্লাহ্র প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের জন্য কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিনরাতের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। তবে স্বামীদের জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে। যায়নাব বিন্তে আবূ সালামা (রা) আরো বলেন, একদা আমি যায়নাব বিন্তে জাহ্শের নিকট উপস্থিত হই এবং এ সময় তার ভাই মৃত্যুবরণ করে। তিনি সুগন্ধি দ্রব্য চান এবং তা ব্যবহার করেন। এরপর বলেন, আমার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই, তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মিম্বরের উপর ইরশাদ করতে শুনেছি, যে সমস্ত মহিলা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের জন্য কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিন রাতের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য তারা স্বামীদের জন্য চার মাস দশদিন শোক প্রকাশ করবে। যায়নাব বিন্ত আবূ সালামা (রা) আরো বর্ণনা করেন, আমি আমার মাতা উম্মে সালামাকে বলতে শুনেছি, একদা জনৈকা রমনী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কন্যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার চক্ষু অভিযোগ করছে। কাজেই আমি কি তাকে পুনরায় বিবাহ দিব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'বার বা তিনবার বলেন, না। আর তিনি এ 'না' শব্দটি নিষেধাজ্ঞার জন্য ব্যবহার করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বরং তার জন্য ইদ্দতের সময়সীমা হল চার মাস দশ দিন। আর জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের স্ত্রীকে (যাদের স্বামী মারা যেত) বু'রাতে এক বছরের জন্য নিক্ষেপ করা হতো। রাবী হামীদ বলেন, তখন আমি যায়নাবকে জিজ্ঞাসা করি, বু'রাতে এক বছরের জন্য নিক্ষেপের অর্থ কী? যায়নাব (রা) বলেন, যখন কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যেত, তখন সে একটি কুঁড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতো, খারাপ কাপড় পরিধান করতো এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতো না। আর এরূপে এক বছর কাটিয়ে দিত। এরপর তার নিকট কোনো প্রাণী যেমন গাধা, বকরী অথবা পক্ষী আনা হতো এবং উহা তার

http://IslamiBoi.wordpress.com

শরীর স্পর্শ করতো, তবে খুব কমই এমন হতো যে, জন্তুটি জীবিত থাকত, বরং অধিকাংশই মরে যেত। তারপর তাকে বের করে এনে জন্তুর একটি বিষ্ঠা দেয়া হতো, সে উহা নিক্ষেপ করতো। তারপর ইদ্দতান্তে সে সে স্থান হতে বের হয়ে আসতো। এরপর সে হালাল হতো এবং তার খুশিমতো সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন حفش হল ছোট ঘর বা কুঁড়ে ঘর।

١٨٧- بَابٌ فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُنْتَقِلُ

১৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া

٢٢٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِىَ اُخْتُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَسْاَلُهُ اَنْ تَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهَا فِىْ بَنِىْ خُدْرَةَ فَاِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِىْ طَلَبِ اَعْبُدٍ اَبِقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ فَاِنِّىْ لَمْ يَتْرُكْنِىْ فِىْ مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةِ اَوْ فِى الْمَسْجِدِ دَعَانِىْ اَوْ اَمَرَنِىْ فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِىْ ذَكَرْتُ مِنْ شَاْنِ زَوْجِىْ قَالَتْ فَقَالَ اُمْكُثِىْ فِىْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اَرْسَلَ اِلَىَّ فَسَاَلَنِىْ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضٰى بِهِ ‏•

২২৯৪। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা আল কা'নাবী.... সা'দ ইব্ন ইসহাক ইব্ন কা'ব ইব্ন উজরা তার ফুফু যায়নাব বিন্ত কা'ব ইব্ন উজরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফারী'আ বিন্ত মালিক ইব্ন সিনান, যিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা)-এর ভগ্নি ছিলেন, তাকে বলেছেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার গোত্র বনী খাদরাতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কেননা, তার স্বামী পলায়নপর গোলামদের অনুসন্ধানে বের হলে, তিনি তাদেরকে কুদুম নামক স্থানে দেখতে পান। এরপর তারা (গোলামেরা) তাকে হত্যা করে। এমতাবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে নিজ পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। কেননা, সে তার ঘরে আমার জন্য খোরপোষের কোন ব্যবস্থা রেখে যায়নি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ হাঁ। রাবী বলেন, এরপর আমি তাঁর দরবার হতে বের হয়ে, হুজ্রা কিংবা (রাবীর সন্দেহ) মসজিদের মধ্যেই ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে ডাকেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) ডাকার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী বলেছিলে? আমি পুনরায় তাঁর নিকট আমার স্বামীর ব্যাপারটি বর্ণনা করি। রাবী বলেন, এতদ্শ্রবণে তিনি বলেন ঃ তোমার ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরে অবস্থান করবে। রাবী বলেন, এরপর আমি সেখানে চার মাস দশদিন অতিবাহিত করি। রাবী বলেন, উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে,

http://IslamiBoi.wordpress.com

তিনি এ হাদীসটি আমার নিকট হতে শ্রবণের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে পাঠান। সে আমার নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করি। আর তিনি উসমান (রা) এর অনুসরণ করেন এবং ঐ অনুসারে ফায়সালাও দিতেন।

١٨٨- بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

১৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীগৃহ পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র গমন

٢٢٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ نَا مُوسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ نَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نُسِخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ اَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ اِخْرَاجٍ قَالَ عَطَاءٌ اِنْ شَاءَتْ اِعْتَدَّتْ عِنْدَ اَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِىْ وَصِيَّتِهَا وَاِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنٰى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ·

২২৯৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি মান্‌সূখ হয়ে গিয়েছে, যেখানে উল্লেখ আছে যে, সে তার ইদ্দত তার পরিবারের নিকট পুরা করবে। এরপর নাযিল হয় ঃ "সে তার ইদ্দত যেখানে খুশি পুরা করবে" এবং তা হল আল্লাহ্‌র বাণী, "বহিষ্কার না হয়ে।" রাবী 'আতা বলেন, যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সে তার স্বামীর পরিবারের সাথে অবস্থান করতে পারে, আর যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সেখান হতে বেরও হতে পারে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে এতে তোমাদের কোন গুনাহ্‌ নেই, তাদের কৃত কাজের ব্যাপারে। রাবী 'আতা বলেন, এরপর মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে তাদের অবস্থানের নির্দেশ বাতিল হয় এবং যেখানে খুশি ইদ্দত পালনের জন্য থাকতে পারে বলে নির্দেশ দেয়া হয়।

١٨٩- بَابُ فِيْمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ فِىْ عِدَّتِهَا

১৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইদ্দত পালনকারী মহিলা ইদ্দতের সময় কি কি কাজ হতে বিরত থাকবে

٢٢٩٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ نَا يَحْىَ بْنُ اَبِى بُكَيْرٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ح وَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهُسْتَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ بَكْرٍ السَّهْمِىَّ عَنْ هِشَامٍ وَّ هٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَاتُحِدُّ الْمَرْاَةُ فَوْقَ ثَلٰثٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَّ لَاتَلْبَسُ ثَوْبًا مَّصْبُوْغًا اِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَاتَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا اِلَّا اَدْنٰى طُهْرَتِهَا اِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَّحِيْضِهَا نُبَيْذَةً مِّنْ قُسْطٍ وَّ اَظْفَارٍ قَالَ يَعْقُوبُ مَكَانَ عَصْبٍ اِلَّا مَغْسُوْلًا وَّ زَادَ يَعْقُوبُ وَلَا تَخْتَضِبُ ·

http://IslamiBoi.wordpress.com

২২৯৬। ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দাওরিকী ..... উম্মে আতীয়্যা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করবে না। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে। আর এ সময় কোন রঙিন কাপড় পরিধান করবে না, সাদা কাপড় ছাড়া। আর সুরমা ব্যবহার করবে না এবং কোনরূপ সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে না। অবশ্য হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পর সামান্য সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার করতে পারে। রাবী ইয়া'কূব 'আসব' শব্দের পরিবর্তে 'মাগ্‌সূলান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাবী ইয়া'কূব আরো বর্ণনা করেছেন যে, সে কোনরূপ খিযাব লাগাতে পারবে না।

٢٢٩٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَسْمَعِيُّ قَالاَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَرُوْنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِيْ تَمَامِ حَدِيْثِهِمَا قَالَ الْمَسْمَعِيُّ قَالَ يَزِيْدُ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ فِيْهِ وَلاَتَخْتَضِبُ وَزَادَ فِيْهِ هَرُوْنُ وَلاَتَلْبَسُ ثَوْبًا مَّصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ •

২২৯৭। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্..... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِىْ بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِىَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ •

২২৯৮। যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করে সে যেন ইদ্দতকালীন সময়ে রঙিন এবং কারুকার্যমণ্ডিত কাপড় ও অলংকার পরিধান না করে। আর সে যেন খিযাব ও সুরমা ব্যবহার না করে।

٢٢٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْنِىْ اُمُّ حَكِيْمٍ بِنْتُ اُسَيْدٍ عَنْ اُمِّهَا اَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّىَ وَكَانَتْ تَشْتَكِىْ عَيْنَيْهَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجِلاَءِ قَالَ اَحْمَدُ الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْجِلاَءِ فَاَرْسَلَتْ مَوْلاَةً لَّهَا اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَسَاَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلاَءِ فَقَالَتْ لاَ تَكْتَحِلِىْ بِهِ اِلاَّ مِنْ اَمْرٍ لاَّ بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ فَتَكْتَحِلِيْنَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحِيْنَهُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذٰلِكَ اُمُّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلٰى عَيْنِىْ صَبِرًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا اُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ اِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَارَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ قَالَ اِنَّهُ يَشِبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيْهِ اِلاَّ

http://IslamiBoi.wordpress.com

بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ وَلاَتَمْشِطِي بِالطِّيبِ وَلاَبِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ قَالَتْ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ ٠

২২৯৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... উম্মে হাকীম বিন্‌ত উসায়দ তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর স্বামী মৃত্যুবরণ করে, এ সময় তার চোখে অসুখ থাকায় 'আসমাদ' নামীয় সুরমা ব্যবহার করেন। রাবী আহ্‌মাদ বলেন, উত্তম হল জালা নামীয় সুরমা। এরপর তিনি তাঁর জনৈক আযাদকৃত গোলামকে উম্মে সালামার নিকট জালা নামীয় সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, একান্ত প্রয়োজন এবং কঠিন অবস্থা ব্যতীত তুমি এই সুরমা ব্যবহার করবে না। আর এমতাবস্থায় তুমি তা রাতে ব্যবহার করবে এবং দিনের বেলায় মুছে ফেলবে। এ প্রসংগে উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবূ সালামা (রা) ইন্‌তিকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আগমন করেন। আর এই সময় আমি আমার চোখে সুব্‌র নামক বৃক্ষের রস নিংড়িয়ে ব্যবহার করি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে উম্মে সালামা! এটা কী? আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা সুব্‌র এবং এতে কোন সুবাস নেই। তিনি বলেন, তা চেহারাকে রঞ্জিত করে। কাজেই তুমি রাতে ব্যতীত তা ব্যবহার করো না এবং দিনে তা মুছে ফেলবে। আর তুমি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা চিরুনী করবে না এবং মেহেদীও ব্যবহার করবে না, কেননা তা খিযাব স্বরূপ। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কোন্ বস্তু দ্বারা চিরুনী করব? তিনি বলেন, তুমি কুলের পাতা ব্যবহার করবে এবং একে গেলাফের ন্যায় তোমার মাথায় রাখবে। (অর্থাৎ শোক প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ রঙ্গিন জামা কাপড় ব্যবহার ও প্রসাধনী গ্রহণে বিরত থাকবে।

١٩٠- بَابٌ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ

১৯০. অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত

٢٣٠٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ

http://IslamiBoi.wordpress.com

فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَافْتَانِىْ بِاَنْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِىْ وَاَمَرَنِىْ بِالتَّزْوِيْجِ اِنْ بَدَالِىْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَا اَرٰى بَاْسًا اَنْ تَتَزَوَّجَ حِيْنَ وَضَعَتْ وَاِنْ كَانَتْ فِىْ دَمِهَا غَيْرَ اَنْ لَّا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ٠

২৩০০। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ আল্ মাহরী ..... ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উত্‌বা তাঁকে বলেছেন যে, তাঁর পিতা উমার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকাম আল্‌-যুহ্‌রীর নিকট এ মর্মে পত্র লেখেন, যেন তিনি তাকে সুবাই'আ বিন্‌ত আল্‌-হারিস আল্‌-আসলামীর নিকট গিয়ে তাঁর পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীসটির ঘটনা শ্রবণ করতে নির্দেশ দেন। আর তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন কী বলেছিলেন, যখন তিনি তাঁর নিকট একটি ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা জানার জন্য পাঠান। উমার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ জবাবে আমাকে লেখেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উত্‌বা তাঁকে বলেছেন, সুবাই'আ তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সা'আদ ইব্‌ন খাওলার স্ত্রী ছিলেন, যিনি বনী আমের লুয়ী গোত্রের লোক ছিলেন। আর তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী (সাহাবী) ছিলেন এবং তিনি বিদায় হজ্জের সময় মৃত্যুবরণ করেন, যখন তিনি সুবাই'আ গর্ভবতী ছিলেন। আর তাঁর মৃত্যুর পরপরই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর নিফাসের রক্ত হতে পবিত্রতা হাসিলের পর তিনি বিবাহের পয়গাম প্রেরণের জন্য নিজেকে সুসজ্জিত করেন। এ সময় তাঁর নিকট আবূ সানাবিল ইব্‌ন বা'কা, যিনি বনী আবদুদ্‌-দার গোত্রের লোক ছিলেন, এসে বলেন, আমি তোমাকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখছি, মনে হয় তুমি পুনঃবিবাহের ইরাদা করছ ? আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি ততক্ষণ পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার (মৃত স্বামীর) ইদ্দতকাল চার মাস দশদিন পূর্ণ না কর। সুবাই'আ বলেন, তার এরূপ উক্তি শ্রবণের পর, আমি রাতে কাপড়-চোপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গমন করি এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি এরূপ ফাতওয়া দেন যে, আমি তখনই হালাল হয়েছি, যখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। এরপর তিনি আমাকে প্রয়োজনে বিবাহ করার নির্দেশ দেন। রাবী ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, যদি সে এখন বিবাহ করে, তবে আমি এতে দোষের কিছু দেখছি না; যখন সে তার সন্তান প্রসব করেছে। আর এখনও যদি তার নিফাসের রক্ত থাকে, এতেও বিবাহ-বন্ধনে কোন বিপত্তি নেই। অবশ্য সে তা হতে পবিত্রতা হাসিলের পর তার স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে। (অর্থাৎ গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। প্রসবের পর তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়)।

٢٣٠١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُّسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَاُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ الْاَرْبَعَةِ الْاَشْهُرِ وَعَشْرٍ ٠

২৩০১। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলা.....আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি লি'আন (পরস্পর অভিসম্পাত) করতে চায়, আমি তার সাথে তা করতে প্রস্তুত। আল্লাহ্‌র শপথ! সূরা নিসা, যা তালাকের সূরা হিসাবেও পরিচিত, (স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ইদ্দত সীমা) 'চার মাস দশ দিন' এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাযিল হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٩١- بَابُ فِى عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

১৯১. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মে ওলাদের[১] ইদ্দত

٢٣٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَاتَلْبِسُوْا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ عِدَّةُ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا يَعْنِى اُمَّ الْوَلَدِ٠

২৩০২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদের উপর তাঁর সুন্নাতকে মিশ্রিত করো না। রাবী বলেন, سُنَّةَ نَبِيِّنَا আমাদের নবীর সুন্নাতকে। অর্থাৎ উম্মে ওলাদের ইদ্দত হল, যখন তার স্বামী (বা মনিব) মৃত্যুবরণ করে– চার মাস দশ দিন।

١٩٢- بَابُ الْمَبْتُوْتَةِ لَا يَرْجِعُ اِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

১৯২. অনুচ্ছেদ ঃ তালাক বায়েনপ্রাপ্তা রমণী ততক্ষণ তার স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না; যতক্ষণ না অন্য কোন স্বামী তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে

٢٣٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِى ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يُوَاقِعَهَا اَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْاَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَحِلُّ لِلْاَوَّلِ حَتّٰى تَذُوْقَ عُسَيْلَةَ الْاٰخِرِ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا٠

২৩০৩। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক (বায়েন) প্রদান করে। এরপর সে (মহিলা) অপর একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার সাথে নির্জনবাসও করে। এরপর তার সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক প্রদান করে। এ মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি (আয়েশা) বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেনঃ ঐ মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য (পুনরায় গ্রহণ করা) হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস সুখ ভোগ করে এবং সে ব্যক্তিও (দ্বিতীয় স্বামী) তার সাথে দৈহিক মিলনের সুখানুভব করে।

---

১. উম্মে ওলাদঃ ঐ দাসীকে বলা হয়, যে তার মনিবের সাথে সহবাসের ফলে গর্ভবতী হয় বা অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে গর্ভবতী হয়। সে সন্তানের মাতা হিসাবে পরিচিতা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

١٩٣- بَابٌ فِىْ تَعْظِيْمِ الزِّنَا

১৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ যিনার ভয়াবহতা

٢٣٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيٰنُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَّهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّأْكُلَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تُزَانِىْ حَلِيْلَةَ جَارِكَ قَالَ وَاُنْزِلَ تَصْدِيْقُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَيَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَيَزْنُوْنَ الْاٰيَةَ ـ

২৩০৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! সবচাইতে বড় গুনাহ্‌ কোনটি ? তিনি বলেন, যদি তুমি তোমার রবের সাথে কাউকে শরীক করো, আর অবস্থা এই যে, তিনি তোমার স্রষ্টা। তিনি বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, এরপর কোনটি? তিনি বলেন, তুমি যদি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করো যে, সে তোমার সাথে খাবে। তিনি বলেন, এরপর কোনটি? তিনি বলেন, যদি তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করো। এরপর তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদনে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ (অর্থ) "যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌কে আহবান করে না, আর তারা হত্যার অধিকার ব্যতীত কোন জীবকে হত্যা করে না এবং যিনায় লিপ্ত হয় না" .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٢٣٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَتْ مُسَيْكَةُ اَمَةٌ لِبَعْضِ الْاَنْصَارِ فَقَالَتْ اِنَّ سَيِّدِىْ يُكْرِهُنِىْ عَلَى الْبِغَاءِ فَنَزَلَ فِىْ ذٰلِكَ وَلاَتُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ـ

২৩০৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন একজন আনসার সাহাবীর মুসায়কা নাম্নী দাসী নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে যে, তার মনিব তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করেছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে যিনায় লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করোনা।"

٢٣٠٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ وَمَنْ يُّكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ اَبِى الْحَسَنِ غَفُوْرٌ لَهُنَّ الْمُكْرَهَاتِ ـ

২৩০৬। উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মু'আয মু'তামির থেকে এবং তিনি তার পিতা হতে (কুআনের এ আয়াত) বর্ণনা করেছেন যে, "আর তাদের মধ্যে যারা অপছন্দনীয় কাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তার এ অপছন্দনীয় কাজের পরেও মার্জনাকারী, অনুগ্রহশীল।" রাবী বলেন, সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসান বলেন, যারা বাধ্য হয়ে অপকর্ম করে, সেই সমস্ত নারীদের জন্য আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী।

http://IslamiBoi.wordpress.com

كِتَابُ الصِّيَامِ

রোযার অধ্যায়

١٩٤- مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

১৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম[১] ফরয হওয়া

٢٣٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَأَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ذٰلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً فَقَالَ : عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ وَكَانَ هٰذَا مِمَّا نَفَعَ اللّٰهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ .

২৩০৭। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শাবওয়া.....ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। (আল্লাহ্র বাণী) ঃ (অর্থ) "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ফরয করা হয়েছিল।" নবী করীম ﷺ -এর যুগে লোকেরা যখন এশার নামায আদায় করতো, তখন তাদের জন্য পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেত এবং তারা পরবর্তী রাত পর্যন্ত রোযা রাখত। তখন এক ব্যক্তি নিজের নফসের প্রতি খিয়ানত করে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। অথচ সে এশার নামায আদায় করেছিল, কিন্তু ইফ্তার করেনি, (অর্থাৎ সন্ধ্যার পর কোন খাদ্য গ্রহণ করেনি)। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্দেশ অন্যদেব জন্য সহজ, স্বেচ্ছাধীন ও উপকারী করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ (অর্থ) "আল্লাহ্ জানেন, তোমরা তোমাদের নফসের প্রতি (পানাহার ও সহবাসের দ্বারা) খিয়ানত করেছিলে।" আর এ নির্দেশ দ্বারা আল্লাহ্ মানুষের উপকার করেছেন এবং এটা তাদের জন্য সহজ ও স্বেচ্ছাধীন করেছেন।

٢٣٠٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَامَ فَنَامَ لَمْ يَأْكُلْ إِلَى مِثْلِهَا وَإِنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ أَتَى امْرَأَتَهُ

---

১. রোযাসমূহ, এক বচনে 'সাওম' অর্থ রোযা।

http://IslamiBoi.wordpress.com

وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لاَ لَعَلِّي أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ فَذَهَبَتْ وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِي أَرْضِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْفَجْرِ ۔

২৩০৮। নাস্‌র ইব্‌ন আলী ..... আল-বারাআ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন রোযা রাখত তখন যদি কেউ না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত হবে তাকে পরবর্তী রাত পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হতো। একদা সুরামা ইব্‌ন কায়স সারাদিন রোযা রাখার পর রাতে তার স্ত্রীর নিকট আগমন করে তাকে বলে, তোমার নিকট কোন খাদ্য আছে কি ? সে বলে, না। তবে আমি যাই, তোমার জন্য খাদ্যের জোগাড় করে আনি। সে (স্ত্রী) যাওয়ার পর, সে (স্বামী) গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এরপর খাদ্য নিয়ে ফেরার পর তাকে নিদ্রিত দেখে সে বলে, তোমার জন্য বঞ্চিত থাকা ব্যতীত আর কিছুই নেই। পরের দিন সে যখন তার যমীনে কর্মরত ছিল, তখন দ্বিপ্রহর হয়ে পড়ে। এরপর নবী করীম ﷺ -এর নিকট যখন তা উল্লেখ করা হয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "তোমাদের জন্য রামাযানের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস হালাল করা হল - - - - (হতে) সকাল পর্যন্ত" পূর্ণ আয়াত।

١٩٥- بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

১৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ "যারা রোযার সামর্থ্য রাখে অথচ রোযা রাখে না তারা ফিদ্‌য়া দিবে" আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী মানসূখ্ (রহিত) হওয়া

٢٣٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا ۔

২৩০৯। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... সালামা ইব্‌ন আল্ আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "যারা সামর্থবান (অথচ রোযা রাখে না বা রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না) তারা মিসকীনদের ফিদ্‌য়া দিবে।" আমাদের মধ্যে যারা রোযা না রেখে ফিদ্‌য়া দেওয়ার ইরাদা করতো, তারা তা করতো। এরপর পরবর্তী আয়াত নাযিল হওয়ায় পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম মান্‌সূখ্ (রহিত) হয়ে যায়।

٢٣١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ فَقَالَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَقَالَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩১০। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা সামর্থবান, তারা মিসকীনদের ফিদ্য়া দিবে। এরপর তাদের মধ্যে যে মিসকীনদের ফিদ্য়া দিতে ইচ্ছা করতো, সে তা প্রদান করতো এবং সে নিজের রোযা পূর্ণ করতো। এরপর আল্লাহ্ বলেন ঃ যে ব্যক্তি অধিক দান খয়রাত করবে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তবে তা অধিক উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি রামাযান মাসে উপনীত হয়, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। আর যে রোগগ্রস্ত হবে বা সফরে থাকবে সে তা অন্য দিনে গণনা করবে, অর্থাৎ রোযা আদায় করবে।

١٩٦- بَابُ مَنْ قَالَ هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

১৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য রোযা না রেখে ফিদ্য়া দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ বহাল রয়েছে বলে যারা মত পোষণ করেন

٢٣١١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ نَا أَبَانٌ نَا قَتَادَةُ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ٠

২৩১১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... ইকরামা (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এ (ঐচ্ছিক ব্যাপারের) নির্দেশ কেবল দুগ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতীদের জন্য বহাল রয়েছে।

٢٣١٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا ٠

২৩১২। ইব্ন আল্ মুসান্না.....ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র বাণী ঃ (অর্থ) "যারা সামর্থবান তারা মিসকীনদের ফিদ্য়া প্রদান করবে। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ। যদি তারা রোযা রাখতে সমর্থ হয়, তবে রোযা রাখবে, অন্যথায় প্রত্যহ একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারীণী স্ত্রীলোকগণ যদি সন্তানের ক্ষতির আশংকা বোধ করে, তবে তাদের জন্যও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, যদি তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে শংকিত হয়, তবে তারা রোযা না রেখে (মিস্কীনকে) খাদ্য খাওয়াতে পারে।

١٩٧- بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

১৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ মাস উনত্রিশ দিনেও হয়

٢٣١٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ إِصْبَعَهُ فِي الثَّالِثَةِ يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩১৩। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমরা উম্মী জাতির অন্তর্ভুক্ত। আমরা লিখতে জানি না এবং মাসের হিসাবও করতে পারি না। এরপর তিনি এরূপ, এরূপ ও এরূপ বলে (তিনবার) নিজের (দশ) অংগুলি প্রসারিত করেন। রাবী সুলায়মান তৃতীয়বারে তার একটি আঙুল সংকুচিত করেন, অর্থাৎ রোযার মাস উনত্রিশ বা তিরিশ দিনে হয় (এর প্রতি ইশারা করেন)।

٢٣١٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا حَمَّادٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ فَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ ثَلَاثِيْنَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ نَظَرَ لَهُ فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ وَإِنْ لَّمْ يَرَوْا وَلَمْ يَحُلْ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَّلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَإِنْ حَالَ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَأْخُذُ بِهٰذَا الْحِسَابِ •

২৩১৪। সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ রোযার মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। কাজেই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রাখবে না এবং চাঁদ (শাওয়ালের) না দেখে ইফ্‌তারও করবে না। আর তোমাদের আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে। রাবী বলেন, এরপর ইব্‌ন উমার (রা) যখন শা'বানের উনত্রিশ তারিখ হতো, তখন তিনি রামাযানের চাঁদ অন্বেষণ করতেন। যদি তিনি তা দেখতে পেতেন, তবে তিনি রোযা রাখতেন। আর যদি তিনি তা মেঘের প্রতিবন্ধকতা বা ধূলিচ্ছন্নতা না থাকা অবস্থায় খোলা আকাশে চাঁদ দেখতে না পেতেন, তবে তিনি পরদিন সকালে রোযা না রেখে খানা খেতেন। আর মেঘাচ্ছন্নতার বা অন্য কোন কারণে, যদি তিনি চাঁদ (রামাযানের) দেখতে সক্ষম না হতেন তবে পরদিন রোযা রাখতেন। রাবী বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) লোকদের সাথে ইফ্‌তার করতেন, আর তিনি এরূপ (রামাযানের) রোযা হিসাবে গণনা করতেন না, (বরং তা হতো তার নফল রোযা)।

٢٣١٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنِيْ أَيُّوْبُ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إِلٰى أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَغَنَا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقَدَّرُ لَهُ أَنَّا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لِكَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَّرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ •

২৩১৫। হুমাইদ ইব্‌ন মাস্‌আদা ..... আইউব বলেন, উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বসরার অধিবাসীদের নিকট এ মর্মে পত্র লিখেন যে, ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীসটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে। তবে তিনি (উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আর গণনার জন্য উত্তম পন্থা হল, আমরা শা'বানের নতুন চাঁদকে অমুক বা অমুক তারিখে দেখি, কাজেই রোযা ইনশাআল্লাহ্ অমুক তারিখে হবে তা বলতে পারি। অবশ্য যদি উনত্রিশে শাবানের পর রামাযানের চাঁদ দেখা যায় তবে (ত্রিশের জন্য অপেক্ষা না করে) রোযা রাখতে হবে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٣١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنِ ابْنِ اَبِي زَائِدَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ اَبِي ضِرَارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ اَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ.

২৩১৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী'..... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে পূর্ণ ত্রিশদিন রোযা রাখার চাইতে উনত্রিশ দিন রোযা বেশি রেখেছি।

٢٣١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ نَا خَالِدُنِ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي بَكْرَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَهْرَا عِيدٍ لَايَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

২৩১৭। মুসাদ্দাদ ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাক্‌রা তাঁর পিতা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ দু'ঈদের মাস সাধারণত (ত্রিশ দিনের) কম হয় না এবং তা হল রামাযান ও যিল্‌হাজ্জ মাস। (অর্থাৎ একই বছর উভয় মাস ২৯ দিনের হয় না। বরং একটি ৩০ দিনের ও অপরটি ২৯ দিনের হতে পারে)।

١٩٨- بَابُ اِذَا اَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلَالَ

১৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ নতুন চাঁদ দেখতে লোকেরা ভুল করলে

٢٣١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ فِي حَدِيثِ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ قَالَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَاَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ.

২৩১৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নিকট নতুন চাঁদ দর্শনে লোকজনের ভুলত্রুটির কথা উল্লেখ করা হলে তিনি ইরশাদ করেন ঃ যেদিন তোমরা সকলে রোযা রাখবে না সেদিন হ'ল ঈদুল ফিত্‌র আর কুরবানীর ঈদ সে দিন যেদিন তোমরা সকলে কুরবানী করবে। আর আরাফাত ময়দানের সর্বত্রই অবস্থানের জায়গা। মিনার পূর্ণ অংশই কুরবানীর স্থান। আর মক্কার প্রতিটি রাস্তাই কুরবানীর স্থান এবং পুরো মুয্‌দালিফাই অবস্থানস্থল। (অর্থাৎ আরাফাতের যে কোন স্থানে কিয়াম করা যায় আর মুয্‌দালিফার যে কোন স্থানে রাত্রিযাপন করা যায় এবং মিনা ও মক্কার রাজপথে যে কোন স্থানে কুরবানী করা যায়।)

١٩٩- بَابُ اِذَا اُغْمِيَ الشَّهْرُ

১৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ মেঘাচ্ছন্নতার জন্য নতুন চাঁদ না দেখার কারণে, রোযার মাস যদি গোপন থাকে

٢٣١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩১৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কায়স বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসের দিন উত্তমভাবে মুখস্থ রাখতেন না। এরপর রামাযানের চাঁদ দেখে রোযা শুরু করতেন। যদি (উনত্রিশে শাবান) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত তবে তিনি ত্রিশ দিন পূর্ণ করতেন। এরপর রোযা রাখতেন।

٢٣٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الضَّبِّيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُقَدِّمُوْا الشَّهْرَ حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ اَوْ تُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ اَوْتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ٠

২৩২০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল্ সাব্বাহ্ ..... হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ রামাযানের চাঁদ দেখা না গেলে অথবা শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হলে তোমরা রোযাকে এগিয়ে আনবে না। রোযার চাঁদ দেখা গেলে অথবা শা'বানের (ত্রিশ) দিন পূর্ণ হলেই রোযা রাখা আরম্ভ করবে এবং যে পর্যন্ত শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় অথবা রোযার (ত্রিশ) দিন পূর্ণ না হয় সে পর্যন্ত রোযা রেখে যাবে। অর্থাৎ চাঁদ দেখে রোযা শুরু করবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা শেষ করবে।

٢٠٠- بَابُ مَنْ قَالَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلٰثِيْنَ

২০০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি রামাযানের উনত্রিশ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে

٢٣٢١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُقَدِّمُوْا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَايَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ شَيْءٌ يَّصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ وَلَاتَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ حَالَ دُوْنَهُ غَمَامَةٌ فَاَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلٰثِيْنَ ثُمَّ اَفْطِرُوْا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ اَبِىْ صَغِيْرَةَ وَشُعْبَةُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَقُوْلُوْا ثُمَّ اَفْطِرُوْا٠

২৩২১। আল্ হাসান ইব্‌ন আলী ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা রামাযানের মাস আগমনের এক বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখবে না, অবশ্য যদি কেউ এরূপ রোযা রাখায় অভ্যস্ত থাকে, তবে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর রামাযানের চাঁদ দেখার পূর্বে তোমরা রোযা রাখবে না এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখার পূর্ব পর্যন্ত রামাযানের রোযা রাখবে। আর যদি এর মধ্যে মেঘাচ্ছন্নতা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে এবং পরে ইফ্‌তার করবে। আর সাধারণত চন্দ্রমাস হয় উনত্রিশ দিনে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠١- بَابٌ فِى التَّقَدُّمِ

২০১. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান আগমনের পূর্বে রোযা রাখা

٢٣٢٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسَعِيْدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا وَقَالَ أَحَدُهُمَا يَوْمَيْنِ ·

২৩২২। মূসা ইব্ন ইসমাঈল..... ইম্রান ইব্ন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি শা'বানের শেষদিকে রোযা রাখ? সে বলে, না। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি রামাযানের রোযা শেষ করবে, তখন একদিন বা, (রাবী আহ্মাদ বলেন) দু'দিন রোযা রাখবে।

٢٣٢٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ مِنْ كِتَابِهِ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ فَرْوَةَ قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ فِى النَّاسِ بِدَيْرِ مُسْتَحَلِّ الَّذِى عَلَى بَابِ حِمْصَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَأَنَا مُتَقَدِّمٌ بِالصِّيَامِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيُّ فَقَالَ يَامُعَاوِيَةُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ صُوْمُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ ·

২৩২৩। ইব্রাহীম ইব্ন আল্-'আলা যুবায়দী ..... আবূ আল্-আয্হার আল্-মুগীরা ইব্ন ফারওয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা) লোকদের সম্মুখে খুত্বা দেয়ার জন্য এমন একটি গৃহে দণ্ডায়মান হন যেখানে হিমসের বৈরাগীরা বসবাস করতো। এরপর তিনি বলেন, হে জনগণ! আমরা অমুক দিন চাঁদ দেখেছি। কাজেই আমরা রোযা রাখতে যাচ্ছি। আর যে ব্যক্তি এরূপ করতে ভালবাসে, সে যেন তা করে। রাবী বলেন, তখন তাঁর সম্মুখে মালিক ইব্ন হুবায়রা আল্-সাবায়ী দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, হে মু'আবিয়া! তুমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছ, না এটা তোমার নিজের অভিমত? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা (শা'বান) মাসে রোযা রাখবে এবং বিশেষভাবে এর শেষের দিকে।

٢٣٢٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ قَالَ الْوَلِيْدُ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو يَعْنِى الْأَوْزَاعِيَّ يَقُوْلُ سِرُّهُ أَوَّلُهُ ·

২৩২৪। সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান দিমাশ্কী বর্ণনা করেন যে, ওয়ালীদ বলেন, আমি আবূ আম্র আল-আওযায়ী হতে শুনেছি –হাদীসে বর্ণিত سره অর্থ اوله

٢٣٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ نَا أَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ كَانَ سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ سِرُّهُ أَوَّلُهُ·

২৩২৫। আহ্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহেদ সূত্রে বর্ণিত আবূ মাস্হার বলেন, সাঈদ অর্থাৎ আবদুল আযীয বলতেন, سره শব্দের অর্থ প্রথমাংশ। (অর্থাৎ শা'বানের প্রথমাংশে রোযা রাখার তাগিদ দিয়েছেন)।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠٢- بَابُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الْآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

২০২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোনো শহরে অন্যান্য শহরের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায়

٢٣٢٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا إِسْمٰعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هٰكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ۔

২৩২৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... কুরায়ব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে ফায্ল বিন্ত আল-হারিস তাঁকে মু'আবিয়ার নিকট শাম (সিরিয়া) দেশে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া পৌঁছে, তার প্রয়োজন পূর্ণ করি। আমি সিরিয়া থাকাবস্থায় রামাযানের চাঁদ ওঠে এবং আমরা উহা জুমু'আর রাত্রিতে অবলোকন করি। এরপর আমি রামাযানের শেষের দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি। ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বিশেষ করে চাঁদ দেখা সম্পর্কে বলেন, তোমরা রামাযানের চাঁদ কখন দেখেছিলে ? আমি বলি, আমি তা জুমু'আর রাতে দেখেছি। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি নিজেও কি তা দেখেছিলে ? আমি বলি, হ্যাঁ এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখে এবং তারা রোযা রাখে, এমনকি মু'আবিয়াও রোযা রাখেন। তিনি বলেন, আমরা তো তা শনিবারে দেখেছি। কাজেই আমরা ত্রিশ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রোযা রাখব অথবা শাওয়ালের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রেখে যাবো। আমি জিজ্ঞাসা করি, মু'আবিয়ার দর্শন ও রোযা রাখা কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয় ? তিনি বলেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٠٣- بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

২০৩. অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহজনক দিবসে রোযা রাখা মাকরূহ

٢٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ ۔

২৩২৭। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্.....সিলা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা সন্দেহজনক দিবসে আম্মার (রা)-এর নিকট ছিলাম। সেখানে একটি ভুনা বক্‌রী পেশ করা হলে সেখানকার কিছু লোক (রোযা থাকার কারণে) তা খাওয়া হতে বিরত থাকে। আম্মার (রা) বলেন, আজ (এ সন্দেহজনক দিবসে) যে রোযা রেখেছে, সে তো আবুল কাসিম ﷺ - এর নাফরমানী করেছে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠٤- بَابُ فِي مَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

২০৪. অনুচ্ছেদ ঃ যারা শা'বানের রোযাকে রামাযানের রোযার সাথে মিশ্রিত করেন

٢٣٢٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَتَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَيَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الصَّوْمَ ·

২৩২৮। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা রামাযান আগমনের পূর্বে তার রোযাকে একদিন বা দু'দিন এগিয়ে নিও না। অবশ্য যদি কেউ ঐ দিন (শা'বানের শেষ তারিখে) রোযা রাখতে অভ্যস্ত থাকে, তবে সে যেন ঐ রোযা রাখে।

٢٣٢٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ ·

২৩২৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন বছর-ই রামাযানের নিকটবর্তী শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতেন না।

٢٠٥- بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ ذٰلِكَ

২০৫. অনুচ্ছেদ ঃ শা'বানের শেষার্ধে রোযা রাখা মাকরূহ

٢٣٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلاَءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا فَقَالَ الْعَلاَءُ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ ·

২৩৩০। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আব্‌বাদ ইব্‌ন কাসীর মদীনা শরীফে গিয়ে 'আলা ইব্‌ন আবদুর রহমানের মজলিসে পৌছলেন এবং তাঁর হাত ধরে তাঁকে দাঁড় করিয়ে বললেন, এই ব্যক্তি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ শা'বানের অর্ধেক যখন অতিবাহিত হয়, তখন তোমরা রোযা রাখবে না। তখন 'আলা বলেন, ইয়া আল্লাহ্! আমার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রা (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٠٦- بَابُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَلٰى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالَ

২০৬. অনুচ্ছেদ ঃ শাওয়ালের চাঁদ দর্শনে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান

٢٣٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ اَبُوْ يَحْيَى الْبَزَّازُ اَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبَّادٌ عَنْ اَبِى مَالِكِ الْاَشْجَعِىِّ نَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِىِّ جَدِيْلَةَ قَيْسٍ اَنَّ اَمِيْرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَّنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَاِنْ لَّمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَاَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ اَمِيْرُ مَكَّةَ فَقَالَ لَا اَدْرِىْ ثُمَّ لَقِيَنِىْ بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ اَخُوْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الْاَمِيْرُ اِنَّ فِيْكُمْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ مِنِّىْ وَشَهِدَ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَوْمَا بِيَدِهٖ اِلٰى رَجُلٍ قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ لِشَيْخٍ اِلٰى جَنْبِىْ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ اَوْمَا اِلَيْهِ الْاَمِيْرُ قَالَ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ كَانَ اَعْلَمَ بِاللّٰهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذٰلِكَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

২৩৩১। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহীম:....হুসায়ন ইব্ন আল্-হারিস আল-জাদলী থেকে বর্ণিত যে, একদা মক্কার আমীর খুত্বা প্রদানের সময় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমরা যেন শাওয়ালের চাঁদ দেখাকে ইবাদত হিসাবে গুরুত্ব দেই। আর আমরা স্বচক্ষে যদি তা না দেখি তবে দু'জন ন্যায়পরায়ন লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করলে – তখন আমরা যেন তাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করি। তখন প্রশ্নকারী (আবূ মালিক) আল-হুসায়ন ইব্ন আল-হারিসকে মক্কার আমীরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার নাম কী ? তিনি বলেন, আমি জানি না। কিছুক্ষণ পরে আবার আমার সাথে সাক্ষাত করে তিনি বলেন, তাঁর নাম আল্-হারিস ইব্ন হাতিব, যিনি মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিবের ভাই। এরপর আমীর বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার চাইতে যিনি অধিক জ্ঞানী, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে তিনি এ বিষয়ে রাসূল থেকে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন ? এরপর তিনি এক ব্যক্তির প্রতি ইশারা করেন। হুসায়ন বলেন, আমি আমার পার্শ্ববর্তী একজন শায়খকে জিজ্ঞাসা করি, এই ব্যক্তি কে –যাঁর প্রতি আমীর ইশারা করলেন ? তিনি বলেন, ইনি আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমার (রা) আর তিনি সত্য বলেন যে, তাঁর (আমীরের) চাইতে তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার) আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তখন তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। (অর্থাৎ নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণকে শরী'আতের বিধান হিসাবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন)।

٢٣٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِىُّ قَالَا نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ رِّبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِىْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَقَدِمَ اَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِاللّٰهِ لَاَهَلَّا الْهِلَالَ اَمْسِ عَشِيَّةً فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ اَنْ يُّفْطِرُوْا زَادَ خَلَفٌ فِىْ حَدِيْثِهٖ وَاَنْ يَّغْدُوْا اِلٰى مُصَلَّاهُمْ.

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩৩২। মুসাদ্দাদ ও খাল্ফ ইব্ন হিশাম আল-মুক্রী ..... রিবঈ ইব্ন হিরাশ নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা লোকেরা রামাযানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ সম্পর্কে মতভেদ করেন। তখন দু'জন বেদুঈন নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্র শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। রাবী খাল্ফ তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, "আর তারা যেন আগামী দিন ঈদের নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহে গমন করে।"

٢٠٧- بَابُ فِىْ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلٰى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ

২০৭. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য

٢٣٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ نَا الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ ثَوْرٍ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحُسَيْنُ يَعْنِى الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ الْمَعْنٰى عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ يَعْنِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَابِلَالُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا۔

২৩৩৩। মুহাম্মাদ ইব্ন বাক্কার ইব্ন রাইয়ান ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, আমি চাঁদ দেখেছি। রাবী হাসান তাঁর হাদীসে বলেন, অর্থাৎ রামাযানের চাঁদ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই? সে বলে, হ্যাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল? সে বলে, হ্যাঁ। তিনি বিলালকে বলেন, হে বিলাল! তুমি লোকদের জানিয়ে দাও, যেন তারা আগামী দিন রোযা রাখে।[১]

٢٣٣٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّهُمْ شَكُّوْا فِىْ هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً فَاَرَادُوْا اَنْ لَّايَقُوْمُوْا وَلَايَصُوْمُوْا فَجَاءَ اَعْرَابِىٌّ مِّنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ اَنَّهُ رَاَى الْهِلَالَ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَشَهِدَ اَنَّهُ رَاَى الْهِلَالَ فَاَمَرَ بِلَالًا فَنَادٰى فِى النَّاسِ اَنْ يَّقُوْمُوْا وَاَنْ يَّصُوْمُوْا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِيَامَ اَحَدٌ اِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ۔

২৩৩৪। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল ..... ইক্রামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবীগণ রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে সন্দিহান হন। তাঁরা তারাবীহ্র নামায আদায় না করার এবং (পরদিন) রোযা না রাখার ইরাদা করেন।

---

১. রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে, আকাশ পরিষ্কার থাকলে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। অন্তত দু'জন বিশ্বাসী, ন্যায়পরায়ণ লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রয়োজন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

এমতাবস্থায় হার্‌রা নামক স্থান হতে জনৈক বেদুঈন আগমন করে সাক্ষ্য দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। তাকে নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে আনয়ন করা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ? সে বলে, হাঁ এবং আরও সাক্ষ্য দেয় যে, সে নুতন চাঁদ দেখেছে। তিনি বিলালকে নির্দেশ দেন, সে যেন লোকদের জানিয়ে দেয়, যাতে তারা তারাবীহ্ নামায আদায় করে এবং পরদিন রোযা রাখে।

٢٣٣٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَاَنَا لِحَدِيْثِهِ اَتْقَنُ قَالاَ نَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَايَا النَّاسُ الْهِلاَلَ فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنِّىْ رَاَيْتُهُ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ٠

২৩৩৫। মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান সমরকন্দী ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা লোকেরা রামাযানের চাঁদ অন্বেষণ করে, কিন্তু দেখতে পায়নি। পরে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এরূপ খবর দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। এরপর তিনি রোযা রাখেন এবং লোকদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

٢٠٨- بَابٌ فِىْ تَوْكِيْدِ السَّحُوْرِ

২০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রী খাওয়ার গুরুত্ব

٢٣٣٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ ٠

২৩৩৬। মুসাদ্দাদ ..... আম্‌র ইব্‌নুল 'আস্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমাদের রোযার মধ্যে এবং আহ্‌লে কিতাবদের[১] রোযার মধ্যে পার্থক্য হ'ল সাহ্‌রী খাওয়া।

٢٠٩- بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُوْرَ الْغَدَاءَ

২০৯. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীকে যারা নাশ্‌তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন

٢٣٣٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ رُهْمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلَى السَّحُوْرِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ ٠

১. ঐশী গ্রন্থের দাবিদার। যেমন– ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান। এরা রোযা রাখার জন্য সাহ্‌রী খায় না। ইয়াহূদীগণ আসমানী কিতাব তাওরাতের আর খ্রিস্টানগণ ইঞ্জিল -এর অনুসারী বলে তাদেরকে আহ্‌লে কিতাব বলা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩৩৭। আম্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদ ..... আল্‌-ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আমাকে রামাযান মাসে সাহ্‌রীর সময় আহ্‌বান করেন, এবং বলেন, কল্যাণময় সকালের খাবারের দিকে (সাহ্‌রীর দিকে) সত্ত্বর আগমন করো।

٢١٠- بَابُ وَقْتِ السُّحُوْرِ

২১০. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীর সময়

٢٣٣٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِّنْ سَحُوْرِكُمْ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ هٰكَذَا حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ .

২৩৩৮। মুসাদ্দাদ ..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাওয়াদা আল্‌-কুশায়রী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) কে খুত্‌বা দেওয়ার সময় বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ বিলালের আযান এবং পূর্ব আকাশের এরূপ শুভ্র আলো যতক্ষণ না তা পূর্ব দিগন্তে প্রসারিত হয়, যেন তোমাদেরকে সাহ্‌রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে।

٢٣٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ التَّيْمِيِّ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِّنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِيْ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَجَمَعَ يَحْيٰى كَفَّهُ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَمَدَّ يَحْيٰى بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ .

২৩৩৯। মুসাদ্দাদ ..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহ্‌রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে, কেননা সে আযান দেয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) আহ্‌বান করে, যারা তাহাজ্জুদ নামাযে রত থাকে, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য এবং তোমাদের মধ্যে যারা নিদ্রিত থাকে তাদের জাগাবার জন্য। আর ততক্ষণ ফজর হয় না, যতক্ষণ না এরূপ হয়– এ বলে ইয়াহ্‌ইয়া তাঁর হাতের তালুকে মুষ্টিবদ্ধ করে প্রসারিত করেন, পরে তাঁর হাতের তালুর অঙ্গুলি প্রসারিত করে দেন।

٢٣٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّعْمَانِ حَدَّثَنِيْ قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ .

২৩৪০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা .....কায়স ইব্‌ন তাল্‌ক (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা খাও এবং পান করো, আর তোমাদেরকে যেন সুব্‌হে কাযিবের উচ্চ লম্বা রেখা (যা পূর্ব হতে পশ্চিমে দৃশ্যমান) সাহ্‌রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে। আর তোমরা ততক্ষণ পানাহার করো, যতক্ষণ না সুব্‌হে সাদিকের লম্বা লাল আলোকরশ্মি (যা পূর্বাকাশে উত্তর-দক্ষিণে দৃশ্যমান) প্রকাশ পায়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٣٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ الْمَعْنَى عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، قَالَ أَخَذْتُ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ فَوَضَعْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَطَوِيلٌ عَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ٠

২৩৪১। মুসাদ্দাদ ..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "তোমরা ততক্ষণ পানাহার কর, যতক্ষণ না কালো সুতা হতে সাদা সুতা উজ্জল হয়"। রাবী বলেন, তখন আমি এক টুক্‌রা কালো ও এক টুক্‌রা সাদা সুতা আমার বালিশের নিচে রাখি। এরপর আমি এর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, কিন্তু প্রকৃত রহস্য অনুধাবণ করতে অক্ষম হই। তখন আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রকাশ করলে, তিনি হেসে ওঠেন এবং বলেন, তোমার বালিশ তো বেশ দৈর্ঘ্য প্রস্থধারী, বরং এর (কালো ও সাদা সুতার) রহস্য হলো রাত ও দিনের প্রকাশ। রাবী উসমান বলেন, বরং তা রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।

٢١١- بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ

২১১. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীর খাবার গ্রহণরত অবস্থায় আযান শুনতে পেলে

٢٣٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ٠

২৩৪২। আবদুল 'আলা ইব্ন হাম্মাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ফজরের আযান শ্রবণ করে, আর এ সময় তার হাতে খাদ্যের পাত্র থাকে, সে যেন আযানের কারণে খাদ্য গ্রহণ বন্ধ না করে – যতক্ষণ না সে তদ্বারা স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে।

٢١٢- بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ

২১২. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারের ইফ্‌তারের সময়

٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيعٌ نَا هِشَامٌ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ الْمَعْنَى قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا زَادَ مُسَدَّدٌ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ٠

২৩৪৩। আহ্‌মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আসিম ইব্ন উমার (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যখন পূর্বাকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হয়, রাবী মুসাদ্দাদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন যেন রোযাদার ইফ্‌তার করে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٣٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ اَبِى اَوْفٰى يَقُوْلُ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا بِلَالُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ٠

২৩৪৪। মুসাদ্দাদ ..... সুলায়মান আল্-শায়বানী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-এর নিকট হতে শ্রবণ করেছি। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে গমন করি, তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। এরপর সূর্য অস্তমিত হলে, তিনি বলেন, হে বিলাল! তুমি অবতরণ কর এবং আমাদের (ইফ্তারের) জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করো। তিনি (বিলাল) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হতাম, (তবে ভাল হতো!) তিনি বলেন, তুমি অবতরণ করো এবং আমাদের জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করো। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর তো এখন দিন বিদ্যমান। তিনি বলেন, তুমি অবতরণ করো এবং আমাদের জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করো। তখন তিনি অবতরণ করে পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পান করে বলেন, যখন তোমরা রাতকে এদিক হতে আসতে দেখবে, তখন যেন রোযাদার ইফ্তার করে। এরপর তিনি স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা পূর্বাকাশের প্রতি ইশারা করেন।

٢١٣- بَابُ مَايُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ

২১৩. অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত (সূর্যাস্তের পরপরই) ইফ্তার করা মুস্তাহাব

٢٣٤٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَاعَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِاَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ ٠

২৩৪৫। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়্যা ...... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ দীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা জল্দী ইফ্তার করবে। কেননা, ইয়াহুদী ও নাসারারা ইফ্তার অধিক বিলম্বে করে।

٢٣٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ فَقُلْنَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلَانِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلٰوةَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلٰوةَ قَالَتْ اَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلٰوةَ قُلْنَا عَبْدُ اللهِ قَالَتْ كَذٰلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩৪৬। মুসাদ্দাদ ..... আবূ আতিয়্যা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং মাস্‌রূক আয়েশা (রা)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলি, হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে দু'ব্যক্তির এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ইফ্‌তার করেন এবং তাড়াতাড়ি মাগ্‌রিবের নামায আদায় করেন এবং অপর ব্যক্তি ইফ্‌তার ও নামায আদায়ে বিলম্ব করেন। তিনি (আয়েশা) বলেন, তাদের মধ্যে কে তাড়াতাড়ি ইফ্‌তার করেন এবং নামাযও (মাগ্‌রিবের) তাড়াতাড়ি আদায় করেন ? আমরা বলি, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই করতেন।

٣١٤- بَابُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

২১৪. অনুচ্ছেদ ঃ যা দিয়ে ইফ্‌তার করতে হবে

٢٣٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَمِّهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَّمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ ۔

২৩৪৭। মুসাদ্দাদ ..... সালমান ইব্‌ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে, তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করে। আর সে যদি খেজুর না পায়, তবে সে যেন পানি দ্বারা ইফ্‌তার করে, কেননা পানি পবিত্র।

٢٣٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُّصَلِّيَ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ ۔

২৩৪৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... সাবিত আল্ বানানী (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিবের নামায আদায়ের পূর্বে পাকা খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করতেন। আর যদি পাকা খেজুর না পেতেন, তখন তিনি শুক্‌না খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করতেন। আর যদি তাও না হতো, তখন তিনি কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফ্‌তার করতেন।

٣١٥- بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

২১৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইফ্‌তারের সময় কী বলতে হবে

٢٣٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ نَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلٰى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَتْ عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ ۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩৪৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... ইব্ন সালিম আল্-মুকাফ্‌ফা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা) কে তাঁর দাঁড়ি ধরে এক মুষ্টির অধিক দাঁড়ি কর্তন করতে দেখেছি। এরপর তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইফ্‌তারের সময় বলতেন, তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা পরিতৃপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্ চাহেত বিনিময় নির্দ্ধারিত হয়েছে।

٢٣٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ٠

২৩৫০। মুসাদ্দাদ ..... মু'আয ইব্ন যুহ্‌রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইফ্‌তারের সময় এই দু'আ পড়তেন (অর্থ) ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিয্‌ক দ্বারা ইফ্‌তার করছি।

٢١٦- بَابُ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

২১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে ইফ্‌তার করা

٢٣٥١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنٰى قَالَا نَا اَبُوْ اُسَامَةَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ اَفْطَرْنَا يَوْمًا فِىْ رَمَضَانَ فِىْ غَيْمٍ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ قُلْتُ لِهِشَامٍ اُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبُدٌّ مِّنْ ذٰلِكَ ٠

২৩৫১। হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা ..... আস্‌মা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্য অস্তমিত হয়েছে মনে করে আমরা রামাযানের রোযার ইফ্‌তার করি। এরপর সূর্য প্রকাশ পায়। আবূ উসামা বলেন, আমি হিশামকে জিজ্ঞাসা করি, এতে কি ক্বাযা আদায় করতে হবে ? তিনি বলেন, তা অবশ্য করণীয়।

٢١٧- بَابٌ فِى الْوِصَالِ

২১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সাওমে বিসাল্[১]

٢٣٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى ٠

২৩৫২। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল্ কা'নাবী ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওমে বিসাল রাখতে নিষেধ করেছেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো ক্রমাগত রোযা রেখে থাকেন ? তিনি ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মতো নই, আমাকে পানাহার করানো হয়ে থাকে।

---

১. রাতে কিছু না খেয়ে, দু' বা ততোধিক দিন ক্রমাগত রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল্ বলা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٣٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ بَكْرَ بْنَ مُضَرَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُوَاصِلُوْا فَاَيُّكُمْ اَرَادَ اَنْ يُّوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتّٰى السَّحْرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنَّ لِىْ مُطْعِمًا يُّطْعِمُنِىْ وَسَقِيًا يَّسْقِيْنِىْ ٠

২৩৫৩। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ.....আবূ সাঈদ আল্ খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা ক্রমাগত রাতে না খেয়ে রোযা রাখবে না। অবশ্য তোমাদের কেউ যদি ক্রমাগত রোযা রাখতে চায়, সে যেন সাহ্‌রী পর্যন্ত এরূপ করে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তো ক্রমাগত রোযা রাখেন। তিনি বলেন, অবশ্যই আমি তোমাদের মতো নই, আমার একজন খাদ্য প্রদানকারী আছেন, যিনি আমাকে খাওয়ান এবং পানীয়প্রদানকারী আছেন, যিনি আমাকে পান করান।

٢١٨- بَابُ الْغِيْبَةِ لِلصَّائِمِ

২১৮. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারের জন্য গীবত[১] করা

٢٣٥٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ اَحْمَدُ فَهِمْتُ اِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ وَاَفْهَمَنِى الْحَدِيْثَ رَجُلٌ اِلٰى جَنْبِهِ اَرَاهُ ابْنَ اَخِيْهِ ٠

২৩৫৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোযাবস্থায় মিথ্যা কথা ও অপকর্ম পরিহার করে না, সে ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করাতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই।

٢٣٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَيَرْفُثْ وَلاَيَجْهَلْ فَاِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ اِنِّىْ صَائِمٌ ٠

২৩৫৫। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা আল কা'নাবী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা ও অপকর্মে লিপ্ত না হয়। যদি এই সময় কেউ তার সাথে মারামারি ও গালাগালি করতে আসে, তখন সে যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।

১. পরনিন্দা বা পরচর্চা।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢١٩- بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

২১৯. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তির মিস্ওয়াক করা

٢٣٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا شَرِيكٌ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لاَ أَعُدُّ وَلاَ أُحْصِى ·

২৩৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্ সাব্বাহ্ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের ইব্ন রাবী'আ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে রোযা রাখা অবস্থায় মিস্ওয়াক করতে দেখেছি। রাবী মুসাদ্দাদ مَالاَ أَعُدُّ وَلاَ أُحْصِى অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠- بَابُ الصَّائِمِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ

২২০. অনুচ্ছেদ ঃ তৃষ্ণার্ত হওয়ার কারণে রোযাদারের মাথায় পানি দেয়া এবং বার বার নাকে পানি দেয়া

٢٣٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ وَصَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِّنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ ·

২৩৫৭। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল কা'নাবী ..... নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি নবী করীম ﷺ কে মক্কার দিকে সফরের সময় লোকদেরকে ইফ্তারের নির্দেশ প্রদান করতে দেখি। তিনি বলেন, তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য শক্তি সঞ্চয় করো। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখেন। আবূ বাক্র (রা) বলেন, উক্ত ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আর্জ নামক স্থানে এমতাবস্থায় দেখি যে, তিনি রোযা থাকাবস্থায় তৃষ্ণার্ত হওয়ার কারণে অথবা গরমের ফলে স্বীয় মস্তকে পানি ঢালছিলেন।

٢٣٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمٰعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ·

২৩৫৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... লাকীত ইব্ন সাবুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা রোযা থাকাবস্থায় ব্যতীত অন্য সময়ে নাকে অধিক পানি প্রবেশ করাবে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٢١- بَابُ فِى الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

২২১. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তির শিংগা লাগানো

٢٣٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى نَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى اَسْمَاءَ يَعْنِى الرَّحْبِىَّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ شَيْبَانُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ قِلاَبَةَ اَنَّ اَبَا اَسْمَاءَ الرَّحْبِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ ·

২৩৫৯। মুসাদ্দাদ ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... সাওবান (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যার উপর লাগায় তাদের উভয়ের রোযা ভঙ্গ হয়। রাবী শায়বান বলেন, আমি আবূ কিলাবা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে তা শ্রবণ করেছেন।

٢٣٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى نَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِى اَبُوْ قِلاَبَةَ الْجَرَمِيُّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ شَدَّادَ بْنَ اَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ·

২৩৬০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ইয়াহ্‌ইয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ কিলাবা হতে, তিনি শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস হতে – যিনি নবী করীম ﷺ -এর সাথে চলাকালে ইহা শ্রবণ করেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٦١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوبُ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِى لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَى خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ بِاِسْنَادِ اَيُّوبَ مِثْلَهُ ·

২৩৬১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাকী' নামক স্থানে এক ব্যক্তির নিকট গমন করে তাকে শিংগা লাগাতে দেখেন। ঐ সময় তিনি রামাযানের আঠার তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয় হাতে গণনা করে বলেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করল।

٢٣٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا اِسْمٰعِيلُ يَعْنِى اِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى مَكْحُولٌ اَنَّ شَيْخًا مِّنَ الْحَىِّ قَالَ عُثْمَانُ فِى حَدِيْثِهِ مُصَدِّقٌ اَخْبَرَهُ اَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ·

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩৬২। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ও উসমান ইব্ন আবূ শায়বা বর্ণিত। রাবী উসমান তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান তাঁকে বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা ইফ্তার করল অর্থাৎ রোযা ভেঙ্গে ফেলল।

٢٣٦٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانُ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ نَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ الرَّحْبِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ ·

২৩৬৩। মাহ্মূদ ইব্ন খালিদ .... সাওবান (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা উভয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলে।

٢٢٢- بَابٌ فِى الرُّخْصَةِ

২২২. অনুচ্ছেদ ঃ রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানোর ব্যাপারে অনুমতি

٢٣٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَهِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ·

২৩৬৪। আবূ মা'মার আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা থাকাবস্থায় (স্বীয় দেহে) শিংগা লাগিয়েছেন।

٢٣٦٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ·

২৩৬৫। হাফ্স ইব্ন উমার ..... ইব্নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্রামের মধ্যে রোযা থাকাবস্থায় শিংগা লাগান।

٢٣٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا اِبْقَاءً عَلٰى اَصْحَابِهِ فَقِيْلَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّكَ تُوَاصِلُ اِلَى السَّحَرِ فَقَالَ اِنِّىْ اُوَاصِلُ اِلَى السَّحَرِ وَرَبِّىْ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِىْ ·

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩৬৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল .... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিংগা লাগানো এবং ক্রমাগত (ইফ্‌তার ছাড়া) রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য তিনি অনুগ্রহবশত তাঁর সাহাবীদের উপর তা হারাম করেননি। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সাহ্‌রী পর্যন্ত ক্রমাগত রোযা রাখেন। তিনি বলেন, আমি সাহ্‌রীর সময় পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। কেননা আমার রব আমাকে পানাহার করান।

٢٣٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ مَاكُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ اِلاَّ كَرَاهَةَ الْجُهْدِ .

২৩৬৭। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ..... সাবিত (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, রোযাদার ব্যক্তি দুর্বল হয়ে যাবে বিবেচনা করে আমরা তাকে শিংগা লাগাতে দিতাম না।

٢٢٣- بَابُ فِى الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِىْ رَمَضَانَ

২২৩. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসে রোযাদার ব্যক্তির দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে

٢٣٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ .

২৩৬৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি বমি করে, তার রোযা ভঙ্গ হয় তবে যার স্বপ্নদোষ হয় এবং যে শিংগা লাগায় এতে রোযা ভঙ্গ হয় না।

٢٢٤- بَابُ فِى الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

২২৪. অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রা যাওয়ার সময় সুরমা ব্যবহার

٢٣٦٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا عَلِىُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ اَمَرَ بِالْاِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لِىْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ هُوَ حَدِيْثٌ مُّنْكَرٌ يَعْنِىْ حَدِيْثَ الْكُحْلِ .

২৩৬৯। আন্ নুফায়লী ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন হাওযা তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিদ্রার সময় সুগন্ধিযুক্ত আস্‌মাদ (পাথরের তৈরি) সুরমা ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ রোযাদার ব্যক্তি যেন তা পরিহার করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, আমাকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন বলেছেন, সুরমা ব্যবহার সংক্রান্ত এ হাদীসটি গ্রহণীয় নয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٣٧٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَاذٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ ·

২৩৭০। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়্যা ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রোযা থাকাবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন।

٢٣٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِىُّ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ قَالاَ نَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ يُرَخِّصُ اَنْ يَّكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبْرِ ·

২৩৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ..... আল্ আ'মাশ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের সাথীদের মধ্যে কাউকেও রোযা থাকাবস্থায় সুরমা ব্যবহারে আপত্তি করতে দেখিনি এবং রাবী ইব্রাহীম রোযাদারের জন্য বিশেষভাবে 'সিব্র' জাতীয় সুরমা ব্যবহার করতে অনুমতি দিতেন।

٢٢٥- بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِىْ عَامِدًا

২২৫. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে

٢٣٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَاِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ·

২৩৭২। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোযা থাকাবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার জন্য কাযা আদায় করা জরুরী নয়। অবশ্য যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে সে যেন কাযা আদায় করে।

٢٣٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَنِىْ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَاءَ وَاَفْطَرَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَاَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَاَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ ·

২৩৭৩। আবূ মা'মার আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ..... মা'দান ইব্ন তালহা (র) বলেন, আবূ দারদা (রা) তাঁকে বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বমি করেন, এরপর ইফতার করেন। পরে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবানের দামেশ্কের এক মসজিদে দেখা হয়। আমি তাঁকে বলি, আবূ দারদা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বমি করেন, পরে ইফ্তার করেন। তিনি (সাওবান) বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আর ঐ সময় আমি তাঁকে ওযূর জন্য পানি ঢেলে দিয়েছিলাম।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٢٦- بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

২২৬. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তির চুম্বন করা

٢٣٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلٰكِنَّهُ كَانَ اَمْلَكَ لِاِرْبِهِ •

২৩৭৪। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা থাকাবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তিনি রোযাবস্থায় তাঁর সাথে সহাবস্থান করতেন। তবে তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী।

٢٣٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ فِيْ شَهْرِ الصَّوْمِ •

২৩৭৫। আবূ তাওবা আল্-রাবী ইব্ন নাফি' ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযান মাসে রোযা থাকাবস্থায় তাঁর পত্নীগণকে চুম্বন করতেন।

٢٣٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُنِىْ وَهُوَ صَائِمٌ وَاَنَا صَائِمَةٌ •

২৩৭৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযাবস্থায় আমাকে চুম্বন করতেন এবং আমিও রোযাবস্থায় থাকতাম।

٢٣٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا عَظِيْمًا قَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَاَنْتَ صَائِمٌ قَالَ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ فِىْ حَدِيْثِهِ قُلْتُ لَا بَأْسَ قَالَ فَمَهْ •

২৩৭৭। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস ও ঈসা ইব্ন হাম্মাদ ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেন, একদা রোযা থাকাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফূর্তি করাকালে তাকে চুম্বন করি। এরপর আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ আমি একটি গুরুতর কাজ করে ফেলেছি,– রোযাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। তিনি বলেন, তুমি কি রোযা থাকাবস্থায় কুলি করো না ? ঈসা ইব্ন হাম্মাদ তার হাদীসে বলেন, আমি বলি এতে তো কোন দোষ নেই।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٢٧- بَابُ الصَّائِمِ يَبْلَغُ الرِّيقَ

২২৭. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তির থুথু গলাধকরণ করা

٢٣٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ نَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمَصُّ لِسَانَهَا .

২৩৭৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রোযা থাকাবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁর জিহ্বা লেহন করতেন।

كَرَاهَتُهُ لِلشَّابِّ

চুম্বন ও সহাবস্থান যুবকের জন্য মাকরূহ হওয়া

٢٣٧٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ .

২৩৭৯। নাস্‌র ইব্‌ন আলী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট রোযা থাকাবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহাবস্থান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে এর অনুমতি প্রদান করেন। এরপর অপর এক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে নিষেধ করেন। আর ব্যাপার এই ছিল যে, তিনি যাকে অনুমতি প্রদান করেন সে ছিল বৃদ্ধ, আর যাকে নিষেধ করেন সে ছিল যুবক।

٢٢٨- مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

২২৮. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে

٢٣٨٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ الْأَذْرَمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَتَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا قَالَ عَبْدُ اللهِ الْأَذْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ فِي رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُ .

২৩৮০। আল্ কা'নাবী ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যেত। রাবী আবদুল্লাহ্ আল-আয্‌রামী তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, রামাযানের মাসে রাতে স্বপ্ন-দোষের কারণে নয় বরং স্ত্রী সহবাসের কারণে তিনি সকালে নাপাক অবস্থায় থেকে রোযা রাখতেন (অবশ্য পরে দিনের বেলায় গোসল করে পবিত্র হতেন)।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٣٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ يَعْنِى الْقَعْنَبِىَّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ اُصْبِحُ جُنُبًا وَّاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَ اَنَا اُصْبِحُ جُنُبًا وَّاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَاَغْتَسِلُ وَاَصُوْمُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ وَاللهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّبِعُ ۔

২৩৮১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি দরজায় দণ্ডায়মান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নাপাক অবস্থায় আমার ভোর হয়ে যায় এবং আমি রোযা রাখার ইচ্ছা করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমারও নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যায় এবং রোযা রাখার ইরাদা করি। আর আমি গোসল করি এবং রোযা রাখি। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো আমাদের মতো নন, আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দিয়েছেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক আল্লাহ্-ভীরু ও তাঁর অধিক বন্দেগী করতে সংকল্প রাখি।

كَفَّارَةُ مَنْ اَتٰى اَهْلَهٗ فِىْ رَمَضَانَ

যে ব্যক্তি রামাযানের দিনে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তার কাফ্‌ফারা

٢٣٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى قَالاَ نَا سُفْيَانُ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ نَا الزُّهْرِىُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَاْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَاَتِىْ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ اِجْلِسْ فَاَتَى النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ ثَنَايَاهُ قَالَ فَاَطْعِمْهُ اِيَّاهُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اَنْيَابُهٗ ۔

২৩৮২। মুসাদ্দাদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কী হয়েছে? সে বলে, রোযা অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আযাদ করার মত তোমার কোন দাস-দাসী আছে কি? সে বলে, না। তিনি বলেন, তুমি কি ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে সক্ষম? সে

http://IslamiBoi.wordpress.com

বলে, না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ষাটজন মিককীনকে খানা খাওয়াতে সক্ষম? সে বলে, না। তিনি তাকে বলেন, তুমি বস। এ সময় নবী করীম ﷺ -এর নিকট এক 'ইরক' (থলে ভর্তি) খেজুর এল। এরপর নবী করীম ﷺ তাকে খুরমা ভর্তি একটি থলে প্রদান করে বলেন, তুমি তা দ্বারা সাদ্‌কা করো। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মদীনার উভয় পার্শ্বে আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্ত আর কোন পরিবার নেই। রাবী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনভাবে হেসে ওঠেন যে, তাঁর সম্মুখের দন্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বলেন, তবে তোমরাই তা ভক্ষণ করো। রাবী মুসাদ্দাদ অন্য বর্ণনায় বলেন, তাঁর দন্তরাজি বের হয়ে পড়ে।

٢٣٨٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ زَادَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ هٰذَا رُخْصَةً لَّهُ خَاصَّةً فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَعَلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ بُدٌّ مِّنَ التَّكْفِيْرِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عَلٰى مَعْنَى ابْنِ عُيَيْنَةَ زَادَ فِيْهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ •

২৩৮৩। আল্-হাসান ইব্‌ন আলী ..... ইমাম যুহ্‌রী (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী যুহ্‌রী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এ অনুমতি ঐ ব্যক্তির জন্য খাস ছিল। আজ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কাজ করে, তবে তার জন্য অবশ্যই কাফ্‌ফারা রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, লাইস ইব্‌ন সা'দ, আওযায়ী, মানসূর ইব্‌ন মু'তামার, ইরাক ইব্‌ন মালিক এ হাদীসের অর্থে ইব্‌ন উয়ায়না হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী আওযায়ী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "আল্লাহ্‌র নিকট ইস্তিগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবে।"

٢٣٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُّعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا أَجِدُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِجْلِسْ فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّيْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ أَنْيَابُهُ وَقَالَ لَهُ كُلْهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلٰى لَفْظِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ وَقَالَ فِيْهِ أَوْ تُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ تَصُوْمُ شَهْرَيْنِ أَوْ تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا •

২৩৮৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রামাযানের মধ্যে ইফ্‌তার (রোযা ভঙ্গ) করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দাস-দাসী আযাদ করতে, অথবা ক্রমাগত দুই মাস রোযা রাখতে বা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে নির্দেশ দেন। সে ব্যক্তি বলে, এর কোনোটিই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বসতে বলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে একটি থলে ভর্তি খেজুর দিয়ে বললেন, তুমি এটা গ্রহণ করো এবং এর দ্বারা সাদ্‌কা প্রদান করো। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী (অভাবগ্রস্ত) আর কেউ নেই। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনভাবে হেসে ওঠলেন যে, তাঁর সম্মুখের দন্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বলেন, তবে তুমিই তা ভক্ষণ করো। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্‌ন জুরায়জ যুহ্‌রী

http://IslamiBoi.wordpress.com

হতে রাবী মালিকের শব্দে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে) ইফ্‌তার করে। এরপর এতে বর্ণিত হয়েছে যে, তুমি একজন দাস বা দাসী আযাদ করো, অথবা ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখো বা ষাটজন মিস্‌কীনকে খানা খাওয়াও।

٢٣٨٥- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَفْطَرَ فِىْ رَمَضَانَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاُتِىَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَّقَالَ فِيْهِ كُلْهُ اَنْتَ وَاَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَّ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ·

২৩৮৫। জা'ফর ইব্‌ন মুসাফির ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়, যে রামাযানে (ইচ্ছাকৃতভাবে) ইফ্‌তার করে। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, এরপর তাকে এমন একটি খুরমা ভর্তি থলে প্রদান করা হয়, যাতে পনের সা' পরিমাণ খেজুর ছিল। রাবী বলেন, এরপর তিনি তাকে বলেন, তুমি তা তোমার পরিবারের লোকদের সাথে ভক্ষণ করো এবং একদিন রোযা রাখো, আর আল্লাহ্‌র নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

٢٣٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ اَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحْتَرَقْتُ فَسَاَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَاشَاْنُهُ فَقَالَ اَصَبْتُ اَهْلِىْ قَالَ تَصَدَّقْ قَالَ وَاللّٰهِ مَالِىْ شَىْءٌ وَّلَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ اِجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ اَقْبَلَ رَجُلٌ يَّسُوْقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ اٰنِفًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْ بِهٰذَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلٰى غَيْرِنَا فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَجِيَاعٌ مَّالَنَا شَىْءٌ قَالَ كُلُوْهُ ·

২২৮৬। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ আল-মাহ্‌রী ..... নবী করীম ﷺ -এর পত্নী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামাযান মাসে জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট মসজিদে আগমন করে। এরপর সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে দোজখের উপযোগী হয়েছি। নবী করীম ﷺ তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে রোযা অবস্থায় সহবাস করেছি। তিনি বলেন, তুমি কিছু সাদ্‌কা করো। সে বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার কিছুই নেই এবং তা প্রদানে আমি সক্ষম নই। তিনি তাকে বলেন, তুমি একটু বস। এরপর সে সেখানে বসে থাকা অবস্থায় অপর এক ব্যক্তি গাধার পৃষ্ঠে করে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, জাহান্নামের উপযোগী ঐ ব্যক্তিটি কোথায়? সে ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি এর দ্বারা সাদ্‌কা করো। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তা অন্যকে দান করব? আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই আমি অধিক অভাবগ্রস্ত। আমাদের কিছুই নেই। এতদ্‌শ্রবণে তিনি বলেন, তবে তোমরাই তা ভক্ষণ করো।

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا ·

২৩৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ ..... আয়েশা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, তাকে এমন একটি খেজুরের থলে প্রদান করা হয়, যাতে বিশ সা' পরিমাণ খেজুর ছিল।

২২৯- بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

২২৯. অনুচ্ছেদ ঃ স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করার কঠোর পরিণতি

২৩৮৮- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللّٰهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ أَبِي صِيَامُ الدَّهْرِ ·

২৩৮৮। সুলায়মান ইব্ন হারব ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সুযোগের (সফর বা রোগ) অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন কারণে রামাযানের কোন দিনে রোযা ভঙ্গ করে, সে যদি যুগ যুগ ধরে রোযা রাখে তবুও তার কাযা আদায় হবে না।

২৩৮৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَسُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْهُمَا ابْنُ الْمُطَوِّسِ وَأَبُو الْمُطَوِّسِ ·

২৩৮৯। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ ইব্ন কাসীর ও সুলায়মান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, সুফইয়ান ও শু'বা উভয়ের মধ্যে 'ইব্ন মুতাওয়াস ও আবূ মুতাওয়াস' শব্দের বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

২৩০- بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

২৩০. অনুচ্ছেদ ঃ রোযা রেখে যে ব্যক্তি ভুলক্রমে খাদ্য গ্রহণ করে

২৩৯০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبٍ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ أَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ ·

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩৯০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট জনৈক ব্যক্তি আগমন করে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রোযা থাকা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করে ফেলেছি। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে পানাহার করিয়েছেন অর্থাৎ এতে রোযা নষ্ট হয়নি।

٢٣١- بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

২৩১. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের রোযার কাযা আদায়ে বিলম্ব করা

٢٣٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ ٠

২৩৯১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা আল্ কা'নাবী ..... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যদি আমার উপর (হায়েযের কারণে রামাযানের) কোন রোযার কাযা আবশ্যক হতো, তবে শা'বান মাস আগমনের পূর্বে আমি উহার কাযা আদায় করতে সক্ষম হতাম না।

٢٣٢- بَابُ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

২৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রোযার কাযা বাকি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে

٢٣٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ٠

২৩৯২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার উপর কাযা রোযা থাকা অবস্থায় মারা যায় তার উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ হতে তা আদায় করবে।

٢٣٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ ٠

২৩৯৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রামাযান ১ মাসে রোগাক্রান্ত হয় এবং সে ঐ অসুখ হতে সুস্থ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ হতে (ফিদ্‌য়া প্রদান করত) মিস্‌কীনদের খাওয়াতে হবে তবে তার উপর এর কাযা থাকবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তি কোন মানত করে থাকে, তবে তা তার উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ হতে পূর্ণ করবে।

٢٣٣- بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

২৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে রোযা রাখা

٢٣٩٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৩৯৪। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাম্‌যা আল্‌ আসলামী (রা) নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! ﷺ আমি এমন ব্যক্তি যে প্রায়ই রোযা রাখি। কাজেই আমি কি সফরকালে রোযা (রামাযানের) রাখব? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারো, কিংবা ইফ্‌তারও করতে পারো।

٢٣٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأُكْرِيْهِ وَإِنَّهُ رُبَمَا صَادَفَنِيْ هٰذَا الشَّهْرُ يَعْنِيْ رَمَضَانَ وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَا شَابٌّ فَأَجِدُ بِأَنْ أَصُوْمَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَخِّرَهُ فَيَكُوْنَ دَيْنًا أَفَأَصُوْمُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِيْ أَوْ أُفْطِرُ قَالَ أَيُّ ذٰلِكَ شِئْتَ يَاحَمْزَةُ ‧

২৩৯৫। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী ..... হাম্‌যা ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্‌যা আল্‌-আস্‌লামী (র) তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি উষ্ট্রের পিঠের মালিক এবং আমি প্রায়ই সফরে থাকি। এমতাবস্থায় যদি এই রামাযান মাস আসে এবং যৌবনের শক্তির কারণে যদি আমি রোযা রাখতে সক্ষম হই, তবে কি আমি রোযা রাখব? ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! রোযা পরে রাখার (কাযা করার) চাইতে তা আদায় করা আমার জন্য অধিকতর সহজ এবং তা দীনেরও অঙ্গ। ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! অধিক বিনিময় প্রাপ্তির আশায় আমি কি রোযা রাখব, না ইফ্‌তার করব? তিনি বলেন, হে হাম্‌যা! তোমার যা ইচ্ছা তা-ই করো।

٢٣٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلٰى مَكَّةَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلٰى فِيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدْ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ‧

২৩৯৬। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। এরপর তিনি উসফান নামক স্থানে উপনীত হওয়ার পর পানি চান এবং লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তা মুখে স্থাপন করেন। আর এই ঘটনা রামাযানের মধ্যে সংঘটিত হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন, নবী করীম ﷺ রোযা রেখে পরে ইফ্‌তার করেন। কাজেই যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে এবং ইফ্‌তারও করতে পারে।

٢٣٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ‧

২৩৯৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউসুফ ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রামাযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সাথে সফর করি। তখন আমাদের কেউ কেউ রোযা রাখে এবং কেউ কেউ ইফ্‌তার করে। কিন্তু ঐ সময় কোন রোযাদার ইফ্‌তারকারীকে এবং ইফ্‌তারকারী রোযাদারকে দোষারোপ করেননি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٣٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ الْمَعْنَى قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَيْهِ فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ فَلَمَّا خَلاَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلاً مِّنَ الْمَنَازِلِ فَقَالَ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ ذٰلِكَ وَبَعْدَ ذٰلِكَ •

২৩৯৮। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... কাযা'আ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মদীনাতে) আবূ সাঈদ আল্ খুদ্রী (রা)-এর নিকট গমন করি। ঐ সময় তিনি প্রচুর জনসমাগমের মধ্যে ফাত্ওয়া প্রদানে রত ছিলেন। এরপর আমি তাঁর সাথে একান্তে সাক্ষাতের আশায় অপেক্ষা করতে থাকি। পরে তিনি একটু অবসর হলে আমি তাঁকে সফরের মধ্যে রামাযানের রোযা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রামাযান মাসে আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে বের হই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখলে আমরাও রোযা রাখি। পরে একটি মনযিলে উপনীত হওয়ার পর তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা তোমাদের শত্রুদের নিকটবর্তী হয়েছ। কাজেই এখন তোমাদের জন্য ইফ্তার করা অধিক শক্তি সঞ্চয়ের কারণ হবে। এমতাবস্থায়, আমরা কেউ কেউ রোযা রাখি এবং কেউ কেউ ইফ্তার করি। রাবী বলেন, আমরা আরো সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওয়ার পর, তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা আগামীকাল সকালে তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলায় পৌঁছবে। কাজেই তোমাদের ইফ্তার করা, অধিক শক্তি সঞ্চয়ের কারণ হবে। আর তোমরা সকলে ইফ্তার করো। আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে নির্দেশ স্বরূপ। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, এর পূর্বে ও পরে আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে রোযা রাখি এবং ইফ্তারও করি।

٢٣٤- بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْفِطْرَ

২৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ (সফরে) যিনি ইফ্তারকে ভাল মনে করেন

٢٣٩٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ •

২৩৯৯। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ দেখলেন, জনৈক ব্যক্তিকে (রোযা থাকার ফলে অসুস্থ হওয়ার কারণে) ছায়া দেয়া হয়েছে এবং তার নিকট লোকের ভীড় জমেছে। এরপর তিনি বললেন, সফরে রোযা রাখাতে পুণ্য নেই।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٤٠٠- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ نَا اَبُوْ هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ نَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ اِخْوَةِ بَنِي قُشَيْرٍ قَالَ اَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهَيْتُ اَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ اِجْلِسْ فَاَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هٰذَا فَقُلْتُ اِنِّي صَائِمٌ قَالَ اِجْلِسْ اُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلٰوةِ وَعَنِ الصِّيَامِ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلٰوةِ اَوْ نِصْفَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ اَوِ الْحُبْلٰى وَاللّٰهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيْعًا اَوْ اِحْدٰهُمَا قَالَ فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي اَنْ لَّا اَكُوْنَ اَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ٠

২৪০০। শায়বান ইব্ন ফাররূখ ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। কুশায়র গোত্রস্থিত বনী আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমাদের কাওমের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অশ্বারোহী বাহিনী শেষ রাতে হামলা করলে আমি তাঁর নিকট গমন করি, অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে আহার করতে দেখি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি বস এবং আমাদের সাথে এই খাদ্য ভক্ষণ করো। আমি বলি, আমি রোযাদার। এরপর তিনি বলেন, তুমি বস, আমি তোমার নিকট নামায ও রোযা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের জন্য নামাযের অর্ধেক উঠিয়ে দিয়েছেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) নামাযের অর্ধেক উঠিয়ে দিয়েছেন এবং মুসাফির, দুগ্ধপানকারীণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ওপর হতে রোযা সরিয়ে দিয়েছেন। রাবী বলেন, আল্লাহ্র কসম তিনি দুগ্ধদানকারীণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কথা একই সংগে উচ্চারণ করেন অথবা কোন একটি কথা বলেন, এরপর আমি এজন্য অনুতপ্ত হই যে, কেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রদত্ত খাদ্য ভক্ষণ করিনি।

٢٣٥- بَابٌ فِي مَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ

২৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ (সফরে) যে ব্যক্তি রোযা রাখাকে ভাল মনে করেন

٢٤٠١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا الْوَلِيْدُ نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِي اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَتْنِي اُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ اَوْ كَفَّهُ عَلٰى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ مَا فِيْنَا صَائِمٌ اِلَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ ٠

২৪০১। মুআম্মাল ইব্ন ফায্ল ..... আবু দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে প্রচণ্ড গরমের দিনে কোন এক যুদ্ধের জন্য বের হই। এ সময় অসহ্য গরমের কারণে আমাদের কেউ কেউ স্বীয় হস্ত মস্তকে রাখছিল অথবা হাতের তালু স্বীয় মস্তকে রাখছিল। আর এ সময় আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আর কেউই রোযাদার ছিলেন না।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٤٠٢- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا أَبُو قُتَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالاَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ يَأْوِي إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ.

২৪০২। হামিদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... সিনান ইব্ন সালামা ইব্ন মুহাব্বাক আল্ হুযালী (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তির আরোহণের জন্য কোন বাহন থাকবে, যা তাকে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দিবে, সে ব্যক্তির উচিত রামাযানের রোযা (কাযা না করে) আদায় করা, যেখানেই তা পাবে। (অর্থাৎ সফরের মধ্যে যেখানেই রামাযান মাস এসে পড়ে সেখানে সক্ষম ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা উত্তম, যদিও কাযা করা জায়িয)।

٢٤٠٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فِي السَّفَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

২৪০৩। নাস্‌র ইব্ন মুহাজির ..... সালামা ইব্ন মুহাব্বাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে রামাযানের রোযা সফরের মধ্যে পাবে .... এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٣٦- بَابُ مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ

২৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মুসাফির কখন ইফ্তার করবে

٢٤٠٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ح وَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنَى حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ زَادَ جَعْفَرٌ وَاللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ جَبْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاءُهُ قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ اقْتَرِبْ قُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَكَلَ.

২৪০৪। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার ..... উবায়দ হতে বর্ণিত। জা'ফর ইব্ন খায়র বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবূ বুস্‌রা আল্-গিফারীর সাথে রামাযান মাসে ফুস্‌তাত হতে আগমনকারী এক জাহাজে সাওয়ার

http://IslamiBoi.wordpress.com

ছিলাম। এরপর জাহাজ ছেড়ে দেয়ার পর তিনি সকালের নাশ্‌তা খেতে শুরু করেন। রাবী জা'ফর তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর ঘর হতে দূরে গমনের আগেই সকালের নাশ্‌তা খান। তিনি বলেন, এসো! আমাদের সাথে খাদ্য গ্রহণ করো। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি আপনার ঘরবাড়ী দেখছেন না? আবূ বুস্‌রা বলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাত ত্যাগ করতে চাও? রাবী জা'ফর তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেন, তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন।

٢٣٧- بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ الصَّائِمُ

২৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তি কী পরিমাপ দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা না রেখে পানাহার করবে

٢٤٠٥- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَنَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْخَيْرِ عَنْ مَنْصُورِ الْكَلْبِيِّ أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ وَذٰلِكَ ثَلٰثَةُ أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذٰلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ اللّٰهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ ٠

২৪০৫। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ ..... মানসূর আল্-কাল্‌বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় দেহ্‌ইয়া ইব্‌ন খলীফা একদা দামেশ্‌কের কোন এক গ্রাম হতে ফুস্‌তাত শহরের দূরত্বের অনুরূপ দূরত্ব রামাযান মাসে অতিক্রম করেন, যার পরিমাণ ছিল তিন মাইলের মত। তখন তিনি রোযা ভঙ্গ করে খাদ্য গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গের লোকজনও রোযা ভঙ্গ করেন। কিন্তু কিছু লোক রোযা ভঙ্গ করতে অস্বীকার করেন। এরপর তিনি স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পর বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! অদ্য আমি এমন এক ব্যাপার দেখলাম, যা দেখার কোন ধারণাও আমার ছিল না। নিশ্চয় কাওমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাত ত্যাগ করেছে। আর তাঁর সাথীগণ যাঁরা রোযা রেখেছিলেন তাদেরকে ঐরূপ বলতে থাকেন। এমতাবস্থায় তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার নিকট উঠিয়ে লও।

٢٤٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْصُرُ ٠

২৪০৬। মুসাদ্দাদ ..... নাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) যখন গাবা [১] নামক স্থানের দিকে রওনা হতেন, তখন তিনি ইফ্‌তার (রোযা ভঙ্গ) করতেন না, আর নামাযও কসর [২] করতেন না।

---

১. মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম,

২. সংক্ষেপ করা,

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٣٨- بَابُ مَنْ يَقُوْلُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

২৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বলে, আমি পূর্ণ রামাযান রোযা রেখেছি

٢٤٠٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ نَا الْحَسَنُ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اِنِّىْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ فَلاَ اَدْرِىْ اَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ اَوْ قَالَ لاَبُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ اَوْ رَقْدَةٍ.

২৪০৭। মুসাদ্দাদ ..... আবূ বাক্রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমি পূর্ণ রামাযান মাস রোযা রেখে এবং এর পূর্ণ রজনী দণ্ডায়মান হয়ে নামাযে রত ছিলাম। রাবী বলেন, তিনি তায্কীয়া[1] অপসন্দ করতেন কিনা তা আমার জানা নেই অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেন, তার জন্য নিদ্রা অথবা তন্দ্রা উভয়ই প্রয়োজন।[2]

٢٣٩- بَابٌ فِىْ صَوْمِ الْعِيْدَيْنِ

২৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ দু'ঈদের দিনে রোযা রাখা

٢٤٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَاَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ اَمَّا يَوْمُ الْاَضْحٰى فَتَاْكُلُوْنَ مِنْ لَّحْمِ نُسُكِكُمْ وَاَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِّنْ صِيَامِكُمْ.

২৪০৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... আবূ উবায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর সাথে ঈদের নামায আদায় করি। এরপর তিনি খুত্বার পূর্বে নামায আদায় করেন। পরে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। আর ঈদুল আযহার দিন, তোমরা যে কুরবানী করে থাকো তার গোশ্ত তোমরা ভক্ষণ করে থাকো। আর ঈদুল ফিত্রের দিন, তা তোমাদের রোযার ইফ্তারের দিন।

٢٤٠٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْحٰى وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ.

২৪০৯। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আবূ সাঈদ আল্-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আয্হার -এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন এবং এমনভাবে পুরুষের জন্য এক প্রস্থ কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন, যাতে হস্ত-পদ পাথরের মত নিশ্চল থাকে এবং তিনি সকাল হওয়ার পর (দু'রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত অন্য নামায) এবং আসরের পরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

---

১. আত্মশুদ্ধি।

২. কারণ এরূপ উক্তিতে আত্মগর্ব প্রকাশ পায়। অপরদিকে উক্তিটি এ কারণে মিথ্যা যে, কিছু না কিছু সময় তো তার নিদ্রা বা তন্দ্রায় কেটেছে। আবার রোযা-নামায কবুল হয়েছে কিনা তা-ও জানা নেই। অতএব, এরূপ বলা উচিত নয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٤٠- بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

২৪০. অনুচ্ছেদ ঃ তাশ্‌রীকের দিনসমূহে রোযা রাখা

٢٤١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو كُلْ فَهٰذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .

২৪১০। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা আল্ কা'নাবী ..... উম্মে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবূ মুর্‌রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌রের সাথে তাঁর পিতা আম্‌র ইব্‌নুল 'আস (রা)-এর নিকট গমন করেন। তিনি উভয়ের সম্মুখে কিছু খাদ্য দ্রব্য রেখে বলেন, খাও! আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র বলেন, আমি তো রোযাদার। আম্‌র (রা) বলেন, তুমি খাদ্য গ্রহণ করো, কেননা এই দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ইফ্‌তার করতে নির্দেশ দিতেন এবং রোযা রাখতে নিষেধ করতেন। রাবী মালিক বলেন, তা ছিল তাশ্‌রীকের দিনসমূহ।

٢٤١١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا وَهْبٌ نَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ .

২৪১১। আল্ হাসান ইব্‌ন আলী ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... মূসা ইব্‌ন আলী হতে বর্ণিত, যার শব্দগুলো ওয়াহ্‌ব বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট হতে শ্রবণ করেছি, যিনি উক্‌বা ইব্‌ন আমের হতে শ্রবণ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং তাশ্‌রীকের দিনগুলো আমাদের মুসলিমদের জন্য ঈদ স্বরূপ। এই দিনগুলো পানাহারের জন্য নির্ধারিত।

٢٤١- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

২৪১. অনুচ্ছেদ ঃ (কেবল) জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ

٢٤١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ .

২৪১২। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন পূর্বের একদিন বা পরের একদিন রোযা রাখা ব্যতীত শুধু জুমু'আর দিনটিতে রোযা না রাখে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٤٢- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

২৪২. অনুচ্ছেদ ঃ (কেবল) শনিবার দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ

٢٤١٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ أَهْلِ جَبْلَةَ نَا أَبُو الْوَلِيدِ جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أُخْتِهِ وَقَالَ يَزِيدُ الصَّمَّاءِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ ۰

২৪১৩। হামীদ ইব্‌ন মাস্‌'আদা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুস্‌র আল্‌-সুলামী তার ভগ্নি হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ আল্‌ সাম্মা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা শনিবার রোযা রাখবে না। তবে যদি ঐ দিন রোযা রাখা ফরয হয়, তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর যদি তোমাদের কেউ আংগুরের খোশা বা কোন গাছের ছাল ছাড়া অন্য কিছুই খেতে না পায়, তবে সে যেন তা চর্বনের পর ভক্ষণ করে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি মান্‌সূখ বা রহিত।

٢٤٣- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

২৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ এতদ্‌সম্পর্কে (সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন) অনুমতি প্রসংগে

٢٤١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَفْصٌ الْعَتَكِيُّ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ قَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَأَفْطِرِي ۰

২৪১৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত আল্‌ হারিস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমু'আর দিন নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট গমন করেন। আর সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বৃহস্পতিবারে রোযা রেখেছিলে? তিনি বলেন, না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি আগামীকাল (শনিবার) রোযা রাখার ইরাদা কর ? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন, তবে তুমি ইফ্‌তার (রোযা ভঙ্গ)কর।

٢٤١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ هٰذَا حَدِيثٌ حِمْصِيٌّ ۰

২৪১৫। আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ..... ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (র) হতে বর্ণিত যে, যখন শনিবারের রোযা রাখার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে তাকে কেউ বলত, তখন ইব্‌ন শিহাব বলতেন, এ হাদীসটি দুর্বল।

٢٤١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ نَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ مَازِلْتُ لَهُ كَاتِمًا حَتَّى رَأَيْتُهُ انْتَشَرَ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُسْرٍ هٰذَا فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هٰذَا كَذِبٌ ۰

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৪১৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্ সাব্বাহ্ ..... আওযায়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র বর্ণিত হাদীসটি গোপন রাখতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও আমি দেখতে পাই যে, তা অর্থাৎ শনিবারে রোযা না রাখার হাদীসটি বেশ প্রসার লাভ করেছে। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, মালিক ইব্ন আনাস (রা) বলেছেন, এ হাদীসটি মিথ্যা হাদীস।

٢٤٤- بَابٌ فِيْ صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

২৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ সারা বছর নফল রোযা রাখা

٢٤١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَصُوْمُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ عُمَرُ قَالَ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا حَتّٰى سَكَنَ غَضَبُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لاَصَامَ وَلاَ اَفْطَرَ قَالَ مُسَدَّدٌ لَّمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ اَوْمَا صَامَ وَمَا اَفْطَرَ شَكَّ غَيْلاَنُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ اَوَ يُطِيْقُ ذٰلِكَ اَحَدٌ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَّيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذٰلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَّيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ اِنِّيْ طُوِّقْتُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلٰثٌ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَصِيَامُ عَرَفَةَ اِنِّيْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهٗ وَ السَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهٗ وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اِنِّيْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهٗ •

২৪১৭। সুলায়মান ইব্ন হারব ও মুসাদ্দাদ ..... আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কিরূপে রোযা রাখেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে রাগান্বিত হন। এরপর উমার (রা) বলেন, আমরা রব হিসাবে আল্লাহ্তে, দীন হিসাবে ইসলামে এবং নবী হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ -এ সন্তুষ্ট। আর আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্র গযব ও তাঁর রাসূলের গযব হতে। উমার (রা) পুনঃপুন এরূপ বলতে থাকাতে নবী করীম ﷺ -এর ক্রোধ নিবারিত হয়। তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি কিরূপ, যে সারা বছর রোযা রাখে ? তিনি বলেন, সে যেন রোযা রাখল না এবং ইফ্তারও করল না। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, সে যে রোযাও রাখেনি এবং ইফ্তারও করেনি, অথবা সে যেন রোযাও রাখেনি এবং ইফ্তারও করেনি। রাবী গায়লান সন্দেহবশত এরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি (উমার) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ? যে দুইদিন রোযা রাখে এবং একদিন ইফ্তার করে ? তিনি বলেন, কেউ কি এরূপ করতে সক্ষম ? উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি কিরূপ, যে একদিন রোযা রাখে এবং একদিন ইফ্তার করে ? তিনি বলেন, তা হযরত দাঊদ (আ)– এর রোযার অনুরূপ। এরপর উমার (রা) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি কিরূপ, যে একদিন রোযা রাখে এবং দু'দিন ইফ্তার করে ? তিনি বলেন, আমি এটাই করতে পছন্দ করি, যদি আমাকে ক্ষমতা দেয়া হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

http://IslamiBoi.wordpress.com

প্রতি মাসে তিনদিন করে এক রামাযান হতে অন্য রামাযান পর্যন্ত রোযা রাখা, ইহাই সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আর আরাফার রোযা, আমি আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ প্রত্যাশা করি যে, এর বিনিময়ে তিনি পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের যাবতীয় গুনাহ্ মার্জনা করে দিবেন। আর আশুরার রোযা, আমি আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ প্রত্যাশা করি যে, তিনি এর বিনিময়ে পূর্ববর্তী এক বছরের যাবতীয় গুনাহ্ মার্জনা করে দিবেন।

٢٤١٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا مَهْدِيٌّ نَا غَيْلَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَانِيِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْخَمِيْسِ قَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْاٰنُ •

২৪১৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবূ কাতাদা (রা) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, এ দিন (সোমবার) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিন আমার উপর কুরআন সর্বপ্রথম নাযিল হয়।[১]

٢٤١٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَمْ اُحَدَّثْ اَنَّكَ تَقُوْلُ لَاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ وَلَاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ قَالَ اَحْسِبُهٗ قَالَ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ قَالَ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَاَفْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَذَاكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَّ اَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَّاَفْطِرْ يَوْمًا وَهُوَ اَعْدَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ •

২৪১৯। আল হাসান ইব্‌ন আলী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি এরূপ বলো, আমি সারারাত জেগে নামায আদায় করব এবং সারাদিন রোযা রাখব ? রাবী বলেন, আমার ধারণা এরূপ যে, তিনি ছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা)। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! হ্যাঁ, আমি এরূপ বলেছি। তিনি বলেন, নামায আদায় করো এবং নিদ্রাও যাও, রোযাও রাখো এবং ইফ্‌তারও করো। আর প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখবে। আর তা হলো সমস্ত বছর রোযা রাখার সমতুল্য। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এর চাইতে অধিক করতে সক্ষম। তিনি বলেন, তবে তুমি একদিন রোযা রাখবে এবং দু'দিন ইফ্‌তার করবে। তিনি বলেন, আমি পুনরায় বলি, আমার এর চাইতে অধিক করার ক্ষমতা আছে। তিনি বলেন, তবে একদিন রোযা রাখবে এবং একদিন ইফ্‌তার করবে। আর এটাই উত্তম রোযা। এটা হযরত দাউদ (আ)-এর রোযার অনুরূপ। আমি বলি, আমি এর চাইতেও অধিক করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এর চাইতে অধিক উত্তম আর কিছুই নেই।

---

১. হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, নবী করীম (সা) সোমবার দিন রোযা রাখাকে উত্তম জ্ঞান করেছেন। কেননা, ঐ দিন মুবারক দিবস। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দুনিয়াতে আগমন বিশ্ববাসীর জন্য পরম সৌভাগ্য ও রহমত। তাছাড়া সোমবার দি[illegible] বিষয়ে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٤٥- بَابٌ فِى صَوْمِ اَشْهُرِ الْحُرُمِ

২৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ হারাম (পবিত্র) মাসসমূহে[1] রোযা রাখা

٢٤٢٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى السَّلِيلِ عَنْ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ اَبِيهَا اَوْ عَمِّهَا اَنَّهُ اَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ فَاَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ اَمَا تَعْرِفُنِى قَالَ وَمَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا الْبَاهِلِىُّ الَّذِى جِئْتُكَ عَامَ الاَوَّلِ قَالَ فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ قُلْتُ مَا اَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ اِلاَّ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ ثُمَّ قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ زِدْنِى فَاِنَّ بِى قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ زِدْنِى قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قَالَ زِدْنِى قَالَ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ الثَّلاَثَةِ فَضَمَّهَا ثُمَّ اَرْسَلَهَا .

২৪২০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... মুজীবা আল্‌-বাহেলীয়্যা তাঁর পিতা হতে অথবা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমন ও সাক্ষাত করে তাঁর ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর এক বছর পরে তিনি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে এমন অবস্থায় আগমন করেন যে, তার অবস্থা ও চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন ? তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে ? তিনি বলেন, আমি বাহেলী, যে গত বছর আপনার নিকট এসেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এরূপ পরিবর্তনের কারণ কী, তুমি তো সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলে ? তিনি বলেন, আপনার নিকট হতে প্রত্যাবর্তনের পর, আমি রাতে ব্যতীত দিনে কখনো খাদ্য গ্রহণ করিনি (অর্থাৎ সারা বছর রোযা রেখেছি)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি তোমার নাফ্‌সকে কেন কষ্ট দিলে ? এরপর তিনি বলেন, তুমি রামাযান মাসের রোযা রাখবে এবং বাকি প্রতি মাসে একদিন রোযা রাখবে। তিনি বলেন, আমাকে এর চাইতে অধিক করার অনুমতি দিন, কেননা আমি সক্ষম। তিনি বলেন, তবে দু'দিন (প্রতি মাসে) রোযা রাখবে। তিনি বলেন, এর চাইতে অধিক করার অনুমতি দিন। তিনি বলেন, তবে মাসে তিনদিন রোযা রাখবে। তিনি বলেন, এর চাইতেও অধিক করার অনুমতি দিন। তিনি বলেন, তুমি পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখবে এবং রোযা পরিত্যাগও করবে। এরূপ তিনি তিনবার বলেন। আর তিনি স্বীয় তিনটি অঙ্গুলি বন্ধ করে এবং পুনরায় তা খুলে, প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখার ও তিনদিন বাদ দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

---

১. যিল-কা'দ, যিল-হাজ্জ, মুহাররাম ও রজব -এ চার মাসকে আশহুরুল হুরুম বা পবিত্র মাস বলা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٤٦- بَابٌ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

২৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুহার্‌রাম মাসের রোযা

٢٤٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلٰوةٌ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ شَهْرٌ قَالَ رَمَضَانَ ‏.‏

২৪২১। মুসাদ্দাদ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, রামাযান মাসের পরে উত্তম রোযা হ'ল মুহাররাম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হ'ল রাতের (নফল) নামায (রাবী কুতায়বা 'শাহরুন' শব্দের উল্লেখ না করে শুধু 'রামাযান' শব্দের উল্লেখ করেছেন)।

٢٤٧- بَابٌ فِي صَوْمِ رَجَبَ

২৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ রজব মাসের রোযা

٢٤٢٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى أَنَا عِيسٰى نَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامِ رَجَبَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ ‏.‏

২৪২২। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ..... উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রকে রজব মাসে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আমাকে ইব্‌ন আব্বাস্ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ মাসে এরূপ রোযা রাখতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর ইফ্‌তার (রোযা ভঙ্গ) করবেন না। আবার তিনি এরূপ ইফ্‌তার করতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর রোযা রাখবেন না।

٢٤٨- بَابٌ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ

২৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ শা'বান মাসের রোযা

٢٤٢٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُوْرِ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُوْمَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ ‏.‏

২৪২৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট মাসসমূহের মধ্যে (নফল) রোযার জন্য প্রিয়তম মাস ছিল শা'বান মাস। এরপর তিনি রামাযানের রোযা রাখা শুরু করতেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٤٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ نَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ اَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ اِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ اَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ فَاِذَا اَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ ·

২৪২৪। মুহাম্মাদ ইব্ন উসমান আল-আজালী ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম আল্-কুরাশী (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করি অথবা (রাবীর সন্দেহ) নবী করীম ﷺ -কে সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে। কাজেই তুমি রামাযানের রোযা রাখো এবং এর পরবর্তী (শাওয়ালের) রোযাগুলো রাখো। তাছাড়া তুমি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখবে। যদি তুমি এরূপ কর, তবে তুমি যেন সারা বছর রোযা রাখলে।

٢٤٩- بَابٌ فِي صَوْمِ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ

২৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা রাখা

٢٤٢٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِي اَيُّوبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالَ فَكَاَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ ·

২৪২৫। আন্ নুফায়লী ..... নবী করীম ﷺ -এর গৃহকর্তা আবূ আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।[১]

٢٥٠- بَابٌ كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ ﷺ

২৫০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা) কিভাবে রোযা রাখতেন

٢٤٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَاَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَاَيْتُهُ فِي شَهْرٍ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ·

১. এর হিসাব এরূপে ধরা হয় যে, ৩৬৫ দিনে বছরের ৫ দিন রোযা রাখা হারাম বাদ দিলে ৩৬০ দিন বাকি থাকে। প্রতি নেক কাজে দশগুণ নেকী হলে রামাযানের ৩০ দিনে ৩০ × ১০ = ৩০০ দিন, আর শাওয়ালের ৬ × ১০ = ৬০ দিন, মোট ৩৬০ দিনের সমান রোযার সাওয়াব প্রাপ্ত হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৪২৬। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা ..... নবী করীম ﷺ -এর পত্নী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপে রোযা রাখতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর ইফ্তার (রোযা ভঙ্গ) করবেন না। আবার তিনি ইফ্তার করতেন, আমরা বলতাম, তিনি আর রোযা রাখবেন না। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি। আর আমি তাঁকে শা'বান মাসের চাইতে অন্য কোন মাসে অধিক রোযা রাখতে দেখিনি (অর্থাৎ শা'বান মাসেই তিনি বেশিরভাগ নফল রোযা রাখতেন)।

٢٤٢٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ زَادَ كَانَ يَصُوْمُهُ اِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ ٠

২৪২৭। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শা'বান মাসের অল্প ক'দিন ছাড়া পুরো মাসই রোযা রাখতেন।

٢٥١- بَابُ فِىْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

২৫১. অনুচ্ছেদ ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা

٢٤٢٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِى الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مَوْلٰى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُوْنٍ عَنْ مَوْلٰى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ اُسَامَةَ اِلٰى وَادِى الْقُرٰى فِىْ طَلَبِ مَالٍ لَهُ فَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَقَالَ لَهُ مَوْلاَهُ لِمَ تَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ وَاَنْتَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ فَقَالَ اِنَّ نَبِىَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ وَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ اَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ٠

২৪২৮। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল ..... উসামা ইব্ন যায়দের আযাদকৃত গোলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি উসামার সাথে কুরা নামক উপত্যকায় তাঁর মালের জন্য গমন করেন। তিনি (উসামা) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন। তাঁর আযাদকৃত গোলাম তাঁকে বলে, আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার কেন রোযা রাখেন অথচ আপনি একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি? তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। নবী করীম ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ মানুষের আমলসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ্র সমীপে পেশ করা হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٥٢- بَابُ فِى صَوْمِ الْعَشْرِ

২৫২. অনুচ্ছেদ ঃ দশদিন রোযা রাখা

٢٤٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلَ الْاِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيْسَ ٠

২৪২৯। মুসাদ্দাদ ..... হুনায়দা ইব্ন খালিদ তাঁর স্ত্রী হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ-এর কোন এক স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যিল-হজ্জের প্রথম নয়দিন ও আশুরার দিন রোযা রাখতেন। আর তিনি প্রতি মাসে তিনদিন, মাসের প্রথম সোম ও বৃহস্পতিবারসহ রোযা রাখতেন।

٢٤٣٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ وَّ مُجَاهِدٍ وَّمُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ يَعْنِى اَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ ٠

২৪৩০। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দিনসমূহের মধ্যে যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করাও কি ঐরূপ উত্তম আমল নয়? তিনি বলেন না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করাও নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি স্বীয় জান-মালসহ আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়ার পর, আর প্রত্যাবর্তন করে না, তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র।

٢٥٣- فِى فِطْرِهٖ

২৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ দশ যিল্হজ্জে রোযা না রাখা

٢٤٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ ٠

২৪৩১। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যিলহাজ্জ মাসে দশদিন (নফল) রোযা রাখতে দেখিনি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٥٤ - فِىْ صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

২৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের দিন আরাফাতে রোযা রাখা

٢٤٣٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيْلٍ عَنْ مَهْدِيِّ الْهَجَرِيِّ نَا عِكْرِمَةُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ ٠

২৪৩২। সুলায়মান ইব্ন হারব .....ইক্রামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট তাঁর ঘরে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাতের দিন আরাফাতের রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

٢٤٣٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِىْ صَوْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ ٠

২৪৩৩। আল্ কা'নাবী ..... উম্মুল ফায্‌ল বিন্‌তুল হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফাতের দিন লোকেরা তার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোযা রাখা না রাখা সম্পর্কে বিতর্ক করতে থাকে। কেউ কেউ বলে, তিনি রোযা রেখেছেন। আবার কেউ কেউ বলে, তিনি রোযা রাখেননি। আমি নবীজীর খিদমতে এক পেয়ালা দুধ প্রেরণ করি, তখন তিনি তাঁর উটের উপর আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি তা পান করেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি রোযা রাখেননি।

٢٥٥- بَابٌ فِىْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

২৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ আশুরার দিন রোযা রাখা

٢٤٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيْضَةَ وَتَرَكَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ٠

২৪৩৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শগণ জাহিলিয়াতের যুগে আশুরার (১০ই মুহাররামের দিন) রোযা পালন করতো। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও জাহিলিয়াতের যুগে[১] ঐ দিন নিজে রোযা রাখতেন। তিনি মদীনাতে আগমনের পর ঐ দিন নিজে রোযা রাখেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখতে নির্দেশ দেন। অতঃপর রামাযানের রোযা ফরয করা হলে, আশুরার রোযার আবশ্যকতা পরিত্যক্ত হয়। যে কেউ স্বেচ্ছায় তা রাখতে পারে এবং যে কেউ স্বেচ্ছায় তা ত্যাগও করতে পারে।

১. অর্থাৎ মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় অবস্থানকালে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٤٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَشُوْرَاءُ يَوْمًا نَّصُوْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا يَوْمٌ مِّنْ اَيَّامِ اللّٰهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ·

২৪৩৫। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশুরা এমন দিন ছিল, আমরা যাতে জাহিলীয়াতের যুগে রোযা রাখতাম। এরপর যখন রামাযানের রোযা নাযিল (ফরয করা) হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একটি বিশেষ দিন। কাজেই যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে এ দিন রোযা রাখতে পারে। আর যে কেউ ইচ্ছা করে তা ত্যাগও করতে পারে।

٢٤٣٦- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا هُشَيْمٌ نَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ فَسُئِلُوْا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا هُوَ الْيَوْمُ الَّذِىْ اَظْهَرَ اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى عَلٰى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ·

২৪৩৬। যিয়াদ ইব্‌ন আইউব ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনায় আগমনের পর দেখতে পান যে, ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখে। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলে, এ দিন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফিরআউনের উপর বিজয় দান করেন। আর এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হেতু আমরা রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আমরা তোমাদের চাইতে মূসা (আ)-এর অনুসরণের অধিক হক্‌দার। আর তিনি ঐ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

٢٥٦- مَارُوِىَ اَنَّ عَاشُوْرَاءَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ

২৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ৯ মুহাররামের দিন আশুরা হওয়া সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٢٤٣٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ اَنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ اُمَيَّةَ الْقُرَشِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا غَطَفَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حِيْنَ صَامَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ·

২৪৩৭। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ..... আবূ গিত্‌ফান (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ যখন আশুরার দিন রোযা রাখেন, তখন আমাদেরকেও ঐ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ-তো এমন দিন, যাকে ইয়াহুদী ও নাসারাগণ সম্মান করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন আগামী বছর এ সময় আসবে, তখন আমরা ৯ই মুহাররামসহ রোযা রাখব। কিন্তু পরবর্তী বছর আগমনের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٤٣٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ غَلَابٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا الْمَعْنَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا فَقُلْتُ كَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُومُ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُومُ ٠

২৪৩৮। মুসাদ্দাদ ..... হাকাম ইব্নুল আ'রাজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এমন সময় গমন করি, যখন তিনি স্বীয় চাদর মস্তকের নিচে (বালিশের ন্যায়) প্রদানপূর্বক কা'বা ঘরে শায়িত ছিলেন। আমি তাঁকে আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, যখন তোমরা মুহাররামের নতুন চাঁদ দেখবে, তখন গণনা করতে থাকবে। যখন ৯ তারিখ আসবে, তখন তুমি রোযা রাখবে। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এরূপ রোযা রাখতেন ? তিনি বললেন, এ রূপেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখতেন। (অর্থাৎ মুহাররামের ৯ তারিখের রাতে সাহ্রী খেয়ে ১০ তারিখে রোযা রাখবে। অথবা ৯ ও ১০ উভয় দিনেই রোযা রাখবে)।

٢٥٧- بَابٌ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ

২৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ আশুরার রোযার ফযীলত

٢٤٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيدُ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا لَا قَالَ فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ ٠

২৪৩৯। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্-মিন্হাল ..... আবদুর রহমান ইব্ন মাস্লামা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা (১০ই মুহাররাম তারিখে) আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি এ দিন (আশুরার) রোযা রেখেছ ? তারা বলে, না। তিনি বলেন, তোমরা বাকি দিন আর কিছু না খেয়ে রোযা করো এবং পরে এ দিনের রোযার কাযা আদায় করবে। আবূ দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ আশুরার দিনের।

٢٥٨- بَابٌ فِي صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ

২৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ একদিন রোযা রাখা ও একদিন না রাখা

٢٤٤٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ قَالُوا نَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ

http://IslamiBoi.wordpress.com

اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوٗدَ وَاَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللّٰهِ صَلٰوةُ دَاوٗدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَهٗ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهٗ وَيَنَامُ سُدُسَهٗ وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَّيَصُوْمُ يَوْمًا ·

২৪৪০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় রোযা হল হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামায হল দাউদ (আ)-এর নামায। তিনি অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন এবং পরে এর এক তৃতীয়াংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করতেন। আর (সব কাজ শেষে) তিনি এর এক ষষ্ঠাংশ সময় ঘুমাতেন। আর (রোযার ব্যাপারে) তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ইফ্‌তার করতেন (অর্থাৎ একদিন অন্তর রোযা রাখতেন)।

٢٥٩- بَابُ فِىْ صَوْمِ الثَّلٰثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

২৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা

٢٤٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ اَنَسٍ اَخِىْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اَنْ نَصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلٰثَ عَشَرَةَ وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْاَةِ الدَّهْرِ ·

২৪৪১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... ইব্‌ন মাল্‌হান আল্‌-কায়সী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ইয়াওমিল বীয্ অর্থাৎ চন্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। তিনি (ইব্‌ন মাল্‌হান) বলেন, তিনি বলেছেন ঃ এ রোযাগুলোর মর্যাদা (ফযীলত) সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।

٢٤٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا اَبُوْ دَاوٗدَ نَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ يَعْنِىْ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ·

২৪৪২। আবূ কামিল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখতেন, অর্থাৎ প্রতি মাসের প্রথম দিকে তিনদিন।

٢٦٠- بَابُ مَنْ قَالَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ

২৬০. অনুচ্ছেদ ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা

٢٤٤٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِىِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ وَالْاِثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى ·

২৪৪৩। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল ..... হাফ্‌সা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন। (মাসের প্রথম সপ্তাহের) সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং (দ্বিতীয় সপ্তাহের) সোমবার দিন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٤٤٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُوْمَ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ وَالْخَمِيْسَ ٠

২৪৪৪। যুহায়র ইব্‌ন হারব ..... হুনায়দা আল্-খুযা'ঈ তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে (নফল) রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। মাসের প্রথম সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার এবং (দ্বিতীয় সপ্তাহের) বৃহস্পতিবার দিন।

٢٦١- بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ

২৬১. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন, মাসের যেকোন দিন রোযা রাখায় কোন অসুবিধা নেই

٢٤٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيِّ شَهْرٍ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ مَا كَانَ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ ٠

২৪৪৫। মুসাদ্দাদ ...... মু'আযা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন ? তিনি বলেন, হাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, মাসের কোন্ কোন্ দিনে তিনি রোযা রাখতেন ? তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মাসের কোন্ কোন্ দিন রোযা রাখবেন, তা নির্দিষ্ট করতেন না।

٢٦٢- بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

২৬২. অনুচ্ছেদ ঃ রোযার নিয়্যাত

٢٤٤٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ وَإِسْحٰقُ بْنُ حَازِمٍ أَيْضًا جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ وَوَافَقَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُوْنُسُ الْأَيْلِيُّ ٠

২৪৪৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী হাফ্‌সা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়্যাত করবে না, তার রোযা আদায় হবে না। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, লায়স, ইস্‌হাক ইব্‌ন হাযিম তাঁরা সকলেই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٦٣- بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ

২৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ রোযার জন্য নিয়্যাত না করার অনুমতি

٢٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَنَا سُفْيٰنُ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَاِذَا قُلْنَا لاَ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ زَادَ وَكِيعٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَحَبَسْنَاهُ لَكَ فَقَالَ اُدْنِيهِ فَاَصْبَحَ صَائِمًا فَاَفْطَرَ ٠

২৪৪৭। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার নিকট আগমন করলে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের নিকট কি খাবার আছে ? আমরা না বললে, তিনি বলতেন, আমি রোযা রাখলাম। রাবী ওয়াকী' অতিরিক্ত বর্ণনায় বলেন, এরপর একদিন তিনি আমাদের নিকট আগমন করলে আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের জন্য হায়স[১] নামীয় খাদ্য হাদীয়া এসেছে। আর আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি বলেন, তা আমার নিকট আনয়ন করো। এরপর তিনি সকাল হতে রাখা রোযা ভেঙ্গে ইফ্তার করেন। (নফল রোযা এরূপ ভাঙ্গা যায়, কিন্তু পরে কাযা করতে হয়)।

٢٤٤٨-حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُمُّ هَانِىءٍ عَنْ يَمِينِهِ قَالَتْ فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِاِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ اُمَّ هَانِىءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ اَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا كُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ اِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ٠

২৪৪৮। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... উম্মে হানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি (রাবী) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন বিজয়ের পর ফাতিমা (রা) আগমন করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বামদিকে উপবেশন করেন এবং উম্মে হানী (রা) বসেন ডানদিকে। তিনি (রাবী) বলেন, এ সময় জনৈকা দাসী একটি পাত্রে কিছু পানীয় দ্রব্য এনে পেশ করলে তিনি তা পান করেন। এরপর তিনি এর অবশিষ্টাংশ উম্মে হানীকে পান করতে দেন। তিনি তা পান করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তো ইফ্তার করলাম, কিন্তু আমি যে রোযা ছিলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কোন কাযা রোযা আদায় করছিলে ? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন, যদি তা নফল রোযা হয়, তবে এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

---

১. ঘি ও আটা মিশ্রিত খেজুরের তৈরি এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্যবস্তু।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٦٤- بَابُ مَنْ رَأٰى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ

২৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ যার মতে, নফল রোযা ভঙ্গের পর এর কাযা আদায় করতে হবে

٢٤٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ زُمَيْلٍ مَّوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُهْدِىَ لِىْ وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَّكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَاَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَا هَا فَاَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا عَلَيْكُمَا صُوْمَا مَكَانَهٗ يَوْمًا اٰخَرَ•

২৪৪৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার ও হাফ্‌সার জন্য কিছু খাবার হাদিয়া স্বরূপ আসে। এ সময় আমরা উভয়ে রোযাদার ছিলাম। কিন্তু (খাবার পাওয়াতে) আমরা রোযা ভেঙ্গে তা খেয়ে ফেলি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজির হলে, আমরা তাঁকে বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নিশ্চয় আমাদের জন্য কিছু খাবার হাদিয়া স্বরূপ আসে, আর আমাদের তা খেতে ইচ্ছা হওয়াতে আমরা রোযা ভেঙ্গে খেয়ে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ক্ষতি নেই। তোমাদের উভয়ের জন্য অন্য কোনোদিন কাযা রোযা রাখতে হবে। (অপর বর্ণনায় আছে, তোমরা উভয়ে এর পরিবর্তে অন্য কোনোদিন কাযা রোযা রাখবে)।

٢٦٥- بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُوْمُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

২৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) রোযা রাখা

٢٤٥٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَصُوْمُ اِمْرَأَةٌ بَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تَأْذَنُ فِىْ بَيْتِهٖ وَهُوَ شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ•

২৪৫০। আল্ হাসান ইব্‌ন আলী ..... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক রামাযান মাস ব্যতীত অন্য সময় তার স্বামী উপস্থিত থাকতে তার অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখবে না। আর তার (স্বামীর) উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না।

٢٤٥١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهٗ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ زَوْجِىْ صَفْوَانَ بْنَ مُعَطَّلٍ يَضْرِبُنِىْ اِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِىْ اِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّىْ صَلٰوةَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهٗ قَالَ فَسَأَلَهٗ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِىْ اِذَا صَلَّيْتُ فَاِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ سُوْرَةً وَّاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ وَاَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِىْ فَاِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُوْمُ وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا اَصْبِرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ

http://IslamiBoi.wordpress.com

ﷺ يَوْمَئِذٍ لاَ تَصُوْمُ امْرَأَةٌ اِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَاَمَّا قَوْلُهَا اِنِّىْ لاَ اُصَلِّىْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَنَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَاِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ اَوْثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ ۰

২৪৫১। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে আগমন করে এবং এ সময় আমরাও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে মহিলা বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার স্বামী সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল, যখন আমি নামায পড়ি, তখন আমাকে মারধর করে। আর আমি রোযা রাখলে সে আমাকে রোযা ভাঙ্গতে বলে। অথচ সে সূর্যোদয়ের পূর্বে কখনও ফজরের নামায পড়ে না। রাবী বলেন, সাফ্‌ওয়ানও তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিল। রাবী বলেন, তিনি তার নিকট উক্ত মহিলার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার বক্তব্য, "আমাকে মারধর করে, যখন আমি নামায আদায় করি।" প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সে এমন (দীর্ঘ) দু'টি সূরা (নামাযের মধ্যে) পড়ে, যা পড়তে তাকে আমি নিষেধ করি। রাবী বলেন, তিনি ইরশাদ করেন, যদি কেউ (ছোট) একটি সূরা পড়ে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তার বক্তব্য, "আমি রোযা রাখলে সে আমাকে ইফ্‌তার করতে বলে।" ব্যাপার এই যে, সে সব সময়ই (নফল) রোযা রাখে। আর আমি যুবক হওয়ার কারণে (স্ত্রী সহবাস ব্যতীত) থাকতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আজ হতে কোন স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখতে পারবে না। আর তার বক্তব্য যে, আমি সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজরের) নামায আদায় করি না। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা পানি সরবরাহকারী পরিবারের লোক। রাতের প্রথমভাগে কাজ করি, শেষ রাতে নিদ্রা যাই এবং এটাই আমাদের অভ্যাস। এজন্য আমরা সূর্যোদয় হওয়া ব্যতীত নিদ্রা হতে জাগতে পারি না। তিনি বলেন, তুমি যখনই নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে, তখনই নামায পড়ে নিবে।

٢٦٦- بَابُ فِى الصَّائِمِ يُدْعٰى اِلٰى وَلِيْمَةٍ

২৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তিকে যদি বিবাহ-ভোজে দাওয়াত করা হয়

٢٤٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَالَ هِشَامٌ وَالصَّلٰوةُ الدُّعَاءُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ اَيْضًا ۰

২৪৫২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কাউকে (বিবাহ ভোজের জন্য) দাওয়াত করা হয়, তখন সে যেন তা গ্রহণ করে। সে ব্যক্তি যদি রোযাদার না হয়, তবে সে যেন অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করে; আর যদি (নফল) রোযাদার হয়, তবে সে যেন অবশ্যই দাওয়াতকারীর জন্য দু'আ করে। হিশাম (র) বলেন, হাদীসে 'সালাত' অর্থ দু'আ-কল্যাণ কামনা।

٢٤٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ ۰

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৪৫৩। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কাউকে খাবারের জন্য দাওয়াত করা হয়, অথচ সে রোযাদার, তখন সে যেন (ওযর পেশ করে বলে), আমি রোযাদার।

٢٦٧- بَابُ الْإِعْتِكَافِ

২৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ

٢٤٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ٠

২৪৫৪। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন, যতদিন না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উঠিয়ে নেন। এরপর তাঁর স্ত্রীগণও (স্ব-স্ব গৃহে) ই'তিকাফ করেন।

٢٤٥٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ٠

২৪৫৫। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল ..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযান মাসের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি এক বছর ই'তিকাফ করতে সক্ষম হননি। এরপর পরবর্তী বছর এলে তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।

٢٤٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَالَتْ وَاِنَّهُ اَرَادَ مَرَّةً اَنْ يَّعْتَكِفَ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ قَالَتْ فَاَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَاَيْتُ ذٰلِكَ اَمَرْتُ بِبِنَائِىْ فَضُرِبَ قَالَتْ وَاَمَرَ غَيْرِىْ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ اِلَى الْاَبْنِيَةِ فَقَالَ مَاهٰذِهِ الْبِرُّ تُرِدْنَ قَالَتْ فَاَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ وَاَمَرَ اَزْوَاجُهُ بِاَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ ثُمَّ اَخَّرَ الْاِعْتِكَافَ اِلَى الْعَشْرِ الْاَوَّلِ يَعْنِىْ مِنْ شَوَّالَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ ابْنُ اِسْحٰقَ وَالْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَّحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ شَوَّالَ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৪৫৬। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা .... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ই'তিকাফ করার ইরাদা করতেন, তখন তিনি ফজরের নামায আদায়ের পর ই'তিকাফকারী হিসাবে (মসজিদে) প্রবেশ করতেন। তিনি বলেন, এক সময়ে তিনি রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করার ইরাদা করেন। তিনি বলেন, তখন তিনি তাঁর জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলে তা খাটানো হয়। এরপর তা দেখে আমি আমার জন্য একটি তাঁবু খাটাতে বললে, তা খাটানো হয়। তিনি বলেন, আমি ব্যতীত নবী করীম ﷺ -এর অন্যান্য পত্নীগণও তাদের জন্য তাঁবু খাটাতে নির্দেশ দিলে তাও খাটানো হয়। এরপর তিনি ফজরের নামায আদায় শেষে ঐ সমস্ত তাঁবুর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তা এমন কী ভাল কাজ, যা করতে তোমরা ইচ্ছা করেছো ? তিনি স্বীয় তাঁবু ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেওয়ায়, তা ভেঙে ফেলা হয়। তাঁর স্ত্রীগণও স্ব-স্ব তাঁবু ভাঙার নির্দেশ দিলে, সেগুলোও ভেঙে ফেলা হয়। এরপর তিনি এ ই'তিকাফ শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) ইব্‌ন ইস্‌হাক, আওযা'য়ী ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী মালিক ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শাওয়ালের বিশ তারিখ পর্যন্ত ই'তিকাফ করেন।

٢٦٨- بَابُ اَيْنَ يَكُوْنُ الْاِعْتِكَافُ

২৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ কোথায় করতে হবে

٢٤٥٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ اَرَانِىْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمَكَانَ الَّذِىْ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ ٠

২৪৫৭। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযান মাসের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। নাফে' বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) মসজিদের ঐ স্থানটি দেখান, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফ করতেন।

٢٤٥٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا ٠

২৪৫৮। হান্নাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতি রামাযানে, দশদিন ই'তিকাফ করতেন। এরপর তাঁর ইন্‌তিকালের বছর তিনি বিশদিন ই'তিকাফ করেন।

٢٦٩- بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ

২৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে

٢٤٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِىْ اِلَىَّ رَاْسَهُ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَايَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৪৫৯। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন তিনি স্বীয় মাথা মুবারক আমার নিকটবর্তী করতেন। আমি তাতে চিরুনী করে দিতাম। আর তিনি প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে ঘরে প্রবেশ করতেন না।

٢٤٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يُتَابِعْ اَحَدٌ مَالِكًا عَلٰى عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ·

২৪৬০। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এমনিভাবে ইউনুস ইমাম যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মা'মার, যিয়াদ ইব্‌ন সা'দ প্রমুখ যুহ্‌রী সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٦١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ مُعْتَكِفًا فِى الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِىْ رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَاَغْسِلُ رَأْسَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فَاُرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ ·

২৪৬১। সুলায়মান ইব্‌ন হারব ও মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায়, স্বীয় মাথা মুবারক হুজ্‌রার দরজা দিয়ে আমার দিকে বের করে দিতেন। এরপর আমি তাঁর মাথা মুবারক ধুয়ে দিতাম। রাবী মুসাদ্দাদ তার বর্ণনায় বলেন, আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর মাথায় চিরুনী করে দিতাম।

٢٤٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْةَ الْمَرْوَزِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهُ اَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِىْ لِيَقْلِبَنِىْ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِىْ دَارِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا رَاَيَا النَّبِىَّ ﷺ اَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى رِجْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ قَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَجْرِىْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِىْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا اَوْ قَالَ شَرًّا ·

২৪৬২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাবওয়া আল-মারওয়াযী .....সাফিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফে থাকাবস্থায় আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাতে সেখানে গমন করি এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলি। এরপর আমি দণ্ডায়মান হয়ে আমার ঘরের দিকে রওনা করি। তিনিও আমার সাথে দণ্ডায়মান হন, যাতে তিনি আমাকে আমার ঘরে পৌঁছে দিতে পারেন। আর তখন তার (সাফিয়্যার) আবাসস্থল ছিল উসামা ইব্‌ন যায়িদের ঘরে। ঐ সময় আনসারদের দু'ব্যক্তি কোথাও গমন করছিল। তারা নবী করীম ﷺ -এর সাথে একজন মহিলাকে দেখে দ্রুতগমন করতে থাকে। নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা স্বাভাবিকভাবে (হেঁটে) গমন কর। আর (আমার সাথী) এ হল সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়্যেই। তারা আশ্চর্য হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সুব্‌হানাল্লাহ্!

http://IslamiBoi.wordpress.com

তিনি বলেন, শয়তান রক্ত প্রবাহের ন্যায় মানুষের ধমনী দিয়ে চলাচল করে। আর আমার আশংকা যে, হয়ত সে তোমাদের অন্তরে কিছু সন্দেহ নিক্ষেপ করতে পারে। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেন, খারাপ কিছুর উদ্রেক করতে পারে।

٢٤٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا أَبُو الْيَمَانِ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَتْ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ وَسَاقَ مَعْنَاهُ ٠

২৪৬৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ফারিস ..... যুহ্‌রী (র) হতে উপরোক্ত সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি (সাফিয়্যা)বলেন, যখন তিনি মসজিদের ঐ দরজার নিকটবর্তী ছিলেন, যা উম্মে সালামার দরজার নিকটে, সে সময় তাঁর পাশ দিয়ে দু'ব্যক্তি গমন করে। এরপর উপরোক্ত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٧٠- بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ

২৭০. অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারীর রোগীর সেবা করা

٢٤٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ نَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقٰسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِالْمَرِيْضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلاَ يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ٠

২৪৬৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাবী আন-নুফায়লী বলেন, তিনি (আয়েশা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ ই'তিকাফে থাকাবস্থায় রোগীর নিকট গমন করতেন। এরপর তিনি যেরূপ থাকতেন, সেরূপে গমন করতেন এবং তার (রোগীর) নিকট দণ্ডায়মান না হয়ে,তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। (রাবী) ইব্‌ন ঈসা বলেন, তিনি (আয়েশা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় রোগীর পরিচর্যা করেছিলেন (তবে তিনি প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনে বের হয়েছিলেন)।

٢٤٦٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَّلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَّلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَّلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَبُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَّلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ لاَ يَقُوْلُ فِيْهِ قَالَتِ السُّنَّةُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ ٠

২৪৬৫। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকীয়্যা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত এই যে, সে যেন কোন রোগীর পরিচর্যার জন্য গমন না করে, জানাযার নামাযে শরীক না হয়, স্ত্রীকে স্পর্শ না করে এবং তার সাথে সহবাস না করে। আর সে যেন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ হতে বের না হয়। রোযা ব্যতীত ই'তিকাফ নেই এবং জামে' মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ শুদ্ধ নয়। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত কেউ বলেন না যে, তা সুন্নাত বরং এ হলো আয়েশা (রা)-এর বক্তব্য।

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اعْتَكِفْ وَصُمْ.

২৪৬৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) জাহিলিয়াতের যুগে একদিন একরাত মাসজিদুল হারামে ই'তিকাফের মান্নত করেন। তিনি এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি ই'তিকাফ করো এবং রোযা রাখো।

٢٤٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفٌ إِذْ كَبَّرَ النَّاسُ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَبْدَ اللهِ قَالَ سَبْيُ هَوَازِنَ أَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ وَتِلْكَ الْجَارِيَةَ فَأَرْسِلْهَا مَعَهُمْ.

২৪৬৭। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুদায়ল (র) উপরোক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, যখন তিনি (উমার) ই'তিকাফে ছিলেন, তখন লোকেরা তাক্‌বীর প্রদান করে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এ তাক্‌বীর ধ্বনি কেন ? তিনি (ইব্‌ন উমার) বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ দাসীকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দাও।[১]

٢٧١ - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

২৭১. অনুচ্ছেদ ঃ মুস্তাহাযার[২] ই'তিকাফ

٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَقُتَيْبَةُ قَالَا نَا يَزِيدُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

২৪৬৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ও কুতায়বা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাঁর পত্নীদের একজন ই'তিকাফ করেন। এরপর তাঁর (ইস্তিহাযার) রক্ত কোনো সময় হলুদ এবং কোনো সময় লাল রং দেখা যেত। আর আমরা তাঁর জন্য নামাযের সময় তাঁর নিচে একটি তাস্‌ত[৩] রাখতাম, (যাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট না হয়)।

---

১. কারণ সে ছিল হাওয়াযিন গোত্রভুক্ত।
২. হায়েযের নির্দ্ধারিত সময়ের পরেও যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তবে এ ধরনের মহিলাকে মুস্তাহাযা বলে।
৩. পাত্র বিশেষ।

http://IslamiBoi.wordpress.com

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদের অধ্যায়

٢٧٢- بَابُ مَا جَاءَ فِى الْهِجْرَةِ

২৭২. অনুচ্ছেদ ঃ হিজরত[১] সম্পর্কে

٢٤٦٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ اَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ فَهَلْ لَّكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّىْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَّتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ٠

২৪৬৯। মু'আম্মাল ইব্ন ফাযল ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে, একজন গ্রাম্য লোক নবী করীম ﷺ -কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, তোমার জন্য করুণা হয় (তুমি কি হিজরত করতে চাও)। হিজরতের ব্যাপারটি কষ্টসাধ্য। তোমার (নিসাব পরিমাণ) উট আছে কি ? সে উত্তর করল, হাঁ, আছে। তিনি বললেন, তুমি এর যাকাত আদায় করো কি ? সে উত্তর করল, হাঁ, আদায় করি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি সমুদ্রের ওপার থেকে 'আমল করলেও আল্লাহ্ তোমার কোন 'আমল সামান্যও কখনো খর্ব করবেন না।

٢٤٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَا نَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبْدُوْ اِلٰى هٰذِهِ التِّلَاعِ وَاِنَّهٗ اَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَاَرْسَلَ اِلَىَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِّنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَرْفِقِىْ فَاِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ اِلَّا زَانَهٗ وَلَا نُزِعَ مِنْ شَىْءٍ قَطُّ اِلَّا شَانَهٗ ٠

২৪৭০। উসমান ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ..... মিকদাম ইব্ন শুরায়হ্ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বাদাওয়া বা নির্জনে বাহিরে গমন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিম্নগামী পানির উৎসস্থান পাহাড়ের টিলাসমূহের দিকে বের হতেন। একবার তিনি এরূপে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন এবং আমার জন্য যাকাতের উটসমূহ হতে একটি আনাড়ী উট পাঠিয়ে দিলেন। আর বললেন, হে আয়েশা! সদয় হও। কেননা, যেকোন বস্তুতে সহৃদয়তা কেবল সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আর যার থেকে কোমলতা বের হয়ে যায় তা তাকে কদর্য করে।

১. বিধর্মীর অত্যাচার হতে মুসলমানদের জান ও ঈমান রক্ষার্থে দেশত্যাগ করে অন্য দেশে প্রস্থান করাকে হিজরত বলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তা ফরয ছিল।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٧٣- بَابُ الْهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ

২৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ হিজরত শেষ হল কিনা

٢٤٧١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَنَا عِيْسَى عَنْ حَرِيْزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا ٠

২৪৭১। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা .....মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। আর সূর্য যে পর্যন্ত পশ্চিম আকাশে উদিত না হয় সে পর্যন্ত তাওবার দরজা বন্ধ হবে না।

٢٤٧٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ لاَهِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ٠

২৪৭২। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিনে বলেছেন, হিজরত আর নেই। কিন্তু জিহাদ ও নেক নিয়্যাত বাকি রয়েছে। এরপর যদি তোমাদের জিহাদে বের হওয়ার ডাক পড়ে তবে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে পড়।[১]

٢٤٧٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ نَا عَامِرٌ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ حَتّٰى جَلَسَ عِنْدَهُ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ ٠

২৪৭৩। মুসাদ্দাদ ..... আমের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা)–এর নিকট লোকজন উপস্থিত ছিল, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বসল এবং তাঁকে বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যে সকল হাদীস শুনেছেন তার কিছু আমাকে শোনান। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তু হতে দূরে থাকে।

১. মক্কা নগরী যখন কাফিরদের অধীনে ছিল তখন তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানদের হিজরত করার প্রয়োজন ছিল। ৮ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের পর ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হিজরতের প্রয়োজন দূরীভূত হয়। অমুসলিম রাষ্ট্র হতে অত্যাচারিত মুসলিমদের ইসলামী রাষ্ট্রে ঈমান রক্ষার জন্যে হিজরত করার প্রথা চিরকাল বাকি থাকবে, পূর্ববর্তী হাদীস হতে প্রমাণিত হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٧٤- بَابٌ فِى سُكْنَى الشَّامِ

২৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ শাম বা সিরিয়ায় বসবাস

٢٤٧٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَتَكُوْنُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيْمَ وَيَبْقَى فِى الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوْهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللّٰهِ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ ٠

২৪৭৪। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সহসা এক হিজরতের পর অপর হিজরত পালিত হবে। তখন দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তারাই উৎকৃষ্ট লোক হিসেবে পরিগণিত হবে, যারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরত-স্থলে (সিরিয়াতে) হিজরত করে স্থায়ী বসতি স্থাপন করবে এবং দুনিয়ায় তখন কাফির ও পাপী অসৎ লোকেরাই বাকি থাকবে। তারা নিজ নিজ দেশ হতে বিতাড়িত হবে। আল্লাহ্ও তাদেরকে ঘৃণা করবেন। আর আগুন তাদেরকে বানর ও শূকরের সাথে একত্রিত করবে।

٢٤٧٥- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىُّ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِى بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِى ابْنَ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى قُتَيْلَةَ عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَصِيْرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُوْنُوْا جُنُوْدًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ فِى الْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرْلِى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيَرَةُ اللّٰهِ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِى إِلَيْهَا خِيَرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمَّا إِذْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْتَقُوْا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ تَوَكَّلَ لِى بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ ٠

২৪৭৫। হাইওয়া ইব্‌ন শুরাইহ্ আল-হায্‌রামী ..... ইব্‌ন হাওয়ালা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী হুকুমাত এমন বিস্তার লাভ করবে যে, তোমরা সকলে সংগঠিত সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। একটি সেনাবাহিনী সিরিয়ায়, অপরটি ইয়ামানে এবং আরও একটি ইরাকে গঠিত হবে। এরূপ ভবিষ্যৎবাণী শুনে ইব্‌ন হাওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যদি উক্ত সময়টি পাই, তবে আমার জন্য কোথায় থাকা উত্তম হবে ? তিনি বলেন, তোমার জন্য সিরিয়ায় থাকা উত্তম হবে। কারণ তা হবে আল্লাহ্‌র যমিনসমূহের মধ্যে বাছাইকৃত সর্বোত্তম যমিন। আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণ উক্ত যমিন চয়ন করে নিবেন। তোমরা যখন তাতে বসতি স্থাপন করবে তখন তোমাদের ডানদিক বেছে নিবে এবং প্রথমেই পানির কূপ খননের ব্যবস্থা করবে। কারণ আল্লাহ্ আমার উসিলায় সিরিয়া ও তার অধিবাসীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٧٥ - بَابٌ فِىْ دَوَامِ الْجِهَادِ

২৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ সর্বকালে জিহাদ অব্যাহত থাকবে

٢٤٧٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُّطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَّاوَاهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ.

২৪৭৬। মূসা ইব্ন ইস্‌মাঈল ..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর জয়ী হবে। অবশেষে তাদের শেষ দলটি কুখ্যাত প্রতারক দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে।

٢٧٦- بَابٌ فِىْ ثَوَابِ الْجِهَادِ

২৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের পুণ্য

٢٤٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ اَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكْمَلُ اِيْمَانًا قَالَ رَجُلٌ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَرَجُلٌ يَّعْبُدُ اللّٰهَ فِىْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهٗ.

২৪৭৭। আবুল ওয়ালীদ আত্ তিয়ালিসী ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, মু'মিনদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার ? তিনি উত্তরে বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জানমাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে এবং ঐ ব্যক্তিও পূর্ণ ঈমানদার, যে পাহাড়ের কোন গুহায় নির্জনে আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত থাকে। এমতাবস্থায় সে ঈমানের ক্ষতিসাধনকারী অসৎ লোকদের যাতনা হতে রক্ষা পায়।

٢٧٧- بَابُ النَّهْىِ عَنِ السِّيَاحَةِ

২৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসী হওয়া নিষেধ

٢٤٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوْخِىُّ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِىْ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ائْذَنْ لِّىْ بِالسِّيَاحَةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِىْ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৪৭৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উসমান আত্‌-তানূখী ..... আবূ উমামা (রা) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবীজীকে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসে যাওয়ার অনুমতি দিন। নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন, আমার উম্মাতের জন্য (বনবাস করে ইবাদত করার প্রয়োজন নেই) মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করাই ঐরূপ ইবাদতের শামিল।

٢٧٨- بَابٌ فِى فَضْلِ الْقَفْلِ مِنَ الْغَزْوِ

২৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তনের মর্যাদা

٢٤٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ نَا حَيْوَةُ عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ ٠

২৪৭৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা ..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আম্‌র (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যুদ্ধে যোগদান যেমন পুণ্যের কাজ, তেমনি যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে (নিজ বাড়ীতে) প্রত্যাবর্তন করাও পুণ্যের কাজ।

٢٧٩- بَابٌ فَضْلِ قِتَالِ الرُّوْمِ عَلٰى غَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ

২৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা রোমবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের মর্যাদা

٢٤٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَامٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَبِيْرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلَادٍ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُوْلٌ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ جِئْتِ تَسْأَلِيْنَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُتَنَقِّبَةٌ فَقَالَتْ إِنْ أُرْزَأْ إِبْنِى فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِبْنُكِ لَهٗ أَجْرُ شَهِيْدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِأَنَّهٗ قَتَلَهٗ أَهْلُ الْكِتَابِ ٠

২৪৮০। আবদুর রহমান ইব্‌ন সালাম ...... সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রোমের যুদ্ধের পর) উম্মে খাল্লাদ নাম্নী এক রমণী ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা অবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার নিহত পুত্রের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এমতাবস্থায় জনৈক সাহাবী তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি তোমার নিহত পুত্রের খবর জানতে চাচ্ছ অথচ ওড়না জড়িয়ে আছ। সে উত্তর করল, আমি আমার পুত্র হারিয়েছি, কিন্তু লজ্জা তো কখনও হারাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন ঃ তোমার পুত্র দু'জন শহীদের মর্যাদা পাবে। সে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! তা কী কারণে সম্ভব হলো? তিনি বললেন ঃ কারণ, সে আহ্‌লে কিতাবের হাতে শহীদ হয়েছে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٨٠- بَابٌ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ وَالْغَزْوِ

২৮০. অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রযানে আরোহণ এবং যুদ্ধ করা

٢٤٨١- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ بِشْرٍ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا ۔

২৪৮১। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হজ্জ বা উমরা পালনকারী অথবা আল্লাহ্র রাহে যোদ্ধা ছাড়া কেউ যেন সমুদ্রযানে আরোহণ না করে। কারণ, সমুদ্রের নিচে অগ্নি এবং অগ্নির নিচে সমুদ্র বিদ্যমান রয়েছে (উভয়ই ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ)।

٢٤٨٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ رَأَيْتُ قَوْمًا مِمَّنْ يَرْكَبُ ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ لِي أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَإِنَّكِ مِنْهُمْ قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا أَضْحَكَكَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ ۔

২৪৮২। সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল-আতাকী.....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়মের ভগ্নি উম্মে হারাম বিন্‌ত মিলহান (রা) (আমার খালা) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিকট (ঘরে) নিদ্রা গিয়েছিলেন। তারপর হাসতে হাসতে নিদ্রা হতে জাগ্রত হলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কী কারণে আপনার হাসি পাচ্ছে। তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একদল লোক এই সমুদ্র-পৃষ্ঠে নৌযানে আরোহণ করছে যেমন রাজা-বাদশাহ্‌রা সিংহাসনে আরোহণ করে। তিনি বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য দু'আ করুন যাতে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, এরূপ বলার পর তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পুনরায় তিনি খুশিতে হাসতে হাসতে জেগে ওঠলেন। আবারও আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কী কারণে আপনার হাসি পাচ্ছে। উত্তরে তিনি পূর্ববৎ একই কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি বলেন, আমি আবার আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার জন্য দু'আ করুন, যাতে আল্লাহ্ আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম সারিতে থাকবে। আনাস (রা) বলেন, উবাদা ইব্‌নুস্ সামিত (রা)-এর সাথে তাঁর (উম্মে

http://IslamiBoi.wordpress.com

হারামের) বিবাহ হয়েছিল। তিনি নৌবাহিনীতে যোগদান করে সমুদ্র-যুদ্ধে যাত্রা করার সময় তাঁকেও সঙ্গে নিলেন। যুদ্ধ শেষে যখন উবাদা (রা) দেশে ফিরলেন, তখন উম্মে হারামের জন্য একটি খচ্চর নিকটে আনা হল। এর পিঠে চড়তেই খচ্চরটি তাঁকে ফেলে দিল। ফলে, তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং তিনি মারা গেলেন। (এরূপে নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হল)।

٢٤٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ وَسَاقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ.

২৪৮৩। আল-কা'নাবী ..... ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আনাস (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই কুবা নামক স্থানে যেতেন তখনই উম্মে হারাম বিন্তে মিলহানের ঘরে প্রবেশ করতেন। তিনি উবাদা ইবনুস্ সামিত (রা) -এর স্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর ঘরে গেলে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে খাবার খাওয়ালেন। তারপর তাঁর নিকটে বসে তাঁর মাথার উকুন তুলতে লাগলেন। এরপর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

٢٤٨٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُخْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ الرُّمَيْصَاءِ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِيْ قَالَ لَا وَسَاقَ هٰذَا الْخَبَرَ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ.

২৪৮৪। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন ..... উম্মে সুলায়মের বোন রুমায়সা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিদ্রা গেলেন আর এমন সময় হাসতে হাসতে জেগে ওঠলেন, যখন ঐ রমনী মাথা ধৌত করছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাথা ধোয়ার কারণে আপনার হাসি পাচ্ছে না কি? তিনি বললেন, না। এরপর উপরোক্ত হাদীসটি কিছুটা কম-বেশি বর্ণনা করলেন।

٢٤٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ نَا مَرْوَانُ ح وَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْجَوْبَرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى قَالَ نَا مَرْوَانُ نَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّمْلِيُّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِيْ يُصِيْبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيْدَيْنِ.

২৪৮৫। মুহাম্মাদ ইব্ন বাক্কার আল-আয়শী.....উম্মে হারাম (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: রণতরিতে সমুদ্র-বক্ষে যে সৈনিকের মাথা ঘুরে বমি হয়, সে একজন শহীদের সাওয়াব পায়, আর যে পানিতে ডুবে মারা যায়, সে দু'জন শহীদের সাওয়াব পায়।

٢٤٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيْقٍ نَا أَبُوْ مُسْهِرٍ نَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ أَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ

http://IslamiBoi.wordpress.com

عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ وَّغَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَّاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْيَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ وَّغَنِيْمَةٍ وَّرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ·

২৪৮৬। আবদুস সালাম ইব্ন আতীক ..... আবূ উমামা আল্ বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহ্ তা'আলার জিম্মাদারিতে থাকে। ১. যে আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করার জন্য বের হয়, সে আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে। সে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করান অথবা নিরাপদে ফিরে এলে তাকে পুণ্য এবং গনীমতের প্রাপ্য অংশ দান করেন। ২. যে ব্যক্তি জামা'আতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে ধাবিত হয়, সেও আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে। এমতাবস্থায় সে যদি মারা যায় তবে আল্লাহ্ আ'আলা তাকে বেহেশ্ত দান করেন। আর মসজিদ হতে ফিরে এলে তার প্রাপ্য পুণ্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার করেন। ৩. যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে প্রবেশ করার সময় পরিবারের লোকজনকে সালাম দেয় সেও মহান আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে।

٢٨١- بَابٌ فِىْ فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا

২৮১. অনুচ্ছেদ ঃ যে মুসলিম কাফিরকে হত্যা করে তার মর্যাদা

٢٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَجْتَمِعُ فِى النَّارِ كَافِرٌ وَّقَاتِلُهُ اَبَدًا ·

২৪৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ্ আল-বায্যার ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কাফির এবং তার হত্যাকারী মুসলিম চিরস্থায়ী দোযখে একত্রিত হবে না।[১]

٢٨٢- بَابٌ فِىْ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ

২৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহিদগণের স্ত্রীদের সম্ভ্রম রক্ষা করা

٢٤٨٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا سُفْيٰنُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِىْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَّجُلٍ مِّنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِّنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ اَهْلِهِ اِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيْلَ قَدْ خَلَفَكَ هٰذَا فِىْ اَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشِئْتَ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا ظَنُّكُمْ ·

---

১. যুদ্ধক্ষেত্রে কাফিরকে হত্যা করলে এর জন্য কোন শাস্তি হয় না বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। হত্যাকারী যদি পাপী মুসলিম হয় তার শাস্তি (পাপের পরিমাপে) অন্য উপায়ে হবে। কাফিরের সঙ্গে একই নরকে হবে না। কারণ কাফির চিরস্থায়ী দোযখে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে আর মুসলিম পাপের শাস্তি ভোগের পর নাজাত পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৪৮৮। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ..... ইব্‌ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুজাহিদদের বাড়িতে রাখা স্ত্রীদের মানসম্ভ্রম ও মর্যাদা তাদের পাহারায় বাড়িতে অবস্থানরত লোকদের উপর তাদের মায়ের সমতুল্য। মুজাহিদগণের পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। তখন বলা হবে, তোমার অমুক প্রতিনিধি তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার পরিবারের প্রতি অসৎব্যবহার করেছে। তুমি এখন তার নেক আমল হতে যা খুশি গ্রহণ কর। তা বলার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কী মনে কর ? অর্থাৎ মুজাহিদগণের পরিবারের মর্যাদা কত অধিক!

٢٨٣- بَابٌ فِى السَّرِيَّةِ تُخْفِقُ

২৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষুদ্র সেনাদল যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করে না।

٢٤٨٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ نَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ قَالاَ نَا أَبُوْهَانِىءٍ الْخَوْلاَنِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبَلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُصِيْبُوْنَ غَنِيْمَةً إِلاَّ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَىْ أَجْرِهِمْ مِّنَ الْاٰخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ فَإِنْ لَّمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ.

২৪৮৯। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন মায়সারা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে কোনো সেনাদল যদি গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করে, আর দুনিয়াতে এর প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করে, তবে পরকালে প্রাপ্য পুরস্কার হতে দু'তৃতীয়াংশ বাদ যাবে এবং পরকালে বাকি এক তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি দুনিয়াতে কিছুই গ্রহণ না করে, তবে পরকালে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে।

٢٨٤- بَابٌ فِىْ تَضْعِيْفِ الذِّكْرِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধরত অবস্থায় নামায, রোযা ও যিক্‌র-এর সাওয়াব বৃদ্ধি পায়

٢٤٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ وَسَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ أَيُّوْبَ عَنْ زَبَّانِ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الصَّلٰوةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ.

২৪৯০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন সারহ্ ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন মু'আয (র) কর্তৃক তাঁর পিতা মু'আয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই নামায, রোযা ও যিক্‌র মহান আল্লাহ্‌র রাহে সময় ব্যয় অবস্থায় সাতশ' গুণ বেশি মর্যাদা রাখে। অর্থাৎ জিহাদরত অবস্থায় এক রোযা দ্বারা সাতশ' রোযার সাওয়াব পাওয়া যায়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٨٥- بَابٌ فِي مَنْ مَاتَ غَازِيًا

২৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে বের হয়ে যে মৃত্যুবরণ করে

٢٤٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ يَرُدُّ إِلَى مَكْحُوْلٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيْرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ وَبِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللّٰهُ فَإِنَّهُ شَهِيْدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ ·

২৪৯১। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন নাজদা ..... আবূ মালিক আল্-আশ্আরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র রাহে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, সে শহীদের মর্যাদা পায় অথবা তাকে তার ঘোড়া বা উট পিঠ হতে ফেলে তার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলে (ও তারপর মারা যায়) অথবা সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি কোন বিষাক্ত প্রাণী দ্বারা দংশিত হয়, অথবা বিছানায় মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত মৃত্যুপন্থার যে কোন প্রকারে প্রাণ হারায়, সে অবশ্যই শহীদ এবং তার জন্য জান্নাত অবধারিত।

٢٨٦- بَابٌ فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

২৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকার মর্যাদা

٢٤٩٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ نَا أَبُوْ هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُوْ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَيُؤْمَنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ ·

২৪৯২। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... ফুযালা ইব্ন উবায়দ (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মশক্তি শেষ হয়ে যায়, কিন্তু শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত সৈনিক মারা গেলে তার আমল শেষ হয় না। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার জন্য তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সে কবরে (মুন্কার ও নাকীর ফিরিশ্তার) পরীক্ষা হতেও নিরাপদ থাকে।[1]

٢٨٧- بَابٌ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রহরা দানের মর্যাদা

٢٤٩٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي السَّلُوْلِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمْ سَارُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ

---

১. এর মর্ম এই যে, তার কবরে তাকে পরীক্ষা করার জন্য মুন্কার ও নাকীর ফিরিশ্তাদ্বয় আসবেনই না। অথবা এলেও তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

http://IslamiBoi.wordpress.com

حَتّٰى كَانَ عَشِيَّةٌ فَحَضَرَتْ صَلٰوةٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِنْطَلَقْتُ
بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ حَتّٰى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَاِذَا اَنَا بِهَوَازِنَ عَلٰى بَكْرَةِ اٰبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ
اِجْتَمَعُوْا اِلٰى حُنَيْنٍ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ
يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ اَنَسُ بْنُ اَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىُّ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِرْكَبْ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ وَجَاءَ اِلٰى
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُوْنَ فِىْ اَعْلَاهُ وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا
اَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ اَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ
مَا اَحْسَسْنَاهُ فَثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَلْتَفِتُ اِلَى الشِّعْبِ حَتّٰى اِذَا قَضٰى صَلٰوتَهُ
وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبْشِرُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ اِلٰى خِلَالِ الشَّجَرِ فِى الشِّعْبِ فَاِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ
حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنِّىْ اِنْطَلَقْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِىْ اَعْلَا هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ اَمَرَنِىْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَرَ اَحَدًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ
نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ لَا اِلَّا مُصَلِّيًا اَوْ قَاضِيًا حَاجَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ اَنْ لَا تَعْمَلَ
بَعْدَهَا ٠

২৪৯৩। আবূ তাওবা ..... সাহ্ল ইব্ন হান্যালিয়্যা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা হুনায়নের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তখন দ্রুতগতিতে উট চালিয়ে সন্ধ্যাকালে মাগরিবের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। এমন সময় একজন অশ্বারোহী সৈনিক এসে তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাদের নিকট হতে আলাদা হয়ে ঐ সকল পাহাড়ের উপর আরোহণ করে দেখতে পেলাম যে, হাওয়াযিন গোত্রের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাদের উট, বক্রী সবকিছু নিয়ে হুনায়নে একত্রিত হয়েছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, ঐ সকল বস্তু আল্লাহ্ চাহেত আগামীকাল মুসলমানদের গনীমতের সামগ্রীতে পরিণত হবে। এরপর তিনি বললেন, আজ রাতে আমাদেরকে কে পাহারা দিবে? আনাস ইব্ন আবূ মারসাদ আল্-গানাবী (রা) উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পাহারা দেবো। তিনি বললেন, তাহলে তুমি ঘোড়ায় আরোহণ কর। তিনি তাঁর একটি ঘোড়ায় আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দিলেন যাও, এ দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকার দিকে রওয়ানা হয়ে এর চূড়ায় পৌঁছে পাহারায় রত থাকো। আমরা যেন তোমার আসার আগে আজ রাতে কোন ধোঁকায় না পড়ি। ভোরবেলায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নামাযের স্থানে গিয়ে ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের পাহারাদার অশ্বারোহী সৈনিকের কোন সন্ধান পেয়েছ কি? সকলে উত্তর করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি পাহারায় রত আছেন বলে মনে হয় কিন্তু দেখতে পাইনি। এরপর ফজর নামাযের ইকামত দেয়া হলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায পড়াতে আরম্ভ করলেন। এমতাবস্থায় তিনি উপত্যকার দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে নামায শেষ করে সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা সকলে সুসংবাদ নাও যে, তোমাদের পাহারাদার সৈনিক তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। আমরা উপত্যকায় গাছের ফাঁকে দেখতে পেলাম যে, তিনি সত্যই এসে পড়েছেন। এমনকি তিনি

http://IslamiBoi.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবে আমি এই উপত্যকার উপরাংশের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম। সকাল হওয়ার পর আমি উভয় পাহাড়ের উপত্যকা দু'টির উপরে উঠে নযর করলাম, কোনো শত্রুকেই দেখতে পেলাম না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সারা রাত কখনও কি ঘোড়ার পিঠ হতে নেমেছিলে ? তিনি উত্তর করলেন, না, নামায পড়ার জন্য অথবা পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন ছাড়া কখনও ঘোড়ার পিঠ হতে নামিনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত হল। তোমার জীবনে আর কোন অতিরিক্ত নেক কাজ না করলেও চলবে। (অর্থাৎ সারা রাত জাগ্রত থেকে পাহারায় রত থাকার মত বৃহৎ নেক কাজটি তোমার জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য ফরয-ওয়াজিব যথারীতি পালনের পর)।

٢٨٨- بَابُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ

২৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ পরিহার করা অন্যায়

٢٤٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا وُهَيْبٌ قَالَ عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ٠

২৪৯৪। আবদা ইব্ন সুলায়মান আল-মারওয়াযী.....আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ যুদ্ধ করল না, এমনকি যুদ্ধ করার (বা গাযী হওয়ার) ইচ্ছাও প্রকাশ করল না, সে এক প্রকারের কপট (মুনাফিক) হিসেবে মারা গেল।

٢٤٩٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَقَرَأْتُهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ قَالاَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ٠

২৪৯৫। আম্‌র ইব্ন উসমান ..... আবূ উমামা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ করল না অথবা কোন গাযীকে যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল না বা গাযীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের কোন উপকার করল না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা দ্বারা ধ্বংস করবেন। "কিয়ামতের পূর্বে" কথাটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্‌দ রাব্বিহী তার বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন।

٢٤٩٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ٠

২৪৯৬। মূসা ইব্ন ইস্‌মাঈল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের জান-মাল দিয়ে এবং বাক্য প্রয়োগ তথা লেখনির মাধ্যমে মুশ্‌রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٨٩- بَابٌ فِى نَسْخِ نَفِيْرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

২৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট লোকের যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দ্বারা সার্বজনীন অংশগ্রহণের নির্দেশ রহিত হওয়া

٢٤٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَمَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اِلَى قَوْلِهِ يَعْمَلُوْنَ نَسَخَتْهَا الْاٰيَةُ الَّتِىْ تَلِيْهَا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ·

২৪৯৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াত যাতে বলা হয়েছে) ঃ "যদি তোমরা সকলেই যুদ্ধের জন্য ঘর হতে বের না হও তবে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে" এবং (উক্ত সূরার ১২০ ও ১২১ নং আয়াত পর্যন্ত এ আয়াতদ্বয়ের প্রাথমিক নির্দেশ) এর পরবর্তী (১২২ নং) আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। এ আয়াতে সকল মু'মিনকে ঘর ছেড়ে যুদ্ধে বের হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, বরং কতিপয় বিশিষ্ট লোকের বহির্গমনই যথেষ্ট বলে পূর্বেকার নির্দেশ রহিত করা হয়েছে।

٢٤٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِىِّ حَدَّثَنِى نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا قَالَ فَاُمْسِكَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ وَكَانَ عَذَابُهُمْ ·

২৪৯৮। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... আবদুল মু'মিন ইব্‌ন খালিদ আল-হানাফী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্‌দা ইব্‌ন নুফায়' আমাকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে (পবিত্র কুরআনের) আয়াত ঃ (অর্থ) "যদি তোমরা সকলে যুদ্ধের জন্য ঘর হতে বের না হও তবে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে" -এর ভাবার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, যাদের সম্বন্ধে তা নাযিল হয়েছিল, তাদের উপরে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে পানির দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তা দ্বারাই তাদের শাস্তি হয়ে গিয়েছে।

٢٩٠- بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْقُعُوْدِ مِنَ الْعُذْرِ

২৯০. অনুচ্ছেদ ঃ ওযরবশত যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকার অনুমতি

٢٤٩٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنْتُ اِلَى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَغَشِيَتْهُ السَّكِيْنَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فَخِذِىْ فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَيْءٍ اَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ فَقَالَ اكْتُبْ فَكَتَبْتُ فِىْ كَتِفٍ : لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَقَالَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمَى لَمَّا سَمِعَ فَضِيْلَةَ الْمُجَاهِدِيْنَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لاَيَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ مِنَ

http://IslamiBoi.wordpress.com

الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا قَضٰى كَلاَمَهُ غَشِيَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ السَّكِيْنَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِيْ وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقْلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِقْرَأْ يَا زَيْدُ وَقَرَأْتُ : لاَيَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ اُوْلِي الضَّرَرِ الْاٰيَةَ كُلَّهَا قَالَ زَيْدٌ فَاَنْزَلَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهَا فَاَلْحَقْتُهَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِيْ كَتِفٍ.

২৪৯৯। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ..... যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পার্শ্বে ছিলাম। এমন সময় তাঁর উপর ওহী অবতরণ শুরু হল। এমতাবস্থায় তাঁর রান আমার রানের ওপর পতিত হয়। আমার নিকট তাঁর রানের চাইতে অধিক ভারি কোন বস্তু আছে বলে অনুভূত হল না। তারপর এ অবস্থা কেটে গেল। তিনি বললেন ঃ লেখ। আমি তখন অবতীর্ণ আয়াত لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْاٰيَةَ হতে শেষ পর্যন্ত ছাগলের কাঁধের চামড়ায় লিখে নিলাম। (অর্থঃ মু'মিনদের মধ্যে যারা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে, তারা মুজাহিদগণের সমান মর্যাদাশীল নয়)। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) যিনি একজন অন্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মুজাহিদগণের এহেন মর্যাদার কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মু'মিনদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে অসমর্থ তাদের অবস্থা কী হবে ? তার এ কথা শেষ হওয়া মাত্র আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর ওহী নাযিলের অবস্থা দেখা দিল। এ অবস্থায় তাঁর রান আবার আমার রানের ওপর পতিত হল এবং আমি আগের মতো এবারও তাঁর রানের ভার অনুভব করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওপর হতে এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি বললেন ঃ হে যায়িদ! পূর্বে যা লিখেছিলে তা পড়ে শোনাও। তখন আমি لاَيَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতটি পড়ে শোনালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ غَيْرُ اُوْلِي الضَّرَرِ الْاٰيَةَ সম্পূর্ণ আয়াতটি বলে দিলেন। (এতে অক্ষম ও অসমর্থ লোকদের ঘরে বসে থাকার অনুমতি দেয়া হল)। যায়িদ (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটিকে একটি পৃথক আয়াতরূপে অবতীর্ণ করেছেন। আমি তা উক্ত আয়াতের পরে সংযোজন করলাম। আল্লাহ্‌র কসম ! যার হাতে আমার জান, সত্যই আমি যেন এর সংযোজন স্থানটি ছাগ-চর্মের গালের কাটা স্থানে এখনও দেখতে পাচ্ছি।

২৫০০- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ اَقْوَامًا مَاسِرْتُمْ مَسِيْرًا وَّلاَ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَفَقَةٍ وَّلاَقَطَعْتُمْ مِنْ وَّادٍ اِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ حَبَسَتْهُمُ الْعُذْرُ.

২৫০০। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল.....মূসা ইব্‌ন আনাস তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যুদ্ধে আসার সময়ে কিছুলোক, মদীনায় ফেলে এসেছ (যারা অপারগতার কারণে তোমাদের সঙ্গে বের হতে পারেনি)। তোমরা যতদূর সফর করেছ, যা কিছু যুদ্ধে ব্যয় করেছ এবং যে পথ অতিক্রম করেছ, তারা এসব কাজে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। একথা শুনে অনেকে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তারা তো মদীনায় অবস্থান করছে, এমতাবস্থায় কী করে আমাদের সঙ্গে থাকবে ? তিনি উত্তর করলেন, তাদেরকে তো অপারগতা (যুক্তিসঙ্গত কারণ) আটকে রেখেছে।[১]

১. এতে বোঝা যায় যে, অসুস্থতা ও যুক্তিসঙ্গত কারণে অপারগ হলে যুদ্ধে যোগদান না করার অনুমতি আছে এবং সদিচ্ছার জন্য জিহাদের সাওয়াব হতে বঞ্চিত হয় না। জিহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঙ্গত কারণে যোগদান করতে না পারলেও সদিচ্ছার দরুণ সাওয়াব পাওয়া যায়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٩١- بَابُ مَايُجْزِئُ مِنَ الْغَزْوِ

২৯১. অনুচ্ছেদ ঃ যে কাজে জিহাদের সাওয়াব পাওয়া যায়

٢٥٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ اَبُوْ مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِى يَحْيٰى حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِى بُسْرُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ۔

২৫০১। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন আবুল হাজ্জাজ ..... যায়িদ ইব্ন খালিদ আল্‌-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে সাহায্য করল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারের মঙ্গল সাধনে বাড়ীতে তার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করল সে-ও নিজে জিহাদ করল।

٢٥٠٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اِلٰى بَنِىْ لَحْيَانَ وَقَالَ لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِيْنَ اَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِىْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ اَجْرِ الْخَارِجِ ۔

২৫০২। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিহ্য়ান গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠানোর সময় বলেছিলেন ঃ প্রত্যেক পরিবার হতে দু'জনের মধ্যে একজন পুরুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে বের হতে হবে। এরপর বললেন, বাড়িতে অবস্থানকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের পরিবার ও ধনসম্পদের হিফাযত করবে ও মঙ্গল সাধন করবে, সে উক্ত সৈনিকের অর্ধেক সাওয়াব অর্জন করবে।

٢٩٢- بَابُ فِى الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

২৯২. অনুচ্ছেদ ঃ সাহসিকতা ও ভীরুতা

٢٥٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ شَرُّ مَافِىْ رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ ۔

২৫০৩। আবদুল্লাহ্ ইবনুল জাররাহ্ ..... মারওয়ান ইব্নুল হাকামের পুত্র আবদুল আযীয (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, পুরুষের মধ্যে দূষণীয় স্বভাব হল কার্পণ্য (কৃপণতা), যা তাকে হক্‌দারের হক দান হতে বিরত রাখে, আর ভীরুতা ও হীন মানসিকতা যা যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٩٣- بَابٌ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

২৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না"

٢٥٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَسْلَمَ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ نُرِيْدُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَالرُّوْمُ مُلْصِقُوْا ظُهُوْرِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِيْنَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ مَهْ مَهْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يُلْقِىْ بِيَدَيْهِ اِلَى التَّهْلُكَةِ فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ فِيْنَا مَعَاشِرِ الْاَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ وَاَظْهَرَ الْاِسْلاَمَ قُلْنَا هَلُمَّ نُقِيْمُ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ فَالْاِلْقَاءُ بِاَيْدِيْنَا اِلَى التَّهْلُكَةِ اِنْ نُقِيْمَ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ قَالَ اَبُوْ عِمْرَانَ فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ اَيُّوْبَ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى دُفِنَ بِالْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ ٠

২৫০৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুস সারহ্ ..... আসলাম আবূ ইমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনা হতে কুস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) অভিমুখে যুদ্ধ-যাত্রা করলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের পুত্র আবদুর রহমান। রোমের সৈন্যবাহিনী ইস্তাম্বুল শহরের দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান ছিল। এমতাবস্থায় একব্যক্তি শত্রু-সৈন্যের উপর আক্রমণ করে বসল। তখন আমাদের লোকজন বলে উঠল ঃ থাম, থাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সে তো নিজেই ধ্বংসের দিকে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন আবূ আইয়ূব আন্‌সারী (রা) বলেন, (অনুচ্ছেদে বর্ণিত) এ আয়াত আমাদের আনসার সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন আল্লাহ্‌র নবীকে আল্লাহ্ সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে জয়যুক্ত করলেন, তখন আমরা বলেছিলাম, আমরা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে থেকে আমাদের সহায়-সম্পদ দেখাশুনা করব এবং এর সংস্কার সাধন করব। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ (অর্থ) "আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।" আমাদের ঘরে থেকে মালামালের রক্ষণাবেক্ষণ করা ও যুদ্ধে না যাওয়াই হল নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া। আবূ ইমরান বলেন, এ কারণেই আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) আল্লাহ্‌র রাস্তায় সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে কুস্তুনতুনিয়ায় সমাহিত হলেন।

٢٩٤- بَابٌ فِى الرَّمْىِ

২৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ তীর নিক্ষেপ

٢٥٠٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلاَمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلٰثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِىَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ

http://IslamiBoi.wordpress.com

وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاِنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ وَ اِلاَّ ثَلٰثٌ تَادِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهٗ وَمُلاَعَبَتُهٗ اَهْلَهٗ وَرَمْيُهٗ بِقَوْسِهٖ وَنَبْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهٗ رَغْبَةً عَنْهُ فَاِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَهَا ٠

২৪০৫। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ..... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ্ একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ১. তীর প্রস্তুত কারীকে, যে যুদ্ধে ব্যবহারের সৎ উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে। ২. তীর নিক্ষেপকারীকে ৩. তীরের ঝুড়িবাহককে, যে প্রতিবার তীর নিক্ষেপকারীকে ব্যবহারের জন্য তীর সরবরাহ করে থাকে। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর ও ঘোড়ায় চড়। তোমাদের তীর নিক্ষেপের জন্য ঘোড়ায় আরোহণ করার চাইতে তীর নিক্ষেপই আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিন প্রকারের বিনোদন ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিনোদন অনুমোদিত নয়। ১. পুরুষের জন্য তার ঘোড়াকে কৌশলের প্রশিক্ষণ দান। ২. স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ করা। ৩. তীর ধনুক পরিচালনার প্রশিক্ষণ নেয়া। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে তার ব্যবহার ছেড়ে দেয়, সে যেন একটি উত্তম নে'আমত ত্যাগ করল। অথবা তিনি বলেছেন, নে'আমত অস্বীকার করল ও অকৃতজ্ঞ হল।

٢٥٠٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ عَلِىٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَىٍّ الْهَمْدَانِىِّ اَنَّهٗ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ ٠

২৫০৬। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ..... আবূ আলী সুমামা ইব্‌ন শাফী আল্ হামাদানী হতে বর্ণিত। তিনি উক্‌বা ইব্‌ন আমির আল্ জুহানী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দেয়ার সময় বলতে শুনেছেন ঃ (পবিত্র কুরআনের নির্দেশ) "তোমরা শত্রুর মোকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জন কর" –মনে রেখো, শক্তি অর্থ হল তীরবাজি। মনে রেখো, শক্তি অর্থ তীরবাজি। মনে রেখো, শক্তি অর্থ তীরবাজি। (তখনকার দিনে তীর নিক্ষেপ করার কৌশলই ছিল রণক্ষেত্রের বিজয়ের অন্যতম অস্ত্র। বর্তমানে বন্দুক, মেশিনগান, তোপ, কামান ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ এর অন্তর্ভুক্ত হবে)।

٢٩٥- بَابُ فِيْمَنْ يَغْزُوْا وَ يَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

২৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে যুদ্ধ করে

٢٥٠٧- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىُّ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ بُحَيْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِىْ بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَاَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللّٰهِ وَاَطَاعَ الْاِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَبَاشَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَاِنَّ نَوْمَهٗ وَنَبْهَهٗ اَجْرٌ كُلُّهٗ وَاَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَّرِيَاءً وَّسُمْعَةً وَّعَصَى الْاِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّهٗ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৫০৭। হায়ওয়া ইব্‌ন শুরায়হ্ আল-হাযরামী ..... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যুদ্ধ দু' প্রকার, ১. যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে এবং ইমামের অনুগত থাকে, নিজের উৎকৃষ্ট সম্পদ যুদ্ধে ব্যয় করে, সঙ্গীর সহায়তা করে, ঝগড়া ফাসাদ ও অপকর্ম হতে বেঁচে থাকে। তার নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থার সব কিছুই পুণ্যে পরিণত হয়। ২. যে গর্বভরে লোক দেখানো ও সুনামের জন্য যুদ্ধ করে এবং ইমামের (নেতার) অবাধ্য থাকে ও পৃথিবীতে অন্যায় কাজ করে, সে সামান্য কিছু পুণ্য নিয়েও বাড়ি ফিরে না।

٢٥٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنِ ابْنِ مِكْرَزٍ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُّرِيْدُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِىْ عَرَضًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا اَجْرَلَهُ فَاَعْظَمَ ذٰلِكَ النَّاسُ وَقَالُوْا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ يُّرِيْدُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِىْ عَرَضًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا قَالَ لَا اَجْرَلَهُ فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ لَا اَجْرَلَهُ٠

২৫০৮। আবূ তাওবা আর-রাবী' ইব্‌ন নাফি' ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেও পার্থিব কিছু সম্পদ লাভেরও আশা করল, তার অবস্থা কিরূপ ? নবী করীম ﷺ উত্তর করলেন, তার কোনো পুণ্য হবে না। লোকজনের নিকট তা ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। তখন তারা লোকটিকে বিষয়টি পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বুঝিয়ে বলতে আরয করল। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের ইচ্ছা করে আর পার্থিব কিছু সম্পদও লাভ করতে চায়, তবে তার অবস্থা কেমন ? তিনি জবাব দিলেন, তার কোনই পুণ্য হবে না। লোকটি আবারও তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে বলায়, সে তৃতীয়বারেও জিজ্ঞাসা করল। তৃতীয়বারেও তিনি বললেন, তার কোন সাওয়াব হবে না।

٢٥٠٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ حَتّٰى تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْاَعْلٰى فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ٠

২৫০৯। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার ..... আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, কোনো লোক নাম প্রচারের জন্য যুদ্ধ করে, কেউ প্রশংসা পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে, কেউ গনীমতের সম্পদ পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে, আর কেউ তার শৌর্য বীর্য প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণীকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছানো পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকল সে মহান আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধরত গণ্য হবে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٥١٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا اَبُوْ دَاؤُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ مِنْ اَبِىْ وَائِلٍ حَدِيْثًا اَعْجَبَنِىْ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ٠

২৫১০। আলী ইব্ন মুসলিম ..... আম্র হতে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি আবূ ওয়ায়েল হতে একটি চমৎকার হাদীস শুনেছি। এটুকু বলার পর তিনি উপরোক্ত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করলেন।

٢٥١١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْاَنْصَارِىُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْوَضَّاحِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُّحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُّحْتَسِبًا وَّاِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُّكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَائِيًا مُّكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍ عَلٰى اَىِّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ ٠

২৫১১। মুসলিম ইব্ন হাতিম আল আনসারী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র (রা) মহানবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে জিহাদ ও যুদ্ধ সম্বন্ধে বলুন, এর কোন্‌টি আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য ? তিনি বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ! যদি তুমি ধৈর্যের সাথে আল্লাহ্‌র নিকট হতে পুণ্য লাভের আশায় যুদ্ধ কর তবে তোমাকে আল্লাহ্ দৃঢ় রাখবেন এবং পুণ্যও দান করবেন। আর যদি তুমি গর্বভরে লোক দেখানো যুদ্ধ কর, তবে আল্লাহ্ তোমাকে গর্বিত ও লোক দেখানোরূপে চিহ্নিত করবেন। হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ! তুমি যে অবস্থায় যুদ্ধ কর বা মারা যাও তোমাকে সে অবস্থায় তোমার নিয়্যাত অনুযায়ী আল্লাহ্ উত্থিত করবেন।

٢٩٦- بَابٌ فِىْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

২৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ শাহাদাতের মর্যাদা

٢٥١٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اُصِيْبَ اِخْوَانُكُمْ بِاُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَاْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَاْوِىْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُّعَلَّقَةٍ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَاْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ قَالُوْا مَنْ يُبَلِّغُ اِخْوَانَنَا عَنَّا اِنَّا اَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِى الْجِهَادِ وَلَايَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ قَالَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَاتِ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৫১২। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের ভাইগণ উহুদের যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন আল্লাহ্ তাদের রূহ্সমূহ (আত্মা) সবুজ পাখির পেটে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তারা জান্নাতের ঝরনায় গিয়ে এর পানি, দুধ ও মধু পান করতে লাগলো এবং জান্নাতের ফল ভক্ষণ করতে লাগলো। এরপর জান্নাতের সুস্বাদু খাদ্য, পানীয় ও অবসর বিনোদনের স্বাদ গ্রহণের পর তারা বলে উঠল, আমাদের এরূপ অবস্থার কথা যে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি ও পানাহার করছি, কে আমাদের ভাইদেরকে দুনিয়াতে পৌঁছিয়ে দেবে, যাতে তারা এটা শুনে জিহাদে অমনোযোগী না হয় এবং যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন না করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমিই তাদেরকে তোমাদের অবস্থার কথা পৌঁছিয়ে দেবো। নবী করীম ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে لَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا الخ (অর্থাৎ) "তোমরা মনে করো না যে, যারা আল্লাহ্র রাহে প্রাণ দিয়েছে, তারা মৃত্যুবরণ করেছে, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট পানাহার গ্রহণ করছে" নাযিল করলেন।

٢٩٧- بَابٌ

২৯৭. অনুচ্ছেদ

٢٥١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا عَوْفٌ حَدَّثَتْنَا حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ الصُّرَيْمِيَّةُ قَالَتْ حَدَّثَنَا
عَمِّيْ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَنْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِي
الْجَنَّةِ وَالْوَئِيْدُ فِي الْجَنَّةِ .

২৫১৩। মুসাদ্দাদ..... হাসনা বিন্‌ত মু'আবিয়া সুরাইমিয়্যা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার চাচা (আসলাম) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, কে কে বেহেশ্‌তে যাবে ? তিনি বললেন ঃ নবী ও শহীদ বেহেশ্‌তে যাবেন, গর্ভাবস্থায় মৃত সন্তান বেহেশ্‌তে যাবে এবং জীবন্ত প্রোথিত সন্তান বেহেশ্‌তে যাবে।

٢٩٨- بَابٌ فِي الشَّهِيْدِ يَشْفَعُ

২৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ শহীদ কর্তৃক সুপারিশ করা

٢٥١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ رَبَاحٍ الذِّمَارِيُّ حَدَّثَنِيْ نِمْرَانُ
بْنُ عُتْبَةَ الذِّمَارِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ فَقَالَتْ أَبْشِرُوْا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ
يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْفَعُ الشَّهِيْدُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيْدِ .

২৫১৪। আহ্‌মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... নিমরান ইব্ন উত্‌বা আল-যিমারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন ইয়াতীম ছেলে উম্মে দারদা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো যে, আমি (আমার স্বামী) আবূ দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শহীদ ব্যক্তি তার পরিবারের সত্তরজন লোকের জন্য (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হাশরে) সুপারিশ করবেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

(তাঁর সুপারিশ গৃহীত হবে)। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী একজনের নাম রিবাহ্ ইব্নুল ওয়ালীদই সঠিক (যারা ওয়ালীদ ইব্ন রিবাহ্ বলেছেন তা সঠিক নয়)।

٢٩٩- بَابٌ فِى النُّوْرِ يُرٰى عَنْ قَبْرِ الشَّهِيْدِ

২৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের কবর হতে নূর দৃষ্ট হওয়া

٢٥١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ نَا سَلَمَةُ يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِىُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرٰى عَلٰى قَبْرِهٖ نُوْرٌ.

২৫১৫। মুহাম্মাদ ইব্ন আম্র আল-রাযী.....আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (আবিসিনিয়ার বাদশাহ্) নাজাশী মারা গেলেন, তখন আমরা বলাবলি করছিলাম, তাঁর কবরের ওপর নূর (আলো) সর্বদা দেখা যেতে থাকবে (সম্ভবত নাজাশী শাহাদাত বরণ করেছিলেন)।

٣٠٠- بَابٌ

৩০০. অনুচ্ছেদ

٢٥١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِىِّ قَالَ أَخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْاٰخَرُ بَعْدَهٗ بِجُمُعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قُلْتُمْ فَقُلْنَا دَعَوْنَا لَهٗ وَقُلْنَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَأَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَيْنَ صَلَاتُهٗ بَعْدَ صَلَاتِهٖ وَصَوْمُهٗ بَعْدَ صَوْمِهٖ شَكَّ شُعْبَةُ فِىْ صَوْمِهٖ وَعَمَلُهٗ بَعْدَ عَمَلِهٖ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

২৫১৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... উবায়দ ইব্ন খালিদ আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দিয়েছিলেন। তাদের একজন প্রথমে শহীদ হন আর অপরজন তার পরে কোন জুমু'আর দিনে অথবা এমন কোনো দিনে মারা যান। আমরা তার জানাযা আদায় করি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এ ব্যক্তির ব্যাপারে কীরূপ দু'আ করলে ? আমরা বললাম, আমরা তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেছি আর বলেছি, হে আল্লাহ্ ! তাকে ক্ষমা কর এবং তার সঙ্গী ভাইয়ের সাথে মিলন ঘটিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে (প্রথম ব্যক্তির পরে) এ ব্যক্তি (জীবিত থেকে) যে সকল নামায, রোযা ও 'আমল (তার চাইতে অধিক পরিমাণে) করেছে, তা কোথায় যাবে ? (প্রকৃতপক্ষে) তাদের উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান রয়েছে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٠١- بَابٌ فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

৩০১. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে শ্রমদান

٢٥١٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا ح وَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْأَمْصَارُ وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثًا فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا أَلَا وَذَٰلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ ․

২৫১৭। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা আর-রাযী ..... আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বহু শহর জয় করে এর উপর তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভারি সাঁজোয়া বাহিনী গঠিত হবে। তজ্জন্য তোমাদের প্রত্যেক গোত্র হতে সেনাদল গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়বে। তখন তোমাদের ব্যক্তি বিশেষ সেনাদলে যোগদান পছন্দ করবে না। তাই সে দল হতে কেটে পড়বে। তারপর গোত্রে গোত্রে গিয়ে নিজেকে সৈন্যদলে ভাড়ায় নেওয়ার জন্য পেশ করবে আর বলবে, কে তাকে পারিশ্রমিক দিয়ে কোনো সেনাদলে গ্রহণ করবে? তোমরা জেনে রেখ যে, সে ব্যক্তি তার রক্তের শেষবিন্দু দান করা পর্যন্ত ভাড়াটিয়া শ্রমিকই থাকবে (মুজাহিদের মর্যাদা পাবে না)।

٣٠٢- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

৩০২. অনুচ্ছেদ ঃ অর্থের বিনিময়ে সৈন্য বা যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণের অনুমতি

٢٥١٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِّيصِيُّ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي ․

২৫১৮। ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল হাসান আল-মাস্‌সিসী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গাযীর জন্য নির্ধারিত পুণ্য রয়েছে। গাযীকে যুদ্ধাস্ত্র ভাড়া দিয়ে সহায়তা দানকারী তার সহায়তার পুণ্য পাবেই, অধিকন্তু গাযীর সমান পুণ্যেরও অধিকারী হবে।

٣٠٣- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

৩০৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সেবার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করে

٢٥١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ أَنَّ يَعْلَى ابْنَ مُنْيَةَ قَالَ أَذِنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ

http://IslamiBoi.wordpress.com

كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ فَوَجَدْتُ رَجُلاً فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانِ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي فَسَمِّ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ فَقَالَ مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى ٠

২৫১৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দায়লামী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ালা ইব্‌ন মুনাব্বি (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য আহবান করলেন। আমি খুবই বৃদ্ধ ছিলাম। আমার কোন খাদেম ছিল না। তাই এমন একজন শ্রমিক তালাশ করলাম, যে আমার সহায়তার জন্য যথেষ্ট হবে। তাকে একজন সৈনিকের প্রাপ্য অংশ মজুরী দেয়ার মনস্থ করলাম। সেরূপ এক ব্যক্তিকে পেয়েও গেলাম। যখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফেরার সময় নিকটবর্তী হল, তখন সে তার মজুরীর জন্য আমার নিকট উপস্থিত হল আর বলল, আমি সৈনিকের প্রাপ্যাদি সম্বন্ধে কিছুই জানি না, সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করায় আমার প্রাপ্য কত হবে তা-ও বুঝি না, আমাকে পরিমাণমত হোক বা না হোক কিছু মজুরী ঠিক করে দিন। আমি তখন তাকে তিন দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) মজুরী দানের সাব্যস্ত করলাম। এরপর যখন সৈনিকদের সেহাম (প্রাপ্যাংশ) উপস্থিত হল, তখন অন্যান্য সৈনিকের মতো তার প্রাপ্যাংশ তাকে দিতে চাইলাম, তারপর আমার মনে পড়ল, তার জন্য মযুরী নির্দ্ধারিত তিন দীনার। আমি ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ-এর নিকট গিয়ে সমাধানের জন্য উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন ঃ তার জন্য এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ইহকাল ও পরকালে নির্দ্ধারিত দীনার ছাড়া অপর কোন পুণ্য আছে বলে আমার মনে হয় না। (অর্থাৎ সে মুজাহিদ হিসেবে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করেনি, বরং শ্রমিক হিসেবে পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করেছে। অতএব, সে শুধু নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। মুজাহিদের মান-মর্যাদা, প্রাপ্যাংশ ও সাওয়াব কোন কিছুরই ভাগী হবে না)।

٣٠٤- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

৩০৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে নারায রেখে যুদ্ধে যেতে চায়

٢٥٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَايَ يَبْكِيَانِ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا ٠

২৫২০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি হিজরত করে (আপনার সাথে যুদ্ধে গমনের জন্য) আপনার হাতে বায়'আত করতে এসেছি। কিন্তু আমার মাতাপিতা নারায বিধায় কাঁদছেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও। যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ সেভাবে তাঁদেরকে হাসিয়ে তোলো।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٥٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُجَاهِدُ قَالَ أَلَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْعَبَّاسِ هَذَا الشَّاعِرُ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخٍ ٠

২৫২১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... আবুল আব্বাস সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যুদ্ধ করব। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা আছেন কি ? সে বলল, হাঁ আছেন। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তাঁদের খিদমত করে তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ কর। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী আবুল আব্বাস একজন কবি। তাঁর আসল নাম আস-সাইব ইব্ন ফাররূখ।

٢٥٢٢- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ أَبَوَايَ فَقَالَ أَذِنَا لَكَ قَالَ لاَ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا ٠

২৫২২। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে, একজন লোক ইয়ামান হতে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পৌছল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ামানে তোমার কেউ রয়েছে কি? সে উত্তর করল, আমার পিতা-মাতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তারা উভয়ে তোমাকে হিজরত করতে অনুমতি দিয়েছেন কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে গিয়ে তাঁদের উভয়ের অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি তাঁরা উভয়ে তোমাকে হিজরত করার ও যুদ্ধ করার অনুমতি দেন তবে ফিরে এসে জিহাদ কর, অন্যথায় তাঁদের উভয়ের খিদমত কর।[১]

٣٠٥- بَابٌ فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

৩০৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

٢٥٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ٠

২৫২৩। আবদুস সালাম ইব্ন মুতাহ্হার ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সুলায়মকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। আর আনসারী মহিলারাও সঙ্গে যেতেন। তারা সৈনিকদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পানি পান করাতেন এবং আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করতেন।[২]

১. মুসলিম পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যোগদান করা বা হিজরত করা নিষিদ্ধ বলে এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। অবশ্য অমুসলিম পিতা-মাতার এ ব্যাপারে অনুমতি নেয়ার মুসলিম সন্তানের জন্য দরকার করে না। মুসলিম সন্তানের জন্য মুসলিম পিতা-মাতার সেবা যত্নের দ্বারা তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা জিহাদের শামিল! সে কারণে যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাদের অনুমতি প্রয়োজন।

২. নারীরা তাদের স্বামী ও রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের সেবা সুশ্রূষা করতেন। বেগানা পুরুষদের ব্যাপারে তাদের শরীর স্পর্শ না করে যথাসম্ভব পর্দার সাথে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করতেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٠٦- بَابٌ فِى الْغَزْوِ مَعَ اَئِمَّةِ الْجَوْرِ

৩০৬. অনুচ্ছেদ ঃ অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ

٢٥٢٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى نَشْبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلاَ تُخْرِجْهُ مِنَ الْاِسْلاَمِ بِعَمَلٍ وَّ الْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ اُمَّتِى الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَّلاَ عَدْلُ عَادِلٍ وَّالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ ٠

২৫২৪। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানের মূল হল তিনটি বিষয় ঃ ১. যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়েছে, তাকে হত্যা ও কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা; ২. কোন পাপের কারণে তাকে কাফির না বলা এবং ৩. শির্ক ও কুফরী কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য তাকে ইসলাম হতে বহিষ্কার না করা। যখন থেকে আমাকে আল্লাহ্ নবী করেছেন তখন থেকেই জিহাদ চালু রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে। শেষ পর্যন্ত আমার উম্মাতের শেষ দলটি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। কোন অত্যাচারীর অত্যাচার এবং কোন বিচারকের বিচারে যুদ্ধ বাতিল হবে না এবং ভালমন্দ সব কিছু আল্লাহ্র পক্ষ হতে হয় বলে বিশ্বাস করাও প্রকৃত ঈমান।

٢٥٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَّكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ٠

২৫২৫। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শাসকের নির্দেশে যুদ্ধ করা তোমাদের ওপর অপরিহার্য, চাই সে সৎ হোক বা অসৎ। সালাত (নামায) তোমাদের উপর ফরয প্রত্যেক মুসলিমের পেছনে, সে (ইমাম) সৎ হোক অথবা অসৎ, যদিও সে কবীরা গুনাহ্ করে থাকে। আর জানাযার নামায প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয, মৃত ব্যক্তি সৎ হোক অথবা অসৎ, যদিও সে কবীরা গুনাহ্ করে থাকে।

٣٠٧- بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهٖ يَغْزُوْ

৩০৭. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের মালপত্রের বোঝা বহন করে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে

٢٥٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَغْزُوَ وَقَالَ يَامَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ

http://IslamiBoi.wordpress.com

وَالْاَنْصَارِ اِنَّ مِنْ اِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَّلاَ عَشِيْرَةٌ فَلْيَضُمَّ اَحَدُ اِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ اَوِ الثَّلاَثَةَ فَمَا لِاَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَّحْمِلُهُ اِلاَّ عُقْبَةً كَعُقْبَةِ يَعْنِى اَحَدِهِمْ قَالَ فَضَمَمْتُ اِلَىَّ اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةً قَالَ مَالِى اِلاَّ عُقْبَةً كَعُقْبَةِ اَحَدِ مِّنْ حَمْلِى ۰

২৫২৬। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আল-আন্বারী..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বললেন, হে মুহাজির ও আনসার সম্প্রদায়ের লোকজন! তোমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যাদের যুদ্ধে ব্যয় করার মত নিজস্ব ধনসম্পদ নেই এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আত্মীয়স্বজনও নেই, তাদের দুই বা তিনজনকে তোমাদের প্রত্যেকে নিজের সঙ্গে শামিল করে নেয়া উচিত। তখন আমাদের কারো সঙ্গে একের অধিক মালবাহী পশু ছিল না যে, পালাক্রমে আরোহণ করা ছাড়া তাদেরকে নেয়া যায় না। জাবির (রা) বলেন, তখন আমি তাদের দু'জন বা তিনজনকে একের পর এক পালাক্রমে আমার বাহনে নেয়ার ব্যবস্থা করলাম।

٣٠٨ بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الْاَجْرَ وَالْغَنِيْمَةَ

৩০৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পুণ্য ও গণীমত লাভের আশায় যুদ্ধে যেতে চায়

٢٥٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى ضَمْرَةُ ابْنُ زُغْبٍ الْاَيَادِىُّ حَدَّثَهُ قَالَ نَزَلَ عَلَىَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَوَالَةَ الْاَزْدِىُّ فَقَالَ لِىْ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَغْنَمَ عَلٰى اَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجُهْدَ فِىْ وُجُوْهِنَا فَقَامَ فِيْنَا فَقَالَ اللّٰهُمَّ لاَتَكِلْهُمْ اِلَىَّ فَاَضْعُفُ عَنْهُمْ وَلاَ تَكِلْهُمْ اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوْا عَنْهَا وَلاَ تَكِلْهُمْ اِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوْا عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِىْ اَوْ عَلٰى هَامَتِىْ ثُمَّ قَالَ يَابْنَ حَوَالَةَ اِذَا رَأَيْتَ الْخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتْ اَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلاَزِلُ وَالْبَلاَبِلُ وَالْاُمُوْرُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَّدِىْ هٰذِهٖ مِنْ رَّأْسِكَ ۰

২৫২৭। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্..... দামুরা ইব্ন যুগ্ব আল-আয়াদী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওয়ালা আল-আয্দী (রা) একদিন আমার ঘরে মেহমান হলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সময়ে আমাদেরকে পদব্রজে যুদ্ধে পাঠালেন, যেন আমরা গণীমতের মাল লাভ করতে পারি। যুদ্ধ শেষে আমরা ফিরে আসলাম খালি হাতে, কোন গণীমত পাওয়া গেল না। এতে মহানবী ﷺ আমাদের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ অনুভব করলেন। তিনি আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে তাদের ক্লান্তি দূর করার জন্য আমার দিকে সোপর্দ করো না এবং তাদের নিজের দিকেও সোপর্দ করো না, তাতে তারা অপারগ হয়ে যাবে। আর তাদেরকে লোকজনের হাতেও সোপর্দ করো না, তাতে তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এটা বলার পর তিনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেন, হে হাওয়ালার পুত্র! যখন তুমি দেখতে পাবে যে, সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন মনে করবে যে, অধিক ভূমিকম্প, কষ্ট ও মহা-দুর্ঘটনা ঘনিয়ে এসেছে। আর কিয়ামত তখন লোকের এত নিকটবর্তী হবে, যেমন আমার এ হাত তোমার মাথার নিকটবর্তী।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٠٩- بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَشْرِى نَفْسَهُ

৩০৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে নিজেকে বিক্রি করে দেয়

٢٥٢٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ أَنَا حَمَّادٌ أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ عَنْ رَّجُلٍ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَانْهَزَمَ يَعْنِىْ أَصْحَابَهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتّٰى أُهْرِيْقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلٰئِكَةِ انْظُرُوْا إِلٰى عَبْدِىْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَشَفَقَةً مِّمَّا عِنْدِىْ حَتّٰى أُهْرِيْقَ دَمُهُ ‧

২৫২৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির বিষয়ে বিস্ময়বোধ করবেন, যে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে গিয়ে সঙ্গী-সাথীসহ পরাজিত হয়ে আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কে নিজ কর্তব্য উপলব্ধি করে। তারপর কাফিরদের সঙ্গে মনে প্রাণে যুদ্ধ করার জন্য ফিরে আসে ও নিজের রক্ত বইয়ে দিয়ে শহীদ হয়। তখন আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদেরকে সম্বোধন করে বলে থাকেন, তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি দেখ, সে আমার নিকট হতে সাওয়াব পাওয়ার আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে ফিরে এসে নিজের রক্ত দিয়েছে।

٣١٠- بَابٌ فِيْمَنْ يُّسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

৩১০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করে অকুস্থলে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করে শহীদ হয়

٢٥٢٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبَاءٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُّسْلِمَ حَتّٰى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ بَنُوْ عَمِّىْ قَالُوْا بِأُحُدٍ قَالَ أَيْنَ فُلَانٌ قَالُوْا بِأُحُدٍ قَالَ أَيْنَ فُلَانٌ قَالُوْا بِأُحُدٍ فَلَبِسَ لَأْمَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ فَلَمَّا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَالُوْا إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو قَالَ إِنِّىْ قَدْ اٰمَنْتُ فَقَاتَلَ حَتّٰى جُرِحَ فَحُمِلَ إِلٰى أَهْلِهِ جَرِيْحًا فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لِأُخْتِهِ سَلِيْهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَّهُمْ أَمْ غَضَبًا لِلّٰهِ فَقَالَ بَلْ غَضَبًا لِّلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ مَا صَلّٰى لِلّٰهِ صَلٰوةً ‧

২৫২৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। আমর ইব্‌ন আকইয়াশ (রা) -এর জাহিলী যুগে একটি ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। (ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ঘাঁটি হিসেবে লালনপালন করতো)। এ কারণে সে ইসলাম গ্রহণ করা পছন্দ করতো না, যে পর্যন্ত তা ধ্বংস না হয়। তারপর উহুদের যুদ্ধের দিন সে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার চাচাত ভাইগণ কোথায়? লোকজন উত্তর দিল, তারা উহুদের যুদ্ধে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, অমুক কোথায়? লোকজন উত্তর দিল-উহুদে। সে বলল, অমুক কোথায়? লোকজন উত্তর দিল, সকলেই উহুদের যুদ্ধে

http://IslamiBoi.wordpress.com

গিয়েছে। তখন সে তার যুদ্ধের বস্ত্র ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে তাদের অভিমুখে যাত্রা করল। যখন মুসলমানরা তাকে দেখতে পেল, তারা বলে ওঠল, হে আম্‌র! তুমি কি তোমার দিকে তাকবে, না কি আমাদের পক্ষে লড়াই করবে? সে বলল, আমি সবেমাত্র ঈমান এনেছি। তারপর সে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। যুদ্ধ করতে করতে সে আহত হয়ে পড়ল। আর তাকে আহত অবস্থায় তার পরিবারের নিকট নেয়া হল। তখন সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) তার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তার ভগ্নিকে বললেন, তুমি তোমার ভাইকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি তোমাদের গোত্রীয় টানে যুদ্ধ করেছে না তাদের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে যুদ্ধ করেছে, নাকি আল্লাহ্‌র গযবের ভয়ে যুদ্ধ করেছে? তখন সে নিজেই বলে উঠল, বরং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের গযবের ভয়ে। অতঃপর সে মারা গেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একবেলা নামাযও আদায় করতে হল না।

٣١١- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلاَحِهِ

৩১১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা যায়

٢٥٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ كَذَا قَالَ هُوَ وَعَنْبَسَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ قَالَ اَحْمَدُ وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ اَخِيْ قِتَالاً شَدِيْدًا فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ وَشَكُّوْا فِيْهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَاَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ اَبِيْهِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبُوْا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ۔

২৫৩০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্‌ ..... সালামা ইব্‌নুল আকওয়া' (রা) বলেছেন, খায়বার যুদ্ধের দিন আমার ভাই দারুণভাবে যুদ্ধ করলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর নিজের তরবারি ফিরে এসে তাঁর নিজের গায়ে আঘাত হানল। এতে তিনি মারা গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর এহেন মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে আপত্তি করলেন, এক ব্যক্তি নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা গেছেন, (তিনি মনে হয় শহীদ হননি)। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন, সে মুজাহিদ হিসেবে জিহাদ করতে করতে মারা গেছে। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, এরপর আমি সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা)-এর এক পুত্রকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁর পিতা হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন, তদুপরি তিনি অতিরিক্ত কিছু কথা বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ তারা ভুল করেছে। আসলে সালামা মুজাহিদ হিসেবে জিহাদ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছে। সে দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হয়েছে।

٢٥٣١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيْدُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِيْ سَلاَّمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَغَرْنَا عَلٰى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَاَخْطَاَهُ وَاَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخُوْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ

http://IslamiBoi.wordpress.com

فَوَجَدُوْهُ قَدْ مَاتَ فَلَفَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلّٰى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَشَهِيْدٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ وَاَنَا لَهُ شَهِيْدٌ ۔

২৫৩১। হিশাম ইব্ন খালিদ..... মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সালাম নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা জুহায়না বংশের এক গোত্রের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালালাম। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি কাফিরদের এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তার উপর তরবারির আঘাত হানে। সে তরবারির আঘাত ভুলক্রমে কাফিরকে অতিক্রম করে তার নিজের গায়েই পতিত হল এবং তিনি ভীষণভাবে আহত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে মুসলমানের দল! তোমাদের ভাই কোথায়, তার খবর লও। লোকজন তাঁর দিকে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, তিনি মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মৃতদেহ তাঁরই রক্তাক্ত কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন এবং জানাযার নামায পড়ে তাঁকে দাফন করলেন। এরপর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি কি শহীদ হয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ, সে শহীদ হয়েছে, আর আমি এর সাক্ষী।

٣١٢– بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

৩১২. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর মোকাবিলার সময় দু'আ করা

٢٥٣٢– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ نَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ لاَتُرَدَّانِ اَوْ قَلَّ مَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَاْسِ حِيْنَ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ مُوْسٰى وَحَدَّثَنِىْ رِزْقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَقْتَ الْمَطَرِ ۔

২৫৩২। আল-হাসান ইব্ন আলী ..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'সময়ের দু'আ (কবূল না হয়ে) ফেরত আসে না। ১. আযানের সময়ের দু'আ, ২. যুদ্ধের সময়ের দু'আ, যখন একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। অত্র হাদীসের মধ্যবর্তী রাবী মূসা অপর সনদে উক্ত সাহাবী হতে এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন, বৃষ্টির সময়ও দু'আ কবূল হয়।

٣١٣– بَابٌ فِىْ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ

৩১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শাহাদাত কামনা করেন

٢٥٣٣– حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ مَرْوَانَ وَابْنُ الْمُصَفّٰى قَالاَ نَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ يَرُدُّ اِلٰى مَكْحُوْلٍ اِلٰى مَالِكِ ابْنِ يُخَامِرَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ اَوْ قُتِلَ

http://IslamiBoi.wordpress.com

فَاِنَّ لَهٗ اَجْرَ شَهِيْدٍ زَادَ ابْنُ الْمُصَفّٰى مِنْ هُنَا وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَاِنَّهَا تَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغْزَرِ مَاكَانَتْ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيْحُهَا رِيْحُ الْمِسْكِ وَمَنْ خَرَجَ بِهٖ خُرَاجٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ ٠

২৫৩৩। হিশাম ইব্‌ন খালিদ আবূ মারওয়ান ও ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা ..... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি উটের দু'বেলা দুধ দোহনের মধ্যবর্তী ফাঁকের সময়টুকুও যুদ্ধে ব্যয় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়। আর যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌র নিকট নিজের জান কুরবান করার প্রার্থনা জানায়, তারপর সে ঘরেই মারা যায় বা নিহত হয়, তার জন্য একজন শহীদের পুণ্য অবধারিত। ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা বর্ণিত অত্র হাদীসে এরপর আরও অধিক বলা হয়েছে যে, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে গিয়ে শত্রুর আঘাতে আহত হল অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনার শিকার হল, তবে কিয়ামতের দিন উক্ত ক্ষতস্থান যাফরানের রং-এর মত উজ্জ্বল রং ধারণ করবে এবং তথা হতে মিশ্‌ক আম্বরের সুগন্ধ ছড়াতে থাকবে। আর জিহাদরত অবস্থায় যার শরীরে ফোঁড়া, পাঁচড়া ইত্যাদি দেখা দেয় তার শরীরে শহীদের মোহর অংকিত হবে।

٣١٤- بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَةِ جَزِّ نَوَاصِى الْخَيْلِ وَاَذْنَابِهَا

৩১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার কপালের পশম ও লেজ কাটা ঠিক নয়

٢٥٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ ح وَنَا خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ جَمِيْعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ نَصْرٍ الْكِنَانِىِّ عَنْ رَجُلٍ وَقَالَ اَبُوْ تَوْبَةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ شَيْخٍ مِّنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِىِّ وَهٰذَا لَفْظُهٗ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاتَقُصُّوْا نَوَاصِىَ الْخَيْلِ وَلَامَعَارِفَهَا وَلَا اَذْنَابَهَا فَاِنَّ اَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيْهَا مَعْقُوْدٌ فِيْهَا الْخَيْرُ ٠

২৫৩৪। আবূ তাওবা ..... উত্‌বা ইব্‌ন আব্‌দ আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ঘোড়ার কপালের পশম কাটবে না, ঘাড়ের পশম কাটবে না এবং লেজের পশমও না। কারণ, এর লেজ হল মশা-মাছি বিতাড়নের হাতিয়ার, আর ঘাড়ের পশম শীতের বস্ত্র স্বরূপ এবং কপালের পশম সৌভাগ্যের প্রতীক।

٣١٥- بَابٌ فِيْمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ اَلْوَانِ الْخَيْلِ

৩১৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার যেসব রং প্রিয়

٢٥٣٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ الطَّالْقَانِىُّ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِىْ عَقِيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجُشَمِىِّ وَكَانَتْ لَهٗ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ ﷺ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَشْقَرَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَدْهَمَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৫৩৫। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ..... আবূ ওয়াহ্‌ব আল্-জুশামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ঘোড়া কেনার সময় কপাল সাদা, লাল-কালো মিশ্রিত উজ্জ্বল রং-এর অথবা পা সাদা, উজ্জ্বল লাল রং-এর অথবা শরীর কালো এবং কপাল ও পায়ে সাদা চিত্রা রং-এর ঘোড়া বেছে নিও।

٢٥٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ نَا عَقِيْلٌ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ اَشْقَرَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ كُمَيْتٍ اَغَرَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ مُهَاجِرٍ وَسَاَلْتُهُ لِمَ فَضَّلَ الْاَشْقَرَ قَالَ لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ اَوَّلُ مَاجَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اَشْقَرَ ·

২৫৩৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আওফ আত্‌তায়ী ..... ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ঘোড়া নেয়ার সময় উজ্জ্বল লাল রং-এর অথবা কালো চিত্রা রং-এর ঘোড়া গ্রহণ করবে। বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীসের মতো বর্ণনা করলেন। অত্র হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাজির বলেন, আমি আমার শায়খকে (উস্তাদকে) জিজ্ঞাসা করলাম, লাল রং-এর ঘোড়াকে কেন মর্যাদা দেয়া হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, নবী করীম ﷺ একদল সৈন্য যুদ্ধে পাঠানোর পর দেখলেন, সর্বাগ্রে যুদ্ধে জয়লাভ করে যে ব্যক্তি ফিরে এসেছে সে উজ্জ্বল লাল রং-এর ঘোড়ায় আরোহী।

٢٥٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُمْنُ الْخَيْلِ فِىْ شُقْرِهَا ·

২৫৩৭। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুঈন ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ লাল রং-এর ঘোড়াসমূহে বরকত নিহিত রয়েছে।

٢٥٣٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ نَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَمِّى الْاُنْثٰى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا ·

২৫৩৮। মূসা ইব্‌ন মারওয়ান আর-রুকী..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাদী ঘোড়াকে ফার্স (فرس) নামে আখ্যায়িত করতেন।

٣١٦- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

৩১৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার মধ্যে যা অপছন্দনীয়

٢٥٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَالشِّكَالُ يَكُوْنُ الْفَرَسُ فِىْ رِجْلِهِ الْيُمْنٰى بَيَاضٌ وَفِىْ يَدِهِ الْيُسْرٰى اَوْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى وَفِىْ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى ·

২৫৩৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শেকাল ঘোড়া অপছন্দ করতেন। শেকাল হ'ল ঐ ঘোড়া যার পেছনের ডান পা ও সামনের বাম পা সাদা অথবা পেছনের বাম পা ও সামনের ডান পা সাদা।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣١٧- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

৩১৭. অনুচ্ছেদ ঃ পশু-পক্ষীদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে যে সকল নির্দেশ রয়েছে

٢٥٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مِسْكِينٌ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلِيَّةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً ۔

২৫৪০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী ..... সাহ্ল ইব্ন হানযালিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার অনাহারে পেট ও পিঠ একত্র হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে মহানবী ﷺ বললেন, তোমরা এ সকল বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহণ কর এবং খাওয়ার সময়ও সুস্থ সবল প্রাণীর গোশ্ত খাও।

٢٥٤١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ نَا مَهْدِيٌّ نَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ قَالَ فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ ۔

২৫৪১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর খচ্চরের পিঠে তাঁর পেছনে বসালেন। তারপর তিনি আমাকে গোপনে একটি কথা বললেন, এবং তিনি বললেন ঃ কাউকেও বলবে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রাসূল ﷺ -এর দু'টি স্থান খুবই পছন্দনীয় ছিল, ১. কোন উঁচু স্থান অথবা ২. গাছের ঝাড়। একবার তিনি একজন আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন। তখন হঠাৎ একটি উট দেখা গেল। সেটি নবী করীম ﷺ -কে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিঁ হিঁ শব্দে আওয়ায করে কাঁদতে লাগলো। দু'চোখ হতে অশ্রুধারা বইতে লাগলো। নবী করীম ﷺ তার কাছে গেলেন এবং তার মাথার পেছন দিকে হাত রেখে দু'কানের গোড়া পর্যন্ত মুছে দিলেন। তাতে সে চুপ করে গেল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ উটটি কার? এর মালিক কে? আনসার সম্প্রদায়ের এক যুবক বের হয়ে এসে উত্তর দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আমার উট। মহানবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ যে তোমাকে এ চতুষ্পদ জন্তুটির মালিক করেছেন, তুমি কি এর তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো না? সে আমার নিকট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে, তুমি তাকে অভুক্ত রাখ এবং তাকে কষ্ট দাও।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٥٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ بَلَغَنِيْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ وَمَلأَ خُفَّهُ فَاَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتّٰى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لَاَجْرًا قَالَ فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ ‧

২৫৪২। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল-কা'নাবী..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি পায়ে হেঁটে রাস্তায় চলতে চলতে অধিক পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। সে একটি পানির কূপ পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করল। কূপ হতে উঠে এসে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার তাড়নায় কাদা মাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই এ কুকুরটির পিপাসা লেগেছে যেমনটি আমার লেগেছিল। সে কূপে নেমে তার চামড়ার মোজা পানিভর্তি করে তার মুখে নিয়ে উপরে ওঠল, আর কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ্ তা'আলা এতে খুশি হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পশুদের প্রতি সদয় হলেও কি আমাদের পুণ্য হবে? তিনি উত্তর করলেন, প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীকে পানি পান করানোর মধ্যে সাওয়াব রয়েছে।

٣١٨- بَابٌ فِيْ نُزُوْلِ الْمَنَازِلِ

৩১৮. অনুচ্ছেদ ঃ গন্তব্যে পৌঁছার পর করণীয়

٢٥٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا اِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لَاَنُسَبِّحُ حَتّٰى نُحِلَّ الرِّحَالَ ‧

২৫৪৩। মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা দুপুরের সময় যখন কোন মনযিলে বিশ্রাম নেয়ার জন্য ঘোড়া বা উটের পৃষ্ঠ হতে নামতাম, তখন এর পিঠ হতে মালপত্র ও গদি অপসারণ করে ভারবাহী পশুকে আরাম দানের পূর্বে নিজেরা কোন নামায পড়তাম না (অর্থাৎ আরাম করতাম না)।

٣١٩- بَابٌ فِيْ تَقْلِيْدِ الْخَيْلِ بِالْاَوْتَارِ

৩১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ধনুকের তার দিয়ে ঘোড়ার গলায় মালা বাঁধা

٢٥٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ اَبَابَشِيْرٍ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلاً قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِيْ مَبِيْتِهِمْ لَا تُبْقِيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ وَلَا قِلَادَةً اِلَّا قُطِعَتْ قَالَ مَالِكٌ اُرٰى اَنَّهُ ذٰلِكَ مِنْ اَجْلِ الْعَيْنِ ‧

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৫৪৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা আল-কা'নাবী..... আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র) হতে বর্ণিত। আবূ বিশ্‌র আল-আনসারী (রা) তাকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে ঐ মর্মে একজন দূত হিসাবে পাঠালেন। অত্র হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র বলেন, আমার মনে হয় যে, আমাদের শায়খ বলেছেন, লোকজন যার যার ঘরে ছিল। তাদের উটের গলায় ধনুকের তারের কিলাদা (গলাবন্ধ) ছিল; যেন তিনি তা কেটে দেন। সে মতে সকল গলাবন্ধ কেটে দেয়া হয়েছে। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী মালিক বলেন, আমার ধারণা যে, বদ নযর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ঐরূপ কিলাদা পশুর গলায় ব্যবহার করা হতো।

٣٢٠- بَابٌ فِىْ إِكْرَامِ الْخَيْلِ وَارْتِبَاطِهَا

৩২০. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া

٢٥٤٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدِ الطَّالِقَانِىُّ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجُشَمِىِّ وَكَانَ لَهٗ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْتَبِطُوْا الْخَيْلَ وَامْسَحُوْا بِنَوَاصِيْهَا وَاَعْجَازِهَا اَوْ قَالَ اَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوْهَا وَلَاتُقَلِّدُوْهَا بِالْاَوْتَارِ ۔

২৫৪৫। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ..... আবূ ওয়াহ্‌ব আল্-জুশামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ঘোড়া প্রতিপালন কর। আর এর কপালের পশম ও ঘাড়ের পশম যত্নসহ মুছে দিও এবং এর গলায় নিদর্শনের মালা (কিলাদা) পরিয়ে দিও। কিন্তু (অন্ধ যুগের বদ রসমী) ধনুক তারের কবজ পরায়ো না। (যা বদ নযর হতে বাঁচার আশায় পরানো হতো)।

٣٢١- بَابٌ فِىْ تَعْلِيْقِ الْاَجْرَاسِ

৩২১. অনুচ্ছেদ ঃ পশুদের গলায় ঘন্টা ঝুলানো

٢٥٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِى الْاَجْرَاسِ مَوْلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلٰئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ ۔

২৫৪৬। মুসাদ্দাদ..... উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (রহমতের) ফিরিশ্‌তাগণ ঐ সকল পথিক দলের সঙ্গে থাকেন না যাদের পশুর গলায় ঘণ্টা রয়েছে।

٢٥٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَصْحَبُ الْمَلٰئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ اَوْ كَلْبٌ ۔

২৫৪৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (রহমতের) ফিরিশ্‌তাগণ সে পথিক দলের সহগামী হন না, যাদের মধ্যে ঘণ্টা অথবা কুকুর থাকে।

٢٥٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِى الْجَرَسِ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ ۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৫৪৮। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : ঘণ্টার মধ্যে শয়তানের নাচন-কাঠি রয়েছে।

٣٢٢- بَابٌ فِي رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ

৩২২. অনুচ্ছেদ : পায়খানাখোর পশুর পিঠে আরোহণ

٢٥٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ ٠

২৫৪৯। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পায়খানাখোর উটের পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

٢٥٥٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ نَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا٠

২৫৫০। আহ্মাদ ইব্ন আবূ সুরাইহ্ আল-রাযী ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের মধ্যে পায়খানাখোর উট ক্রয় করতে এবং এর পিঠে আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٣- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابَّتَهُ

৩২৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার পশুর নাম রাখে

٢٥٥١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ

২৫৫১। হান্নাদ ইব্ন আস-সারী..... মু'আয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেছিলাম যাকে উফায়র বলা হতো।

٣٢٤- بَابٌ فِي النِّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيرِ يَا خَيْلَ اللّٰهِ ارْكَبِي

৩২৪. অনুচ্ছেদ : "হে আল্লাহ্র ঘোড়সাওয়ার! ঘোড়ায় আরোহণ কর" বলে যুদ্ধ-যাত্রার ডাক দেয়া

٢٥٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ اللّٰهِ إِذَا فَزِعْنَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنَا ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৫৫২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন সুফ্ইয়ান..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ঘোড়াকে শত্রু-ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার সময় "আল্লাহ্‌র ঘোড়া" নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে, যখন আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হতাম তখন একজোট হয়ে ধৈর্যের সাথে শান্ত ও অটল থাকার নির্দেশ দিতেন।

٣٢٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيْمَةِ

৩২৫. অনুচ্ছেদ ঃ পশুকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ

٢٥٥٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ مَا هٰذِهٖ قَالُوْا هٰذِهٖ فُلاَنَةٌ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ضَعُوْا عَنْهَا فَاِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ فَوَضَعُوْا عَنْهَا قَالَ عِمْرَانُ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهَا نَاقَةٌ وَرْقَاءُ ٠

২৫৫৩। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব ..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কোন এক সফরে যেতে যেতে পথিমধ্যে অভিশাপের বাণী শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এ অভিশাপ? লোকজন উত্তর করলেন, এক রমনী তার ভারবাহী পশুকে অভিশাপ দিচ্ছে। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তোমরা এর পিঠ হতে তাকে তার মালপত্রসহ নামিয়ে ফেল, যেন সে চড়তেই না পারে। কারণ তার পশুটি তো অভিশপ্ত প্রাণী। লোকজন তাকে নামিয়ে ফেলল। ইমরান (অত্র হাদীসের রাবী) বলেন, আমি যেন এখনও উক্ত পশুটিকে দেখতে পাচ্ছি যে, তা একটি সাদা-কালো মিশ্রিত উটনী ছিল।

٣٢٦- بَابُ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

৩২৬. অনুচ্ছেদ ঃ পশুদের মধ্যে লড়াই লাগানো

٢٥٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ٠

২৫৫৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-আলা..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পশুদের মধ্যে লড়াই লাগাতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٧- بَابُ فِىْ وَسْمِ الدَّوَابِ

৩২৭. অনুচ্ছেদ ঃ পশুর গায়ে দাগ দেয়া

٢٥٥٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِاَخٍ لِّىْ حِيْنَ وُلِدَ لِيُحَنِّكَهُ فَاِذَا هُوَ فِىْ مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا اَحْسِبُهُ قَالَ فِىْ اٰذَانِهَا ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৫৫৫। হাফ্স ইব্ন উমার..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার একটি নবজাত ভাইকে নিয়ে 'তাহ্নীক' (মুখের ভেতর নবীজীর পবিত্র থুথু দিয়ে পবিত্রকরণ) করার জন্য নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলাম, তিনি ঐ সময় ছাগল বাঁধার ঘরে গিয়ে ছাগলের সম্ভবত কানে দাগ লাগাচ্ছেন।

٣٢٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ

৩২৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডলে দাগ লাগানো এবং আঘাত করা নিষেধ

٢٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِى وَجْهِهِ فَقَالَ أَبَلَغَكُمْ أَنِّى قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِى وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِى وَجْهِهَا فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ ·

২৫৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ -এর নিকট দিয়ে মুখমণ্ডলে পোড়া দাগ দেয়া একটি গাধা অতিক্রম করার সময় তিনি বলে উঠলেন, তোমাদের নিকট কি এ খবর পৌঁছায়নি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছি, যে পশুর মুখমণ্ডলে পোড়া লোহা দ্বারা দাগ লাগায় বা এর মুখের উপর আঘাত করে। এ বলে তিনি তা নিষেধ করলেন।

٣٢٩- بَابُ فِى كَرَاهِيَةِ الْحُمُرِ تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

৩২৯. অনুচ্ছেদ ঃ গাধায়-ঘোড়ায় পাল লাগানো ঠিক নহে

٢٥٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِىٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هٰذِهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ·

২৫৫৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি খচ্চর হাদীয়াস্বরূপ প্রদান করা হয়েছিল। তিনি এর উপর আরোহণ করেছিলেন। তখন আলী (রা) বললেন, আমরা যদি গাধার সাথে ঘোড়ার পাল দিতাম, তবে এরূপ খচ্চর পেতে পারতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যারা ভালো-মন্দের স্বাভাবিক জ্ঞান রাখে না, তারাই এরূপ করে থাকে।

٣٣٠- بَابُ فِى رُكُوبِ ثَلٰثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

৩৩০. অনুচ্ছেদ ঃ এক পশুর ওপর তিনজন আরোহণ করা

٢٥٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى نَا أَبُو إِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوَرِّقٍ يَعْنِى الْعِجْلِىَّ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ إِسْتَقْبَلَ بِنَا فَأَيُّنَا

http://IslamiBoi.wordpress.com

اسْتَقْبَلَ أَوَّلاً جَعَلَهُ أَمَامَهُ فَاسْتَقْبَلَ بِي فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ وَإِنَّا لَكَذَلِكَ ٠

২৫৫৮। আবূ সালিহ্ মাহবূব ইব্ন মূসা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন কোন সফর হতে ফেরার সময় মদীনার নিকটবর্তী হতেন, তখন আমাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাতেন। আমাদের মধ্যে যাকেই সর্বাগ্রে সম্মুখে পেতেন তাকে তাঁর সামনে সাওয়ারীতে উঠিয়ে নিতেন। একদিন আমাকে সর্বাগ্রে সম্মুখে পেয়ে তাঁর সামনে বসালেন। তারপর হাসান বা হুসাইনকে স্বাগতম জানিয়ে তাঁর পেছনে বসালেন। তারপর এরূপ এক পশুর ওপর তিনজন আরোহী অবস্থায় আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

٣٣١- بَابٌ فِي الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ

৩৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সাওয়ারী পশুর ওপর অবস্থান করা

٢٥٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَاتِكُمْ ٠

২৫৫৯। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন নাজদা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ভারবাহী পশুর পিঠে মিম্বার বানিয়ে বসে থাকা পরিত্যাগ করবে, অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে এর পিঠে বসে থাকবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিতরূপে তাদেরকে তোমাদের আনুগত্যে বাধ্য করে দিয়েছেন, এ জন্য যে, তোমরা জান হালাকী কষ্ট না করে যেখানে পৌছতে পারতে না, সেখানে তারা তোমাদেরকে পৌছে দেয়। আর তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে স্থিতিশীল করে দিয়েছেন। তোমরা এর উপর তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ কর।

٣٣٢- بَابٌ فِي الْجَنَائِبِ

৩৩২. অনুচ্ছেদ ঃ আরোহীবিহীন উট

٢٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكُونُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِينِ وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنَيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلاَ يَعْلُو بَعِيرًا مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلاَ يَحْمِلُهُ وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ لاَ أُرَاهَا إِلاَّ هَذِهِ الأَقْفَاصَ الَّتِي يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيبَاجِ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৫৬০। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিছু উট শয়তানের জন্য আর কিছু ঘর শয়তানের জন্য হয়ে থাকে। শয়তানের উট হ'ল ঐগুলো– তুমি বর্তমানে দেখতে পাবে যে, তোমাদের কেউ আরোহীবিহীন উটসমূহ নিয়ে চরাতে বের হয় আর লতাপাতা খাইয়ে একে মোটা তাজা করে তোলে, তবুও কোন উটের পিঠে নিজে আরোহণ করে না। আর তার অপর ভাই পদব্রজে উট চরাতে চরাতে দুর্বল হয়ে পড়লেও তাকে কোনো উটের পিঠে আরোহণ করতে দেয় না। আর শয়তানের ঘর, তা আমি দেখিনি। সাঈদ বলেন, শয়তানের ঘর হ'ল উটের পিঠের ঐ গদিসমূহ যা মোটা রেশমী কাপড় দিয়ে লোকেরা ঢেকে রাখে। আমি তা দেখিনি।

٣٣٣- بَابٌ فِى سُرْعَةِ السَّيْرِ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ চলার গতি দ্রুতকরণ

٢٥٦١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَاعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ ·

২৫৬১। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন সবুজ ঘাস বা বাগানের মধ্য দিয়ে সফর কর, তখন উটকে তার হক্ দান করো। আর যখন তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত মরুপ্রান্তে সফর করবে তখন ভ্রমণের গতি দ্রুততর করবে। তারপর রাত যাপনের ইচ্ছা করলে পথ হতে সরে পড়বে।

٢٥٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ حَقَّهَا وَلَا تَعْدُوا الْمَنَازِلَ ·

২৫৬২। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) নবী করীম ﷺ হতে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় "উটকে তার হক প্রদান করো" কথাটির পরে "এবং বিশ্রামাগার অতিক্রম করো না" বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে।

٣٣٤- بَابٌ فِى الدُّلْجَةِ

৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ

٢٥٦٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِىُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ ·

২৫৬৩। আম্র ইব্ন আলী ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাতের বেলা ভ্রমণ কর। কারণ রাতে যমীন সংকুচিত হয়ে যায়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٣٥- بَابُ رَبِّ الدَّابَّةِ اَحَقُّ بِصَدْرِهَا

৩৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ভারবাহী পশুর মালিক উহার পিঠে সামনে বসার অধিক হক্‌দার

٢٥٦٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ جَاءَ الرَّجُلُ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِرْكَبْ وَتَاَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَنْتَ اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّىْ اِلاَّ اَنْ تَجْعَلَهُ لِىْ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ ·

২৫৬৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাবিত আল্ মারওয়াযী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা বুরায়দা (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পদব্রজে চলছিলেন, তখন একজন লোক একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এ গাধার পিঠে আরোহণ করুন। এটা বলার পর সে একটু পেছনে সরে নবীজীর জন্য সামনে বসার জায়গা করে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না আমি এরূপে চড়তে পারি না। তুমি গাধাটির মালিক হিসেবে এর সামনের দিকে বসার অধিকারী। আমাকে গাধাটির মালিক না বানালে আমি এর সামনের দিকে বসতে পারি না। লোকটি বললো, আপনাকে এটা দিয়ে দিলাম। তখন তিনি আরোহণ করলেন।

٣٣٦- بَابُ فِى الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِى الْحَرْبِ

৩৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে পশুর পা কেটে দেয়া

٢٥٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنِىْ اَبِى الَّذِىْ اَرْضَعَنِىْ وَهُوَ اَحَدُ بَنِىْ مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ فِىْ تِلْكَ الْغَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ وَاللّٰهِ لَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى جَعْفَرٍ حِيْنَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتّٰى قُتِلَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ ·

২৫৬৫। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী ..... আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তাঁর দুধ পিতা হতে বর্ণনা করেন, যিনি মুর্‌রা ইব্‌ন আওফ বংশীয় একজন লোক ছিলেন। তিনি সিরিয়ার মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি যে, জা'ফর উক্ত যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে নিজের ঘোড়া হতে নেমে গিয়ে এর পাগুলো গোড়ালীর উপরাংশে নিজ তরবারি দ্বারা কেটে দিয়ে (যাতে শত্রুপক্ষ একে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে) শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীসটি (বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে) শক্তিশালী নয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٣٧- بَابُ فِى السَّبْقِ

৩৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিযোগিতা

٢٥٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ اَبِىْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَسَبَقَ اِلاَّ فِىْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ اَوْ نَصْلٍ •

২৫৬৬। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উটের দৌড়, ঘোড়ার দৌড় অথবা তীর পরিচালনার প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।

٢٥٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ قَدْ اُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ اَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوِدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلَى بَنِىْ زُرَيْقٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا •

২৫৬৭। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল্ কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতেন। মদীনার বাইরে হাফ্ইয়া নামক স্থান হতে সানিয়াতুল বিদা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পাঁচ মাইল দূরত্বের মধ্যে। আর সাধারণ প্রশিক্ষণহীন ঘোড়ার মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতেন সানিয়াতুল বিদা পাহাড় হতে বনী যুরায়ক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত ছয় মাইল দূরত্বের মধ্যে। আর আবদুল্লাহ্ উক্ত দৌড়ে সকলের অগ্রগামী হতেন।

٢٥٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُضْمِرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا •

২৫৬৮। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠানের জন্য ঘোড়াসমূহকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিতেন। (প্রশিক্ষণের নিয়ম হল কিছুদিন ভালভাবে খাদ্য দানের মাধ্যমে মোটাতাজা হওয়ার পর আস্তে আস্তে খাদ্য কমিয়ে দুর্বল করার মাধ্যমে ঘোড়াকে সতেজ ও শক্ত করে তোলা)।

٢٥٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِى الْغَايَةِ •

২৫৬৯। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিয়মিতভাবে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করতেন এবং সর্বশেষ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী ঘোড়াসমূহকে প্রতিযোগিতার জন্য অগ্রাধিকার দিতেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٣٨- بَابٌ فِى السَّبْقِ عَلَى الرَّجُلِ

৩৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ পদব্রজে দৌড় প্রতিযোগিতা

٢٥٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ الْاَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسٰى اَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُه فَسَبَقْتُه عَلٰى رِجْلِىْ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُه فَسَبَقَنِىْ فَقَالَ هٰذِهٖ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ ٭

২৫৭০। আবূ সালিহ্ আল্ আনতাকী মাহবূব ইব্ন মূসা..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি এক সময়ে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় তাঁর আগে বেড়ে গেলাম (অর্থাৎ জিতে গেলাম), তারপর যখন আমি মোটা স্থূলকায় হয়ে গেলাম, তখন পুনরায় তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম। তখন তিনি আমার আগে বেড়ে (জিতে) গেলেন। তখন তিনি বললেন, এটা তোমার প্রথমবারে জেতার বদলা।

٣٣٩. بَابٌ فِى الْمُحَلِّلِ

৩৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ দু'জনের বাজির মধ্যে তৃতীয় প্রবেশকারী

٢٥٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ح وَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ الْمَعْنٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِىْ وَهُوَ لَايُؤْمِنُ اَنْ يُّسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَّمَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ اَمِنَ اَنْ يُّسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ ٭

২৫৭১। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় রত দু'টি ঘোড়ার মধ্যে যে ব্যক্তি তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করিয়ে দিবে অর্থাৎ সে তার ঘোড়া অগ্রগামী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নয় এমতাবস্থায় তা হারাম বাজিতে গণ্য হবে না। আর যে ব্যক্তি ভাল ঘোড়া নিয়ে নিশ্চিত জেতার লক্ষ্যে দুই প্রতিযোগী ঘোড়ার মধ্যে তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করিয়ে দিবে, তা হারাম বাজিতে গণ্য হবে।

٢٥٧٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِ عَبَّادٍ وَّمَعْنَاهُ ٭

২৫৭২। মাহমূদ ইব্ন খালিদ ..... ইমাম যুহ্রী (র) হতে উপরোক্ত হাদীস একই সনদে ও অর্থে বর্ণনা করেছেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٤٠- بَابُ الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِى السِّبَاقِ

৩৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়াকে টানা বা তাড়া দেয়া

٢٥٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ نَا عَنْبَسَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ جَمِيْعًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ زَادَ يَحْيَى فِىْ حَدِيْثِهِ فِى الرِّهَانِ .

২৫৭৩। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালফ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ টানা বা তাড়া দিতে নেই, পাশে ধাক্কা লাগাতে নেই। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেন, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়।

٢٥٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِى الرِّهَانِ .

২৫৭৪। ইব্ন মুসান্না..... কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘোড়াকে পেছন থেকে তাড়া দেয়া আর পার্শ্বে খোঁচা দেয়া দৌড় প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ।

٣٤١- بَابُ السَّيْفِ يُحَلّٰى

৩৪১. অনুচ্ছেদ ঃ তরবারি অলংকৃত হয়

٢٥٧٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ نَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِضَّةً .

২৫৭৫। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরবারির বাঁট রৌপ্য-খচিত ছিল।

٢٥٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِضَّةً قَالَ قَتَادَةُ وَمَا عَلِمْتُ اَحَدًا تَابَعَهُ عَلٰى ذٰلِكَ .

২৫৭৬। মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ..... সাঈদ ইব্ন আবুল হাসান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরবারির বাঁট রৌপ্য নির্মিত ছিল। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদা বলেন, এ হাদীসের বর্ণনায় সাঈদ ইব্ন আবুল হাসানের কেউ সমর্থন করেছেন বলে আমার জানা নেই।

٢٥٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ اَبُوْ غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

২৫৭৭। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٤٢- بَابٌ فِي النَّبْلِ يَدْخُلُ فِي الْمَسْجِدِ

৩৪২. অনুচ্ছেদ ঃ তীরসহ মসজিদে প্রবেশ

٢٥٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ اَنْ لاَيَمُرَّ بِهَا اِلاَّ وَهُوَ اٰخِذٌ بِنُصُوْلِهَا ·

২৫৭৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে মসজিদের মধ্যে তীর বিতরণ করছিল, সে যেন লোকজনের মধ্য দিয়ে চলার সময় তীরের অগ্রভাগ ধরে রাখে (যাতে কারো গায়ে না লাগে)।

٢٥٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسَى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا اَوْ فِي سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا اَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ اَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ اَنْ تُصِيْبَ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ·

২৫৭৯। মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা.... আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ আমাদের মসজিদে অথবা বাজারে যায় এমতাবস্থায় যে, তার সঙ্গে ধারালো তীর থাকে, তবে যেন সে তার তীরের অগ্রভাগ সংযত রাখে অথবা ধরে রাখে। অথবা তিনি বলেছেন, তার হাতের তালু দিয়ে তার তীরের অগ্রভাগ ধরে রাখা উচিত, যাতে কোন মুসলমানের গায়ে না লাগে।

٣٤٣- بَابُ النَّهْيِ اَنْ يَّتَعَاطَى السَّيْفَ مَسْلُوْلاً

৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ খোলা তরবারি লেনদেন নিষিদ্ধ

٢٥٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّتَعَاطَى السَّيْفَ مَسْلُوْلاً ·

২৫৮০। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ খোলা তরবারি দেয়া-নেয়া নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ খোলা তরবারি দেখতেই ভয়ের সঞ্চার হয়। কাউকেও প্রহারের ভয় দেখানো নিষিদ্ধ। সে জন্য উন্মুক্ত তরবারি দেয়া-নেয়াও নিষিদ্ধ)।

٢٥٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا قُرَيْشُ بْنُ اَنَسٍ نَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ ·

২৫৮১। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'অঙ্গুলীর মধ্যবর্তী চামড়া কাটতে নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ সাধারণত চামড়ার খাপের মধ্যে তরবারি রাখা হয়। কেউ কেউ সহজে খাপ হতে তরবারি বের করার সুবিধার্থে দু'আঙুল প্রবেশ করানোর জন্য এর মধ্যবর্তী চামড়া কেটে বা ছিদ্র করে নেয়। এতে তরবারি উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে)।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٤٤- بَابٌ فِى لُبْسِ الدُّرُوْعِ

৩৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ লৌহবর্ম পরিধান করা

٢٥٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ قَالَ حَسِبْتُ اَنِّى سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ خُصَيْفَةَ يَذْكُرُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَّجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ظَاهَرَ يَوْمَ اُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ اَوْلَبِسَ دِرْعَيْنِ ٠

২৫৮২। মুসাদ্দাদ ..... সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের যুদ্ধের দিন একটির ওপর আর একটি করে দু'টি লৌহবর্ম পরিধান করে সকলের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

٣٤٥-بَابٌ فِى الرَّأيَاتِ وَالْاَلْوِيَةِ

৩৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ পতাকা ও নিশান

٢٥٨٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَنَا ابْنُ زَائِدَةَ اَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِىْ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ رَجُلٌ مِّنْ ثَقِيْفٍ مَوْلٰى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ اِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَّسْاَلُهُ عَنْ رَأيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَتْ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِّنْ نَمِرَةٍ ٠

২৫৮৩। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা আর রাযী ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসিমের খাদেম ইউনুস ইব্‌ন উবায়দ বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসিম একবার বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) -এর নিকট পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানার জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পতাকা কিরূপ ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাঁর পতাকা ছিল কালো চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মোটা পশমী কাপড়ের সাদা ডোরাদার, যা চিতাবাঘের চামড়ার মত ডোরাদার মনে হতো।

٢٥٨٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَرْوَزِىُّ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَّرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ لِوَاءُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ اَبْيَضَ ٠

২৫৮৪। ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল্ মারওয়াযী ..... জাবির (রা) নবী করীম ﷺ -এর ঝাণ্ডা সম্পর্কে বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর ঝাণ্ডা ছিল সাদা।

٢٥٨٥- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ عَنْ اٰخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَاَيْتُ رَأيَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَفْرَاءَ ٠

২৫৮৫। উক্‌বা ইব্‌ন মুকাররিম..... সিমাক (র) তাঁর বংশের একজন হতে এবং তিনি অপর একব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাতাকা হলুদ রং-এর দেখতে পেয়েছি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٤٦- بَابُ فِى الْإِنْتِصَارِ بِرَذْلِ الْخَيْلِ وَالضَّعَفَةِ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ অক্ষম ঘোড়া ও দুর্বল নারী-পুরুষদের সাহায্য দান

٢٥٨٦- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ نَا الْوَلِيْدُ نَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْطَاةَ الْفَزَارِىِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَبْغُوْا لِى الضُّعَفَاءَ فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ زَيْدُ بْنُ اَرْطَاةَ اَخُوْ عَدِىِّ بْنِ اَرْطَاةَ ٠

২৫৮৬। মুয়াম্মিল ইব্‌ন ফায্‌ল আল্‌-হাররানী ..... আবূ দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা অক্ষম, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে তালাশ করে আমার নিকট উপস্থিত কর। (আমি তাদেরকে সাহায্য দিয়ে উপকৃত হই)। জেনে রেখো যে, নিঃসন্দেহে তোমাদের অক্ষম ও অচলদের বরকতেই তোমাদের প্রতি রিয্‌ক ও সাহায্য পৌঁছে থাকে বা তোমাদেরকে খাদ্য ও সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

٣٤٧- بَابُ فِى الرَّجُلِ يُنَادِى بِالشِّعَارِ

৩৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সংকেত হিসেবে লোক বিশেষের নাম ব্যবহার

٢٥٨٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ عَبْدَ اللّٰهِ وَشِعَارُ الْاَنْصَارِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ٠

২৫৮৭। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরদের জন্য (যুদ্ধের সময়) সাংকেতিক শব্দ ছিল আবদুল্লাহ্ আর আনসারদের জন্য আবদুর রহমান। (অর্থাৎ এই নামে ডাক দিলে সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে পড়ত)।

٢٥٨٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ زَمَنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ شِعَارُنَا اَمِتْ اَمِتْ ٠

২৫৮৮। হান্নাদ ..... আয়াস ইব্‌ন সালামা তাঁর পিতা সালামা ইব্‌নুল আকওয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় আবূ বাক্‌রের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছি। তখন আমাদের যুদ্ধ-সংকেত ছিল (রাতের অন্ধকারে) "আমিত আমিত" শব্দ (অর্থাৎ হে সাহায্যদাতা, শত্রুর মৃত্যু ঘটাও)।

٢٥٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِىْ صُفْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنْ بُيِّتُّمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لَا يُنْصَرُوْنَ ٠

২৫৮৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর..... আল্‌ মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফ্‌রা (র) বলেন, আমাকে এমন একজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা যখন (যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে) ঘরে অবস্থান করবে, তখন তোমাদের সংকেত হওয়া উচিত "হা-মীম, লা-ইয়ুনসরূন"। (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! শত্রুপক্ষ যেন জয়ী না হয় আর কারো সাহায্য না পায়)।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٤٨- بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

৩৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে বের হওয়ার সময় যে দু'আ পাঠ করবে

٢٥٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنِى سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وِعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلِبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ اَطْوِلَنَا الْاَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ٠

২৫৯০। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ (অর্থ) হে আল্লাহ্! তুমিই সফরে আমার সংগী এবং আমার পরিবারের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ্! আমি (তোমার নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের নানাবিধ কষ্ট হতে, চিন্তা ও মানসিক যাতনা হতে আর পারিবারিক ও আর্থিক অনটন জনিত কুদৃশ্য হতে। হে আল্লাহ্! যমীনকে আমাদের জন্য প্রশস্ত করে দাও আর আমাদের সফর সহজ করে দাও।

٢٥٩١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِىْ اِبْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّ عَلِيًّا الْاَزْدِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهٖ خَارِجًا اِلٰى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا اَللّٰهُمَّ اَطْوِلَنَا الْبُعْدَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ إِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَجُيُوْشُهٗ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوْا فَوُضِعَتِ الصَّلٰوةُ عَلٰى ذٰلِكَ ٠

২৫৯১। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... ইব্ন উমার (রা) আলী আল-আযদীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফরে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর উটের পিঠে বসতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিতেন। তারপর তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন, سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا الخ আর সফর হতে ফেরার সময়ও উপরোক্ত দু'আ পাঠ করতেন এবং এর সাথে এ কথাগুলো অতিরিক্ত পাঠ করতেন, اٰئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ তাঁর সেনাদল যখন সানায়া পর্বতের উপর উঠতেন তখন তাঁরা সকলে তাকবীর দিতেন। আর তা হতে মদীনার দিকে নামার সময় তাসবীহ্ পাঠ করতেন। ঐ তাকবীর ও তাসবীহ্ পড়ে নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য শোকরিয়া স্বরূপ নামায আদায় করতেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٤٩- بَابُ فِى الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

৩৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়কালীন দু'আ

٢٥٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ هَلُمَّ اُوَدِّعْكَ كَمَا وَدَّعَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ اَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ ٠

২৫৯২। মুসাদ্দাদ ..... কাযা'আ বলেন, আমাকে ইব্ন উমার (রা) বললেন ঃ চলো, তোমাকে সেভাবে বিদায় দান করি যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন। এরপর তিনি এ দু'আ পাঠ করলেন (অর্থ) তোমার দীন, তোমার আমানত এবং তোমার শেষ সময়ের 'আমল আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করলাম (তিনি এর হিফাযত করবেন)।

٢٥٩٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ إِسْحٰقَ السَّيْلَحِيْنِيُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَطْمِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ ٠

২৫৯৩। আল্ হাসান ইব্ন আলী..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-খুতামী বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সৈন্য বাহিনীকে বিদায় দিতে চাইতেন, তখন বলতেন ঃ استودع دِينكم وَاَمَانَتكم وَخَوَاتِيْم اعمالكم

٣٥٠- بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا رَكِبَ

৩৫০. অনুচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীতে আরোহণকালে যে দু'আ পাঠ করবে

٢٥٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ نَا اَبُوْ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا اُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيْلَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ اِنَّ رَبَّكَ تَعَالٰى يُعْجِبُ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا قَالَ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِىْ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৫৯৪। মুসাদ্দাদ ..... আলী ইব্ন রাবী'আ বলেন, আলী (রা)-এর নিকট একটি সাওয়ারী পশু আরোহণের জন্য উপস্থিত করা হলে তিনি এর রেকাবে পা রাখতেই বললেন, "বিস্‌মিল্লাহ্"। তারপর এর পিঠে সোজা হয়ে বসে বললেন, "আল-হামদু লিল্লাহ্"। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا الاٰيَةَ (অর্থ) আমি ঐ মহান পবিত্র সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি এটিকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা তাকে বশীভূত করার ছিলাম না, আর আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র দিকে আবশ্যই প্রত্যাবর্তনকারী। এরপর তিনি তিনবার "আল-হামদু লিল্লাহ্' তারপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বললেন। তারপর তিনি বললেন ..... سُبْحَانَكَ। এরপর তিনি হেসে ওঠলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হে আমীরুল মু'মিনীন! কিসে আপনার হাসি পেল? তিনি উত্তর করলেন, আমি যেরূপ করলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি। তারপর তিনি হেসেছিলেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কী কারণে আপনার হাসি পেল? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি বিস্ময়াবিভূত হন, যখন সে বলে, হে প্রভু! আমাকে আমার পাপরাশির জন্য ক্ষমা করে দাও আর বিশ্বাস রাখে মনে মনে যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ তার পাপরাশি ক্ষমা করার নেই।

٣٥١- بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ বিশ্রামের স্থানে অবতরণ করলে কী দু'আ পাঠ করবে

٢٥٩٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِى صَفْوَانُ حَدَّثَنِى شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَاَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا اَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِكِ مِنْ اَسَدٍ وَاَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِى الْبَلَدِ وَمِنْ وَّالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۔

২৫৯৫। আম্‌র ইব্ন উসমান ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে যেতেন, আর রাত আগমন করলে রাত যাপনের জন্য কোন স্থানে অবতরণ করতেন, তখন যমীনকে লক্ষ্য করে বলতেন ঃ (অর্থ) "হে যমীন! আমার ও তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্। আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার ক্ষতি হতে, তোমার মধ্যে যা কিছু আছে তার ক্ষতি হতে, আর তোমার অভ্যন্তরে সৃষ্ট প্রাণীদের ক্ষতি হতে এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার মধ্যে বসবাসকারী হিংস্র সিংহ-ব্যাঘ্র, কালকেউটে সাপ এবং অন্যান্য সাপ-বিচ্ছু হতে, আর তোমার শহরে বসবাসকারী মানব-দানব আর তাদের বংশধরদের ক্ষতি হতে।

٣٥٢- بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ اَوَّلَ اللَّيْلِ

৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ করা মাকরূহ

٢٥٩٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُرْسِلُوْا فَوَاشِيَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَعِيْثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ ۔

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৫৯৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ শু'আইব আল্ হার্‌রানী ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে তোমাদের পশুদেরকে চারণভূমিতে ছেড়ে দিও না, যে পর্যন্ত রাতের প্রাথমিক অন্ধকার দূরীভূত না হয়। কারণ শয়তানের দল সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে রাতের প্রাথমিক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত অনিষ্ট করার কাজে লিপ্ত থাকে।

٣٥٣- بَابٌ فِي أَيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ দিবসে সফর করা উত্তম

٢٥٩٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَلَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ ·

২৫৯৭। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর..... কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য কোনো দিন সফরে কমই বের হতেন। অর্থাৎ অধিকাংশ সময়েই তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হতেন।

٣٥٤- بَابٌ فِي الْإِبْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ ভোরবেলায় সফরে বের হওয়া

٢٥٩٨- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا هُشَيْمٌ نَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ نَا عُمَارَةُ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ ·

২৫৯৮। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ..... সাখ্‌র আল্-গামিদী (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি এ বলে দু'আ করেছেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতের মধ্যে যারা ভোরবেলায় সফরে বের হয় তাদেরকে বরকত দান করো।" আর যখন তিনি কোন সেনাদল বা সাঁজোয়া বাহিনী পাঠাতেন, তখন ভোর বেলাতেই পাঠাতেন। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী সাখ্‌র (রা) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর পণ্য সামগ্রী দিনের প্রথমাংশে (ভোরে) পাঠাতেন আর বেশ লাভবান হতেন। এরূপে তিনি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

٣٥٥- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

৩৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ একাকী ভ্রমণ করা

٢٥٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلٰثَةُ رَكْبٌ ·

২৫৯৯। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা আল্-কা'নাবী ..... 'আমর ইব্‌ন শু'আইব তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একাকী একজন আরোহী এক শয়তান, দু'জন দু' শয়তান আর তিনজনে জামা'আত।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٥٦ - بَابٌ فِى الْقَوْمِ يُسَافِرُوْنَ يُؤَمِّرُوْنَ اَحَدَهُمْ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ দলেবলে সফরকারীদের মধ্যে একজনকে আমীর (নেতা) মনোনীত করা

٢٦٠٠ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّىٍّ نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى السَّفَرِ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ ٠

২৬০০। আলী ইব্ন বাহ্র ইব্ন বার্রী..... আবূ সাঈদ আল্ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তিন ব্যক্তি কোথাও সফরে বের হয়, তখন তারা তাদের একজনকে যেন আমীর (নেতা) মনোনীত করে নেয়।

٢٦٠١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لِاَبِىْ سَلَمَةَ فَاَنْتَ اَمِيْرُنَا ٠

২৬০১। আলী ইব্ন বাহ্র ...... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন সফরে তিনজন লোক থাকে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমীর মনোনীত করে নেয়। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী নাফি' (র) বলেন, এ হাদীসের মর্মানুযায়ী আমরা আমাদের শায়খ আবূ সালামাকে বললাম, আপনি আমাদের আমীর।

٣٥٧ - بَابٌ فِى الْمُصْحَفِ يُسَافَرُبِهٖ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ

৩৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর দেশে সফর করা

٢٦٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ مَالِكٌ اُرَاهُ مَخَافَةَ اَنْ يَّنَالَهُ الْعَدُوُّ ٠

২৬০২। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল্ কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরআন নিয়ে শত্রুর যমীনে (দেশে) সফর করতে নিষেধ করেছেন। রাবী মালিক বলেন, আমার ধারণা যে, শত্রুর হাতে পড়ে কুরআনের অবমাননার ভয়ে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

٣٥٨ - بَابٌ فِيْمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوْشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

৩৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ সাঁজোয়া বাহিনী, ছোট সেনাদল ও সফরসঙ্গীদের সংখ্যা কত হওয়া উত্তম

٢٦٠٣ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ اَبُوْ خَيْثَمَةَ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ نَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ اَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا اَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ اَرْبَعَةُ اٰلاَفٍ وَلَنْ يُّغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا مِّنْ قِلَّةٍ ٠

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৬০৩। যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব আবূ খায়সামা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ সফরসঙ্গীর উত্তম সংখ্যা হলো ন্যূনপক্ষে চারজন, আর ক্ষুদ্র সেনাদলের উত্তম সংখ্যা চারশ' এবং সাঁজোয়া বাহিনীর উত্তম সংখ্যা চার হাজার। আর ১২ হাজারের সৈন্যদল কখনও সংখ্যাল্পতার জন্য পরাজিত হবে না (অন্য কোন কারণ ছাড়া)।

٣٥٩- بَابٌ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

٢٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْاَنْبَارِيُّ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَعَثَ اَمِيْرًا عَلَى السَّرِيَّةِ اَوْ جَيْشٍ اَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللّٰهِ فِيْ خَاصَّةِ نَفْسِهٖ وَبِمَنْ مَّعَهٗ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا وَقَالَ اِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلٰى اِحْدٰى ثَلٰثِ خِصَالٍ اَوْخِلَالٍ فَاَيَّتُهَا اَجَابُوْكَ اِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَاِنْ اَجَابُوْا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ اُدْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلٰى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاَعْلِمْهُمْ اَنَّهُمْ اِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ اَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَاَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ فَاِنْ اَبَوْا وَاخْتَارُوْا دَارَهُمْ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللّٰهِ الَّذِيْ يَجْرِيْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَكُوْنُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ نَصِيْبٌ اِلَّا اَنْ يُّجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَادْعُهُمْ اِلٰى اِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ فَاِنْ اَجَابُوْا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَاِنْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَقَاتِلْهُمْ وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكَ اَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ مَا يَحْكُمُ اللّٰهُ فِيْهِمْ وَلٰكِنْ اَنْزِلُوْهُمْ عَلٰى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوْا فِيْهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عَلْقَمَةُ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَبَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ مُسْلِمٌ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَهُوَ ابْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ.

২৬০৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান আল্ আনবারী ..... বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন ক্ষুদ্র সেনাদল অথবা বিরাট সাজোয়া বাহিনীর উপর কাউকে আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন আমীরকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিতেন, যেন সে নিজে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে আর তাঁর সঙ্গী মুসলিম সৈন্যদের প্রতি নেক নযর রাখে। রাসূল করীম ﷺ আরও বলতেন ঃ যখন তুমি তোমার মুশরিক শত্রুদের সাক্ষাত পাও তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য আহ্‌বান জানাবে। আর যে কোন একটি গ্রহণ করলে তুমি তাতে সায় দিবে এবং তাদের উপর আক্রমণ চালানো হতে বিরত থাকবে। ১. তাদেরকে ইসলামের আহ্‌বান জানাবে। যদি এতে সাড়া দেয়, তুমি মেনে নিবে আর তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হতে বিরত থাকবে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

তারপর তাদেরকে নিজ দেশ ছেড়ে মুহাজিরদের দেশে অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করার আহবান জানাবে আর তাদেরকে অবহিত করে দিবে যে, হিজরত করার পর মুহাজিরগণ যে সকল সুবিধা ভোগ করেন, তারাও সে সকল সুবিধা ভোগ করবে। আর জিহাদের যে সকল দায় দায়িত্ব মুহাজিরদের ওপর বর্তায়, তাদের ওপরও তা সমভাবে বর্তাবে। তারা যদি এ প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানায় (রাযী না হয় বা প্রত্যাখ্যান করে) আর নিজ দেশেই অবস্থান করতে চায় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে যেরূপে মু'মিনগণ মেনে থাকেন। তাদেরকে আরবের সাধারণ মুসলমানদের মতো জীবনযাপন করতে হবে। তারা যেমনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ লাভ করে না, এরাও তেমনি এর কোন ভাগ পাবে না, যে পর্যন্ত মুজাহিদগণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে। ২. যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের নিরাপত্তার জন্য জিয্ইয়া প্রদানের প্রস্তাব দিবে। এতে রাযী হলে তুমি মেনে নিবে এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। ৩. যদি তারা জিয্ইয়া দিতে অস্বীকার করে তবে তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। আক্রমণকালে যখন কোন শত্রুর দুর্গ অবরোধ করবে আর তারা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে দুর্গ হতে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করবে, তখন তুমি আল্লাহ্ অথবা রাসূলের নির্দেশের আশায় তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিবে না বরং তোমার নিজ সিদ্ধান্ত তাদেরকে মেনে নিতে বাধ্য করবে এবং নিজেই সুবিধামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশ কী হবে তোমার তা জানা নেই, সুতরাং সে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি গ্রহণ করতে নেই। তাদের ব্যাপারে পরে তোমার ইচ্ছানুযায়ী ফায়সালা গ্রহণ করবে। অত্র হাদীসের রাবী সুফইয়ান বলেন, তাঁর শায়খ আলকামা বলেছেন, তিনি এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিছ মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অপর সনদে নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন কর্তৃক নবী করীম ﷺ হতে সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা (রা)-এর উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٦٠٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اغْزُوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَاتَغُلُّوْا وَلَاتُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا ـ

২৬০৫। আবূ সালিহ্ আল্ আনতাকী মাহবুব ইব্‌ন মূসা ..... সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও এবং ঐ সকল কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং জিয্ইয়া দানেও অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে। তোমরা যুদ্ধ করে যাও, কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করো না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাত করো না, নিহত শত্রুর নাক, কান ইত্যাদি কেটে বিকৃত করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না।

٢٦٠٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ انْطَلِقُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَاتَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَّلَاطِفْلًا وَّلَا صَغِيْرًا وَّلَا امْرَأَةً وَّلَا تَغُلُّوْا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوْا وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৬০৬। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে রওয়ানা দেয়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে তাঁর সত্তার সাহায্য কামনা করে রাসূলুল্লাহ্‌র মিল্লাতে অটল আস্থা রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। অসহায় অকর্মা বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, নিরপরাধ নাবালক শিশু-কিশোর এবং অবলা নারীদেরকে হত্যা করবে না এবং গণীমতের মাল আত্মসাত করবে না। যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল একস্থানে জড় করে নিও এবং পরস্পরের সমঝোতার ভিত্তিতে ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সদ্ব্যবহারকারীদের পছন্দ করেন।

٣٦٠- بَابُ فِى الْحَرَقِ فِىْ بِلَادِ الْعَدُوِّ

৩৬০. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর অঞ্চলে অগ্নি সংযোগ

٢٦٠٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ ·

২৬০৭। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (নির্দেশ দিয়ে ইয়াহুদী গোত্র) বনী নযীর-এর খেজুরের বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের পানির কূপ ধ্বংস ও বৃক্ষলতাদি ফসলসহ কর্তন করেছিলেন। তখন মহান আল্লাহ্ مَاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ الْاٰيَةَ আয়াতটি নাযিল করেন।

٢٦٠٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ فَحَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ اِلَيْهِ فَقَالَ اغْزُ عَلٰى اُبْنٰى صَبَاحًا وَحَرِّقْ ·

২৬০৮। হান্নাদ ইব্‌ন সারী ..... উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন জেরুযালেমে অবস্থিত উব্‌না নামক স্থানে আক্রমণ করার জন্য আর বলেছিলেন, আগামীকাল প্রত্যুষে উব্‌না -এর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তথায় অগ্নি সংযোগ কর।

٢٦٠٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّىُّ سَمِعْتُ اَبَامُسْهِرٍ قِيْلَ لَهٗ اُبْنٰى قَالَ نَحْنُ اَعْلَمُ هِىَ يُبْنَا فَلَسْطِيْنَ ·

২৬০৯। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর আল গায্‌যী হতে বর্ণিত যে, তিনি শুনেছেন আবূ মুসহারকে উব্‌না সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন ঃ আমরা জানি যে, সে উব্‌না ফিলিস্তিনে অর্থাৎ সিরিয়ায়।

٣٦١ - بَابُ فِىْ بَعْثِ الْعُيُوْنِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ গুপ্তচর প্রেরণ

٢٦١٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نَا سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَعَثَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُمَاصَنَعَتْ عِيْرُ اَبِىْ سُفْيَانَ ·

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৬১০। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবী বুসীসা (রা)-কে গুপ্তচর হিসেবে আবূ সুফ্ইয়ান-এর (সিরিয়া হতে আগমনকারী) কাফেলার অবস্থা ও গতিবিধি অবলোকন করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

٣٦٢- بَابٌ فِى ابْنِ السَّبِيْلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهٖ

৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যে পথিক ক্ষুধায় কাতর হয়ে খেজুর খায় আর পিপাসায় কাতর হয়ে দুধ পান করে মালিকের অনুমতি ব্যতীত

٢٦١١- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ الرَّقَّامُ نَا عَبْدُ الْأَعْلٰى نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَتٰى أَحَدُكُمْ عَلٰى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهٗ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهٗ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ ـ

২৬১১। আইয়্যাশ ইব্ন ওয়ালীদ আল্ রাক্কাম ..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পথিমধ্যে পিপাসায় কাতর অবস্থায় দুধাল প্রাণী প্রাপ্ত হয়, তবে এর মালিক তথায় উপস্থিত থাকলে তার নিকট হতে এর দুধ দোহনের অনুমতি চাইবে। সে যদি অনুমতি দেয় তবে এর দুধ দোহন করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। আর যদি মালিককে দেখতে পাওয়া না যায়, তবে তিনবার তাকে চিৎকার করে ডাকবে। যদি মালিকের সাড়া পাওয়া যায়, তবে তার অনুমতি চাইবে। অন্যথায় দুধ দোহন করে তার তৃষ্ণা নিবারণ করা উচিত। প্রাণ রক্ষার অতি প্রয়োজনীয় পরিমাণ পান করা ছাড়া অতিরিক্ত কোন দুগ্ধ সঙ্গে বহন করে নিবে না।

٢٦١٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ نَا أَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ بِشْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ قَالَ أَصَابَنِىْ سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِّنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلًا فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِىْ ثَوْبِىْ فَجَاءَ صَاحِبُهٗ فَضَرَبَنِىْ وَأَخَذَ ثَوْبِىْ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهٗ مَا عَلَّمْتَ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَّلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ قَالَ سَاغِبًا وَأَمَرَ فَرَدَّ عَلَىَّ ثَوْبِىْ وَأَعْطَانِىْ وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِّنْ طَعَامٍ ـ

২৬১২। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল্ আনবারী..... আব্বাদ ইব্ন শুরাহ্বীল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খুব ক্ষুধা পাওয়ায় আমি মদীনার বাগানসমূহের মধ্যে কোন এক বাগানে ঢুকে পড়লাম। বাগান হতে কিছু ফল পেড়ে খেলাম আর কিছু আমার গায়ের চাদরে বেঁধে নিলাম। এমন সময় বাগানের মালিক এসে আমাকে মারধোর করল এবং আমার চাদরখানা নিয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি বাগানের মালিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, ছেলেটি যখন মূর্খ ছিল তুমি তাকে জ্ঞান দান করনি, যখন সে ক্ষুধার্ত ছিল তখন তুমি তাকে খাদ্য দান করনি। এই বলে তিনি তাকে আমার কাপড়খানা ফেরত দিতে নির্দেশ দিলেন এবং আমাকে এক ওসাক বা অর্দ্ধ ওসাক (৬০ সা'পরিমাণ বা তার অর্ধেক) খাদ্য দান করার নির্দেশ দেয়ায় আমাকে আমার কাপড় (চাদর) ফেরত দিল এবং উক্ত পরিমাণ খাদ্যও প্রদান করল।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٦١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيْلٍ رَجُلاً مِّنَّا مِنْ بَنِىْ غُبْرٍ بِمَعْنَاهُ ٠

২৬১৩। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... আবূ বিশ্র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্বাদ ইব্ন শুরাহবীল হতে উক্ত মর্মে উপরোক্ত হাদীসটি শুনেছি। তিনি আমাদের বনী গুবার গোত্রের একজন লোক ছিলেন।

٢٦١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ اِبْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ وَهٰذَا لَفْظُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى الْحَكَمِ الْغِفَارِىِّ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِىْ جَدَّتِىْ عَنْ عَمِّ اَبِىْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىِّ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا اَرْمِىْ نَخْلَ الْاَنْصَارِ فَاُتِىَ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا غُلَامُ لِمَ تَرْمِى النَّخْلَ قَالَ اٰكُلُ قَالَ فَلَاتَرْمِى النَّخْلَ وَكُلْ مَا يَسْقُطُ فِىْ اَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اَشْبِعْ بَطْنَهُ ٠

২৬১৪। উসমান ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা..... ইব্ন আবুল হাকাম আল্-গিফারী বলেন, আমাকে আমার দাদী আবূ রাফি' ইব্ন আম্র আল-গিফারীর চাচা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি যখন ছোট বালক ছিলাম তখন আনসারদের খেজুর গাছে তীর ছুঁড়ে মারতাম। সে কারণে আমাকে একবার নবী করীম ﷺ -এর নিকট হাযির করা হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,হে বালক! তুমি খেজুর গাছে তীর মারো কেন? সে বলল, আমার খাওয়ার জন্য। নবীজী বলেন, আর কখনও খেজুর গাছে তীর মেরো না। গাছের নিচে যে খেজুর ঝরে পড়ে তুমি তা খাও। এ বলে নবীজী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন, হে আল্লাহ্ তার পেট পরিতৃপ্ত কর।

٣٦٣- بَابُ فِىْ مَنْ قَالَ لَايَحْلِبُ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেছেন, দুধ দোহন করা যাবে না

٢٦١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَحْلِبَنَّ اَحَدٌ مَّاشِيَةَ اَحَدٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتٰى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلُ طَعَامُهُ فَاِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَتَهُمْ فَلَايَحْلِبَنَّ اَحَدٌ مَّاشِيَةَ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِهِ ٠

২৬১৫। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন অপর কোন ব্যক্তির দুধাল পশুর (গাভী, ছাগী বা উটনীর) দুধ তার বিনা অনুমতিতে কখনও দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার গুদাম ঘরে (মাল-গুদামে) দরজা ভেঙ্গে চোর ঢুকুক আর তার রক্ষিত খাদ্যসামগ্রী লুণ্ঠন করুক? তাদের পশুদের স্তনে তাদের খাদ্য তথা পানীয় সঞ্চিত থাকে। অতএব, কারো ও পশুর দুধ কেউ যেন মালিকের অনুমতি ছাড়া কখনও দোহন না করে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٦٤- بَابٌ فِى الطَّاعَةِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ আনুগত্যের বিষয়ে

٢٦١٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ، عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسِ ابْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ سَرِيَّةٍ اَخْبَرَنِيْهِ يَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

২৬১৬। যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ইব্‌ন জুরায়জ (রা) (কুরআন মজীদের আয়াত) يايها الذين امنوا اطيعوا الله الاية (অর্থ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত থাকো, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি অনুগত থাকো আর তোমাদের ক্ষমতাবান নেতাদের প্রতি"– পাঠ করার পর বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী (রা)-কে নবী করীম ﷺ একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠালেন। আমাকে এ খবরটি ইয়া'লা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হতে আর তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে প্রদান করেছেন।

٢٦١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَّاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَّسْمَعُوْا لَهٗ وَيُطِيْعُوْا فَاَجَّجَ نَارًا وَّاَمَرَهُمْ اَنْ يَّقْتَحِمُوْا فِيْهَا فَاَبٰى قَوْمٌ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا وَقَالُوْا اِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ وَاَرَادَ قَوْمٌ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْا فِيْهَا لَمْ يَزَالُوْا فِيْهَا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ.

২৬১৭। আম্‌র ইব্‌ন মারযূক ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার এক যুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠালেন আর এক ব্যক্তিকে এর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং তাদের সকলকে সেনাপতির কথা শোনার আর তার অনুগত থাকার নির্দেশ দিলেন। সে সেনাপতি (আমীর) অগ্নি প্রজ্বলিত করে তাতে ঝাঁপ দেয়ার জন্য সেনাদলকে নির্দেশ দিল। তখন অনেকেই এ বলে তাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করল যে, আমরা তো (কুফরীর) অগ্নি হতে (ঈমানের দ্বারা) নিস্তার লাভ করেছি (এখন আবার তাতে আত্মহত্যা করে জাহান্নামে যাব কেন?)। আবার কিছু সংখ্যক সৈন্য ঐ অগ্নিতে নেতার নির্দেশ পালনার্থে প্রবেশ করতে মনস্থ করল। এরপর খবরটি নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌঁছল। তিনি বললেন, যদি তারা ঐ অগ্নিতে প্রবেশ করতো তবে তারা আত্মহত্যা করার অপরাধে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যেত। তারপর বললেন, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় (নেতার) আনুগত্য নেই, আনুগত্য হ'ল শুধু সৎকাজে। (এতে বোঝা গেল যে, কোন অসৎকাজে নেতার নির্দেশ পালন করা যাবে না। বরং এর প্রতিবাদ করাই মু'মিনের কাজ)।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٦١٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَاسَمْعَ وَلَاطَاعَةَ ٠

২৬১৮। মুসাদ্দাদ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর নেতার নির্দেশ শ্রবণ করা ও মেনে চলা অত্যাবশ্যক, চাই তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যে পর্যন্ত নেতা কোন পাপ কাজের নির্দেশ দান না করে। আর নেতা যখন কোন পাপ কাজ (অবৈধ কাজ) করার নির্দেশ দিবে তখন তার নির্দেশ শ্রবণ ও পালন করা যাবে না।

٢٦١٩– حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ مُعِيْنٍ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ نَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ مِّنْ رَّهْطِهٖ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلاً مِّنْهُمْ سَيْفًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لَوْ رَاَيْتَ مَالَامَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَعَجَزْتُمْ اِذَا بَعَثْتُ رَجُلاً مِّنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لِاَمْرِىْ اَنْ تَجْعَلُوْا مَكَانَهٗ مَنْ يَّمْضِىْ لِاَمْرِىْ ٠

২৬১৯। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন ..... উক্‌বা ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল যুদ্ধে পাঠালেন। আমি তাদের একজনকে একটি তরবারি দিয়ে সজ্জিত করলাম। যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তনের পর সে লোকটি আমাকে বলল, তুমি যদি দেখতে পেতে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ওপর কী ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন, তাহলে তুমি অতি আশ্চর্যান্বিত হতে। তিনি বলেছেন, তোমরা কি অপারগ ছিলে যখন তোমরা দেখতে পেলে যে, তোমাদের মধ্য হতে আমি যে লোকটিকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছি সে আমার নির্দেশমত চলছে না, তখন তোমরা আমার নির্দেশ পালন করার মত অপর কাউকে তার স্থলে সেনাপতি নির্বাচন করতে পারলে না? তোমরা কি এতই অক্ষম ছিলে?

٣٦٥– بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِنْ اِنْضِمَامِ الْعَسْكَرِ

৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ সৈন্যদের একস্থানে জড় হয়ে থাকার ব্যাপারে নির্দেশ

٢٦٢٠– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ وَيَزِيْدُ بْنُ قُبَيْسٍ مِنْ اَهْلِ جَبَلَةَ سَاحِلِ حِمْصَ وَهٰذَا لَفْظُ يَزِيْدَ قَالَا نَا الْوَلِيْدُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلَاءِ اَنَّهٗ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ اَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىُّ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلاً قَالَ عَمْرٌو كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلاً تَفَرَّقُوْا فِى الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِىْ هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ اِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلاً اِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ حَتّٰى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ ٠

২৬২০। 'আমর ইব্ন উসমান আল্-হিম্‌সী ..... আবূ সা'লাবা আল্-খুশানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সৈন্যদল বা লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে সফরে কোথায়ও রাতযাপন বা বিশ্রামের জন্য সাওয়ারী

http://IslamiBoi.wordpress.com

হতে অবতরণ করতেন, তখন তাঁর সঙ্গী লোকজন পাহাড়ের বিভিন্ন উপত্যকায় ও জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তেন। সে কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, তোমাদের এ সকল পাহাড়ী উপত্যকায় বা জঙ্গলে বিভক্ত হয়ে পড়া শয়তানের কাজ। এরপর হতে সর্বদা যখনই কোন স্থানে অবস্থান করতেন, তখনই সৈন্যদের সকলে পরস্পরে একত্রে অবস্থান করতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত বলা হত যে, যদি একখানা কাপড় তাদের ওপর বিছিয়ে দেয়া হয়, তবে তাদের সকলের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

٢٦٢١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَسِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِيْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ •

২৬২১। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... সাহ্ল ইব্ন মু'আয তাঁর পিতা মু'আয ইব্ন আনাস আল্-জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে স্থান সংকীর্ণ ও রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। নবী করীম ﷺ একজন ঘোষণাকারীকে লোকজনের (সৈন্যদলের) মধ্যে ঘোষণা করতে পাঠালেন ঃ যে ব্যক্তি স্থান সংকীর্ণ করে অথবা রাস্তা বন্ধ করে বসবে তার জিহাদ হবে না।

٢٦٢٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَسِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ •

২৬২২। আম্র ইব্ন উসমান..... সাহ্ল ইব্ন মু'আয তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে গমন করেছি। তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦٦- بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাতের কামনা করা অপসন্দনীয়

٢٦٢٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى نَا أَبُوْ إِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ أَوْفَى حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُوْرِيَّةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ مُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ •

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৬২৩। আবূ সালিহ্ মাহবূব ইব্ন মূসা..... উমার ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) যখন হারুরিয়্যার যুদ্ধে যাত্রা করেন তখন তাঁর নিকট এ মর্মে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে শত্রুসেনার সাথে মুকাবিলা হয়েছিল– বলেছিলেন, হে লোকসকল! শত্রুর সাথে সাক্ষাতের বাসনা পোষণ করো না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো। যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হও তখন ধৈর্যধারণ কর। জেনে রেখ তরবারিসমূহের ছায়ার নিচে জান্নাত। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্ (আসমানী কিতাব) আল-কুরআন অবতরণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, শত্রুদলসমূহের পরাভূতকারী! শত্রুদের পরাভূত করে আমাদেরকে তাদের উপর জয়ী কর।

٣٦٧- بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর মোকাবিলার সময় কী দু'আ পঠিত হবে

٢٦٢٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبِي نَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ .

২৬২৪। নাস্র ইব্ন আলী..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই যুদ্ধ আরম্ভ করতেন তখনই এ দু'আ করতেন, اللهم انت ... الخ (অর্থ) "হে আল্লাহ্! তুমিই আমার শক্তি ও সাহায্যদাতা। তোমার শক্তিতেই আমি আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল অবলম্বন করি আর তোমার সাহায্যেই বিজয়ী হই এবং তোমার শক্তিতেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে থাকি।"

٣٦٨- بَابُ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

٢٦٢٥- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ .

২৬২৫। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... ইব্ন আওন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর খাদেম নাফি'-এর নিকট পত্র লিখে জানতে চাইলাম যে, মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সময় ইসলামের দাওয়াত দেয়াটা কিরূপ? তিনি উত্তরে আমাকে চিঠি লিখে জানালেন, তা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যাপার ছিল। নবী করীম ﷺ মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের এরূপ আক্রমণ সম্পর্কে কিছুই জানত না, আর তাদের পশুগুলো তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানির কূপের নিকট অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে তাদের যুদ্ধবাজদেরকে হত্যা করে তাদের পুত্র-কন্যাদেরকে বন্দী করে এনেছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন জুওয়াইরিয়্যা বিন্তে হারিস (রা)-কে সে সময় বন্দী করে আনা হয়েছিল। আমাকে স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) এ কথা বর্ণনা করেছেন, যিনি উক্ত সৈন্যবাহিনীতে শরীক ছিলেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٢٦٢٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَكَانَ يَتَسَمَّعُ فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلاَّ أَغَارَ ·

২৬২৬। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ফজরের নামাযের সময় অতর্কিত আক্রমণের জন্য ফজরের আযান শোনার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আযান শোনা গেলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন। অন্যথায় (আযান শোনা না গেলে) শত্রুর প্রতি অতর্কিত আক্রমণে বেরিয়ে পড়তেন।

٢٦٢٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْسَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلاَتَقْتُلُوا أَحَدًا ·

২৬২৭। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর..... ইব্‌ন ইসাম আল্‌-মুযানী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খণ্ডযুদ্ধে পাঠাতেন, আর বলতেন, তোমরা কোন মসজিদ দেখতে পেলে অথবা কোন মুআয্‌যিনকে আযান দিতে শুনলে সেখানে অতর্কিত আক্রমণ চালাবে না এবং কাউকেও হত্যা করবে না।

٣٦٩- بَابُ الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা

٢٦٢٨- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَأَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ ·

২৬২৮। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যুদ্ধ একটি ধোঁকা বা কৌশল মাত্র।

٢٦٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا أَبُو ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ ·

২৬২৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ ..... কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) হতে তাঁর পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ কোনো দিকে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তা অপরের নিকট গোপন রাখতেন আর বলতেন, যুদ্ধ একটি কৌশল মাত্র।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٧٠- بَابٌ فِي الْبَيَاتِ

৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ গোপনে নৈশ আক্রমণ

٢٦٣٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَّرَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمِتْ أَمِتْ قَالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ·

২৬৩০। আল্ হাসান ইব্‌ন আলী ..... সালামা ইব্‌নুল আকওয়া (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের উপর আবূ বাক্‌র (রা)-কে আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে এক যুদ্ধে পাঠালেন। আমরা (ফুযারা গোত্রের) কিছু মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম। রাতের বেলা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদেরকে হত্যা করেছিলাম। সে রাতে আমাদের আক্রমণের সংকেত ছিল "আমিত, আমিত"। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেছেন, আমি নিজ হাতে সে রাতে সাতজন প্রসিদ্ধ মুশরিক নেতাকে হত্যা করেছিলাম।

٣٧١- بَابٌ فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ সৈন্যবাহিনী বা কাফেলার পেছনে অবস্থান গ্রহণ

٢٦٣١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ ·

২৬৩১। আল হাসান ইব্‌ন শাওকার ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে লোকজনের পেছনে অবস্থান করতেন ও অসামর্থ লোকদের তাঁর পেছনে নিজ সাওয়ারীতে তুলে নিতেন এবং সকল সঙ্গী মুসলমানের কল্যাণের জন্য দু'আ করতেন।

٣٧٢- بَابٌ عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ

৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে হবে

٢٦٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ·

http://IslamiBoi.wordpress.com

২৬৩২। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি লোকদের (কাফির-মুশরিকদের) সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত তারা কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) বলে ইসলাম গ্রহণ না করে। অতএব, যখন তারা এই কালেমা বলে, তখন হতে তাদের জানমাল আমার নিকট নিরাপদ থাকবে, কেবল ন্যায়বিচারের খাতিরে প্রাণদণ্ড ও শাস্তির ব্যবস্থা ইসলামী বিধান মোতাবেক চালু থাকবে। প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের পর তাদের আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। যদি অন্তরে দোষ-ত্রুটি থাকে, তবে তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত থাকবে।

٢٦٣٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالِقَانِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَأَنْ يَّسْتَقْبِلُوْا قِبْلَتَنَا وَأَنْ يَّأْكُلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَأَنْ يُّصَلُّوْا صَلاَتَنَا فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ·

২৬৩৩। সাঈদ ইব্ন ইয়া'কূব তালেকানী ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ “আমি (অমুসলিম লোকদের সাথে যুদ্ধ করে যেতে আদিষ্ট হয়েছি), যে পর্যন্ত তারা “আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল” বলে সাক্ষ্য না দেয়, আর আমাদের কিব্লা মেনে তার দিকে মুখ করে নামায না পড়ে, আর আমাদের যবেহ্কৃত প্রাণী না খায় আর আমাদের মত (পাঁচ বেলা) নামায আদায় না করে। যখন তারা (ঈমান এনে) ঐ সকল কাজ করবে, তাদের জানমালের ক্ষতি সাধন আমাদের উপর হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে যাবে। কিন্তু জানমালের অধিকারের বেলায় ন্যায়বিচারের মানদণ্ড চালু থাকবে। অন্যান্য মুসলমানগণ যেরূপ সাহায্য সহানুভূতি পেয়ে থাকে, তারাও সেরূপ সাহায্য সহানুভূতি পাবে, আর মুসলমানদের ওপর যেরূপ অপরাধের শাস্তি বর্তায় তাদের ওপরও তদ্রূপই বর্তাবে।

٢٦٣٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَعْنَاهُ ·

২৬৩৪। সুলায়মান ইব্ন দাউদ ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে উক্ত মর্মে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٣٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ ظَبْيَانَ نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى الْحُرُقَاتِ فَنَذِرُوْا بِنَا فَهَرَبُوْا فَأَدْرَكْنَا رَجُلاً فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتّٰى قَتَلْنَاهُ فَذَكَرْتُهٗ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ لَّكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلاَحِ قَالَ أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهٖ حَتّٰى تَعْلَمَ مِنْ

http://IslamiBoi.wordpress.com

أَجْلِ ذٰلِكَ قَالَهَا أَمْ لاَ مَنْ لَّكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى وَدِدْتُّ أَنِّىْ لَمْ أُسْلِمْ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ •

২৬৩৫। আল্ হাসান ইব্ন আলী ও উসমান ইব্ন আবূ শায়বা..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্ষুদ্র সৈন্যদল দিয়ে হুরুকাত নামক স্থানে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। শত্রুগণ আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পলায়ন করল। আমরা তাদের একজনকে[১] ধরতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম ও চাপ সৃষ্টি করলাম। সে বলে ওঠল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" তারপরও আমরা তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করলাম। (মদীনায় ফেরার পর) আমি এ ঘটনা নবী করীম ﷺ -কে অবহিত করলে, তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের দিন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" যখন তোমার বিরুদ্ধে বাদী হয়ে আল্লাহ্র নিকট বিচার প্রার্থনা করবে তখন তোমাকে কে রক্ষা করবে, কে সাহায্য করবে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো অস্ত্রের ভয়ে কালেমা পড়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে যে, সে ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল না সত্যই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল? তারপরও তিনি বারংবার বলতে থাকলেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কালেমার ফরিয়াদের সময় কিয়ামতের দিন তোমাকে কে রক্ষা করবে? এমনকি আমার লজ্জায় মনে হচ্ছিল যে, আমি যদি পূর্বে মুসলমান না হয়ে সেদিন ইসলাম গ্রহণ করতাম (তবে আমার এহেন অপরাধ মাফ হয়ে যেত)।

٢٦٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِىْ فَضَرَبَ إِحْدٰى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ ثُمَّ لاَذَ مِنِّىْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ أَفَأَقْتُلُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقْتُلْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ قَطَعَ يَدَىَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِىْ قَالَ •

২৬৩৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... আল্ মিকদাদ ইব্নুল আসওয়াদ (রা) বলেন, তার নিকট খবরটি এভাবে পৌছে যে, তিনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন এ ব্যাপারে –যদি আমার সাথে কোন কাফিরের সাক্ষাত হতেই সে আমার সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে আর আমার একটি হাত তরবারি দিয়ে কেটে ফেলে তারপর আমাকে একটি গাছের সাথে ধরে বলে, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরূপ বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তর দিলেন ঃ না, এমতাবস্থায় তুমি তাকে হত্যা করবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো আমার হাত কেটে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তবুও তুমি তাকে হত্যা করবে না। তুমি যদি তাকে হত্যা কর, তবে হত্যার পূর্বে তুমি যে অবস্থায় ছিলে, সে তোমার ঐ অবস্থায় চলে যাবে। আর তুমি তার কালেমা পড়ার পূর্বেকার (কুফরী) অবস্থায় চলে যাবে।

১. সীরাতে ইব্ন হিশাম গ্রন্থে তার নাম 'মুরদাস ইব্ন নুহায়ক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

٣٧٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ مَنِ اعْتَصَمَ بِالسُّجُوْدِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ যারা সিজদায় দৃঢ় থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় তাদেরকে হত্যা করা নিষেধ

٢٦٣٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلٰى خَثْعَمَ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِّنْهُمْ بِالسُّجُوْدِ فَأَسْرَعَ فِيْهِمُ الْقَتْلَ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَلَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيْءٌ مِّنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَا قَالَ لَاتَرَايَا نَارَاهُمَا قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَّهُشَيْمٌ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ وَ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوْا جَرِيْرًا ٠

২৬৩৭। হান্নাদ ইব্ন সারী ..... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাস'আম গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠালেন। উক্ত গোত্রের কিছু লোক সিজ্‌দায় পতিত হয়ে (ইসলাম গ্রহণের বাহ্যিক প্রকাশ দ্বারা) আত্মরক্ষা করতে চাইল। কিন্তু ফল হল'না, বরং মুসলিম সৈন্যদল তাড়াতাড়ি তাদেরকে হত্যা করল। জারীর (রা) বলেন, এ হত্যার খবর নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌছার পর তিনি নিহতদের উত্তরাধিকারীগণকে রক্তের অর্দ্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি ঐ সকল মুসলমানদের কোন দায়িত্ব রাখি না যারা মুশরিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করে। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেন? তিনি বললেন, (মুসলিম আর মুশরিকদের একস্থানে বসবাস করতে নেই) তারা একে অপর হতে এরূপ দূরত্বে বাস করবে যাতে একের ঘরের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অপরের ঘর হতে দেখা না যায়। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি মা'মার, হুশায়ম, খালিদ প্রমুখ অনেকেই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা জারীর (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি, বরং মুরসাল হাদীস হিসাবেই বর্ণনা করেছেন।

٣٧٤- بَابٌ فِي التَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ

৩৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন

٢٦٣٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيْتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَّايَفِرَّ وَاحِدٌ مِّنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ تَخْفِيْفٌ فَقَالَ الْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ

http://IslamiBoi.wordpress.com

عَنْكُمْ قَرَأَ اَبُوْ تَوْبَةَ اِلَى قَوْلِهِ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ ـ

২৬৩৮। আবূ তাওবা আর্ রাবী' ইব্ন নাফি'..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (পবিত্র কুরআনের আয়াত) وَاِنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ ..... الخ (অর্থ) "যদি তোমাদের বিশজন সবল সহিষ্ণু সৈন্য থাকে তবে দু'শ' কাফির সৈন্যের ওপর তারা জয়ী হবে।" (শত্রুর ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পশ্চাদপরায়ণ বা পলায়ন করতে পারবে না) অবতীর্ণ হল, তখন এরূপ কড়া নির্দেশটি যে, একজন মুসলিমকে দশজন কাফিরের মোকাবেলা করা আল্লাহ্ তাদের উপর ফরয করে দিলেন– মুসলমানের ওপর বড়ই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। এরপর তা হাল্কা করে সহজকারী আয়াত অবতীর্ণ হ'ল, যাতে বলা হ'ল ঃ এখন আল্লাহ্ তা'আলা কড়া নির্দেশটি তোমাদের প্রতি হাল্কা করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে দুর্বল লোক রয়েছে। অতএব, তোমাদের একশ' জন অবিচলিত যোদ্ধা দু'শ' জন কাফিরের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবে আর একহাজার থাকলে তারা দু'হাজার শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা করে জয়ী হবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সহজীকরণের সময় যে হারে সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন, সে পরিমাণে আল্লাহ্ তা'আলা অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারটিও হাল্কা করে দিয়েছেন।

٢٦٣٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ لَيْلٰى حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَ فِيْ سَرِيَّةٍ مِّنْ سَرَايَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيْمَنْ حَاصَ فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ فَقُلْنَا نَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ فَنَتَثَبَّتُ فِيْهَا لِنَذْهَبَ وَلَا يَرَانَا اَحَدٌ قَالَ فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا اَنْفُسَنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ اَقَمْنَا وَاِنْ كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ ذَهَبْنَا قَالَ فَجَلَسْنَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ فَاَقْبَلَ اِلَيْنَا فَقَالَ لَا بَلْ اَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ اَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

২৬৩৯। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত খণ্ড যুদ্ধসমূহের মধ্যে কোন এক যুদ্ধের সেনাদলে শামিল ছিলেন। তিনি বলেন, লোকজন সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে কৌশলে পলায়ন করতে লাগল। আমিও আত্মগোপনকারীদের মধ্যে ছিলাম। বিপদ কাটার পর যখন আমরা বাইরে এলাম তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম, আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করার অপরাধে আল্লাহ্র গযবের উপযুক্ত হয়েছি। এখন কী করে আত্মরক্ষা করব এবং লজ্জার হাত হতে রক্ষা পাব? আমরা আলোচনার মাধ্যমে সাব্যস্ত করলাম, রাতের বেলায় মদীনায় ফিরে গিয়ে তথায় চুপে চুপে রাতযাপন করব, যাতে কেউ

http://IslamiBoi.wordpress.com

আমাদেরকে দেখতে না পায়। তথা হতে পুনরায় যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারি। মদীনায় প্রবেশের পর খেয়াল হল আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিজেরাই উপস্থিত হই এবং আমাদের তাওবা গৃহীত হয়, তাতে তো ভালই, তথায় থেকে গেলাম। অন্যথায় অন্যত্র চলে যাব। তিনি বলেন, এহেন চিন্তাভাবনা করে আমরা ফজরের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। তিনি যখন নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হলেন, আমরা তাঁর দিকে ছুটে গিয়ে অপরাধীর স্বরে বললাম, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকারী। তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, না তোমরা তো পলায়নকারী নও, বরং রণকৌশলে আপন দলের আশ্রয়গ্রহণকারী। একথা শুনে আমাদের ভয় কেটে গেল এবং আমরা তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁর হাত মুবারক চুম্বন করলাম। তিনি বললেন, আমি মুসলমানদের আশ্রয়স্থল।

٢٦٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمِصْرِيُّ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا دَاوُدُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ نَزَلَتْ فِىْ يَوْمِ بَدْرٍ : وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ٠

২৬৪০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিশাম আল মিসরী ..... আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পবিত্র কুরআনের আয়াত) وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ ... الخ (অর্থ) "আর যে ব্যক্তি সেদিন পিঠ প্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করবে" বদর যুদ্ধের দিন অবতীর্ণ হয়েছিল।

ইফাবা-২০০৬-২০০৭-প্র/৬৭৬৮ (উ)-৫২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ